

‘ত্ৰিত্ৰিহরিঃ

পৰৱৰ্ত্ত।

শ্ৰীমদ্ভাগবতীয়

একাদশ স্কন্ধঃ।

এবং

মান্যবৰ্গ জীযুক্ত সুনীতন চক্ৰবৰ্ত্তী মহাশয় কৰ্ত্তৃক তদৰ্থ ভাষা অভিপন্ন
প্ৰকাশ্যমান এই নানা শাস্ত্ৰাধ্যাপক জীযুক্ত ৰামানন্দ চূড়ামণি
তট্টাচাৰ্য্য মহাশয় কৰ্ত্তৃক সংশোধিত হয়। একত্ৰে পুনৰ্দ্ধাৰ
সংশোধিত হইয়া মুদ্ৰিত হইল।

এভদ্রাস্থ প্ৰকাশক

শ্ৰীলালচাঁদ বিশ্বাস।

কলিকাতা সূচাৰু যন্ত্ৰে

শ্ৰীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বাৰা, বাহিৰ মুন্নাপুৰ, ১৩ সংখ্যক ভৱন
দ্বিতীয় বাৰ মুদ্ৰিত হইল।

শকাব্দঃ ১৭৮০। সম ১২৬৫।

[মূল্য ২ টকা মাত্ৰ।]

ভূমিকন।

ঐহিরিলীলা শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতিই পরম শ্রেষ্ঠ এতদ্রূপ জ্ঞানপূর্বক যে সকল পুণ্যবান্ ব্যক্তি ঐহিরিলীলা শ্রবণ কীর্তনাদিতে প্রবৃত্তি করেন তাঁহাদিগের তদুপায় নিমিত্ত ঐমহাশয়গণ্ড গ্রন্থকার ভূমণ্ডলের জ্ঞান হরণ এবং জ্ঞান হরণের কারণ নিম্ন ঐশ্বর্য্য দ্বারা যদুবংশকে ভূষিত করণ এবং যদুবংশে ইজাদি দেবগণের অংশকে অবতীর্ণ করণ প্রভৃতি ঐকৃষ্ণের বহুবিধ লীলা বর্ণন সকল এত্বেয় দৃষ্ট ভূষণ স্বরূপে ঐমদনশমস্বক্রে করিয়াছেন। সংপ্রতি যোগমায়ার কার্য্যের নিরাম এবং নিম্ন ভক্তকে আশ্রিতত্বের উপদেশ এবং লীলা নিমিত্ত মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ কথিত দেবগণের অংশের মৌল লীলাচ্ছলে স্বীয় পদ্ম লাভ এতদ্রূপ লীলা করণপূর্বক ব্রহ্মাদিদেবগণে কৃপাকরণার্থে ঐকৃষ্ণের স্বয়ং টেকুধাম গমনরূপ লীলা বর্ণন উক্ত গ্রন্থকার দখিত প্রবর্ত্ত জনের আনন্দ জন্ম অখিল শাক্তরূপ নকত্রগণের মধ্যে উদিত পূর্ণচন্দ্র সন ঐমদেকাদশ স্বক্রে একত্রিংশৎ অধ্যায় দ্বারা করিতেছেন। ইহাতে বিশেষ এই যে একত্রিংশৎ অধ্যায় মধ্যে প্রথমোধ্যায়ে তত্ত্ব জ্ঞানের হেতু বিষয়ান্তিলাষ ভ্যাগ তদ্বিনিত্ত যদুবংশে ব্রহ্মশাপচ্ছলে অতি উন্নত বিষয় সুখের অনিত্যত্ব বিজ্ঞাপন। তৎপর অধ্যায় চতুষ্টিয় করণক বহির্ভাব অস্তরীক প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন আবির্ভোক্ত ত্রবিড় চমস এবং করজাজন এই নয় জন যোগীজ্ঞ আর নিনি রাজা এই উভয়ের সম্বাদে পরিকরের সহিত পরম তত্ত্বের নিরূপণ। তদনন্তর এক অধ্যায়ে যদুবংশজলাধিজাত পূর্ণচন্দ্র ভগবান্ ঐকৃষ্ণ এবং পরম্ভাগবত ঐকৃষ্ণ প্রেমাস্পদ ঐমদুন্দব মহাশয় এই উভয়ের সম্বাদ প্রসূত। তদন্তর ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় করণক দুস্পার সংসার বর্ষ তরুণে কর্ণধাররূপ ঐমদুন্দব মহাশয় প্রতি সংসার দুঃখজলধি অনায়াস ভরণে তরুণীরূপ চরণপঙ্কজ ঐভগবানের তত্ত্ব নিরূপণ। তৎপর অধ্যায় যগ করণক মৌলক্লীড়া অর্থাৎ পরস্পর বিরোধ জননানন্তর যদুকুল ক্ষা ইত্যাদি। এইরূপ একাদশ স্বক্রে প্রবৃত্তি সেই একাদশ স্বক্রে ব্যাখ্যা পূর্ণীচাৰ্য্য মতাবলম্বন করিয়া যদুকুলসারে বর্ণিতেছি।

প্রথমোধ্যায়ে মৌলক্লীড়া প্রদক্ষ নিমিত্ত দশনস্বক্রে বর্ণিত বধাই পুনর্বার লোকবশে করিতেছেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরৎ ৭২।

বংশী বিজুহিত কর নবঘনশ্রুত। গীতাধর সর্বলোক মন অভিমান।
পঙ্কজলোচন ওষ্ঠ অধর অরুণ। পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখ অসংখ্যক গুণ। এই রূপ পর-
ব্রহ্মশ্রীকৃষ্ণ চরণে। এগমি প্রবর্ত হই ভাষা বিরচনে। অনুগত বিপ্র স্নেহে ব্যা-
খ্যাকি হইতে। উদ্ধারিতে হবে প্রভু নয়ন ভঙ্গিতে। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ কম্পবৃক্ষ
রূপ। এগব জানিষে তার অকুর স্বরূপ। প্রভু ভগবান্ বীজ ভক্তি মূলধার।
দ্বাদশ স্কন্ধেতে হয় তাহার বিস্তার। ত্রিশত পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় বাহার। সর্ব-
লোকে প্রকাশিত স্বরূপ শাখার। অষ্টাদশ সহস্র যে শ্লোক দল তার। বাহিত
অর্পণ শীল মহিমা অগার। এই রূপ কম্পবৃক্ষ পৃথিবী ভিতরে। সুলভ বিরাজ-
মান সবার উপরে। মাধুর্য্য অক্ষকার আছেয়ে বাহার। উক্ত গ্রন্থ একাদশ রাক।
সম তার। সেই একাদশ ব্যাখ্যা করিব পরারে। কৃপাময় যদি কৃপা করেন আ-
মারে। অধ্যায়ের প্রথমেতে যতক আভাস। গদ্যেতে করিব তার অর্থের প্রকাশ।
আভাসের বিবরণ শুন সর্বজন। সংক্ষেপেতে অধ্যায়ের অর্থ নিরূপণ। কৃপা-
করি এই ব্যাখ্যা কর। স এহণ। ইহাতে হইবে ভাব অর্থ প্রকাশন।

বিজ্ঞাপন।

স্বধর্ম্ম প্রসারার্থে সুযত্নবান্ পরম কারুণিক ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ জনগণ সন্নি-
ধানে অম্মদাদির আবেদন মিদং যে এতৎ প্রদেশ মধ্যে বেদ মহাভারত এবং
পুরাণ প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ চিরকালাবধি প্রচলিত থাকিতে ও পণ্ডিত মণ্ডলি ভিন্ন
কেহ মর্ম্মার্থ বুঝিতে সক্ষম নহেন এতন্মিত্তি সর্বসাধারণ ব্যক্তিবৃন্দের সুখ বো-
ধার্থে অনেকানেক গুণি মহাশয়ের। পুরুষার্থ সাধনজন্য তত্তদগুরুর কোনও অংশ
গৌড়ীয় ভাষায় অতি সুললিত গদ্য গদ্যে একটন পূর্ব্বক দেশের অশেষ বিশেষ
উপকার করিতেছেন বিশেষত মান্যবর শ্রীযুক্ত সনাতন চক্রবর্তী মহাশয় মহর্ষি
বেদব্যাস প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধ বাহা প্রাকৃত ভাষায় পয়ারাদি
চ্ছন্দে একটন করিয়াছিলেন তাহা স্বভাবত সুকঠিন ও মূলের সহিত অনেক
বিধায় নানা শাস্ত্রাধ্যাপক ভগবদ্বাক্য পরায়ণ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য
মহাশয় কর্তৃক যথা সাধ্য মূলের সহিত একত্র করণানন্তর সম্পূর্ণ রূপে ভাষা
সংশোধন করিয়া সঙ্কলনানুরক্তনার্থে এবং সাধারণের হিত জন্য মূল ও তন্নি-
ভাগে প্রয়োজনানুসারে স্থানেই ভাগবতপ্রাচীন মহামান্য পরম পবিত্র শ্রীশ্রীধরস্বামির
টীকার অর্থ ও ভাবার্থ গ্রহণপূর্ব্বক অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক মঙ্গলা-
কাঙ্ক্ষিক বন্ধুবর্গের সুস্বস্ত্রে পয়ারচ্ছন্দে এতদ্ভুক্ত ব্যাপার সম্প্রদেয় যদিপি মূলের
ভাবরক্ষাকরণ জন্য স্থানেই সুললিত্য ও সুশ্রাব্যতার অভাব তথাপি সংসার-
বদ্ধ জীবের আশ্রয় মুক্তিপদপ্রদ যে ভগবদ্বাক্য ইহাতে স্বধর্ম্মানুরাগী শ্রীশ্রীহরি
পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের কদাচ আনন্দরসিনী নহে অতএব প্রার্থনা এই যে ইচ্ছনিত
ধর্ম্মিষ্ঠ মহাশয়ের। স্বীয় মহাবানুসারে সমস্ত দোষ পরিবর্জন পুরাঙ্গর শূণ্যবৎ গুণ
গ্রহণে পল্লিত হইবেন ইত্যলমতি বিস্তরেন।

নিম্ন স্বাক্ষরিত গ্রন্থপ্রকাশক ও যজ্ঞাধ্যক্ষের অনুমতি ভিন্ন কেহ এই পুস্তক
মুদ্রিত করিলে ব্যবহার নিবর্তক প্রচলিত ব্যবহানুসারে রাজস্বারে দণ্ডাগী
হইবেন ইতি।

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস।

যজ্ঞাধ্যক্ষ।

নির্ঘণ্ট পত্র ।

প্রথম অধ্যায় ।



মৌর্য উৎসব

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ভক্তিমান শ্রীবসুদেব মহাশয় ভাগবত ধর্ম জিজ্ঞাসা করাতে নিমি রাজার
এবং নবযোগেন্দ্রের সম্মান দ্বারা দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীনারদ মুনি সকল ভাগ-
বত ধর্ম কহিতেছেন

তৃতীয় অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রদেবের পুত্র নব যোগেন্দ্রের প্রতি মারীশ্রম মাধাতুরণ শ্রম ব্রহ্ম-
শ্রম এবং কর্মশ্রম এতৎ শ্রম চতুষ্টয় শ্রীমদ্বিমিরাজা কর্তৃক ক্রমে হয় । উক্ত
নব যোগেন্দ্রের মধ্যে অন্তরীক্ষ প্রবৃদ্ধ পিপ্পলায়ণ এবং আবির্ভোক্ত এত-
জ্ঞান চতুষ্টয় কর্তৃক ক্রমে তদুত্তর হয় শ্রীমদ্রাহকার তৃতীয়াধ্যায়ে শ্রী
দ্যানুসারে এতদ্বর্ণন করিতেছেন

চতুর্থ অধ্যায় ।

শ্রীভগবানের যে যে অবতার এবং তাঁহাদের যে যে কর্ম নিমি রাজা
ইহার শ্রম করাতে মনুষ্যের মধ্যে সাগুণ জয়শ্রীনন্দন শ্রীমান ত্রিবিজ্ঞানক
যোগেন্দ্র উত্তর করেন । এতদ্বর্ণন শ্রীমদ্রাহকার চতুর্থীধ্যায়ে করি-
তেছেন

পঞ্চম অধ্যায় ।

ভক্তিহীন জনের কি গতি এবং প্রতি যুগে বিষ্ণুর অর্চনা করিতে হয় কি
একার এই শ্রম নব যোগেন্দ্রের প্রতি নিমি রাজা কহাতে তাঁহাদের মধ্যে
শ্রীচমস এবং শ্রীমান বরভাজন এই দুই জন ক্রমে কথিত শ্রমের উত্তর
করেন শ্রীমদ্রাহকার পঞ্চমাধ্যায়ে ইহা বর্ণন করিতেছেন

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ব্রহ্মাদি দেবগণ দ্বারকায় গমন করেন তৎপর দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি
করেন তৎপর বৈকুণ্ঠধামে শ্রীকৃষ্ণের গমনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাত করিয়া-
ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মাদির বাক্য স্বীকার করিবার পর দেবগণের সহিত ব্রহ্মা

[illegible]

সপ্তম অধ্যায় ।

তদনন্তর ঐক্য-বয়ং প্রীতকনের আশুজ্ঞান সিফির নিমিত্তে অবধূতের
ইতিহাসেতে উক্ত হইয়াছে যে সকল গুরু তন্মধ্যে অষ্ট গুরুর বর্নন সপ্তম
অধ্যায়ে করিয়াছেন " " " " " " " " " " " " " " ৬৩

ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

[illegible]

नमः आचार्य ।

[illegible]

দশম অধ্যায় ।

চতুর্নিশ্চয়তা প্রকৃতির উপাধ্যানেতে আশ্রয়ত্ব জ্ঞান লাভের সম্ভাবনায় আত্মর
হওয়াতে উক্তবের সম্বন্ধে আশ্রয়ত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সাধনের উক্তি অতঃপর ইহা
জানিবে দেহ সম্বন্ধে জন্ম আশ্রয় সংসার ঘটে আপন হইতে ঘটে না এই বর্ণন
দশম অধ্যায়ে উক্তবের প্রতি ত্রিকৃষ্ণ করিয়াছেন ২৫

একাদশ অধ্যায়।

বন্ধ এবং মৃত্যুগণের লক্ষণ আর সাধুদিগের এবং ভূক্তির লক্ষণ ইহাই এতদংশ
অধ্যায়ে প্রীকৃপ কর্তৃক প্রীত হইবে৷ " " " " ১০৪

द्वादश अध्याय ।

‘ দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ভবের প্রতি সাধুসম্মত নহিমার এবং তদনন্তর
কর্ণানুষ্ঠান দ্বারা কৰ্ম ত্যাগের ব্যবস্থার বর্ণন করিয়াছেন “ “ “ “ ১১৫

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে গ্রীক হংসের ইতিহাস দ্বারা সমস্ত শক্তিতে কয়েক বিদ্যার উদ্দেশ্যের ক্রম এবং চিত্রের ঞ্চন দোষ বর্ণন ইউক্লিডের প্রতি করিয়াছেন " ২১

চতুর্দশ অধ্যায়।

ভক্তি ইহাই পরম মেঘো অন্য পরম মেঘো নয় এই বাক্যে এবং বহু শাস্ত্র-
নের সহিত ধ্যানযোগকে চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণন করিতেছেন " " " ১৩০

পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদনন্তর জীবিত পদ সংপ্রাপ্তি বিষয়ে ব্যবধানত্ব রূপে অভিমত ধারণানুগত
সকল সিদ্ধিকে পঞ্চদশ অধ্যায়ে কহিয়াছেন " " " " " ১৩২

ষোড়শ অধ্যায়।

হরির আবির্ভাবযুক্ত বিবৃতি সকল এবং জ্ঞান বীজ্য জ্ঞাতব আদি ষোড়শা-
ধ্যায়ে বিশেষ বর্ণন করিতেছেন " " " " " " " ১৪১

সপ্তদশ অধ্যায়।

তদনন্তর সপ্তদশাধ্যায়ে ভক্তিলক্ষণ স্বধর্ম জিজ্ঞাসা করাতে কংসাদেব কর্তৃক
উক্ত ব্রহ্মচারির এবং গৃহীর ধর্ম আকৃষ্ট উক্ত মহাশয়ের প্রতি কহিতেছেন " " " ১৪৪

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বানপ্রস্থ এবং যতির ধর্ম আর অধিকারী বিশেষে উক্ত ধর্মের বিশেষ অ-
ষ্টাদশ অধ্যায়ে কহিয়াছেন " " " " " " " ১৪৫

একোবিংশতি অধ্যায়।

আশ্রম ধর্মতো জ্ঞানাদির নির্যুক্ত পূর্বেতে কহিয়া একোবিংশতি অধ্যায়ে
জ্ঞানাদির ত্যাগ কহিতেছেন " " " " " " " ১৪৬

বিংশতি অধ্যায়।

অধিকারি নিষ্পাপ হেতু গুণ দোষ ব্যবহার নিমিত্তে ভক্তিরোগ জ্ঞানযোগ
এবং ক্রিয়ামোগ এই যোগত্রয় বিংশত্যাধ্যায়ে কহিয়াছেন " " " ১৪৭

একবিংশতি অধ্যায়।

একবিংশতি অধ্যায়ে ক্রিয়া জ্ঞান এবং ভক্তিতে অনধিকারি কামীদিগের দ্রব্য
দেশাদিতে গুণ দোষ বিস্তার করিয়াছেন " " " " " " " ১৪৮

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

তত্ত্ব সংখ্যা সকলের অবিরোধ প্রকার প্রকৃতি পুরুষ বিবেক এবং জন্ম মৃত্যু
প্রকারাদি দ্বাবিংশত্যাধ্যায়ে কহিতেছেন " " " " " " " ১৪৯

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

ভিক্ষু গীতানুসারে বুদ্ধির দ্বারা মানসের সংস্করণ তিরস্কার সহনের উপায়
ত্রয়োবিংশত্যাধ্যায়ে কহিতেছেন ও দূর্জনের উপদ্রব নিশ্চয় দুঃসহ অতএব ঐশ্বর্য
অধ্যায় চতুষ্ঠয়ে তাহার উপায় বর্ণন করিতেছেন " " " " " ১৫০

চতুর্বিংশতি অধ্যায়।

আত্মার সকল আদর্শের উৎপত্তি এবং বিনাশ চিন্তাধারা সাংখ্যযোগেতে
কর্যে মনের মোহ নিবারণ চতুর্বিংশাধ্যায়ে করিতেছেন " " ২২৩

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

আত্মার নৈশ্চল্য জ্ঞানের নিমিত্তে চিত্তপ্রভাব সম্বাদি গুণের অনেক প্রকার
বৃত্তি নিরূপণ পঞ্চবিংশাধ্যায়ে করিতেছেন " " " ২২৯

ষড়্বিংশতি অধ্যায়।

দুষ্টিসঙ্গ দ্বারা যোগেতে নিষ্ঠার বিঘাত আর সাধুসঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠার পরা-
কাষ্ঠ এই বর্ণন ষড়্বিংশাধ্যায়ে করিতেছেন। সঙ্গ দ্বারা যোগির যোগ বিক্রংশ হয়
অতএব সর্বথা সঙ্গ নিবারণের নিমিত্তে ঐলরাজার গীত বিস্তার করিতেছেন ২৩৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সদ্যশ্চিত্ত প্রসন্নতা কারক আর সর্বকাম প্রাপ্তির হেতু অঙ্গের সহিত ক্রিয়া-
যোগের উক্তি সংক্ষেপেতে সপ্তবিংশাধ্যায়ে করিয়াছেন " " ২৪৩

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

পূর্বে যে জ্ঞানযোগ বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন পুনর্বার তাহা অষ্টাবিংশ-
শাধ্যায়ে সংক্ষেপ করিয়া নিরূপণ করিতেছেন " " " ২৪৪

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্বে যে ভক্তিযোগ বিস্তার করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন তাহাই ঊনত্রিংশা-
ধ্যায়ে স্বভক্তের নিমিত্ত সংক্ষেপে কহিতেছেন " " " ২৬৪

ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়ধামে গমনেন্দ্রক হইয়া প্রথমাধ্যায়ে উপকিষ্ট মৌল লীলাচ্ছলে
নিজ কুল সংহার করেন ইহা ত্রিংশাধ্যায়েও প্রকার বর্ণন করিয়াছেন " " ২৭৪

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ভূমণ্ডল হইতে ভগবান্ স্বীয় ধাম গমন করেন ভূমণ্ডল বসুদেবাদি তাঁহার
পশ্চাৎ প্রীতিযুক্ত হইয়া গমন করেন প্রথমে দেবগণের অংশকে বসুগণ রূপে
অবতীর্ণ করিয়া পুনর্বার সেই অংশ সকলকে দেবগণে মিলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়
ইচ্ছায় স্বীয় দেহের সহিত স্বীয় ধামে প্রবেশ করেন ইহা একত্রিংশাধ্যায়ে প্র-
কার বর্ণন করিয়াছেন " " " " " ২৮৩

শ্রীকৃষ্ণো

জয়তি ।

শ্রীমদ্ভাগবতীয়

একাদশ স্কন্ধঃ ।

শ্রীশুক উবাচ । ১ । কৃষ্ণা দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ সরামোষদুষ্টিবৃত্তঃ ।

ভুবোহবতারয়ন্তারং জবিষ্ঠং জনয়ন্ কলিং ॥

কহেন শ্রীশুকদেব শুন পরীক্ষিৎ । দৈত্যবধ করি কৃষ্ণ রামের সহিত ॥
বহুগণাবৃত্তে দূর কৈলা ভূমি ভার । কলহ জন্মান প্রভু যাহাতে সংহার ॥

। ২ । যে কোপিতঃ স্রবহ পাণ্ডুস্রুতঃ সপত্নৈর্দুর্ভূতহেলনকচগ্রহণাদিভি স্থান ॥

কৃষ্ণা নিমিত্ত নিতয়েতরতঃ সমেতান্ হস্তা নৃপাধিরহরং ক্রিতিভার মীশঃ

যে রূপ কলহ জন্মাইয়া নারায়ণ । ভূতার হরেন তার শুন বিবরণ ॥
দুর্যোধন আদি সব বৈরতা আচরি । কপট পাষক ক্রৌড়া অবজ্ঞা দি করি ॥
যে পাণ্ডবে কোপ করাইল বহুবার । সেইত পাণ্ডব সেই কুরুকুল আর ॥
পরস্পর নিমিত্ত করিয়া নারায়ণ । উভয় পক্ষেতে যে মিলিত রাজাগণ ॥
সে সকল নৃপতির করিয়া সংহার । হরিলেন কৃষ্ণচন্দ্র অবনির ভার ॥

। ৩ । ভূতাররাজপুতনা যদুস্তি নির্মস্য

জটৈশ্চঃ স্ববাহভিরিচ্ছিয়দগ্রমেয়ঃ ।

মন্যেভুবন ননু গতো হপ্যগতঃ হি ভারং

যদ্যদবং কুলমহো অবিসহ্য আস্তে ॥

পৃথিবীর তার ভূত, যত নরপতি । সেই রূপ তাহাদের যত সেনাপতি ॥
স্ববাহ রক্ষিত যত যাদবের দ্বারে । বিবাহাদি ছলে বধ করি তা সবারে ॥
এই রূপ চিন্তা করিলেন নারায়ণ । শুনহ নৃপতি সে চিন্তার বিবরণ ॥
লোক প্রতীতিতে গত অবনির ভার । সে ভার আছয়ে মনে সর্বদা আমার ॥
যেহেতু আছয়ে সব যাদব দুর্জার । ইহার্য থাকিতে কি রূপেতে গেল তার ॥
কৃষ্ণের এচেষ্টা নাহি জানে যদুগণে । ঈশ্বরের চিন্তা তারা জানিবে কেমনে ॥

১৪। ঠৈনবান্যতঃ পরিতবোহস্য তবোং কথকি-

অংসংশ্রয়স্য বিভবোহনস্য নিত্যং ।

অন্তঃ কলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণু-

তবশ্য বহিনিব শান্তি যুগৈপনি ধাম ।

অন্য হইতে পরাভব এসবার নয়। যেহেতু আমারে নিত্য করেছে আশ্রয় ॥
তার মধ্যে অশ্বমাতঙ্গাদি বলাবিড। নাহিমানে লোক ধর্ম বিভব গর্ভিত ॥
মনে কৈলা যাদব কিলুপে নাশ হবে। আপনি নাশিলে অপকীর্তি লোকে
গাবে ॥ পরম্পর বিরোধ সবার যদি হয়। তবে সে দেখি যে আমি
যদুকুল শ্রয় ॥ বংশবনে বহি যেন বংশ করে নাশ। সেকুপে একুল নাশে
নাহবে আয়াস ॥ যদুবংশ ধ্বংস করি শান্তিকে লভিব। তার পর নিজ
ধাম বৈকুণ্ঠে চলিব ॥

১৫। এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসঙ্কপে ঈশ্বরঃ ।

শাপব্যাঞ্জন বিপ্রাণাং সংজহে স্বকুলং বিতুষঃ ।

দেখ ভূপ ঈশ্বরের যে হয় মনন। কোন প্রকারেতে নহে তাহার খণ্ডন ॥
এসব বিচার মনে করিয়া নিশ্চয়। বিপ্র শাপ ছলে বংশ করিলেন ক্ষয় ॥

১৬। স্বমুর্ত্যা লোকলাবণ্যনির্মুক্ত্যা লোচনং নৃপাং ।

গীর্তিষ্ঠাঃ সুরতাং চিত্তং পদৈস্তা তীক্ষ্ণতাং ক্রিাঃ ।

অবতার প্রয়োজন সম্পন্ন করিয়া। নিজধাম গতি তাঁর শুন স্থির হৈয়া ॥
লোকের সৌন্দর্য্য যাহে করে অপ্রকাশ। হেন মূর্তি পৃথিবীতে করিয়া
প্রকাশ ॥ শরীর লাভে তাঁর অতি মনোহর। সেকুপ দেখিয়া অন্য নাহি
দেখে নর ॥ অবিরত সুখা সন বলিয়া বচন। সবাংকর চিত্ত তাহে করিলা
হরণ ॥ সেবাক্য শ্রবণ যার নিরন্তর করে। তার। কি অপর বাক্য চিত্তে
আর ধরে ॥ যেখানে সেখানে কৃষ্ণ করিত ভ্রমণ। সেপদের চিত্ত যার।
করিত দর্শন ॥ তাহার। কি অন্য স্থানে কিসেও করে মনঃ। এইরূপে
নয়নাদি করি আচ্ছাদন ॥ সেকালের বর্ত্তমান যত জীব ভুরি। নেত্রাদির
বৃত্তি তাদের আত্ম নিষ্ঠ করি ॥

১৭। আচ্ছিন্দ্য কীর্তিং স্তম্বোকাং বিতত্য হৃৎসানু কৌ ।

ভমো হনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাং সং পদ মীষরঃ ।

অতঃপর জগ্মিবেক যত জীবগণ। ইহাতেই তাদের। শু ভব নিস্তরণ ॥
এই রূপ কৃপাময় করিয়া মনন। যেই জীলা শ্লোক করি গায় কবিগণ ॥

সেইরূপ নিজ লীলা মর্ত্যতে বিস্তরি। স্বধামেতে শুভগম করিলা শ্রীহরি॥
অতএব হরি লীলা করিবে অবগ। কৃতান্তি করি কহে দ্বিজ সনাতন॥

শ্রীরাঙ্গোবাচ । ৮ । ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং ব্রহ্মোপসেবিনাং ।

ব্রহ্মশাপঃ কথমভূত্বক্ষীনাং কৃষ্ণচেতসাম্ ।

এত শুনি রাজা তবে কহেন বচন । শুনহ মুনিবর করি নিবেদন॥
বৃদ্ধের সেবক নিত্য ব্রহ্মণ্য সুদাতা । যদু বৃষি বংশে শুনি কৃষ্ণ এক চেতা॥
হেন যদু বংশে কেন ব্রহ্মশাপ হৈল । একা শুনিতে বড় গৌরুক জন্মিল॥

। ৯ । যদ্বিনিভঃ স তৈব শাপো যাদৃশো দ্বিজসত্তম ।

কথমেকাঙ্কনাং ভেদ এতৎ সৰ্ব্বং বদস্ব মে ।

যে নিমিত্ত শাপ হৈল অহে মুনিবর । যাদৃক শে শাপ কহ করিয়া বিস্তর॥
এক আত্মা সবার কলঙ্ক কেন হৈল । যে কহাহে যদুগণ বিনাশ পাইল॥
এই সব প্রশ্ন মুনি কহ বিবরিয়া । তব কৃপা বলে যাব সংসার তরিয়া॥

শ্রীবানরায়ণিরুবাচ । ১০ । বিভ্রমপুঃ সকলসুন্দরসংবেশং কৰ্ম্মাচরন্

ভুবি স্তম্ভল মাণ্ডকামঃ । আহায় ধাম রমমাণ-

উদারকার্ত্তিঃ সংহতু মৈম্ভুত কুলং হিতকৃত্যশেষঃ ।

এত শুনি বলিতে লাগিলা মুনিবর । কৃষ্ণ কথা সৰ্ব্বথা করিয়া সমাদর॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম ময় । সকল কাণ্ডেতে পূর্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
তথাপি অন্তত রূপ ধরি নারায়ণ । স্তম্ভল কৰ্ম্ম করিলেন আচরণ॥
দ্বারিকা নগরে থাকি করিলা বিহার । গৃহি হেতু গৃহ ধৰ্ম্ম করিলা প্রচার॥
বহু ফল প্রদা কর্ত্তি করিয়া বিস্তার । শেষে যে আছিল কার্য্য হরিতে ভূভার॥
তাহা সম্পূর্ণেতে কৃষ্ণ করিয়া মনন । নিজ কুল হরিতে ইচ্ছিলা নারায়ণ॥

। ১১ । কৰ্ম্মাণি পুণ্যনিবহানি স্তম্ভলানি গায়ত্র্যঙ্ককলিমলাপহরাণি কৃত্বা ।

কালান্ধানা নিবসতা যদুদেবগেহে পিতারকং সমগমনং সুনরো নিশ্চয়ঃ ।

বিশ্বানিত্রোহসিতঃ কণ্ঠে দুৰ্দাসা ভৃগু রজ্জিরাঃ ।

কশ্যপে বামনেবো হত্রির্জশিষ্ঠো নারদাদয়ঃ ।

ঈশ্বরেচ্ছা ব্রহ্মশাপ দেখহ রাজন । পুণ্য কৰ্ম্ম হেতু বিপ্রো তৈকলা নিমজ্জন॥
মুনিগণ হরষিতে দ্বারকা আইলা । অশ্বমেধ আদি কৰ্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ করিলা॥
স্তম্ভল কৰ্ম্ম করিলেন নারায়ণ । যে কৰ্ম্ম গাইলে কলি মলের হরণ॥
যদুদেব গৃহে কাল রূপী ভবধন । বিবিধ মজ্জল কৰ্ম্ম করি সমাধান॥

পরেতে বিদায় করিলেন নারায়ণ । পিণ্ডারকে চলিলেন যত মুনিগণ ॥
বিশ্বাগিত্র অসিত চূরঙ্গা মুনিজন । ভৃগু কণ অজিরা কশ্যপ তপোধন ॥
বামদেব বণিষ্ঠ নারদ আদি করি । কিকিহি শ্রীকৃষ্ণের লীলার মাধুরি ॥

। ১২ । ক্রীকৃত্তানুপব্রজ্য কুমার। যদুনন্দনাঃ ।

উপসংগৃহ পঞ্চার্ঘ্যবিনিতা বিনীতবৎ ॥

যাদব কুমার সব খেলিতে খেলিতে । মুনিগণ নিকটে গেলেন হরষিতে ॥
বিনয় পূৰ্ব্বক সবে ধরিয়া চরণ । মনে উপহাস বাছে বিনয় বচন ॥

। ১৩ । তে বেশয়িত্বা স্ত্রীবেষশৈঃ সাবং জাম্ববতীভূতং ॥

সেই সব শিশুগণ মিলিত হইয়া । জাম্ববতী স্নত সান্নে স্ত্রীবেশ করিয়া ॥

। ১৪ । এষা পুস্ততি বোবিপ্রা অন্তর্জ্ঞাসিতেকণা । প্রকটং বিলজ্জতী সাক্ষাৎ

প্রকৃতানোঘদর্শনাঃ ॥ এসোষ্যস্তী পুত্রকামা কিংস্বিং সংজনয়িষ্যতি ॥

কুমার সকলে কহে করি সম্বোধন । মুনিগণ সবে ইন এমোঘ দর্শন ॥

অহে মুনিগণ দেখে এইত যুবতী । প্রস্নত সময় এর হয়েছে সংপ্রতি ॥

সাক্ষাতে আসিয়া লজ্জা করে জিজ্ঞাসিতে । এই হেতু আশাদিগকে

বলিছে কহিতে ॥ পুত্র কিছা কন্যা হবে করি নিরূপণ । এগর্ত্তেতে কি

আছে বলহ মুনিগণ ॥ পুত্র অভিলাষ বড় হয়েছে ইহার । কি হবে বলহ

সবে করিয়া বিচার ॥

। ১৫ । এবং প্রলক্সা মুনয়স্তানুচুঃ কুপিতা নৃপ ।

জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুঘলং কুলনাশনং ॥

পরিহাসে এত যদি বলে শিশুগণ । কোপেতে সকল মুনি বলেন তখন ॥

ওরে মন্দা এই গর্ত্তে মুঘল জন্মবে । তোমরা সকলে যাতে বিনাশ পাইবে ॥

। ১৬ । তৎ ক্রত্বা তেহতিসংক্রান্তা বিমুচ্য সংসোদরং ।

সাম্বস্য দদৃশু স্তত্র মুঘলং খলুয় যয়ং ॥

এত শুনি শিশুগণ সভয় হইল । বস্ত্র নিরাবৃত্ত করি উদর দেখিল ॥

বাহির হইল তাহে লোহার মুঘল । শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ইহা জানিবে সকল ॥

। ১৭ । কিং কৃত্বং মন্দভাগৈয়নঃ কিং বদিষ্যন্তি নো জনাঃ ।

ইতি বিহ্বলিতা গেহানাদায় মুঘলং যযুঃ ॥

আমা সবাকার সম মন্দভাগ্য নাই । পরস্পর সবে বলে কি করিছ তাই ॥

কি বলিবে একথা শুনিলে সর্বজন । এই রূপ ব্যাকুল হইয়া শিশুগণ ॥

মুঘল লইয়া গৃহে করিলা গমন । শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় শুন সর্ব জন ॥

। ১৮ । ভজোপনীয় সমপি পরিব্রাজকখ্যায়ঃ ।

রাজ্ঞ আবেদয়াক্রুঃ সৰ্ব্বমুদবসমিধৌ ।

ঋত্বানোঘং বিপ্রশাপং দৃষ্টাচ মুখলং নৃপ ।

বিস্মিতা ভয়সংক্রান্তা বভূবুর্বারকৌকসঃ ।

উগ্রসেন রাজা ছিল সত্যতে বসিয়া । যাদব সকল ছিল তাঁহাকে বেড়িয়া ॥
মুখল লইয়া সবে রাজাকে কহিল । দৈবধীনে কেহ কৃষো নাহি জানাইল ॥
অলজ্ঞ্য বিপ্রের শাপ না হয় খণ্ডন । তাহা শুনি স্বরকার যত প্রজাগণ ॥
মুখল দেখিয়া সবে বিস্মিত কাতর । সৰ্বনাশ উপস্থিত ভাবে পরস্পর ॥

। ১৯ । তচ্চূর্ণমিদ্ধা মুখলং যদুরাজঃ স আহকঃ ।

সমুদ্রসলিলে প্রাস্যন্তোহক্ষাস্যাবশেষিতঃ ।

রাজা উগ্রসেন মনে বিচার করিল । চূর্ণ করি মুখল সমুদ্রে ফেলাইল ॥
চূর্ণ অবশেষ যেই মুখল আছিল । তাহাও সমুদ্র জলে ফেলাইয়া দিল ॥

। ২০ । কশিৎ মৎস্যোহগ্রসীম্ভোহং চূর্ণানি তদটল স্তভঃ ।

উহানানানি বেলাতাং নগ্নান্যাসন্ কিলৈরকাঃ ।

লৌহশেষ এক মৎস্ত আশিয়া গিলিল । মুখলের যত চূর্ণ জলে পড়েছিল ॥
সে সব ভরঙ্গ বেগে কুলেতে লাগিল । এরকার বনরূপে তাহাতে জন্মিল ॥

। ২১ । মৎস্যেয়া পৃথীতো মৎস্যৈয় ক্ৰীড়েনাটনাঃ সহাব্দনৈ ।

ভস্যোদরগতঃ লৌহং স শল্যে লুপ্তকো হকরোহ ॥

অন্য মৎস্ত সহযোগে জালেতে ধীর । ধরিলেক সেই মৎস্ত সমুদ্র ভিতর ॥
ব্যাপ্ত তারে কিনিলেক ভক্ষণ কারণ । মৎস্তাদরে লৌহ পায়্যা হরষিত মন ॥
সেই লৌহ ফল করি শর অগ্রে দিল । যত্নকরি আপনার তুণেতে রাখিল ॥

। ২২ । ভগবান্ ভ্রাতসর্কার্থী ব্রহ্মরো হপি তদন্যথা ।

কর্জুং নৈচ্ছব্রিপ্রশাপং কালরূপ্যদমোদত ।

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে মৌষলোপক্রমঃ প্রথমোধ্যায়ঃ ।

সর্গার্থক ভগবান সকল জানিয়া । ব্রহ্মশাপ নিবারণে সমর্থ হইয়া ॥
ইচ্ছা না করিল ব্রহ্মশাপ নিবারণে । কাল রূপী হেতু অতি আক্লাদিত মনে ॥
একাদশ স্কন্ধের এই অধ্যায় প্রথম । দ্বিজ সনাতন তনে মৌষ-
লোপক্রমঃ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আভাস ।

দ্বিতীয়ে নিমিজায়ন্তস্বাদেনানাহ নারদঃ ।

ধৰ্ম্মান্ ভাগবতান্ ভক্ত্যা বস্তুদেবাং পৃচ্ছতে ।

ভক্তিমান শ্রীবস্তুদেব মহাশয় ভাগবত ধৰ্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে নিমি
রাজার এবং নবযোগেন্দ্রের সম্বাদ দ্বারা দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীনারদ মুনি
সকল ভাগবত ধৰ্ম্ম কহিতেছেন ।

শ্রীশুক উবাচ । ১ । গোবিন্দভুজস্তপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরুমহ ।

অবাংশীঘারদো হতীক্লং কৃষ্ণদর্শনলালসঃ ।

তদন্তে কহেন শুক শুন নৃপবর । কৃষ্ণভুজ রক্ষিত যে দ্বারকা নগর ॥
সতত নারদ মুনি থাকেন তথায় । কৃষ্ণ উপাসনাতে লালসা সৰ্বদায় ॥
অমুক্ণ কৃষ্ণ তাঁরে করেন বিদায় । তথাপিহ পুনঃ পুনঃ থাকেন তথায় ॥

২ ৥ কো নুরাজনিজ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাষজং ।

ন ভজেৎ সৰ্ব্বতো মৃত্যুরূপান্যমমরোতিমৈঃ ।

ভমেকদাহু দেবর্ষিঃ বস্তুদেবো গৃহাগতঃ ।

অর্জিতং স্মৃত্যমানীম মত্তিবাদ্যেদমব্রবীৎ ।

মুক্ত দেবঋষি তরু থাকি দ্বারকায় । সদা আমোদিত হন, কৃষ্ণের সেবায় ॥
অহে ভূপ কোন্ জীব ইন্দ্রিয় ধরিয় । মুকুন্দ পদারবিন্দ না ভজে পাইয়া ॥
অমর উত্তম আদি ভজে যে চরণ । সে পদ ভজিতে ভূপ কার নহে মন ॥
মুক্ত ভিন্ন যত জীব ভুবনে আছয় । সৰ্বত্র জানিহ তার আছে মৃত্যু ভয় ॥
মৃত্যু ভয় জিনিতে কেবল কৃষ্ণ সেবা । ইন্দ্রিয় ধরিয়া তাহা নাহি করে
কেবা ॥ এক দিন বস্তুদেব গৃহে ঋষি গেল । অশেষ যতনে তেঁহ নারদে
পুজিলা ॥ আসনে বসিল মুনি পুজিত হইয়া । তদন্তরে বস্তুদেব বলেন
বন্দিয়া ॥

৩ । শ্রীবস্তুদেব উবাচ ॥ ভগবন্তবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সৰ্বদেহিনীং ।

কৃপণানাং যথা পিত্রে কৃতমঃ সৌকবজ্র হিং ।

অনন্তর বস্তুদেব স্থির করি মন । নারদ নিকটে কন বিনয় বচন ॥

পিতৃাদির আগমন অপত্য কুশলে । যথা মহতের যাত্রা দৌনের মঙ্গলে ॥
ভগবান রূপ তুমি তব আগমন । সকল দেখির হয় কল্যাণ কারণ ॥

। ৪ । ভূতানাং দেবচরিতং সুখায় চ সুখায় চ ।

সুখায়ৈব হি সাধুনাং স্বাদৃশামচ্যুতান্ননাং ॥

দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ হন সাধু জন । সাধু হইতে সর্বসুখ হয় অমুকণ ॥
দেবতা হইতে সুখ দুঃখ দুই হয় । ধিবরিয়া বলি শুন তার পরিচয় ॥
অতিশয় বৃষ্টি যদি দেবতা করয় । তবেত সবার দুঃখ হয় অতিশয় ॥
সুবৃষ্টি করিলে শুভ লভে সর্বজন । এই হেতু দেব হইতে অধিক সজ্জন ॥
তব সম যাহাদের শ্রীকৃষ্ণেতে মন । তাঁহাদের এই রূপ হয় আচরণ ॥

। ৫ । ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তৈথৈব তান্ ।

ছায়েব কৰ্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥

সুখ দানে দেবগণ যেইরূপ হন । সেই রূপ সাধুজন কদাপিও নন ॥
যে রূপেতে দেবতারে ভজে যেই জন । সেই রূপে দেবগণ দয়াবান্ হন ॥
ছায়া সম দেবগণ কর্ষেতে সহায় । দৌনের বৎসল সাধু জানি সর্বথায় ॥

। ৬ । ব্রহ্মস্বথাপি পুচ্ছামে ধৰ্ম্মান্ ভাগবতাংস্তব ।

যান্ শ্রদ্ধা শ্রদ্ধয়া মৰ্ত্যো মুচ্যতে সৰ্বতো ভয়াৎ ॥

যদ্যপি ব্রহ্মন্ তব শুভ আগমনে । কৃতার্থ হয়েছি আমি ইহা জানি মনে ॥
তথাপি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব । যে ধৰ্ম্মে তোমায় তুষ্ট হইল
মাধব ॥ শ্রদ্ধাকরি যেই ধৰ্ম্ম শুনি মর্ত্য জন । সংসারাদি সৰ্ব ভয় হৈতে
মুক্ত হন ॥ সেই ভাগবত ধৰ্ম্ম জিজ্ঞাসি তোমায় । মনে অভিলাষ এই
কহিবে আমায় ॥

। ৭ । অহংকিলপূরানন্তং প্রজার্ণোভুবি যুক্তিদং ।

অপুজ্যং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়ায়া ॥

যদি বল তোমার তনয় ভগবান । তোমা হতে প্রসাদের পাত্র কেবা আনি ॥
এ কথা কখন মুনি না করিহ মনে । আমার বৃত্তাস্ত বলি তোমার চরণে ॥
পূর্বে করেছিলাম ঐ কৃষ্ণে আরাধন । সেই আরাধন মুনি পুত্রের কারণ ॥
মোক্ষের কারণে নাহি সেবিলাম তাঁয় । মোহিত হইয়া ছিলাম দেবের
মায়ায় ॥ মুক্তিদাতা সেই কৃষ্ণ পুজিলাম তাঁরে । পুত্র অভিলাষে মাত্র
অবনি ভিতরে ॥

। ৮ । যথা বিচিত্রব্যসনাত্তবন্তি স্মিষতো ভয়াং ।

স্বচ্যমহুঃসৈবাক্তা তথা নঃ শাখি স্মৃতত ।

এইত সংসারে মুনি বিচিত্র বাসন । ভয়ের কারণ ইহা হয় অসুক্ষণ ॥
যে রূপে কৃপায় তব সংসার হইতে । অনায়াসে তরে যাই সংপূর্ণ রূপেতে ॥
এইরূপ শিক্ষা দেহ প্রভু কৃপাময় । শোভন নিয়ম তব ভূমি দয়াময় ॥

। ৯ । শ্রীশুকউবাচ ॥ রাজসেবং কৃতপ্রমো বসুদেবেন ধীমতা ।

শ্রীত স্তমাহ দেবর্ষি হরেঃ সংসারিতো গুণৈঃ ।

কহেন শ্রীশুকদেব পরীক্ষিত ভূপে । বসুদেব প্রশ্ন যদি কৈল এইরূপে ॥
শ্রীহরির গুণে মুনি হইয়া স্মারিত । সন্তুষ্ট হইয়া তবে বলেন স্মরিত ॥

। ১০ । শ্রীনারদউবাচ ॥ সমাগেতদ্ব্যবসিতং ভবতা দীপ্ততর্জত ।

যৎপৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্ম্মাংস্বং বিশ্বভাবনান্ ॥

কৃপা করি শ্রীনারদ কহেন তখন । নন দিয়া শ্রেষ্ঠ মতি করিবে অবণ ॥
কৃত নিশ্চয়েতে হলে প্রশংসা ভাজন । ভাগবত ধর্ম্ম গিজ্ঞাসিলে যে কারণ ॥
বিশ্বের শোধক যেই ভাগবত ধর্ম্ম । জানিতে করিলে ইচ্ছা সে ধর্ম্মের মর্ম্ম ॥

। ১১ । ঋতৌহনুপঠিতো ধ্যাভ আদৃতো বানুমোদিতঃ ।

সদ্যঃ পুনতি সন্ধর্ম্মো দেববিশ্বব্রহ্মহোংপি হি ॥

শ্রবণাদি মাজে যেই ধরে গুণ চয় । দেব বিশ্ব দ্রোহিকো পবিত্র করয় ॥
সে ধর্ম্ম শুনিতে তব হইল বাসনা । আচারেও করাইলে কৃষ্ণ একমনা ॥

। ১২ । ত্বয়া পরমকল্যাণপুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।

স্মারিতো ভগবান্দ্য দেবো নারায়ণে মন ॥

পরম কল্যাণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তন । স্মরণ করালে তুমি হেন নারায়ণ ॥
অদ্য দেব ভগবানে স্মরণ করালে । এ ঘটনা হৈল মম কিবা ভাগ্যফলে ॥

। ১৩ । অত্রাপ্যনাহরন্তীম মিতিহাসং পুরাতনং ।

অর্ষভাগবৎ সম্বাদং বিনেহস্য মহাত্মনঃ ॥

এই ভাগবত ধর্ম্ম নির্ণয় কারণ । কবির বলেন ইতিহাস পুরাতন ॥
ঋষভ পুত্রের সহ বিদেহ রাজার । সম্বাদ হইয়া ছিল যে ধর্ম্ম কথার ॥
সে কথা শ্রবণ কর হইয়া স্থির মনঃ । ভাগবত ধর্ম্ম যাহে হয় নিরূপণ ॥
বিদেহ রাজার কিছু শুন বিবরণ । জানিবে তাঁহার হয় অতিশ্রেষ্ঠ মন ॥

। ১৪ । প্রিয়ব্রহ্মো নাম স্মরো মনোঃ স্মারভুবদ্য যঃ ।

ভস্যামীপ্ৰসূতো নাভি স্বর্ষভস্তৎস্মৃতঃ স্মৃতঃ ॥

প্রিয়ব্রত সায়ম্ভুব মম্বর তনয় । অগ্নিধ্ব তাহার পুত্র জানিহ নিশ্চয় ॥
অগ্নিধ্বের পুত্র হৈল নাতি নরপতি । নাতির হইল সূত ঋষভ সুমতি ॥

। ১৫ । তমাহবাসুদেবাংশং মোক্ষধর্মবিবক্ষয়
অবতীর্ণং সূতশতং তস্যাসীদ্বৃদ্ধপারগং ॥

বাসুদেব অংশ তেঁহ সর্ব শাস্ত্রে গায় । পৃথিবীতে মোক্ষ ধর্ম কবার ইচ্ছায় ॥
অবতীর্ণ হৈল তেঁহ বড়ই সূতগ । শত পুত্র হৈল তাঁর বেদেতে পারগ ॥

॥ ১৬ ॥ তেষাং বৈ ভরতোজ্যেষ্ঠোনারায়ণপরায়ণঃ ।
বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্ যম্মা ভারতমদ্বুতং ॥

শত পুত্র মধ্যেতে ভরত হৈল জ্যেষ্ঠ । নারায়ণ পরায়ণ বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ ॥
অজনাভ নাম এই বর্ষের আছিল । ভরতের নামে বর্ষ ভারত হইল ॥
অনুত আখ্যান হৈল ভারত ভূমিতে । ভরত মহিমা কেবা পারয়ে বর্ণিতে ॥
নরপতি হইয়া ভরত যশোধন । এই পৃথিবীর ধর্মে করিল পালন ॥

॥ ১৭ ॥ সতুজ্জভোগাং ত্যক্তুমাং নিগতস্তপসা হরিং ।
উপাসীনস্তপদবীং লেভৈ বৈ যম্মভিজ্জিভিঃ ॥

সেই রাজ্য অবনির বিষয় ভোগিল । তদন্তর কহি শুন যাহা তেঁহ কৈল ॥
বিরক্ত হইয়া ভোগ ভোগ ত্যাগিয়া । গৃহ হৈতে বিনিগত বনে প্রবেশিয়া ॥
তথায় তপস্যা করি হরি উপাসিল । তিন জন্মে কৃষ্ণ পদ ভূপতি লভিল ॥

॥ ১৮ ॥ তেষাং নবনবদ্বীপপত্যোহস্য সমস্ততঃ ।
কর্মতন্ত্রপ্রণেতারেকাশীতির্ষিজাতয়ঃ ॥

শত পুত্র মধ্যে তার পুত্র নয় জন । নব খণ্ড পতি হৈল শুনহ রাজন ॥
একাশীতি নয় রহে ব্রাহ্মণ ধর্মেতে । কর্ম মার্গ প্রচারিল ভারত বর্ষেতে ॥

॥ ১৯ ॥ নবাতবন্মহাতাগামুনয়োহর্থশংসিনঃ ।
শ্রমণাবাতবসনাআত্মবিদ্যানিশারদাঃ ॥
কবিহবিরন্তরীক্ষঃ প্রবৃক্ষঃ পিপলায়নঃ ।
আনিহোত্রোহথ ঔবিড়শ্চমসঃ করভাজনঃ ॥

শেষ নয় পুত্র সেই ঋষভের ছিল । পরমার্থ ধর্মে তার পারগ হইল ॥
শ্রম করিতেন নিত্য আত্ম অভ্যাসেতে । দিগন্তর স্তুতি আত্ম বিদ্যা নৈ-
পুণ্যেতে ॥ তাসভার নামবলি সর্ব গোচরার্থ ॥ কবি হবি অস্তরীক্ষ প্রবৃক্ষ

চতুর্থ ॥ পঞ্চম পিঙ্গলায়ন আবিস্হোত্র হয় । ত্রিবিড় চমস কর ভাজন এনয় ॥
এ নব জনের পুণ্য কেবা করে অস্ত । এই নব ঋষি হন মহাভাগ্যবন্ত ॥

॥ ২০ ॥ তএতে ভগবজ্ঞপং বিশ্বং সদসদাঋকং ।

আত্মনোহব্যতিরেকং পশ্যন্তোব্যচরন্মহীং ॥

এই নয় জন হন অতিশয় জানী । আত্ম বিশারদ হৈয়া ভ্রমেণ ধরণি ॥
স্কুল সূক্ষ্মরূপে বিশ্ব হয়েছে সৃজন । ঈশ্বরের রূপ এক নানা নিরূপণ ॥
কিন্তু আত্ম হৈতে অব্যতিরেক কেবল । দেখিয়া বেড়ান সবে ভুবন মণ্ডল ॥

॥ ২১ ॥ অব্যাহতেঈগউযঃ সুরসিদ্ধসাধ্যগন্ধর্ষকনরকিম্রনাগলোকান্ ।

মুক্তাশ্চরন্তি মুনিচারণভূতনাথবিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি কামং ॥

সর্বত্র বেড়ান সবে হয়ে কৃষ্ণ মতি । যথা ইচ্ছা তথা যান অব্যাহত গতি ॥
দেবলোক সিদ্ধলোক সাধ্যলোক যান । ইচ্ছা হৈলে গন্ধর্বের নগরে বেড়ান ॥
যক্ষ নর কিন্নর ভূজঙ্গ লোক গতি । সর্বত্র বেড়ান কিন্তু অনাসক্ত অতি ॥
মুনি ভূতনাথ আর চারণ নগরে । সর্বদা বেড়ান দ্বিজ বিদ্যাধর পুরে ॥
গোলোক ভ্রমণ নিত্য করেন আদরে । যথা ইচ্ছা যান কেহ নিবারিতে
নায়ে ॥

॥ ২২ ॥ তএকদা নিমঃ সত্রমুপজগ্মথ্যদৃচ্ছয়া ।

বিভায়মানযুযিভিরজনাভৈর্মহাভানঃ ॥

দৈবাধীন এক দিন এই নয় জন । তারতবর্ষেতে সূখে করিতে ভ্রমণ ॥
নিমির সদনে গেলা ভ্রমিতে ২ । দেখিলেন নিমি আছে যজ্ঞ সদনেতে ॥
ঋষিগণ করিতেছে যজ্ঞ অমুষ্ঠান । নব সিদ্ধ প্রবেশিল যজ্ঞ সমিধান ॥
মহাত্মা সে নিমি রাজা বিদিত ভুবন । যে রাজার গুণ সবে করেন বর্ণন ॥

॥ ২৩ ॥ তান দৃষ্টা সূর্য্যশঙ্কশান্ মহাভাগবতান্ নৃপ ।

যজ্ঞমানোহয়য়োবিপ্রাঃ সর্বত্রবোগতস্থিরে ॥

মহা ভাগবত তার । সিদ্ধ নয় জন । শরীরের জ্যোতি যেন রবির কিরণ ॥
সিদ্ধগণে দেখিয়া উঠিল যজ্ঞমান । অগ্নিসহ বিপ্রগণ উঠিয়া দ্বাণ্ডান ॥

॥ ২৪ ॥ বিদেহস্থানভিপ্রোভ্য নারায়ণপরায়ণান্ ।

প্রীতঃ সংপূজ্যাক্রে আসনস্থান্ যথাহৃতঃ ॥

অমুষ্ঠানে বুঝিলেন বিদেহ নৃপতি । নয় জন নারায়ণ পরায়ণ অতি ॥

তুষ্ঠ্যৈহৈয়া আসনেতে বসাইলা আনি । কর পুষ্টে কহে রাজা গদ গদ বাণী ॥
আনন্দিত মন হৈল বিদেহ রাজার । বিধি মতে পূজন করিল তাসবার ॥

২৫ ॥ তান্ রোচমানান স্বরুচা ব্রহ্মপুত্রোপনাম নব ।

পত্রাচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রশ্রযাবনতোনুপঃ ॥

তা সবারে দেখিল। অত্যন্ত রোচমান । শরীরের কাস্তি ব্রহ্মপুত্রের সমান ॥
দেখি প্রীতি যুক্তে রাজা হয়ে অবনত । সবিনয়ে জিজ্ঞাসিল নিজ অভি-
মত ॥

বিদেহউবাচ । ২৬ ॥ মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্শ্বদান্ বোমধুদ্রিষঃ ।

বিশোভুতানি লোকানাং পাবনানি চরন্তি হি ॥

সাক্ষাৎ যে ভগবান শ্রীধনুসুদন । বুঝিলু তোমরা তাঁর পারিষদ গণ ॥
বিশু ভক্ত গণ সবে ভুবন মধ্যেতে । সত্তত ভগ্নেণ জীবে পবিত্র করিতে ॥

২৭ ॥ দুর্লভানুযোদেহোদেহিনাং ক্ষণভক্ষুরঃ ।

তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনং ॥

দেহিগণ মধ্যে এই মনুষ্যের দেহ । ক্ষণ ধ্বংসী হইলে ও ছুঃখে লভ্য সেহ ॥
তাহে যদি হয় কৃষ্ণ প্রিয় দরশন । অত্যন্ত দুর্লভ এই হেন লয় মন ॥
এইত দর্শন যদি আমার ঘটিল । সুপ্রভাত নিশা গম অদ্য হয়েছিল ॥

২৮ ॥ অতআত্যস্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামোভবতোহনঘাঃ ।

সংসারেরহস্মিন্ ক্ষণার্কেহপি সৎসঙ্গঃ সেবধিহুং ॥

অতএব আত্যস্তিক মঙ্গল জিজ্ঞাসি । সর্বরূপে অনিন্দ্য তোমরা গুণরাশি ॥
ক্ষণার্কে নরের যদি সাধু সঙ্গ হয় । সেই সে পরম নিধি আনন্দ আলয় ॥
এসংসারে অল্প কাল হৈলে সাধু সঙ্গ । তাহাতে নরের হয় সুখের তরঙ্গ ॥

২৯ ॥ ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ক্রত যদি নঃ ক্রতয়ে ক্ষমং ।

তৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাগানমপ্যজঃ ॥

পূর্বোক্ত মঙ্গল হেতু ধর্ম্ম ভাগবত । তাহা কহ যদিপি আমরা অভিমত ॥
যে ধর্ম্ম হইতে তুষ্ঠ্যৈহৈয়া ভগবান্ । প্রপন্ন জনায় দেন আত্মাকেও দান ॥

শ্রীনারদউবাচ । ৩০ ॥ এবং তে নিমিনা পৃষ্ঠাবস্তুদেবমহত্তমাঃ ।

প্রতিপূজ্যাক্রবন প্রীত্যা সদদস্যস্থির্জং নৃপং ॥

নারদ বলেন তবে বস্তুদেব শুন । একপেতে জিজ্ঞাসিত হয়ে ঋষিগণ ॥

সদস্ত্র কৃত্তিক সহ নৃপতিভূতরে । প্রশংসিয়া রাজ বাক্য বজেন সাদরে ॥

ঐকবিরূবাচ । ৩১ । মন্যেৎকৃত্তিকিত্তয়মচ্যুতস্য পাদাশ্বজোপাসনমত্র নিত্যং ।

উদ্বিগ্নবৃক্কেরসদাভাবাৎ বিধাত্তনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ ॥

তুফ্ত হৈয়া ঋষিগণ রাজার বাক্যেতে । অত্যন্ত মঙ্গল কবি কহেন অগ্রেতে ॥

অসং দেহকে যারা চিন্তে আপনার । সর্বদা উদ্বিগ্ন চিন্ত হয় তা সবার ॥

যথা তথা তাহাদের নাহি ঘুচে ভয় । কৃষ্ণ পাদ পদ্ম সেবা সকল অভয় ॥

কৃষ্ণ পদাশ্বজ যদি সেবন করয় । এতব সংসার পার অবশ্যই হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেবা অত্যন্ত মঙ্গল । যাহাতে ঘুচয়ে জীবের যত অকুশল ॥

। ৩২ । যে টব ভগবতা প্রোক্তাউপায়াআত্মলকয়ে ।

অজ্ঞঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতাত্ম হি তান ॥

ভাগবত ধর্মের লক্ষণ শুন বলি । যে কথা শুনিলে তুমি হবে কুতূহলি ॥

মহু আদি ধর্ম শাস্ত্র বক্তা যত ছিল । আশ্রমাদি ধর্ম তাঁর মুখে প্রকা-

শিলা ॥ পরম রহস্য এই ভাগবত ধর্ম । কৃষ্ণ বিনা ইহার না জানে কেহ

ধর্ম ॥ অন্যায়সে আত্ম লাভ করিবে অজ্ঞান । এই হেতু নিজ মুখে প্রভু

ভগবান ॥ যতেক কহিলা আত্ম লাভের উপায় । শুন রাজা ভাগবত ধর্ম

বলি তায় ॥

। ৩৩ । যানাস্থায় নরোরাজম্ব প্রমোদ্যত কহি চিৎ ।

ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন শ্বলেষ পতেদিহ ॥ ০

যে ধর্ম আশ্রয় করি নর স্থখে তরে । তার বিবরণ শুন বলিহে তোমারে ॥

যোগী যথা যোগ ধর্মে বিদ্যে অভিভূত । সেরূপে এধর্মে জীব নহে বিদ্যে

হতঃ ॥ প্রভি স্মৃতি না জানিয়া শুনহে রাজন । ক্রম ভঞ্জে অথবা করিলে

আচরণ ॥ প্রত্যবায়ী ফলভ্রষ্ট অন্য ধর্মে হয় । যে ধর্মেতে নাহি এই উভ-

য়ের ভয় ॥ সেই ভাগবত ধর্ম শুনহ বিদেহ । যাহার শ্রবণে তব ঘুচিবে

সন্দেহ ॥

। ৩৪ । কায়েন বাচা মনসেন্জিহ্বৈর্কর্ক বুধ্যাত্মনা বাবুহতস্বভাবাৎ ।

করোতি যদ্যৎ সকলং পরৈশ্চ নারায়ণায়ৈতি সমর্পয়েত্তৎ ॥

ভাগবত ধর্ম কহি বিদেহ রাজন । সকল শাস্ত্রেতে যাহা করে বিরূপণ ॥

নিজ চিন্ত অল্পগত যে স্বভাব হন । সেই হেতু কর্ম করে যত জীব গণ ॥

কায় মনো বাক্য বুদ্ধি ইন্দ্রিয়তে করি । নানাবিধ কর্ম করে কে কবে
বিস্তরি ॥ সেই সব কর্ম যদি পর নারায়ণে । অভিমান তেজি জীব করে
সমর্পণে ॥ এইরূপ কর্ম রাজা ভাগবত ধর্ম । শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ইহা গীতায়
আছে মর্ম ॥

। ৩২ । ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ

স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োহস্মৃতিঃ ॥

ভ্রাম্যয়াহভাবুধ আভঙ্জেতং

ভট্টৈক্যকয়েশং গুরুদেবতাক্ষা ॥

যদি বল কি কারণ ঈশ্বর ভজিবে । অজ্ঞান কল্পিত ভয় জ্ঞানে নিবর্তিবে ॥
ইহার উত্তর শুন বিদেহ নৃপতি । যাহাতে সন্দেহ যাবে শুদ্ধ হবে মতি ॥
ঈশ্বরে বিমুখ হয় যুত জীব গণ । তাঁর মায়া হৈতে হয় স্বরূপাস্কুরণ ॥
অস্কুরণ হৈলে অহং বুদ্ধি স্বদেহেতে । ইহা হৈলে মমতাদি হয় সকলেতে ॥
তা হৈলে অশেষ ভয় হয় সর্বত্রতে । অতএব তাঁর সেবা আছে শাস্ত্র মতে ॥
এই হেতু সূখী জন ঈশ্বর ভজিবে । তাহাতেই অনায়াসে ভয় নিবর্তিবে ॥
গুরুতে দেবতা আর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি করি । যতনে ভজিবে জীব রূপাময় হরি ॥
সেইরূপে ভজিতে ভজিবে শ্রীকৃষ্ণেরে । যাহাতে সর্বদা হৃদে সেইরূপস্কুরে ॥

। ৩৩ । অবিদ্যামানেহপ্যবতাতি হি দ্বয়োধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা ।

তৎকর্মসংকল্পবিকল্পকং মনোবধোনিরুক্ত্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ ॥

যদি বল বিষয় আসক্ত যত জন । মনে সেই রূপ স্মৃতি সদা কি কারণ ॥
সংসারের ভয় তার যাইবে কি রূপে । তাহার উত্তর শুন বলিব স্বরূপে ॥
দ্বিতীয় প্রপঞ্চ যারে বলিছে বিয়য় । অবিদ্যামানেও হয় তাহার উদয় ॥
বিষয় করিলে ধ্যান মনের দ্বারায় । স্বপ্ন মনোরথ যথা প্রকাশকে পায় ॥
সে রূপ সকল মিথ্যা যাবৎ বিষয় । আপনার মন রাজা এসব কল্পয় ॥
যেই মন হৈতে এত অনর্থ ঘটয় । বুদ্ধিমান যত্রে সেই মন করে জয় ॥
মন জয় হৈলে যুচে বিষয় কল্পনা । তার পর ভজনেতে যুচে গতি নানা ॥

। ৩৭ । বৃগ্ম স্বভক্তানি রথাস্তপালৈর্জানানি কর্মানি চ যানি লোকে ।

গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ত্বিলজ্জ্যাবিচরেদসঙ্গঃ ॥

এরূপে ছফর মন বশেতে রাখিতে । তাহার স্তম্ভ মার্গ শুন এক চিন্তে ॥
ভক্ত হেতু নারায়ণ হন অবতার । তার পর নানা কর্ম করেন বিস্তার ॥

অনন্ত কৰ্মাদি অন্ত কে পারে করিতে । প্রসিদ্ধ আছয়ে যেই কৰ্ম ভুবনেতে ॥
সেই কৰ্ম কৰ্ম আর তদর্থক নাম । বাহাতে ভক্তের হয় পূর্ণ মনস্কাম ॥
সমাদরে তাহা নিত্য করিবে শ্রবণ । লজ্জা ত্যজি নিত্য তাহা করিবে গায়ন ॥
সঙ্গ ত্যজি ভ্রমণ করিবে অমুদিন । ক্রমে ক্রমে মন তবে হয়ত অধীন ॥

। ৩৮ । এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীৰ্ত্ত্যা জাতানুরাগোক্তচিত্তউচ্চৈঃ ।

হসত্যখে। রোদিতি রোতি গাঘত্যানাদবহুত্যাতি লোকবাহুঃ ॥

যেই জন এইরূপ করে আচরণ । শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে লাভ হয় প্রেম ধন ॥
স্বাথতা হৃদয় হয় প্রেম ধন হলে । জিত কৃষ্ণ চিন্তা করি হাসে কুতূহলে ॥
এত কাল উপেক্ষা করিলা নারায়ণ । এতেক ভাবিয়া মনে করেন রোদন ॥
হা কৃষ্ণ বলিয়া ঘন ডাক অমুকণ । অতি আনন্দেতে পুনঃ করয়ে গায়ন ॥
উন্নত সগান নৃত্য করয়ে সে জনে । বিবশ হইয়া যেন গ্রহ আকর্ষণে ॥

। ৩৯ । খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সস্তানি দিশোক্রমাদীন ।

সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥

আর শুন শ্রীকৃষ্ণেতে প্রেমের লক্ষণ । কৃষ্ণ বিনা অন্ম নাহি জানে কদাচন ॥
আকাশ পবন বহ্নি সলিল ভূতল । নানা সমুদ্র দিক ক্রম নক্ষত্র মণ্ডল ॥
নদ নদী আদি সব কৃষ্ণ কলেবর । এই রূপে প্রায়শ্চিত্ত করে নিরন্তর ॥

। ৪০ । ভক্তিঃ পরেশানুভবোবিরক্তিরন্যত্র চৈষমেককালঃ ।

প্রণদ্যমানস্য যথাখতঃ স্মৃতিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদ্রপায়েহমুজাসং ॥

যদি বল সমাক্রুত যোগের এগতি । অনেক জন্মেতে হয় স্মৃতিভিত্তি অতি ॥
নাম সংকীৰ্ত্তন মাত্রে কি রূপে তা হয় । কদাচিত্ না করিহ এমত সংশয় ॥
কৃষ্ণ পদে প্রেম ভক্তি জন্মে যেই রূপে । সে দৃষ্টান্ত বলি রাজা শুনহ স্বরূপে ॥
প্রপন্ন শ্রীকৃষ্ণ পদে হৈল যেই জন । তার ভক্তি আদি তিন এক কালে হন ॥
প্রেম ভক্তি আর কৃষ্ণ রূপ স্ফূর্ত্তি হয় । সে জনের সংসারেতে বৈরাগ্য জন্ময় ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজন কালে হয় এই তিন । প্রতি প্রাণে যথা তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুধাহীন ॥

। ৪১ । ইত্যুক্ত্যজিৎ ভক্ততোমুহুত্যা তজির্নিরক্তিত্তর্গবৎপ্রবোধঃ ।

তবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্ ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥

তার পর সেই জীব কৃষ্ণের কৃপায় । শুন বিবরণ যথা কৃতার্থতা পায় ॥
কৃষ্ণপদ ভজেন যে ভাগবত জনা । তার ভক্তি হয় রাজা সে প্রেম লক্ষণ ॥

সকল বিষয়ে তার বৈরাগ্য জন্ময় । ক্রমেতে ক্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব অমুভব হয় ॥
পরেতে পরম শান্তি লভে সেই জন । ভব'সিন্ধু তরঙ্গে না পড়ে কদাচন ॥

শ্রীরাজোবাচ । ৪২ । অথ ভাগবতং কৃত্ব যক্ষ্মোষাদৃশোন্নাং ।

যথাচরতি যদ্বতে যৈর্নিত্ত্বৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥

বিদেহ'বলেন শুন সিদ্ধ মহাশয় । ভাগবত জনে যদি এত গুণ হয় ॥
তাদের স্বরূপ কহ কি প্রকার ধর্ম । কিরূপ স্বভাব কহ'বিবরিয়া মর্ম ॥
কি রূপ থাকেন তাঁরা কি রূপ বচন । কিবা চিহ্ন ধরে সেই ভাগবত জন ॥
কৃষ্ণ প্রিয় হন তাঁরা কি রূপ প্রকারে । বিবরিয়া মুনিবর কহিবে আশারে ॥

শ্রীহরিরূবাচ । ৪৩ । সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমানসঃ ।

ভূতানি ভগবতান্মন্যেযভাগবতোত্তমঃ ॥

এঁত জিহ্বাসিলা যদি বিদেহ রাজন । বলিছেন হবি ভাগবতের লক্ষণ ॥
সকল ভূতেতে আগি ব্রহ্মরূপে আছি । ব্রহ্মরূপে সর্বভূতে আশ্রয় হয়েছি ॥
জীব মধ্যে এই রূপ দেখে যেই জন । ভাগবতোত্তম তাঁকে জানিহ রাজন ॥
অথবা সকল ভূতে নিয়ন্তরূপেতে । আছেন শ্রীহরি প্রভু পূর্ণ ঐশ্বর্যোতে ॥
ভগবৎ শ্রীহরিতে তাহারা আছয় । তাহাতে হরির কিন্তু আসক্তি না হয় ॥
সর্বত্রোতে পরিপূর্ণ হরি ভগবান । ইহা যে দেখ'য়ে সেই ভাগবৎ প্রধান ॥
জীবেশ্বর ভেদ ইথে করিবে সন্ধান । বিনয় পূর্বক দ্বিজ সনাতন গান ॥

। ৪৪ । ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু ব ।

গ্লেম নৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ কেরোতি সমধানঃ ॥

ভাগবত মধ্যমের শুনহ লক্ষণ । মনোযোগ করি বুঝ বিদেহ রাজন ॥
ঈশ্বরেতে প্রেম নিত্য করয়ে শ্রদ্ধায় । ঈশ্বর'অধীন জনে করে মৈত্র তায় ॥
জড়েরে দেখিয়া কৃপা করে অলক্ষণ । উপেক্ষা করেন শত্রু'গণেতে রাজন ॥
এইরূপ ভেদাক্রান্ত হয় যার মতি । ভাগবত মধ্যম সে জানিহ নৃপতি ॥

। ৪৫ । অর্জুনামেব বরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েৎসুতঃ ।

ন তদ্বক্তেশ্চ চান্যেযু সততঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

প্রাকৃত ভক্তের চিহ্ন শুনহ নিশ্চয় । শ্রদ্ধা করি প্রতিমাতে কৃষ্ণেরে পূজয় ॥
কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত জনে শ্রদ্ধা নাহি করে । সেইরূপ অন্য জন্মে নাহিক আদরে ॥
জানিহ প্রাকৃত ভক্ত এই চিহ্ন যার । ভক্তিমাগে অবর্তন জানিহ তাহার ॥
ক্রমেতে হইবে তার উত্তম লক্ষণ । কোন প্রকারেতে নিন্দা নহে ভক্ত জন ॥

। ৪৩ । গৃহীত্বাপীজিতৈরর্থান যোন যেতি ন হৃষ্যতি ।

বিশ্বোর্মার্য বিদং পশ্যন সতৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥

উত্তম ভক্তের পুনঃ বলিব লক্ষণ । না করে বিষয় গ্রাহ কৃষ্ণ যার মন ॥
ইন্দ্রিয়েতে যত কিছু করয়ে গ্রহণ । নাহি সুখ দুঃখ দ্বেষ নহে হৃষ্ট মন ॥
বিষ্ণু গায়া এই বিশ্ব সকল দেখয় । তাহারে উত্তম ভক্ত জানিহ নিশ্চয় ॥

। ৪৭ । দেহেজ্জিগ্ঞাণমনোধিয়াং যোজ্ঞান্যাপ্যক্ষুদ্রযতর্ষকৃষ্টৈঃ ।

সংসারধর্মেরবিমুহমানঃ স্মৃত্যাহরের্ভা গবতঃ প্রধানঃ ॥

দেহের জনম নাশ মন পায় ভয় । ইন্দ্রিয়ের শ্রম বুদ্ধি তৃষ্ণাতুর হয় ॥
ক্ষুধাত আকুল প্রাণ এসব ভাবেতে । কদাচিৎ নিপু আত্মা নহে কোন
মতে ॥ এসব সংসার ধর্ম বলিয়া জানয় । এসব ভাবেতে মোহ কদাচিৎ নয় ॥
কারণ সতত করে কৃষ্ণচক্রে ধ্যান । জানিহ এমত জনে ভক্তের প্রধান ॥

। ৪৮ । ন কামকর্মবী জানাং যস্য চেতসি সত্ত্ববঃ ।

বাস্তুদেবৈকনিলয়ঃ সতৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥

ভোগ কর্ম বাসনা জীবের যেই হয় । ইহা যার চিত্তে রাজা না হয় উদয় ॥
বাস্তুদেবে কেবল যে করয়ে আশ্রয় । উত্তম ভক্তের চিহ্ন এইরূপ হয় ॥

। ৪৯ । ন যস্য জন্মকর্মভ্যাং ন বর্নাশ্রমজাতিভিঃ ।

সজ্জতেহশ্মিন্নহং ভাবোদেহেতৈব সহরেঃ প্রিয়ঃ ॥

জিজ্ঞাসিয়া ছিলে কৃষ্ণ প্রিয় হয় কিসে । তার প্রত্যুত্তর শুন বলিব বিশেষে ॥
জন্ম কর্ম কুল আদি অহঙ্কার শূন্য । এইরূপ অহে ভূপ কৃষ্ণ প্রিয় চিহ্ন ॥
যার নাহি জন্ম কর্ম কূলে অহঙ্কার । উত্তম অধম আদি জাতির বিচার ॥
দেহে অভিমান শূন্য কৃষ্ণেরে ভজয় । সেই জন কৃষ্ণ প্রিয় জানিহ নিশ্চয় ॥

। ৫০ । ন যস্য স্বঃপরইতি বিত্তেষাশ্মনি বা ভিদি ।

সর্বভূতসমঃ শাস্ত্রঃ সতৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥

ভেদ বুদ্ধি নাহি যার আত্ম পর জনে । ভিন্ন করি নাহি জানে স্বীয় পর বনে ॥
সর্ব ভূতে সম দর্শী শাস্ত্র হয় যেই । ভাগবত জন মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় সেই ॥

। ৫১ । ত্রিভুবনবিভবহেতবেপ্যকুঠশ্রুতিরজিতাশ্রুরাদিতিস্মিৎপুণ্যং ।

ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাবনিমেষাধর্মপি সতৈবস্বাগ্র্যঃ ॥

ত্রিভুবন বিভব সে যদ্যপি লভয় । তবু লব নিমেষাধর্ম অহে সদাশয় ॥

বিচলিত নহে কৃষ্ণপদ সেবা হৈতে । অজিতাভ্র সুরাদির অশ্বেষণ যাতে ॥
কৃষ্ণ পাদপদ্ম হৈতে অন্য নাহি সার । এহেতু ত্রৈলোক্য ভোগে তুম্হ
বুঝি যার ॥ বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ বলি জানিহ তাহারে । উত্তম ভক্তের চিহ্ন
বলিহু তোমারে ॥

। ৫২ । ভগবত উরুক্রমাজ্জিশাখানখমণিচঞ্জিকয়া নিরন্ততাপে ।

হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ সপ্রভবতি চজ্জীবোদিতৈর্কৃতাণঃ ॥

যদি বল তাপ হয় বিষয় কামেতে । কি রূপেতে সুস্থ মন সে তাপ থাকিতে ॥
ইহার উত্তর বলি শুন মহীপাল । যাহাতে ঘুচিবে তব বিষয় জঞ্জাল ॥
উরুক্রম কৃষ্ণের যে চরণ কমল । তার শাখা রূপ যেই অঙ্গুলি সকল ॥
তার নখ চন্দ্রিকার শীর্ণল গুণেতে । নিরন্ত হইল তাপ যেই হৃদয়েতে ॥
সে হৃদয়ে বিষয়ের তাপ কিবা করে । চন্দ্রোদয়ে অর্কতাপ যেন না সঞ্চারে ॥

। ৫৩ । বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাংসারক-

রিব বসাদতিহিতোপাঘোঘনাশঃ ।

প্রণয়রসনয়াধুজ্জিগমঃ সতবতি

ভাগবতপ্রধানউক্তঃ ॥ ইত্যেকাদশে দ্বিতীয়ঃ ॥

অবশেষে কৃষ্ণ বলি ডাকিলে নিশ্চয় । যে হরি করেন তার নাশ অঘচয় ॥
প্রেম রসনায় হয়ে বন্দিত চরণ ॥ পরম দয়ালু কৃষ্ণ অঘ বিমোচন ॥
সেই কৃষ্ণ না ছাড়েন হৃদয় যাহার । বৈষ্ণব প্রধান সেই সকলের সার ॥
একাদশ স্কন্ধে শ্রীল ভাগবত মতে । বসুদেব নারদের সংবাদ প্রস্নেতে ॥
বিদেহের প্রাণে জায়ন্তেয় উপাখ্যান । দ্বিতীয় অধ্যায় ভণে দ্বিজ সনাতন ॥

তৃতীয় অধ্যায়ের আভাস ।

মায়াভরণব্রহ্মকর্মপ্রশ্নচতুষ্টয়ে ।

• তৃতীয়ে তৃতরং দত্তমার্শভৈষ্ণুনিভিঃ পৃথক ।

শ্রীঋষভ দেবের পুত্র নব যোগেশ্বরের প্রতি মায়াপ্রশ্ন মায়াভরণপ্রশ্ন ব্রহ্মপ্রশ্ন এবং কর্মপ্রশ্ন এতৎ প্রশ্ন চতুষ্টয় শ্রীমন্নিমিরাজ কর্তৃক ক্রমে হয় । উক্ত নব যোগেশ্বরের মধ্যে অন্তরীক্ষ প্রবুদ্ধ পিপলায়ন এবং আ-বিরহোত্তর এতজ্জন চতুষ্টয় কর্তৃক ক্রমে তত্ত্বস্তর হয় শ্রীমদাঙ্ককার তৃতীয়া-ধ্যায়ে প্রশ্নাদ্যনুসারে এতদ্বর্ণন করিতেছেন ॥

শ্রীরাজোবাচ । ১ । পরস্য বিষ্ণোরীশস্যাম্যিনামপি মোহিনীং ।

মায়াং বেদিভুমিচ্ছামোভগবন্তোক্রবন্ত নঃ ॥

শুন সৰ্ব সত্য জন স্থির করি মন । শ্রীনিমি রাজার উক্ত যেরূপ বচন ॥
পরম ঈশ্বর বিষ্ণু তাঁর মায়া যিনি । মায়াবী জনের তিনি হন বিমোহিনী ॥
সে মায়া জানিতে ইচ্ছা করেছি আমরা । ভগবন্ত আমাদিগে বল হে তোমরা ॥

। ২ । নানুভূপেচ্ছুষন্ যুগ্মঘটোহরিকথামৃতং ।

সংসারতাপনিবৃত্তৌমত্যন্ততাপভেষজং ॥

বিনয়েতে তোমাদিগে করি নিবেদন । মৃত্যুভয় আছে মম না হয় খণ্ডন ॥
আপনা হইতে এই সংসার তাপেতে । উত্তপ্ত হইয়া আছি ক্লেশ সমূহেতে ॥
এই তাপ নিবারণে করিয়া মনন । শ্রীহরির কথা আমি করিয়ে শ্রবণ ॥
সংসারেতে যত তাপ তার নিবারণে । এ বিনা ঔষধি নাই ইহা লয় মনে ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা অমৃত সমান । তোমাদের মুখ হৈতে করিতেছি পান ॥
ইহা ভাগ করিবারে মন নাহি হয় । প্রভুর চরিত্র কহ হইয়া সদয় ॥

শ্রীঅন্তরীক্ষউবাচ । ৩ । এতিৰ্ভূতানিভূতান্মহাভূতৈর্মহাভূজ ।

সমজ্ঞোক্তাবচান্যাদ্য স্বমাত্রাঋণসিদ্ধয়ে ॥

এত যদি জিজ্ঞাসিলা নিমি নৃপবর । শ্রীগানন্তরীক্ষ তাহে করেন উত্তর ॥
কারণ স্বরূপ প্রভু আদি সেই হন । আকাশ আদির তেঁহ করিলা সৃজন ॥

মহা বাহো। সেই হরি আকাশ আদিতে । উদ্ধাবচ সৃষ্টি কৈল। কে পারে
বর্ণিতে ॥ আপনার তজ্জন্মের মঙ্গল কারণ । 'ভগবান এই সব করিলা সৃজন ॥
অথবা আপন অংশ যত জীব গণ । তাহাদের ভোগ আর মুক্তির কারণ ॥
সকল সৃজেন তিনি জানিহ নিশ্চয় । সবিশেষ কহি তাহা শুন মহাশয় ॥

। ৪ । এবং স্বর্গানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চাভূতিঃ ।

একদা দশধাক্ষানং বিভজন জুষতে গুণান ॥

জীব উপকার হেতু উক্ত রূপে হরি । মহা ভূতে নানা ভূত সৃজিলেন ভূরি ॥
অসুখ্যামিরূপে তথী প্রবিষ্ট হইল। এক বিধ মন রূপে আত্মাকে করিল ॥
ইন্দ্রিয় রূপেতে তাহা দশ বিধ করি । জীবেরে বিষয় ভোগ করান শ্রীহরি ॥

। ৫ । গুণৈশ্চর্য্যৈশ্চ সত্ত্বজ্ঞানসাক্ষ্যাদ্যোতিভৈঃ প্রভুঃ ।

মন্যমানইদং স্বর্গমাঙ্গানিমিহ সজ্জতে ॥

অসুখ্যামী যে ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ করয় । সে ইন্দ্রিয় দ্বারে জীব বিষয় ভুঞ্জয় ॥
সমর্থ হইয়া সেই বিষয় ভুঞ্জিয়া । তদন্তর যাহা করে কহি বিবরিয়া ॥
যেই দেহ সৃষ্টি কৈল। প্রভু ভগবান। সেই দেহে জীব করে আত্ম অভিমান ॥
আত্ম অভিমান করি প্রমাদে পড়য় । নিজ দেহে অনুরাগী অভিশয় হয় ॥

। ৬ । কর্ম্মণি কর্ম্মভিঃ কুর্বন সনিমিত্তানি দেহভূত ।

তত্ত্বং কর্ম্মফলং গৃহন জনতীহ স্মৃতেভ্যং ॥

যেহেতু জীবের হয় সংসার জনন । ওহে নৃপ শুন তথা করি নিবেদন ॥
বাসনা সহিত কর্ম্ম কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারে । কত শত করে জীব সংসার ভিতরে ॥
সেই সেই কর্ম্ম ফল দুঃখরূপ হয় । গ্রহণ করিয়া ইহ সংসার ভ্রময় ॥

। ৭ । ইথং কর্ম্মগতীর্গচ্ছন বহুভববাহঃ পুমান ।

আহুতসংস্রবাহু সর্গপ্রলয়াবধুতে হবশঃ ॥

অনেক অশুভ যাহা কর্ম্ম গতি পান । এইরূপ কর্ম্মগতি পাইয়া পুমান ॥
আহুত সংস্রবাবধি এইত সাংসারে । জন্ম মৃত্যু দুই ধর্ম্মাবশে ভোগ করে ॥

। ৮ । ধাতুপদবাসনেষ ব্যক্তিঃ প্রব্যস্তাঙ্গকং ।

অনাদিনিধনঃ কালো অব্যক্তাপকর্ষতি ॥

আকাশাদি পঞ্চভূত লয়ের কারণ । আসন্ন হইলে কাল করে আকর্ষণ ॥
স্থল সূক্ষ্ম যত কার্য্য আহুয়ে জগতে । অব্যক্ত মীয়ার প্রভৃতি সবাকে লইতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধ ।

। ১০। শতবর্ষানুবৃদ্ধিবিষয়ভূতানাং ভুবি ।

তৎকালোপচিটোষ্ণাকৌলোকাংস্তান প্রতপষ্যতি ॥

জয়ের কারণ সর্বশুনহ রাজন । তোমার গোচরে আমি করি বিবরণ ॥
শত বর্ষ অনাবৃষ্টি উৎকট হইবে । উষ্ণ হৈয়া রবিগণ ত্রিলোক তাপিবে ॥
এইরূপে অনাবৃষ্টি এমহী যশ্বে । হইবে হে সভ্য জন জানিহ সকলে ॥

। ১০। পাতালভলমারভ্য শঙ্কর্ষণমুখানলঃ ।

দহমুর্দ্ধশিখোবিষম্বর্ধতে বায়ুনেত্রিতঃ ॥

পাতাল আরন্ধ করি করিবে দহন । সঙ্কর্ষণ মুখ বহি সে উচ্চ জ্বলন ॥
সর্বত্র বেড়িবে সেই পবন ঈরিত । ভণে দ্বিজ সনাতন হয়ে অতি ভীত ॥

। ১১। সম্বর্জকোমেঘগণোবর্ধতি অশতং ।

ধারাভিহস্তিহস্তাভির্লীয়তে সলিলে বিরাট ॥

প্রলয়ের কর্তা আছে যত মেঘগণ । শত বর্ষ পর্যন্ত সে করিবে বর্ষণ ॥
হস্তিহস্ত সম ধারা বর্ষিবে সেকালে । বিরাট পাবেন লয় প্রলয় সলিলে ॥

। ১২। ততোবিরাজমুৎসজ্যৈবরাজঃ পুরষো নৃপ ।

অব্যক্তং বিশতে স্বক্সং নিরিক্সনইবানলঃ ॥

বিরাট দেহের পুরুষ বিরাট ত্যজিয়া । প্রকৃতি মধ্যেতে লয় পাবেন আ-
সিয়া ॥ দহন হইলে কাষ্ঠ বহি নাহি রয় । সেই রূপ তেঁহ হন প্রকৃতিতে
লয় ॥

। ১৩। বায়ুনাহুতগন্ধাভুঃ সলিলজ্জায় কপ্পতে ।

সলিলং তদুত্তরসং জ্যোতির্দীপ্যোগপ্পতে ॥

মহাদাদি পৃথিব্যন্ত কারণেতে লয় । তাহার প্রচার শুন নিমি সদাশয় ॥
পৃথিবীর গন্ধ বায়ু হরিবে যখন । আপনি পৃথিবী জল হবেন তখন ॥
জল হৈতে রস বায়ু লবেন হরিয়া । অগ্নিতে পাবেন লয় সলিল আসিয়া ॥

। ১৪। হুতরূপন্ত তমসা বাঘৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে ।

হুতস্পর্শোবকাশেন বায়ুনভসি লীয়তে ॥

অনলের রূপ তমো হরিবে যখন । পবনে অনল লয় পাবেন তখন ॥
স্পর্শ গুণ পবনের আকাশ হরিবে । আকাশে পবন তবে প্রবেশ করিবে ॥

। ১৫। কালাক্সনা হুতগুণং নভআক্সনি লীয়তে ।

আকাশের শব্দ গুণ প্রভু কাল হরে । লয় পায় আকাশ তামস অহংকারে ॥

। ১৬ । ইচ্ছ্যানি মনোবুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ ।

প্রবিশন্তি হৃৎকারং বস্তুরৈর্হমাশ্রয়িণি ।

দশেন্দ্রিয় আর বুদ্ধি রাজসে মিশায় । সাত্ত্বিকেতে মন দেববর্গ লয় পায় ॥
এইরূপে নিজ কার্য্য লৈয়া অহঙ্কার । মহতে প্রবেশে প্রকৃতিতে লয় তার ॥

। ১৭ । এষা মায়া ভগবতঃ সর্গহিত্যন্তকারিণী ।

ত্রিস্তণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ।

এই সে দেবের মায়া ত্রিগুণ রূপিণী । সৃষ্টিস্থিতি লয় কর্ত্তা জগত মোহিনী ॥
আমি এই কহিলাম মায়ার প্রকার । আর কি শুনিবে রাজা প্রশ্ন কর তার ॥

রাজোবাচ । ১৮ । যথৈতান্মৈশ্বরীং মায়াং দুষ্টরামকৃতাস্মাভিঃ ।

তরন্ত্যশূলধিয়োগমহর্ষিদমুচ্যতাং ॥

ঈষি যদি কহিলেন এরূপ বচন । বিনয় করিয়া রাজা কহেন তখন ॥

যাহাদের অন্তঃকরণ বশীভূত নয় । তাহাদের শূল দেহে অহংবুদ্ধি হয় ॥
ঈশ্বরের মায়া তারা ভরিতবে কেমনে । যে মায়া ভরিতে ক্লেশ পায় সর্ব্বজনে ॥
অনায়াসে সেই মায়া কেমনে তরয় । মহাঋষি কহ ইহা হইয়া সদয় ॥

শ্রীপ্রবুদ্ধউবাচ । ১৯ । কৰ্ম্মাণ্যারভমানানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ ।

পশ্যেৎ পাগবিপৰ্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাং ॥

নিমি রাজা এত যদি জিজ্ঞাসা করিল । প্রবুদ্ধ যোগেন্দ্র তবে কথা আর-
ম্বিল ॥ এসংসারে যত দেখ শূল বুদ্ধি হয় । জ্ঞানার সহিত থেকে কৰ্ম্ম
আরম্ভয় ॥ দুঃখ নাশ হেতু সুখ পাবার কারণ । বিপরীতফল তার দেখি-
বে রাজন ॥ অনশন আদি করি বহু কষ্ট পায় । সুখ দূরে পরাহত দুঃখে
কাল যায় ॥

। ২০ । নিত্যার্জিতেন বিত্তেন দূর্লভেনাস্বমুত্থানা ।

গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা শ্রীভিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ ॥

দুঃখে উপার্জিত ধন তাহে সুখ নাই । ধন হেতু ব্যস্ততারে করে বন্ধু ভাই ॥
বড়ই দুর্লভ ধন যদি লাভ হয় । তাহার কারণ প্রাণী সতত সভয় ॥
আপনার মৃত্যু হয় ধনের কারণ । হেন ধনে কিবা সুখ বলহ রাজন ॥
গৃহী হৈলে গৃহিণী পুত্রাদি সব হয় । আপ্ত লোক সুখ হেতু করয়ে আশ্রয় ॥
গো মহিষ ছাগ মেষ পশু আদি করে । দেখিতে দেখিতে সব ক্ষণমাত্রে মরে ॥

এমত চপল ধনে কিবা প্রীতি হয়। কোন সুখ হেতু বল এতেক সঞ্চয় ॥

। ২১। ত্রবং লোকং পরং বিদ্যাৎস্বরং কর্মনির্দিষ্টং।

সতুল্যাতিশয়স্বং যথা মণ্ডলবর্তিনাং ॥

যদি বল ধন হৈতে ধর্মাদি করয়। সে কর্ম হইতে স্বর্গ আদি বাস হয় ॥
একথাও কিছু নহে গুন মহীপাল। স্বর্গ আদি লোক সেই বড়ই জঞ্জাল ॥
ভোগ অবশানে সেই লোক নাশ হয়। বর্তমান সময়েও সুখ হেতু নয় ॥
আপন সমান অন্য দেখিয়া লোকেতে। তার সহ স্পর্দ্ধা করে চিত্ত কপ-
টেতে ॥ অতিশয় ভোগী দেখি অস্থয়া বাড়য়। নিজ ভোগ নাশ ভাবি
তয়াদি করয় ॥ খণ্ড মণ্ডলের স্বামী তাহাতে প্রাণ। পরস্পর স্পর্দ্ধা-
দিতে বৃথা যায় প্রাণ ॥

। ২২। তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়উত্তমং।

শাস্ত্রে পরে চ নিষ্যাত ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ং ॥

এহেতু গুরুকে জন করিবে আশ্রয়। উত্তম মঙ্গল জিজ্ঞাসিতে মহাশয় ॥
বেদেতে পারগ যিনি যুক্তিতে অর্থেতে। ব্রহ্মেতে পারগ সেই সাক্ষাৎ জ্ঞা-
নেতে ॥ বোধের সঞ্চারে আর সন্দেহ নিরাশে। সেই অভিজ্ঞ, গুরু শা-
স্ত্রেতে আভাসে ॥

। ২৩। তত্র ভাগবতান ধর্ম্মান্ শিক্ষদগুর্যাত্মদৈবতঃ।

অমায়ানুভূত্যা তৈরন্তর্য্যেদাত্মাত্মদোহরিঃ ॥

গুরু সে পরম শ্রেষ্ঠ গুরু সে দৈবত। এই রূপে গুরুরে জানিয়া অবিরত ॥
যে ধর্ম্ম হইতে তুষ্ট হন ভগবান। নিজ ভক্ত গণে প্রভু করেনাত্মদান ॥
বস্ত্রত সে আত্মা আত্মপ্রদ ভক্তগণে। বলি আদি প্রতি যথা শাস্ত্রেতে
বাঞ্ছানে ॥ সেই ভাগবত ধর্ম্ম গুরুর নিকটে। শিক্ষিবেক সদা সেবা করি
অকপটে ॥

। ২৪। সর্ব্বতোমনসোহসঙ্গমাদৌ সঙ্গক সাধুযু।

দয়াং তৈমত্রীং প্রত্যয়ক ভূতেষু যথোচিতং ॥

প্রথমে সাধুর সঙ্গ করিবে যতনে। সর্ব্বত্র মনের সঙ্গ না করে কখনে ॥
হীনে দয়া সমানেতে মিত্রভাচরণ। উত্তম জনেতে অতি বিনয় করণ ॥
গুরু হৈতে এই ধর্ম্ম সকল শিক্ষিবে। গ্রন্থ অমুসারে ইহ সকল জানিবে ॥

। ২৫ । শৌচং তপস্তিত্তিকাক মৌনং সুধ্যায়মার্জবং ।

ব্রহ্মচর্যমহিংসাক সমত্বং হৃদ্যসঙ্করোঃ ।

মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা বাহ্যের শোধন। মান ভ্যাগ আদি দ্বারা অন্তর মার্জন।
স্বধর্মের আচরণ মিথ্যা বাক্য ভ্যাগ। যথা অধিকারে পড়ে শাস্ত্র বেদ ভাগ।
নির্মল হইবে সদা না হবে কুটিল। সকল সহিবে আর হইবে সুশীল।
শাস্ত্র অনুসারে ভার্য্যা সঙ্গ আদি হয়। কদাচিত্ প্রাণি মাত্রে হিংসা না
জন্ময়। শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ আদি আছে যত। এসকলে শোক হর্ম নহে
অভিমত। এই সব শিক্ষিবেক গুরু সন্নিধানে। একরূপ প্রকাশ হৈল
ব্যাসের লিখনে ॥

। ২৬ । সর্বত্রৈশ্বর্যধীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাং ।

বিবিজচারবশনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ ।

সর্বত্র আত্মারে দেখা সচ্চিৎ রূপেতে। ঈশ্বরকে অবলোক নিয়ন্তু ভাবেতে।
এক অবস্থান স্বভাব জনহীন স্থলে। অভিমান শূন্য হয়ে গৃহাদি সকলে।
নির্জনে পতিত স্তম্ভ বস্কলাদি পরে। যে কিছুতে ভুই হৈয়া জগত ভিতরে।
শিক্ষিবেক ইহাও শ্রী গুরু সন্নিধানে। কহিলেন সনাতন শাস্ত্রের প্রমাণে ॥

। ২৭ । ব্রহ্মাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দান্যত্র চাপি হি ।

মনোবাককর্মদগুণ সত্যং শমদমাবপি ।

ভাগবত শাস্ত্রে ব্রহ্মা করাই বিহিত। অন্য শাস্ত্রাদিতে নিন্দা না করা উচিত।
গানসের দগু করা প্রাণায়াম করি। বচনের দগু করা মৌনভাব ধরি।
সর্ব কর্ম দগু করা চেষ্টা ভ্যাগ করি। যে কর্ম্মতে বহুবিধ আছেয়ে চাতুরি।
সত্য ভাষা আর সর্ব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। গুরুর নিকটে জীব শিক্ষিবেক ইহ ॥

। ২৮ । অবগং কীর্তনং ধ্যানং হরেরন্তুতকর্মণঃ ।

জন্মকর্ম্মশ্রুণানাঞ্চ তদর্থং স্থিতচেচ্ছিতং ।

জন্মের শ্রবণ আর কীর্তন কর্ম্মের। আর গুণ ধ্যান করা সেই শ্রীকৃষ্ণের।
কৃষ্ণের উদ্দেশ্য করা সমুদয় কর্ম্ম। গুরু স্থানে শিক্ষিবেক এই সব ধর্ম্ম ॥

। ২৯ । ইচ্ছং দত্তং তপো দ্রুপ্তং বৃত্তং যচ্চাজনঃ প্রিয়ং ।

দারান গৃহান সুতান প্রাণান যৎ পরৈশ্চ নিবেদনং ।

যাগ দান তপ জপ আর সদাচার। আপনার প্রিয় গন্ধ পুষ্পাদি অপার ॥

পরম ঈশ্বরে ইহা করা নিহুবদন । তার পর অহে নৃপ শুন বিবরণ ॥
দারা পুত্র কন্যা আদি যত নিজ জন । সেবকত্ব রূপে কৃষ্ণে করা সমর্পণ ॥
এই সব শিক্ষিবেক গুরুর নিকটে । ইহা হৈলে তরে জীব পরম সঙ্কটে ॥

। ৩০ । এবং কৃষ্ণাঙ্কনাথেনু মনুষ্যেনু চ সৌহৃদং ।

পরিচর্যা চোত্তমত্র মহৎস্ব নৃষু সাধুযু ॥

কৃষ্ণ আশ্রা নাথ ইহা যাহার গমন । তার সনে করিবেক সৌহৃদাচরণ ॥
স্বাভাব জন্ম এই উভয় প্রাপ্তিতে । পরিচর্যা শিক্ষিবেক শ্রীগুরু হইতে ॥
তার মধ্যে বিশেষেতে নরের পুজন । তার মধ্যে পূজ্য অতিশয় সাধুগণ ॥
স্বধর্ম শীলের মধ্যে ভাগবত যারা । অহে নৃপ বিশেষেতে পূজ্য হন তাঁরা ॥
এই সব শিক্ষিবেক গুরু সম্মিথানে । প্রকাশ আছো ইহা ব্যাসের লিখনে ॥

। ৩১ । পরম্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্বশঃ ।

মিথোরতিমিথঃ স্মৃতির্নিবৃতির্মিথআশ্রয়ঃ ॥

হেন ভাগবত সঙ্গ করিয়া পাবন । কৃষ্ণ যশ পরম্পর কথোপকথন ॥
একথায় পরম্পর স্পষ্টাদি না করি । যাহাই কর্তব্য তাহা বিবরণ করি ॥
পরম্পর বশি কৃষ্ণ রসে করা রতি । পরম্পর তাহে পরিতোষ হয় অতি ॥
পরম্পর সমস্ত দুঃখের নিবারণ । গুরু হৈতে করিবেক এসব শিক্ষণ ॥

। ৩২ । অরন্তঃ স্মারয়ন্ত্যশ্চ মিথোঘোষহরং হরিং ।

ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিজড়্যৎপুলকং তমুং ॥

এরূপ ধর্মেতে যারা সতত থাকয় । পরম আনন্দ প্রাপ্তি তাসবার হয় ॥
গুরু হৈতে এই ধর্ম করিয়া শিক্ষণ । সাধু সঙ্গে তাহা প্রশ্ন করি অনুক্ষণ ॥
অরণ কারণে তাঁরে অরণ করান । পরম্পর পাশচয় হারি কৃষ্ণগান ॥
সাধন ভক্তিহে প্রেম ভক্তি উপজয় । সেই ভক্তি হৈতে অতি পুলকাজ হয় ॥
এইরূপ দেহ তাঁরা করেন ধারণ । শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের তাব কি সাধ্য বর্ণন ॥

। ৩৩ । কচিক্রদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া বচি-

দ্রদস্তি নন্দস্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ ।

নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং

ভবন্তি তুষ্টিং পশ্যন্ত্য নিবৃত্তাঃ ॥

কদাচিত্ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাতে করিয়া । রোদন করেন প্রেমে বিবশ হইয়া ॥
কখন বা হাস্য করেন কখন প্রশংসা । অলৌকিক বাক্য কন নাহি সে

আশংস ॥ কখন হরির গান করেন তাঁহার । রুভু লীলা প্রকাশয়ে চক্রে
বহে ধারা ॥ একপে পরম বস্ত্র সে জন লভিয়া । যৌন ভাবে থাকেন সদা
আনন্দিত হৈয়া ।

। ৩৪ । ইতি ভাগবতান ধর্ম্মান্ শিক্ত্ব ভক্ত্যা তদুখয়া ।

নারায়ণপরোয়ামমন্তরতি দ্বুত্তরাং ॥

এই ভাগবত ধর্ম্ম গুরু হৈতে শিখে । এ ধর্ম্ম হইতে ভক্তি হয় একে একে ॥
ভক্তি করি নারায়ণ পরো যদি হয় । তবে এ দুস্তর মায়া হেলায় তরয় ॥

শ্রীরাঙ্গোবাচ । ৩৫ । নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।

নিষ্ঠামব্ধং নো বক্তুং যুয়ং হি ব্রহ্ম বিজ্ঞমাং ॥

নারায়ণ পর জন মায়া ক্রেতরয় । এ কথায় নিমিরাজা পুন জিজ্ঞাসয় ॥
তোমরা ব্রহ্মজ্ঞতম হও যে কারণ । অতএব আমাদিকে কৈতে যোগ্য হন ॥
যে রূপ কহিবে তাই করি নিবেদন । কৃপাকরি আগনারা কবেন বচন ॥
নারায়ণ নামা আর ব্রহ্ম পরমাত্মা । তাঁদের স্বরূপ কহ শুদ্ধ হকু আজ্ঞা ॥
কেন ইহা জিজ্ঞাসয়ে শ্রীনিমিরাজন । বিবরিয়া তাহা কহি শুন ভক্ত জন ॥
ব্রহ্মকেই নারায়ণ নামা ভগবান । আর পরমাত্মা কহে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
শাস্ত্রেতে কি ইহাদের অভেদ কহেছে । কিষা কিছু ভেদ আছে কহ নম
কাছে ॥ এই অভিপ্রায়ে নিমি জিজ্ঞাসা করয় । শ্রবণ করহ সাধুজন সদাশয় ॥

শ্রীপিপলায়নউবাচ । ৩৬ । হিত্বানুব্রলয়হেতুরহেতুরস্য

যৎ স্বপ্নজাগরজ্জুষ্টিয়ু সম্বিশিচ ॥

দেহেজ্রিয়াস্মরুদয়ানি চরন্তি যেন ।

সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥

এত যদি জিজ্ঞাসিল শ্রীনিমিরাজন । তাঁর প্রতি কহিছেন শ্রীপিপলায়ন ॥
ব্রহ্ম যারে বলি তাঁরে বলি নারায়ণ । পরমাত্মা বলি তাঁরে শাস্ত্রের লিখন ॥
সাবধানে শুন তাঁর বিশেষ লক্ষণ । শ্রবণে হইবে তব আত্মার শোধন ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু যিনি হন । কিন্তু কদাচিত নাহি তাঁহার কারণ ॥
তাঁরে নারায়ণ বলি শুনহে রাজন । তেঁহ সে পরম তত্ত্ব সবার কারণ ॥
স্বপ্ন জাগরণ আর জুষ্টি কালেতে । সাক্ষী রূপে যেই থাকে তিন অব-
স্থাতে ॥ বাছে অর্থাৎ সমাধ্যাতি কালে অবস্থান । সেই ব্রহ্মতত্ত্ব ইহা না
জানে অজান ॥ দেহেজ্রিয়া প্রাণ মনে সচেত যে করে । যেইত চেতন

হৈতে বিষয় সঞ্চারে ॥ পরমাত্মা বলি তাঁরে বলে কবিগণ । তেঁহ সে পরম
তত্ত্ব জানিহ রাজন ॥ লক্ষণ তেঁদেতে হন নানা নামে উক্ত । তথাপি জা-
নিহ তাঁরে পরমেক তত্ত্ব ॥

। ৩৭ । নৈতন্মনোবিশতি বাখ্যত চক্ষুরাত্মা

প্রাণেন্দ্রিয়ানিচ যথানলমর্জিবঃ স্বাঃ ।

শব্দোপি বোধকনিষেধতয়াহ্মতুল-

মর্থো ক্রমাহ যদূতেন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥

বড় অল্প তত্ত্ব এই শুনহ রাজন । অন্তের কি সাধ্য প্রবেশিতে নারে মন ॥
বচনের অগোচর যেই মহাশয় । কার শক্তি আছে সেই তত্ত্ব নিরূপয় ॥
চক্ষুর গোচর নহে জীবের না দেখয় । বুদ্ধি প্রাণ হৈতে সেই কভু প্রাপ্ত নয় ॥
অন্ত যত ইন্দ্রিয়ের বোধে না সঞ্চারে । কিন্তু তিনি প্রকাশ করেন সব-
কারে ॥ যেমন অনল হৈতে ফুলিজাদি হয় । অনলের রূপ তারা কভু না
জানয় ॥ হেন আত্মা হৈতে মন আদি সব হন । আত্মার স্বরূপ নাহি
জানে কদাচন ॥ অন্তের কি সাধ্য বেদে নিরূপিতে নারে । অর্গ বিনা শব্দ
আর নিরূপিবে কারে ॥ তদ্বিস্ত অর্থের শব্দ নিষেধ করয় । নিষেধের অ-
বধি সে তত্ত্ব মহাশয় ॥ ঐতিগণ কদাচিত্ নহে অপ্রমাণ । কারণ তাহারা
হন স্বয়ং প্রমাণ ॥

। ৩৮ । সত্বং রজস্তমইতি ত্রিভূদেকমাদৌ

স্বত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবঃ ।

জ্ঞানক্রিয়ার্থকলরূপতয়োরুশক্তি

ত্রৈকৈব ভাতি সদসজ্ঞ ভয়োঃ পরং যৎ ॥

যদি বল সেই তত্ত্ব নিরূপিত নয় । আছে বলি তাঁরে কি রূপেতে জ্ঞান হয় ॥
অহে রাজা সেই তত্ত্ব অবশ্য আছে । কারণ বিহীনে নহে কার্যের উদয় ॥
সদসৎ দুই কার্য আছে একারণ । এই দুয়ে ব্রহ্ম বলি জানহ রাজন ॥
দোহার কারণ হন সেই ভগবান । কারণ হইতে কার্য কভু নহে আন ॥
যদি বল এক কি রূপেতে নানা হয় । উরু শক্তি ধরেন শ্বেত মহাশয় ॥
তাঁহা বিনা এশক্তি অপরে নাহি ধরে । যেইচ্ছা করেন তাহা হন স্বতন্তরে ॥
কে রূপেতে বহু রূপে হয় তাঁর ভান । বিবরিয়া বলি শুন হৈয়া সাবধান ॥
প্রথমেতে এক তিনি পূর্ণ ব্রহ্মময় । প্রকৃতি স্বরূপ তবে হৈলা মহাশয় ॥

সত্ত্ব রজ স্তমের যে সম ভাবে স্থিতি । সেই অবস্থারে রাজা বলিএ প্রকৃতি ॥
ক্রিয়া শক্তি হৈতে পুন সূত্র রূপ হৈলা । চিহ্নকৃতি হৈতে মহান্ স্বরূপ ধ-
রিল। ॥ তার পরে ত্রিবিধ হইল অহঙ্কার । বৈকারিক আদি ভেদ তিন রূপ
তার ॥ অহঙ্কার হৈতে পুন জীব রূপ হয় । ইন্দ্রিয় দেবতা আর হইলা
বিষয় ॥ সুখ দুঃখ আদি তেঁহ হৈলা নারায়ণ । সকল জানিহ ব্রহ্ম বিনা
কিছু নন ॥ সৰ্ব রূপে স্বয়ং যার প্রকাশ রয়েছে । তাঁহার প্রমাণে আর
কি অপেক্ষা আছে ॥

। ৩২ । নাত্মা জ্ঞানন মরিস্যাতি নৈনধতেহসৌ

ন ক্ষীয়তে সর্বনবিষয়ভিত্তিরিণাং হি ।

সৰ্বজ্ঞ শব্দনপায়্যুপলব্ধিমাত্রঃ

• প্রাণোযথৈক্সিবলেন বিকলিতং সৎ ॥

যদি বল সৰ্ব কার্যে আছে যে বিকার । ব্রহ্মেতেই বড়ি কার হউক প্রচার ॥
এত যদি পূৰ্বপক্ষ কর মহাশয় । ইহার উত্তর শুন কহিব নিশ্চয় ॥
অহে রাজা আত্মা না জন্ময়ে কদাচিত্ । অস্তিত্ব বিকার তাহে কি রূপে
কল্পিত ॥ বুদ্ধি তার নাহি নাহি হয় পরিণাম । অপক্ষয় নাহি তার নাহি
নৃত্যধান ॥ বল বুদ্ধ যুবা আদি ধরে কলেবর । ভ্রাস বুদ্ধি ইহার আছে
নিরন্তর ॥ বল তেঁহ এসবার দ্রষ্টা সৰ্বদাই । অবস্থার দ্রষ্টার কি থাকে
অবস্থাই ॥ যদি বল আত্মা কিবা কি তার বিকার । বলত্বাদি অবস্থা
গৰ্ব্বথা নাহি যার ॥ ইথে শুন বলি তবে আত্মার লক্ষণ । জ্ঞানরূপ মাত্র
তেঁহ শুনহ রাজন ॥ ক্ষণিক পক্ষের মত তেঁহ কভু নন । সৰ্ব দেশে সৰ্ব-
ক্ষণ বর্তমান হন ॥ যদি বল নীলজ্ঞান যখন জন্ময় । পীতজ্ঞান যে থাকে
সে তখন নাশয় ॥ তবে কি রূপেতে জ্ঞান হৈল অনন্তর । সাবধানে শুন
বলি ইহার উত্তর ॥ জ্ঞান নষ্ট নহে রাজা জ্ঞান না জন্ময় । ইন্দ্রিয় বলেতে
মাত্র বিবিধ কল্পয় ॥ নীলাদি আকার বৃত্তি জন্মে নাশ হয় । জীবের প-
শ্চাতে প্রাণ সৰ্বত্র চলয় । এরূপ আত্মার কভু ব্যভিচার নয় । কার সাধ্য
এই তত্ত্ব বিশেষ বর্ণয় ॥

• অর্থাৎ শীঘ্র বিনষ্টের ন্যায় ।

। ৪০। অণ্ডেযুপেশিবু তরুণবিনিশ্চিতেষু
 প্রাণোহি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র ।
 সর্বৈরুদেন্দ্রিয়গণৈহমি চ প্রমুখৈঃ
 কুটুম্বাশ্রয়হতে তদনুস্থিতিনঃ ॥

ইন্দ্রিয় বলেতে রাজ্য জন্ময়ে বিকার। অবিকার ভাব সদা জানিহ আত্মার ॥
 ইহাতে দৃষ্টান্ত বলি শুন মহাশয়। চিত্তে বোধ হৈলে তবে ঘুচিবে সংশয় ॥
 যমুখ্য গো বৃক্ষ আদি সকল দেহেতে। জীবের সহিত প্রাণ যথা অনুবর্তে ॥
 সকল বৃক্ষাদি দেহ ব্যতিচারি হয়। দেহস্থিত প্রাণ কভু ব্যতিচারি নয় ॥
 এই রূপ দেহে স্থিত এই যে আত্মার। ব্যতিচার নাহি শুন কহিব বিস্তার ॥
 জাগ্রদবস্থায় যেই থাকে অহঙ্কার। নিদ্রাতেও সেইরূপ থাকে ব্যবহার ॥
 স্নয়ুপ্তি অবস্থা যদি উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয় সকল তরে পান গিয়া লয় ॥
 অহঙ্কার যেই থাকে সেহ লয় পায়। থাকেন কুটুম্ব আত্মা সাক্ষী রূপে তায় ॥
 তাহাতেও লিঙ্গ রূপ থাকেন আশ্রয়। নহিলে কি পূর্বাঙ্গের স্মরণাদি হয় ॥
 আত্মা অমৃতবহয় স্নয়ুপ্তি কালেতে। স্ফূর্তি নহে বিষয় সম্বন্ধ অভাবেতে ॥

। ৪১। যদ্যজ্ঞনাভ্যচরণৈষণোরু ভক্ত্যা
 চেভোন্নয়ানি বিধমেন্দ্রিয়কর্মজানি ।
 তন্মিন বিস্কৃত উপলভ্যত আত্মাত্ত্বং
 সাক্ষাদ্যথা মলদৃশোঃ সবিত্তপ্রকাশঃ ॥

স্নয়ুপ্তি কালেতে যদি অমৃতব হয়। তবে কেন পুনর্বার সংসার জন্ময় ॥
 এ পূর্বপক্ষের শুন বলি হে উত্তর। সেকালেও থাকয়ে অবিদ্যা স্তম্ভতর ॥
 অবিদ্যা বলেতে পুনঃ সংসার জন্ময়। লিঙ্গ ভঙ্গ হৈলে সেকৈবল্য পদ হয় ॥
 তবে বল লিঙ্গ ভঙ্গ কি রূপে হইব। ইহার উপায় রাজা তোমারে কহিব ॥
 ধনাদি বাসনা যদি ত্যজি মতি মান। কৃষ্ণ পদ লাগি করে ভক্তি অমুষ্ঠান ॥
 দৃঢ় করি ভক্তি যদি কৃষ্ণ পদে হয়। তবে মানসের পাপ সকল যুচয় ॥
 গুণ কর্ম জনিত পাতক যেই ছিল। ভক্তি বলে সে সকল যদ্যপি যুচিল ॥
 তখন নির্মল মনে যুচে ব্যবধান। অবিরোধে আত্ম তত্ত্ব প্রকাশকে পান ॥
 দুই চক্ষু নির্মল হইলে যেন ভায়। তপন প্রকাশ অবিরোধে দেখা যায় ॥
 তেন্তন নির্মলে আত্মার পরিচয়। ক্লিষ্ট থাকিতে তথ্য প্রকাশিত নয় ॥
 অজ্ঞান কৰ্মযোণে হও সাবধান। ভক্তি হৈতে সাক্ষাতে দেখিবে ভগবান ॥

শ্রীরাজোবাচ । ৪২ । কৰ্মযোগং বদত নঃ পুরুষোঃ ন সংকৃতঃ ।

বিধুয়েহাশ কৰ্ম্মাণি নৈকৰ্ম্মাং বিন্দতে পরং ॥

বিদেহ বজেন তবে অহে মুনিগণ । বলহ আমারে কৰ্ম্ম যোগ নিরূপণ ॥
যে যোগ হইতে লোক কৰ্ম্ম ভোয়াগিয়া । লভয়ে নিকৰ্ম্মা জ্ঞান হেলায়
বসিয়া ॥

। ৪৩ । এবং প্রমথুধীন পূৰ্ণমপূৰ্ণং পিতৃহৃত্তিকে ।

নাৰুবন ব্রহ্মণঃ পুত্ৰাত্ত্ব কারণমুচ্যতাং ॥

আর এক কথা বলি শুন মহাশয় । চির দিন হৈতে মনে আছয়ে সংশয় ॥
যখন আমার পিতা নৃপতি আছিল । সনকাদি মুনি তাঁর নিকটে আইলা ॥
কথোপকথন বহু হৈল তাঁর সনে । নিকটে থাকিয়া তাহা শুনিয়া শ্রবণে ॥
বিনয় পূৰ্ণক আনি তামবার ঠাঞী । ইচ্ছা করিলাম কৰ্ম্ম শুনিবারে পাই ॥
শুনিয়া আমার বাক্য তাঁরা না শুনিলা । প্রত্যুত্তর নাহি দিয়া শীঘ্রগতি
গেলা ॥ কেন না कहিলা তাঁরা বলহ কারণ । শিশুকাল হৈতে মনে আছে
সে দচন ॥

শ্রীআবির্হোত্রউবাচ । ৪৪ । কৰ্ম্মাকৰ্ম্মবিকৰ্ম্মেতি বেদবান্ধো নৈকৈকঃ ।

বেদস্য চেখরাশ্চাত্ত্বজ বৃহত্তি স্তরয়ঃ ॥

আবির্হোত্র বলিলেন শুনহ রাজন । প্রত্যুত্তর সেকালে না দিবার কারণ ॥
কৰ্ম্মযোগ জিজ্ঞাসিয়া ছিলে মুনিগণে । বালক সময় তাহা বুঝিতে কেমনে ॥
এই কথা মুনিগণ মনেতে ভাবিয়া । উত্তর না দিয়া তাঁরা গেলেন চলিয়া ॥
সেই কৰ্ম্মযোগ তুমি আজি জিজ্ঞাসিলে । তোমারে कहিব তাহা বুঝহ
কুশলে ॥ কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম বিকৰ্ম্মে বিবিধ কৰ্ম্ম হয় । বেদ মত এই সব লৌকিক
এ নয় ॥ যে বেদ সে ঈশ্বর ইহাতে নাহি আন । বেদ অভিপ্রায় নাহি
বুঝয়ে অজ্ঞান ॥ পণ্ডিতেরা গোহ পায় যেইত বেদেতে । অজ্ঞানেরা বেদ-
মত বুঝাবে কিমতে ॥ কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম বিকৰ্ম্মের শুন বিবরণ । তোমারে বলিব
রাজা ধৈর্য্য কর মন ॥ বিহিতের আচরণে কৰ্ম্ম বলা যায় । বিপরীত করে
যে অকৰ্ম্ম বলি ভায় ॥ বিহিতের করণ বিকৰ্ম্ম বলি তারে । কৰ্ম্মগতি দুর্মোখ
বুঝিতে কেবা পারে ॥ বেদ রূপ আপনি হইল ভগবান । পূৰ্ণাপর আচ-
রণ তাহাতে প্রমাণ ॥

। ৪০। পরোক্ষবাদ্যবেদোহয়ং বালানামনুশাসনং ।

কর্মমোক্ষায় কর্ম্মানি বিধতে হৃদগদং যথা ।

কর্ম নিরুপিল। বেদ পরোক্ষ বাদেতে । বেদ অভিপ্রায় কেহ না পারে বুঝিতে ॥ কর্ম্ম মোক্ষ হেতু কর্ম্ম বেদ নিরুপিল। । শিশু অনুরূপ সেই শাসন कहिला ॥ কদাচিত্ বালক ঔষধ নাহি খায় । খণ্ডলাড়ু আনি পিতা তাহারে দেখায় ॥ তার লোভে বালক ঔষধ পান করে । ঔষধি খাইলে রোগ দেহে না সঞ্চারে ॥ এই রূপ জানিহ বেদের অভিপ্রায় । ভোগ হেতু নহে কর্ম্ম মোক্ষ হেতু তায় ॥

। ৪১। নাচরেদযন্ত বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোহজিতেজ্জিহ্বঃ ।

বিকর্ম্মণা হৃদর্শ্মেণ তৃত্যোমৃত্যুদুপৈতি সঃ ।

না করে বেদোক্ত কর্ম্ম অজ্ঞান বশেতে । মৃত্যু বশে বেড়ায় সে বিকর্ম্ম ফলেতে ॥ ইজ্জিয়ে না করে জয় এহেতু অজ্ঞান । স্বয়ং নাহি করে কর্ম্ম তবে ক্লেশ পান ॥

। ৪২। বেদোক্তমেব কুর্ক্সাগোনিঃসঙ্গোপিতমীধরে ।

নৈকর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ।

করিবে বেদোক্ত কর্ম্ম ফলে তোয়গিয়া । কৃষ্ণে সমর্পিবে তাহা কর্ম্ম আরন্তিয়া ॥ লভিবে নৈকর্ম্ম্য সিদ্ধি হৈয়া শুদ্ধ মতি । রোচনার্থা জানিহ বেদের ফল শ্রুতিঃ ॥ অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্য করিবে । যজ্ঞ কর্ম্ম আর-ন্তিয়া কৃষ্ণে সমর্পিবে ॥ তবে কর্ম্মে আর কতু বন্ধ নাহি হবে । হেলায় সংসার সিন্ধু তরঙ্গে তরিবে ॥

৪৩। যজ্ঞাশু হৃদয়গ্রস্থিঃ নিজ্জিহীষুঃ পল্লভুনঃ ।

বিধিনোপচরেদেবং তচ্ছোক্তেন চ কেশবং ।

বলিহু বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ বিধি । শুনহ তল্লোক্ত কর্ম্ম নৃপ গুণনিধি ॥ যে শীঘ্র হৃদয় গ্রস্থি খণ্ডিতে বাঞ্ছয় । আগমোক্ত কর্ম্মে সেই কৃষ্ণেরে সেবয় ॥

। ৪৪। লকানুগ্রহআচার্য্যাং তেন সন্দর্শিতাগমঃ ।

মহাপুরুষমত্যর্চেন্দ্র্যুভ্যভিমতয়াতুনঃ ।

তত্ত্ব বিধি বলি শুন এক চিত্ত হৈয়া । কৃতার্থ হইবে রাজা কৃষ্ণেরে সেবিয়া ॥ অর্চন হৈতে উপাসনা করিবে প্রথম । তাঁর অনুগ্রহ হৈতে বুঝিবে আগম ॥

খ্যান গম্য মূর্ত্তি তাঁর করহ পূজন । যে মূর্ত্তি পুজিতে অভিলାষি তব মন ॥

। ৫০ । স্তুতিঃ সম্মুখমাসীনঃ প্রাণসংযমনাদিভিঃ ।

পিওং বিশোধ্য সংন্যাসকৃতরকোহর্কয়েচ্ছরিং ॥

পূজাক্রম বলি শুন হৈয়া এক মন । স্থির হৈয়া শুন ভূপ রুহি বিবরণ ॥
জন্তু আদি কদাচিৎ না থাকে যেমন । এই রূপে পুষ্পাদির করিবে শোধন ॥
চরণাদি ধৌত করি করি আচমন । শুদ্ধ হৈয়া শ্রীকৃষ্ণের করিবে অর্চন ॥
মূর্ত্তিরে সম্মুখ করি বসিবে আসনে । ভূত শুদ্ধি প্রাণায়াম করিবে আগনে ॥
অঙ্গন্যাস করন্যাস আদি যে আছয় । শরীর শোধন তাহে করিবে নিশ্চয় ॥
তার পরে কৃষ্ণ পদ করিবে পূজন । কৃতার্থ হইবে তবে বিদেহ রাজন ॥

। ৫১ । অর্চাজ্ঞী হৃদয়ে বাপি যথা লকোপচারৈকঃ ।

ঐব্যক্তিত্যস্থলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য প্রোক্ষ্য চাসনং ॥

শালগ্রাম শিলাতে অথবা প্রতিমায় । হৃদয়ে জলেতে কিম্বা মন্ত্র কল্পনায় ॥
পূজার বিধান এই বলিছ তোমারে । পুষ্প চন্দনাদি যথা বিধি উপচারে ॥
পূজা স্থান শুধিবেক করিয়া মার্জন । পুষ্পাদি সকল জলে করিবে শোধন ॥
জন্তু আদি কদাচিৎ না থাকে যেমন । এই রূপে পুষ্পাদির করিবে শোধন ॥
চিত্তের চঞ্চল ভাব ছাড়িবে পূজায় । শ্রীমূর্ত্তি থাকিলে তাঁরে মার্জিবে
নিষ্ঠায় ॥ এই রূপে স্থান আদি পূজা যোগ্য কোরে । আসন প্রোক্ষণ
তথা কোরে তদন্তরে ॥ ভক্তি ভাবে এসকল করিবে কল্পনা । যজন
করিবে তবে হৈয়ে শুদ্ধ মনাঃ ॥

। ৫২ । পাদ্যাদীনুপকপ্ত্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ ।

হৃদয়াদিহৃৎকন্যাসৌমূলমঙ্গল চার্চ্ছয়েৎ ॥

পাদ্য অর্ঘ্য অংচমন স্ଥাপন করিবে । হৃদয়ে পূজিত দেবে মূর্ত্তিতে ভাবিবে ॥
মূল মন্ত্র আদি করি কোর্য দেহ ন্যাস । এবিষয়ে সর্বদাই করিবে প্রয়াস ॥
তদন্তর মহারাজ শুন বিবরণ । মূলমন্ত্রে কৃষ্ণ পদে করিবে পূজন ॥

। ৫৩ । সাক্ষোপাঙ্গাং সপার্বদাং তাং তাং মূর্ত্তিং বমচ্ছতঃ ।

পাদ্যার্ঘ্যচমনীয়াদৈঃ স্থানবাসোবিভুষণৈঃ ॥

সাক্ষোপাঙ্গ পদ্ধিবার সহিত পুজিবে । অলঙ্কার বস্ত্র ধূপ দীপাদি কল্পিবে ॥
নিজ নিজ অভিমতে মূর্ত্তিরে পুজিবে । যথা শক্তি যন্ত্র জগ পুজিয়া করিবে ॥

। ৫৪ । গন্ধমাল্যাকৃতপ্রতিধূপদীপোপহারটেকঃ ।

সাক্ষং সংপূজ্য বিধিবৎ স্তবৈকত্বা নমেকরিতং ।

গন্ধমাল্য আদি দিয়া হরির চরণে । সাক্ষতে পূজিবে যথা শাস্ত্রের লিখনে ॥
তদম্বর অহে ভূপ কহি বিবরিয়া । স্তব পাঠ করি কর নমস্কার ক্রিয়া ॥

। ৫৫ । আত্মানং তন্ময়ং ধ্যানেন মূর্ত্তিং সংপূজয়েচ্চক্রেঃ ।

শেষান্নাধায় শিরসা অধাম্ম্য ধ্যান্য সংকৃতং ।

আপনারে তন্ময় ভাবিবে তার গরে । ভক্তিভাবে পূজা কোর্য হরির
মূর্ত্তিরে ॥ ইহার বিশেষ ভূপ বর্ণিতে কে পারে । সংস্থাপন করি দেবে
হৃদয় ভিতরে ॥ রাখিবার যোগ্য স্থানে রাখিবে মূর্ত্তিরে । আর কিছু
কহি রাজা তোমার গোচরে ॥ মস্তকে নির্মাল্য পুষ্প করিবে ধারণ । ভক্তে
দিয়া কর শেষ নৈবেদ্য ভক্ষণ ॥

। ৫৬ । এবমগ্ন্যর্কভোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ ।

যজ্ঞদীপ্তরম্যাত্মানমচিরান্মুচ্যতে হি সঃ ।

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে জায়ন্তেয়োপাখ্যানে বিদেহপ্রশস্তীমোহধ্যায়ঃ ॥
অগ্নিতে অর্কেতে কিম্বা জলের মধ্যেতে । আপন হৃদয়ে কিম্বা কিম্বা
অতিথিতে ॥ এরূপে করয়ে যদি তাঁহার পূজন । শীঘ্র তবে মোক্ষ লাভে
সেই ভক্ত জন ॥ ভাগবত শাস্ত্রে ইহ স্কন্ধে একাদশে । জায়ন্তেয় উপা-
খ্যানে নিমি প্রশ্ন শেষে ॥ পরিপূর্ণ হইল তৃতীয় অধ্যায় । সনাতন বির-
চিল প্রাকৃত ভাষায় ॥

চতুর্থ অধ্যায়ের আভাস ।

চতুর্থ অবতারের প্রথমোক্তরম্মকবান্ ।

জয়ন্তীনন্দনানাম্ এবিড়ানরসত্তমঃ ॥

শ্রীভগবানের যে যে অবতার এবং তাঁহাদের যে যে কর্ম নিমি বাক্সা ইহার প্রমাণ করাতে মন্তব্যের মধ্যে সাধুতম জয়ন্তীনন্দন শ্রীমান্ এবিড় নামক যোগেন্দ্র উত্তর করেন। এতদ্বর্ণন শ্রীমদ্ভাগত গ্রন্থকার চতুর্থ অধ্যায়ে করিতেছেন ॥

শ্রীবাক্সাবাচ । ১। যানি যানীহ কর্ম্মানি মৈথৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ ।

চক্রে করোতি কৰ্ত্তা বা হবিতানি ব্রবন্ত নঃ ॥

বিদেহ বলেন শুন শুন সিদ্ধগণ। যেই যেই অবতারে প্রভু নাবাগণ ॥
যেই যেই কর্ম্ম আচরিল। ভগবান। করিবেন কিমথবা কর্ম্ম বর্ত্তমান ॥
আমাদিকে মুনি সব বল বিবরিয়া। তোমার প্রশাদে যাব সংসার তরিয়া ॥
শ্রীএবিড়উবাচ । ২। যোবা অনন্তস্য গুণাননন্তাননুক্রমিয়ান সতু বালবুদ্ধিঃ ।
রাজাংসি ভূমেগর্গয়েৎ কথঞ্চিৎ কালেন নৈবাক্ষিলশক্তিধামঃ ॥

এবিড় বলেন বাক্সা কর অবধান। কার শক্তি আছে ইহা করিতে ব্যাখ্যান ॥
কার শক্তি আছে, ইহা অন্ত করিবারে। সংক্ষেপে কিছু মাত্র বলিব তো-
মারে ॥ অনন্ত বলিয়া যাঁরে বলেন বেদেতে। গুণ জগা কর্ম্ম তাঁর কে
পারে বর্ণিতে ॥ যে জন কৃষ্ণের গুণ গণিতে বাঞ্ছয়। শিশু সম তার বুদ্ধি
জানিহ নিশ্চয় ॥ পৃথিবীতে যত রেণু আছেয়ে রাজন। কালে তাহা কদা
চিৎ হয় যে গণন ॥ ঈশ্বরের গুণ কেবা গণন করয়। অল্প মাত্র তাহা
আমি দিব পরিচয় ॥

। ৩। ভূতৈর্ঘদা পঞ্চভিবান্ধকৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয়্য তস্মিন ।

স্বাংশেন বিক্টঃ পুরুষাভিধানবাপ নারায়ণাদিদেবঃ ॥

যে হরি আপন হৈতে পঞ্চভূত কৈল। তাহাতে বিরাজি দেহ আপনি
সৃজিল ॥ অংশেতে প্রবেশ তথি কৈলা ভগবান। আদি দেব নারায়ণ
পুরুষাভিধান ॥

। ৪ । যৎকায়ম্ভুবনত্রয়সংবিবেশোষস্যজিহ্বৈরতবুভূতানুভবৈজিয়াপি ।

জ্ঞানং স্বতঃ স্বসনতোবলম্বেজজৈহাসস্বাদিত্তিঃ হিভিলয়োত্তবআদিকর্তা ।

যাঁর দেহ এ তিন ভুবন সন্নিবেশ । যাঁর ইন্দ্রিয় জীবের ইন্দ্রিয় বিশেষ ॥
স্বতঃ সিদ্ধ বাহাতে আছয়ে দিব্যজ্ঞান । যাঁহার নিশ্বাস হৈতে জীব ধরে
প্রাণ ॥ যাঁহা হৈতে দেহেজ্বিয়ে চেঁচা শক্তি হয় । যাঁর সত্ত্ব আদি গুণে
স্থিত্যাদি করায় ॥ সেই প্রভু ভগবান আদি অমৃতার । তাঁর গুণ কর্ম
দেখ সকল সংসার ॥

। ৫ । আদ্যবভূক্ততৃতা রজসাস্য সর্গে বিষ্ণুস্থিতৌ ক্রতুপতির্বিজ্ঞধর্মসেতুঃ ।

রুদ্রোপ্যধ্যায় তমসা পুরুষঃ সআদ্যইত্যুত্তবহিভিলয়াঃ সততং প্রজাসু ॥

যাঁর রজো গুণ হৈতে বিখাতা হইল । চরাচর যত দেখ সৃজন করিল ॥
সত্ত্ব গুণে হৈয়া বিষ্ণু করেন পালন । যজ্ঞপতি বিপ্র ধর্ম করেন রক্ষণ ॥
তমো গুণে রুদ্র হৈয়া করেন সংহার । এতিনে সৃষ্ট্যাদি হেতু প্রজা
সবাকার ॥ এতিনে নিমিত্ত করি যিনি প্রজাগণে । সৃজনাদি কর্তা আদ্য
পুরুষ বাখানে ॥

। ৬ । ধর্মস্য দক্ষবৃহিতর্যজনিষ্ট মূর্ত্যাং নারায়ণো নরঞ্চ ঋষিপ্রবরঃ প্রশান্তঃ ।

নৈকর্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার কর্মযোহদ্যাপি চান্তঋষিবর্যনিষেবিতাজিঃ ॥

মুর্ত্তি নামে দক্ষ কন্যা ধর্ম পত্নি ছিল । তাহে নর নারায়ণ অবতার হৈল ॥
বড় শান্তশীল দোঁহে ঋষির প্রধান । নারদাদি মুনিরে দিলেন দিব্য জ্ঞান ॥
জ্ঞান পদ আচরিয়া থাকেন সদাই । ঋষিরা যাঁহার পদ সেবেন সবাই ॥
অদ্যাপি আছেন দোঁহে তপ আচরণে । কেবল পরম তত্ত্ব বিচার কারণে ॥

। ৭ । ইন্দ্রোবিশক্ষ্য মম ধামজিহ্মকভীতিকামং ন্যমুক্ত সগণং সবদয্যুপাখ্যং ।

গন্তাপরোগণবসন্তস্তুমন্দবাতৈঃ ক্ষীপ্রেক্ষণেমুভিরবিধ্যদতন্মহিভঃ ॥

ইন্দ্র শঙ্কা পাইল তাঁর তপস্যা দেখিয়া । তপোবলে স্বর্গ লোক লবেন
বলিয়া ॥ স্বগণ কামেরে পাঠাইল এই জমে । কাম প্রবেশিল গিয়া ব-
দরী আশ্রমে ॥ আছেন অঙ্গরা গণ কামের সংহতি । বসন্ত পবন দোঁহে
প্রবেশিল তথি ॥ আশ্রমেতে গিয়া কাম প্রবেশ করিল । অতি মন্দ মন্দ
বায়ু বহিতে লাগিল ॥ অঙ্গরা সকলে গীত করেন গায়ন । হাসেন অ-
পাঙ্গ কোণে চান অহুক্ষণ ॥ সহজে না জানে সেই দোঁহার মহিমা । এ-

হেতু করিলা সবে অনেক গরিমা ॥ স্ত্রীর অগৃহেতে দৌহে জাত না হ-
ইলা । তাহা দেখি দেবগণ কাপিতে লাগিলা ॥

। ৮ ॥ বিজায় শক্রকৃতমক্রমাদিদেবঃ প্রাহ প্রহস্য গভবিস্ময়একমানান ।
মাতৈর্বিভোমদনমারুতদেববজ্রোগৃহীত নোবলিমশূন্যমিমং কুরুধ্বং ।

শক্রের চরিত্র মনে জানি ছুই জন । হাসিয়া হাসিয়া কিছু বলেন তখন ॥
অহে কাম পবন অমর নারীগণ । না করিহ মানসেতে ভয় কদাচন ॥
বড় ভাগ্য আজি এই আশ্রমে আইলে । আমার আশ্রম আজি পূর্ণ যে
করিলে ॥ আভিথ্য লইবে সবে আমা দৌহাকার । সুখেতে আশ্রমে আজি
করহ বিহার ॥

। ৯ ॥ ইধং ক্রবত্যভ্যুদে নরদেবদেবাঃ সত্রীড়নপ্রশিরসঃ সঘৃণং তমুচুঃ ।
নৈতদ্বিত্তো জয়ি পরেহবিকৃতে বিচিত্রং স্বারামধীরনিকরানভগাদগচ্ছ ॥

এত যদি হাসিয়া বলিলা ভগবান । লাজেতে সবার শির হৈলা নস্ত্রবান ॥
হেঁট মাথে দেবগণ বলেন তখন । বিনয় পূর্ব্বকে তাঁর কৃপার কারণ ॥
অহে প্রভু ভোমাতে বিচিত্র এই নয় । প্রকৃতির পর দৌহে বুঝিহ নিশ্চয় ॥
অতএব বিকার কিছু না দেখি তোমায় । আত্মারাম গণ যার পদে প্রণময় ॥

১০ । স্বাং সেবতাং সুরকৃতাবহবোহস্তরায়াঃ
• শ্বোকোবিলজ্য পরমং ব্রজতা পদন্তে ।
• নান্যস্য বর্হিষিবলীন্দতঃ স্বভাগান ধত্তে
পদং স্বমবিতা যদি বিস্ময়কি ॥

অবিরত তোমারে সেবেন যেই জন । দেবগণ করে তার বিষ আচরণ ॥
বিষের কারণ শুন কহি মহাশয় । তোমার সেবক গণ হয়ত নির্ভয় ॥
বিষের মাথায় পদ করি আরোপণ । স্বর্গাদি লজিয়া যান তোমার তবন ॥
দেব কৃত বিষ কিছু করিতে না পারে । যেহেতু করহ রক্ষা তুমি তাসবারে ॥
তোমাতে বিমুগ্ধ যারা যজ্ঞাদি করয় । তাসবার দেব কৃত বিষ কভু নয় ॥
যজ্ঞেতে স্বভাগ তারা দেয় দেব গণে । কুশিকর যেন কর সমর্পে রাজনে ॥
এই হেতু তাসবার বিষ নাই হয় । কিন্তু আমা সবা হৈতে তাহাদের ভয় ॥
তোমার ভক্তের যদি প্রভাব এমন । কদাচিৎ, শঙ্কা ভব না হয় ঘটন ॥

। ১১। কুতুহিকালগুণমারুতজৈমৈ -

মানস্মাপারজলধীনতিভিৰ্য্যকেচিৎ ।

ক্রোধস্য যান্তি বিকলস্য বশং পদেগো-

মজ্জন্তি দুষ্চরতপশ্চু বৃথাৎহজন্তি ।

তোমার অভক্ত হরি যত যত জন । কেবল করয়ে যদি তপ আচরণ ॥
তাসবার গতি হয় দুইত প্রকার । কেহ বশ হয় আমা সবাংকার ॥
অথবা ক্রোধের বশ অবিলম্বে হয় । অনেক কষ্টের তপ ক্রোধেতে নাশয় ॥
আমা সবাংকার বশে যে জন পড়িল । তপ ত্যজি কাম উপভোগেতে মজ্জিল ॥
ক্রোধের বশেতে যার পড়য়ে নিশ্চয় । বড়ই দুর্ভাগ্য তার। শুন মহাশয় ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত উষ্ণ আর বরিষণ । অনেক কষ্ট তা সহে তপের কারণ ॥
রসনার ভোগ কদাচিৎ নাহি জানে । স্বপ্নেতেও নাহি চায় যুবতীর পানে ॥
অপার জলধি সম এ সব তরয় । ক্রোধ বশে পড়্যে পুণঃ গোম্পদে ডুবয় ॥
জল হস্তে লৈয়া শাপ দেয় ক্রোধ তরে । এতেক কষ্টের তপ বৃথা নষ্ট করে ॥
জলেতে ডুবিলে যেন বিবশ হইয়া । ফেলিয়া মাথার ভার যায় পলাইয়া ॥
তেন বৃথা তপ ত্যাগ করে ক্রোধ তরে । সে তপ মোক্ষের নহে হয়ত ভোগেরে ॥

। ১২। ইতি প্রগুণতাং তেমাং ক্ষিয়োহত্যন্তুতদর্শনাঃ ।

দর্শয়ামাস শুশ্রুবাং স্বর্জিতাঃ কুরুতীর্বিভুঃ ॥

কান আদি দেবগণ এতেক কহিল । তাসবারে নারায়ণ মায়া দেখাইল ॥
শত শত রূপবতী যুবতী আইল । আসি নর নারায়ণ চরণ বন্দিল ॥
দিব্য অলঙ্কার আছে সবাংকার গায় । সুস্বর গানেতে মৃত তরুরে জিয়ায় ॥
সেবিত্তে লাগিল সবে দোহার চরণে । কাম নারী সম রূপ ধরে নারীগণে ॥

। ১৩। তে দেবানুচরাবৃষ্টা ক্ষিয়ঃ ঐরিষ রূপিণীঃ ।

গন্ধেন দুস্বহস্তাসাং রূপোদার্য্যহতপ্রিয়ঃ ॥

ইন্দ্রের যে অনুচর যত আসিছিল । সেই সব নারী দেখি মোহিত হইল ॥
লক্ষ্মীর সমান রূপ দেখি সবাংকার । অঙ্গের সৌরভে মোহ হয় বারেবার ॥
তাসবার রূপ আর উদার গুণেতে । হেঁট মাথা করি সবে রহিল লাঞ্জেতে ॥

। ১৪। তানাহ দেবদেবেশঃ প্রণতান প্রহসন্নিব ।

আষামেকতরাং বৃক্ষঃ সর্বগাং স্বর্গভূষণং ॥

হেঁট মাথে প্রণমিয়া বন্দিল চরণ । তবে দেবগণে হাসি কন নারায়ণ ॥

শুন শুন দেবগণ না করিহ লাজ । এক নারী লৈয়া যাহ দেবের সমাজ ॥

এ নারী গণের মধ্যে যারে লয় মন । সমান রূপিনী যেই স্বর্গের ভূষণ ॥
তারে লৈয়া যাহ সবে ইচ্ছের সভায় । শুনিপুনকিত সবে পড়িলেন পায় ॥

। ১৫ । ওমিত্যাদেশমানায় নন্দা তং সুরবন্দিনঃ ।

উর্ধ্বশীম্পরশ্চেতাং পুরুষত্ব্য দিবং যযুঃ ॥

তাঁরে প্রণমিয়া উর্ধ্বশীরে অগ্রে করি । আদেশলইয়া সবে গেলা স্বর্গ পুরি ॥
উর্ধ্বশীর রূপ নৃপ কে পারে বর্ণিতে । পরম সুন্দরী সেই সকল হইতে ॥

। ১৬ । ইচ্ছানাম্য সদসি শৃণুতাং ত্রিদিবৌকসাং ।

উচুর্নারায়ণবলং শক্রস্তত্রাস বিমিতঃ ॥

সভাতে বসিয়া ছিলা দেব শচীপতি । বন্দিগণ গিয়া আগে করিলা প্রণতি ॥
উর্ধ্বশীরে দিয়া সব বৃত্তীস্থ কহিল । ত্রিদশ সকল শুনি চমৎকার হৈল ॥
নর নারায়ণের শুনিয়া এই বল । ত্রাসে শচীপতি হৈলা বড়ই বিকল ॥

। ১৭ । হংসস্বরূপ্যবদদ্যুতআশ্রয়োগং দত্তঃ কুমারঋষভোভগবান পিতা নঃ ।

বিষুঃ শিবায জগতাং কলয়াবতীর্ণস্তেনাহুতা মধু ভিদ্ভাক্রতয়োহয়াম্যে ॥

অতঃপর শুন রাজা অশ্রু অবতার । সবিশেষ শুনহ চরিত্র সবাঁকার ॥
হংস রূপে হরি আশ্রয়োগ প্রকাশিলা । দস্তাভ্রৈয় অবতারে জ্ঞান পথদিল ॥
সনকাদি করিয়া কুমার অবতার । ঋষভ হইলা পিতা আমা সবাঁকার ॥
জগৎ কল্যাণ হেতু আপন কলায় । বিষু অবতীর্ণ হৈলা বিহরে জীলায় ॥
এই সব রূপে হরি হয়ে অবতার । জগতেই আশ্রয়োগ করিলা প্রচার ॥
হয়গ্রীব অবতার হইয়া ত্রীহরি । পাতাল হইতে বেদ আনিলা উদ্ধারি ॥

। ১৮ । ভগ্নোপায়ে মনুরিলৌষধযশ মাৎসর্য

ক্রৌড়ে হতোদিতিজউদ্ধরভাসঃ স্মারং ।

কৌর্মে ধৃতোহজিরমুতোল্লখনে স্বপৃষ্ঠে গ্রাহাৎ

প্রপন্নমিত্ররাজমমুদার্ত্তং ॥

মৎস্র অবতার হয়ে প্রভু নারায়ণ । প্রলয়েতে সত্য ব্রতে করিলা পালন ॥
আর তেঁহ ঔষধির পালন করিলা । প্রলয়েতে সপ্ত ঋষি গণের রাখিলা ॥
ক্রৌড় অবতারে হিরণ্যাক্ষেরে বধিলা । জল হৈতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিলা ॥
কূর্ম্ম রূপে ভগবান মন্দর ধরিলা । তাহাভেই দেব আদি সমুদ্রে মখিলা ॥
হরি অবতারে মহা গ্রাহ গ্রাস হৈতে । গজ রাঙ্কে উদ্ধার করিলা শকটেতে ॥

। ১৯ । সংস্বষ্টোনিপতিতান ব্রহ্মণানুষ্ঠীংশ্চ শত্রুঞ্চ বৃত্তবধতন্তমসি প্রবিক্টং ।

দেবক্ৰিয়োহিস্থরগৃহেপিহিঅনাথাজগ্নেহস্থরেব্রহ্মতয়ায় সত্যং হৃসিংহে ॥

কশ্যপের যজ্ঞ লাগি বালি খিল্য গণ । অক্লুষ্ঠ সগান তারা প্রমাণেতে হন ॥
যজ্ঞ হেতু কাষ্ঠ তার লইয়া ক্ষুদ্রেতে । গোম্পদ সমান জল দেখিল
পথেতে ॥ পরিশ্রান্ত হয়ে ছিল কাষ্ঠ তার লয়ে । গোম্পদ জলের পার
তাবেন বসিয়ে ॥ পলাস পত্রের শিরা করেছিল তার । তাহা দেখি শচী-
পতি হাসিলা অপার ॥ পার হৈতে গোম্পদ সলিলে প্রবেশিলা । ভাষিল
কাষ্ঠের তার সমস্ত ডুবিল ॥ বেগের তুণের সম ভাষিয়া বেড়ান । জল
খায়ো শেষ হৈল সবাকার প্রাণ ॥ কাভরে স্মরণ কৈল হরির চরণ ।
উদ্ধার করিলা প্রভু বালিখিল্য গণ ॥ বৃত্ত বধে নাসবের ব্রহ্ম বধ হইল ।
সে সঙ্কটে হরি তারে উদ্ধার করিল ॥ দৈত্য গৃহে বদ্ধ ছিল দেব নারী
গণ । অনাথা হইয়া তারা করিল রোদন ॥ কাভরে ডাকিল হরি করহ
উদ্ধার । সে সঙ্কটে ভাসবায হরি কৈলা পার ॥ সন্তের অভয় হেতু
দৈত্যদেব অরি । হিরণ্য কসিপু বধ কৈলা নরহরি ॥

। ২০ । দেবাস্থরে যুধি চ দৈত্যগণীন স্তম্ভার্ণে

হস্তান্তরেষু ভুবনান্যদধাৎ কলাতিঃ ।

ভুত্বাথ বাননইমামহরম্ভলেঃ স্মাৎ

যাচুঞাছলেন সমদাদদিতঃ স্ততেভ্যঃ ॥

দেবগণে দয়াবান হইয়া শ্রীহরি । দেবাস্থর যুদ্ধে কৈলা দৈত্য বধ ভূরি ॥
মহাস্তর সকলেতে আপন কলায় । অবতার হন হরি সে যোগ মায়ায় ॥
ভুবন পালেন দেব গণের কারণ । নানা ছলে দৈত্য গণে করিয়া বিধন ॥
এক কালে বলি রাজা হইল প্রবল । দেবেরে জিনিয়া লৈলা পৃথিবী
মঞ্জুর ॥ হইলেন তাহা লাগি বামনাবতার । প্রার্থনা ছলেতে গেলা বলির
হৃদয় ॥ দান লইয়ে পৃথিবী দিলেন দেব গণে । বলিরে রাখিলা লয়ে
পাতাল ভুবনে ॥

। ২১ । নিঃস্কত্রিয়ানকৃতগাঞ্চ ত্রিসপ্তকুস্তো

রামস্ত হৈহয়কুলাপ্যযভার্গবাগ্নিঃ ।

সৌহকিংববন্ধ দশবন্ধুমহন সলঙ্কং

সীতাপতির্জবতিলোকমলজ্যাকীর্তিঃ ॥

হৈহয় কুলের নাশে ভার্গব অনল । তর্পণেতে পিতৃগণে দিল। রক্ত জল ॥
নিঃকন্দি করিলা ধরা তিন সাত বার । পৃথিবী বিপ্রেরে দিয়া তপ তৈল
সার ॥ বর্তমান অবতার শুন মহীপতি । দুর্বাদল শ্যাম রাগ হৈলা দাস-
রথি ॥ সমুদ্র বাঙ্ক্ষিয়া তেঁহ রাবণ বধিলা । বড়ই অদ্ভুত কীর্ত্তি ভুবনে
রাখিলা ॥

। ২২ । ভূমেভ্যাবতরণায় যদুগজ্ঞান্যাজাতঃ
করিষ্যতি সুরৈরপি দুষ্করাণি ।
বাঈদেবীমোহয়তি যজ্ঞকৃতোহতনর্হান
শূদ্রান কলৌক্ষিতিকুজোন্যহনিষ্যদন্তে ॥
এবং ত্রিধানি জন্মানি কৰ্ম্মাণিচ জগৎপতেঃ ।
সুহৃদীণিভুরিষশসৌবনিতানি মহাভুজঃ ॥

ইনি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে নিমিজায়ন্তে যোগাখ্যানে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

হবেন যে অবতার শুন নৃপ শ্রেষ্ঠ । যদুকুলে নাম তাহে হবে রাম কৃষ্ণ ॥
দেবের দুষ্কর কৰ্ম্ম অনেক করিয়া । ধরাভার হরিবেন দানব বধিয়া ॥
বুদ্ধ অবতারে প্রভু দয়াবান হয়ে । যজ্ঞ কৰ্ম্ম দুষিবেন বিবাদ করিয়ে ॥
যাহারা যজ্ঞেতে রত হিংসাদি করিবে । হিংসা নিন্দা বাক্যে তাদের মন
ভুলাইবে ॥ ইহাতে বৃন্তান্ত শুন অহে মহাশয় । হিংসা করা যোগ্য
তাদের কদাচ না হয় ॥ প্রবল হইবে কলি যখন রাজন । শূদ্র রাজ্য
হয়ে সবার করিবে পালন ॥ বেদ বিধি বিরোধ হইবে দিনে দিনে ।
অধর্ম বাড়িবে নিত্য ধর্ম পথ বিনে ॥ কলিক অবতার শেষে হয়ে ভগ-
বান । অধার্মিক সবাকার বধিবেন প্রাণ ॥ এই রূপে ঐশ্বর বিবিধ অব-
তার । কবির। বর্ণনা করে নানা কৰ্ম্ম তাঁর ॥ যাহা কিছু জানি তাহা
বলিহু তোমার ॥ ঐশ্বরের অন্ত কেবা বর্ণিবারে পারে ॥ একাদশ স্কন্ধে
এই চতুর্থ অধ্যায় । বিরচিল সনাতন প্রাকৃত ভাষায় ॥

পঞ্চম অধ্যায়ের আভাস ।

পঞ্চমে ভক্তিহীনানাং কা নিষ্ঠা কো যুগে যুগে ।

বিষোঃ পূজাবিধিরিতি প্রশস্যোত্তরমুচ্যতে ॥

ভক্তিহীন জনের কি গতি এবং প্রতি যুগে কিম্বদন্তি অর্চনা করিতে হয় কি প্রকার এই প্রশ্ন নব যোগেন্দ্রের প্রতি নিমিরাজা করাতেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীচমস এবং শ্রীমান করভাজন এই দুই জন ক্রমে কথিত প্রশ্নের উত্তর করেন। গ্রন্থকর্তা পঞ্চমাধ্যায়ে ইহা বর্ণন করিতেছেন ॥

শ্রীরাঙ্গোবাচ । ১ । ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যস্মিভক্তিমাঃ ।

ভেষামশাস্তাকামানাং কা নিষ্ঠাহবিজিত্যস্মনাং ॥

বিদেহ বজেন শুন আজ্ঞাবিদ গণ। যারা যশসী নাহি করে কৃষ্ণ আরাধন ॥ অজিত ইন্দ্রিয় তারা ভোগ শাস্তি নাই। কত ভোগে মন করে অন্ত নাহি পাই ॥ বল দেখি তাসবার কোন গতি হয় । সবিশেষ আনামারে কহিবে মহাশয় ॥

শ্রীচমসউবাচ । ২ । মুখবাহুরুগাদেভ্যঃ পুরুষস্যাপ্রমৈঃ সহ ।

চন্দ্রারোজগ্নিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক ॥

চমস বলেন শুন কহি সদাশয়। যাহাতে ঘুচিবে তব মনের শংসয় ॥ পুরুষের মুখ বাহু উরু পদ হৈতে। চারিবর্ণ জন্মিলেন আশ্রম সহিতে ॥ গুণ হৈতে চারিবর্ণ ভিন্ন হৈলা। সত্ত্ব গুণে মুখে হৈতে ব্রাহ্মণ জন্মিলা ॥ সত্ত্ব রজ দুই গুণে ক্ষত্রিয় বাহুতে। উরুতে জন্মিলা বৈশ্য রজস্তম হৈতে ॥ তম গুণ হৈতে শূদ্র চরণে জন্মিলা। ঈশ্বর সবার বৃত্তি সবাকারে দিলা ॥

। ৩ । যএষাং পুরুষাং সাক্ষাদানুপ্রভবমীধরং ।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্রুচ্যঃ পতন্ত্যধঃ ॥

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তাঁহাদের জন্ম স্থান। এ চারি জনের মধ্যে যেহঁত পুমান ॥ তাঁহারে না ভজ্ঞে অজ্ঞানেতে নাহি জানে। কিয় জেনে অবজ্ঞা সে করয়ে অজ্ঞানে ॥ বর্ণাশ্রমচার হৈতে যেহঁত জন্ম হয়। নিশ্চয় জানিহ সেই নরকে পড়য় ॥

। ৪ । দূরেহরিকথাঃ কেচিৎ দূরে চাচ্যাতকীৰ্ত্তনাঃ ।

ক্ষিয়ঃ শূভ্রাদয়শ্চৈব তে হনুকল্প্যত্বাদহুশাং ॥

হরি কথা শ্রবণ দূরেতে যে'সবার । কৃষ্ণনাম কীৰ্ত্তন দূরেতে থাকে যার ॥

শ্রী শূভ্র প্রভৃতি করি বলিহু নিশ্চয় । তোমা সবাকার তারা অহুগ্রাহ হয় ॥

। ৫ । বিশ্রোজ্ঞন্যবৈশ্যোবা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকং ।

শ্রৌতেন জন্মনাথাপি বৃহত্ত্যাম্মায়বাদিনঃ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জন্মেতে উক্তম । উপনয়নাধ্যয়নে করে বহু শ্রম ॥

শ্রীহরি ভজনে পেয়ে উত্তমাধিকার । বেদ অর্থ বাদে মোহ পায় বারে বার ॥

বৈদিক কৰ্ম্মের ফলে সদা মত্ত হয় । পরমার্থ বস্তু কৃষ্ণ সেবা না বুঝায় ॥

। ৬ । কৰ্ম্মণ্যকোবিদাস্তকামুখাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ।

বদন্তি চাটুকাম্মুঢ়াযয়া নাক্ষ্য্য গিরোঽশ্বকাঃ ॥

যে কৰ্ম্ম করিলে আপনার বন্ধ ক্ষয় । হেন কৰ্ম্ম না জানিয়া তাহা না করয় ॥

পণ্ডিতেরে না জিজ্ঞাসে কৰ্ম্মের প্রকার । আমি সে পণ্ডিত বল্যে করে

অহঙ্কার ॥ লঘু ভাব আপনারে কভু না করয় । অতএব সেই জন মুর্থতম হয় ॥

মধু সম বচন কৰ্ম্মের ফল শুনি । আক্লাদিত হয়ে তাহে মোহিত আপনি ॥

বেদের মধুর বাক্য কৰ্ম্ম ফল শুনি । স্বর্ণ ভোগ করে বসে লইয়া কানিনী ॥

এই অভিলাষে নিত্য কাম্য কৰ্ম্ম করে । কৰ্ম্ম ফলে বন্ধ হয় বুঝিতে না পারে ॥

। ৭ । রজসা ঘোরসংকল্পাঃ কামুকাসহিমন্যবঃ ।

দাস্তিকামানিনঃ পাপাবিসম্ভ্যচ্যুতপ্রিয়ান ॥

কাম ক্রোধ আদি দোষ বাড়ে দিনে-দিনে । রজো গুণে ভাস্ত হয় কৃষ্ণ

নাহি চিনে ॥ অতিচার আদি কৰ্ম্ম চিত্তে অহুক্ষণ । সর্পের সগান ক্রোধ

নহে নিবারণ ॥ অভিমানী পাপি আত্মা সেই সব জন্ম । ইহাতে সংশয়

নাই জানিহ রাজন ॥ দাস্তিক ভাবেতে নিত্য ব্যাপার করয় । কৃষ্ণ ভঞ্জে

দেখি হাসে কামুক আশয় ॥

। ৮ । বদন্তি তেহন্যান্যমুপাসিতক্ষিয়োগৃহেষু মৈথুন্যপরেষু চাশিষঃ ।

বৃহত্ত্যাইত্যমবিধানদক্ষিণং বৃত্ত্যৈ পরং যন্তি পশুনতমিদং ॥

ভার্য্যা বশ হয়ে ঘরে থাকে অহুক্ষণ । শুল্কের নিকট নাহি যায় কদাচন ॥

অতিথি দেখিলে দ্বারে ঘরেতে লুকায় । মৈথুন রসেতে থাকে কৃষ্ণ না

ধেয়ায় ॥ পরম্পর বসিহা নারীর কথা কয় । নারী সে পরম সুখ মনেতে
ভাবয় ॥ দেবের যজন করে বিধান বিহীন । যজ্ঞ কর্ম করে অম দক্ষিণাদি
হীন ॥ দত্ত ভাবে যজ্ঞ করে জীবিকা কারণ । নির্দয় ভাবেতে করে পশুর
হিংসন ॥ অহিংসা পরম ধর্ম তাহা না বুঝয় । দস্তে কর্ম করে হিংসা
দোষ না দেখয় ॥

। ৯ । শ্রিয়া বিভূত্যাভিঞ্জনেন বিদ্যায়া ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্মণা ।

জাতময়েনাক্ষরিয়ঃ সহৈশ্বরান সতোহবমন্যস্তি হরিপ্রিয়ানুখলাঃ ॥

ধন সম্পদেতে নিত্য বাড়ে অভিমান । ঐশ্বর্য্য মদিরা বশে থাকয়ে অজ্ঞান ॥
সংকুলেতে জন্ম আর বিদ্যার মদেতে । কৃষ্ণ ভক্ত জনে নাহি চিনে
কদচিত্তে ॥ আপনি সুন্দর বলি অন্বেরে হংসয় । যজ্ঞ কর্যে তৃণ সম
সবারে গণয় ॥ বাহ বলে কর্ম কর্যে বাড়ে অহঙ্কার । খল বুদ্ধি কৃষ্ণ জনে
করে অসংকার ॥ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত জনে আর শ্রীকৃষ্ণেরে । জানিহ নৃপতি
সদা অপমান করে ॥

। ১০ । সর্কেষু শব্দভূত্বংস্ববস্থিতং যথাখমান্মানমভীক্ষীশ্বরং ।

বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণতে বুধামনোরথানাং প্রবদন্তি বার্তয়া ॥

সর্ক কলেবরেতে আছেন নারায়ণ । আকাশ সমান তাহে লিপ্ত কভু নন ॥
সেবিলে অভীষ্ট দেন সেবা ব্যর্থ নয় । সবার ঐশ্বর বেদে গায়ন করয় ॥
এই কথা কর্ণে কভু না করে শ্রবণ । মৈথুনাদি শাস্ত্র বাদ করে অমুক্ষণ ॥
অপণ্ডিত জন সব করে এই রূপ । বিবরিয়া কব কত অহে মহা ভূপ ॥

। ১১ । লোকে ব্যবায়ানিষমদ্যসেবা নিত্য । হি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা ।

ব্যবস্থিতিশ্চেষু বিবাহযজ্ঞমুরাগৈহৈরাহ্নিহৃতিরিষ্টা ॥

যদি কহ যোষিৎ সঙ্গ মাংসের তক্ষণ । মদিরার পান তথা শাস্ত্রের বর্ণন ॥
তবে কেন আপনার করেন নিন্দন । এই হেতু কহিছেন নিন্দার কারণ ॥
জগতের মধ্যে আছে যত প্রাণী গণ । আপন ইচ্ছায় করে মাংসের ভোজন ॥
নারী সঙ্গ মদ্য পানে হয় ভাবান্তর । এই সব প্রাণিগণ করে নিরন্তর ॥
কে কবে বিধান আছে অহে নৃপবর । বিবরিয়া কহিলাম তোমার গোচর ॥
যদি কহ ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ করিবৈ । যজ্ঞ শেষ মদ্য মাংস জনেতে খাইবে ॥
ইহার বৃত্তান্ত শুন অহে নৃপ শ্রেষ্ঠ । শুনিলে সকল সভ্য জনে ঘুচে কষ্ট ॥

দেহী গণ অমুরাগে সকল ঘোষিতে । সৰ্বকাল সঙ্গ করে মত্ত মদিরাতে ॥
নিরন্তর মাংস খায় নিজ অভিমতে । এসব বৃত্তান্ত ভূপ কেপারে বর্ণিতে ॥
তাহা দেখি ঋষিগণ পায়ো অতি তয় । সেই সব মত্ত জনে কন সবিনয় ॥
শুন্য অহে জন মন কর স্থির । জগৎ মধ্যেতে জানি তোমরা সুধীর ॥
বিবাহ করিয়া নিজ ভার্য্যা সঙ্গ কর । তাহাতে জানিবে সবে ঋতু ধর্ম পর ॥
যজ্ঞ অবশেষ মাংস করিবে ভোজন । এই রূপে কর জীব মদিরা সেবন ॥
এরূপ নিয়ম রূপে অমুমতি মাত্র । ইহা শুনে অজ্ঞ জীব হয় অতি মত্ত ॥
যদি কহ নিয়মেতে আবশ্যক আছে । অতএব অহে ভূপ কহি তব কাছে ॥
নারী সঙ্গ মদ্য আর মাংসের সেবন । ইহাতে নিবৃত্তি ইষ্ট শাস্ত্রের লিখন ॥
তার ভাব কিছু নূপ করি বিবরণ । নারী সঙ্গ মদ্য সেবা মাংসের তক্ষণ ॥
অমুরাগে করে সবু ব্যাপিয়া সর্বত্র । কিন্তু ইহা বিধি নহে নিয়ম এ মাত্র ॥
এই রূপে শাস্ত্র গতে এই সে অতীষ্ট । পরিসংখ্যা বিধি মতে নিবৃত্তি সে ইষ্ট ॥
যদি বল পরিসংখ্যা বিধি সে কেমন । জন হেতু তাহা কিছু করি বিবরণ ॥
যদি দেহী ব্রতে করে তক্ষণে আদর । তাহাতে নিয়ম আছে গ্রাসের ভিতর ॥
যথা কোন ব্রতে আছে যদি কিছু থাকে । দ্বাদশ গ্রাসের উর্দ্ধ কতু না ॥
হইবে ॥ অতএব সেই ব্রতে বিহিত তক্ষণ । নিবৃত্তিতে অভিমত ঋষির ॥
বচন ॥ এই রূপ মদ্য মাংস স্ত্রীসঙ্গ বর্ণন । আসক্ত দেহীর প্রতি ঋষির বচন ॥
অতএব সভ্য জনে করি নিবেদন । কেবল নিবৃত্তি ইষ্ট ব্যাসের লিখন ॥
মদ্যপান আদি যত ঋষির বচন । যদি অমুমতি মাত্র ইষ্ট নিবর্তন ॥

তবে কেন স্বভার্য্যায় ঋতুর সময় । গমন অভাবে জগহত্যা পাপ হয় ॥
ইত্যাদি নিন্দার প্রতি কি রূপে ঘটয় । অতএব জীবগণ করেন সংশয় ॥
এ সন্দেহ নিবারণ হেতু যে বৃত্তান্ত । তাহা শুন সভ্য জন শুদ্ধ হবে অন্তঃ ॥
যদি পুরুষের মনে স্ত্রীসঙ্গ আহুয় । কিন্তু বিবাহিতা ভার্য্যা তাহে রুচি নয় ॥
দেখ তিরস্কার আদি স্বভার্য্যাতে করে । দুই জন ঋতুকালে গমন না করে ॥
সেই জন প্রতি দোষ শাস্ত্রেতে শ্রবণ । অতএব অবিরোধ ব্যাসের বর্ণন ॥

। ১২ । ধনঞ্চ যশ্চৈককলং যতোবৈজ্ঞানং সবিজ্ঞানমনুপ্রশান্তিঃ ।

গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য হৃদ্যাং ন পশ্যন্তি দুরন্তবীর্য্যং ।

ধন উপার্জিয়া ধর্ম যদ্যপি করয় । সেই ধর্ম হৈতে জ্ঞান সবিজ্ঞান হয় ॥

কমেতে লভয়ে ভক্তি শুমহে রাজন । হেন ধন দেহ লাগি নাশে অকারণ ॥
দেহের দূরন্ত মৃত্যু কভু না বুঝয় । দেহ রাখিবারে বৃথা ধন করে ব্যয় ॥

। ১৩ । যদ্বাণভক্ষোবিহিতঃ সুরায়াস্তথা পশোরাভভনং ন হিংসা ।

এবং ব্যাঘ্রঃ প্রজয়া নরৈত্য ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মং ॥

মদ্যাদি সেবনের শুনহ নিরূপণ । সুরার আণেরে বলি সুরার ভক্ষণ ॥
কদাচিত্ত সাক্ষাতে নাহিক সুরাপান । মদ্যপান বিধি স্থলে লবে তার আণ ॥
দেবের উদ্দেশে যেই পশুর হিংসন । তারে হিংসা নাহি বলি শুনহে রাজন ॥
আত্ম প্রীতি হেতু যেই পশু হিংসা করে । তারে সে বলিয়ে হিংসা শাস্ত্র
অনুসারে ॥ একান্ত জানিহ রাজা সন্ততি কারণ । রতি হেতু নারী সঙ্গ
অনর্থ সাধন ॥ এইত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম কেহ না জানয় বৃথা হিংসা রতি লোভে
নরকে পড়য় ॥

। ১৪ । যে স্তন্যবৎবিদোহসন্তঃ স্ত্রীকাঃ সদভিমানিনঃ ।

পশুনক্রহন্তি বিপ্রকাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান ॥

এ ধর্ম্ম না জানে যার অশান্ত হৃদয় । সাধু বলি অভিমান বৃথা সে করয় ॥
মনোরথ পূর্ণ হেতু পশু হিংসা করে । শরীর করয়ে পুষ্টিমাংসের আহারে ॥
গর্ভযুক্ত হৈয়া ইহা করে যেই জন । তাহার গতির কিছু শুন বিবরণ ॥
পরলোকে পশুগণ তার মাংস খায় । শাস্ত্রের লিখন এই বলিহু তোমায় ॥

। ১৫ । দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু আত্মানং হরিমীশ্বরং ।

মৃতকেসানুবক্ষেহগ্নিন বন্ধমেহাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

আত্মরক্ষারায়ণ পরের শরীরে । সর্বদা আছেন ইহা বুঝিতে না পারে ॥
পরের ক্ষয় ঘেঁষ বৃথা দেহ লাগি । স্নেহ বন্ধ হয়ে হয় নরকের ভাগী ॥
দেহ পুত্র ত্যাগ্য গৃহ ধন আদি যত । এই সবে স্নেহ করে জানিহ নিয়ত ॥

। ১৬ । যে টকবল্যমসংপ্রাপ্তাযে চাতীভাশ্চ মৃত্যুত্যাং ।

তৈবগিকিহক্ষণিকাআত্মানং যাতয়ন্তি তে ॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম হেতু যারা ব্যগ্র হয় । তাঁসবার কদাচিত্ত উত্ত্বজ্ঞান নয় ॥
কিন্তু কিছু জানে সেই অতি অজ্ঞ নয় । দেহ পুত্র কলত্রিতে বুদ্ধিস্থির হয় ॥
আত্মারে ঘাতিল সেই জানিহ নিশ্চয় । কদাচিত্ত ইথে ভুপ না কর সংশয় ॥

। ১৭ । এতদ্বাক্ত্বহনোহশাস্ত্রাজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ ।

সীদন্ত্যকৃতকৃত্যৈব কালজন্তমনোরথাঃ ।

হিষ্টাশ্রম্যারচিতাগৃহাপত্যস্বকৃত্যজিয়ঃ ।

তমোবিশন্ত্যনিচ্ছন্তোবাসুদেবপরাঙ্গুখাঃ ॥

এই রূপে আজ্ঞাভী যেই সব জন । তাসবার কদাচিত্ ন হয় মোচন ॥
অজ্ঞানেতে জ্ঞানী বলি করে অভিমান । কৃত কৃত্যনহে তারা জানিহ নিদান ॥
তাসবার মনোরথ কালে নাশ করে । সংসারে জমণ করে কভু নাহি তরে ॥
বাসুদেব পরাঙ্গুখ যেই সব জন । তাসবার শাস্তিভাব নহে কদাচন ॥
গৃহ পুত্র কলত্র অপর বন্ধু ধন । আপনায় বলি নিত্য করয়ে পালন ॥
মিথ্যা মায়াবলিয়া বুঝিতে নাহি পারে । সকল ত্যজিয়া পড়ে নরক
ভিতরে ॥ কৃষ্ণ ভক্তি বিনা কভু নাহিক নিস্তার । ভক্তি পথে হেলা
কৈলে না যুচে সংসার ॥

শ্রীরাজোবাচ । ১৮ । কস্মিন কালে সন্তবান কিং বর্ণঃ কাদৃশোহুতিঃ ।

নাম্ভাবা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদ্বিহোচ্যতাং ॥

বিদেহ বলেন মুনি কর অবধান । কৃষ্ণ ভক্তি বিনা নাহি দেখি পরিভ্রাণ ॥
অবশ্য তাঁহার ভক্তি কর্তব্যই হয় । জিজ্ঞাসি তাহার কিছু বলহ নিশ্চয় ॥
কোন কালে কোন রূপ শ্রীহরি ধরিলা । কোন কালে কোন বর্ণ তাঁহার
আছিল ॥ কোন কালে কোন্ নাম আছিল তাঁহার । কোন বা বিধিতে
নিত্য পূজা করি তাঁর ॥

শ্রীকরভাজন উবাচ । ১৯ । কৃতং ত্রেতাঋণরঞ্চ কলিরিত্যেযু কেশবঃ ।

নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেক্যতে ॥

বলিতে লাগিল তবে শ্রীকরভাজন । শুন শুন নরপতি আমার বচন ॥
সত্য ত্রেতা ঋণর শেষেতে যুগ কলি । চারি যুগে যাহা যাহা হৈল তাহা
বলি ॥ নানা বর্ণ হৈলা নানা রূপ নাম তাঁর । আছিল পূজার বিধি
বিবিধ প্রকার ॥

। ২০ । কৃতে শুক্লশতর্কহির্জটিলোবল্ললাদ্বরঃ ।

কৃষ্ণাজিনোগবীতাক্ষত্বং বিজ্ঞদণ্ডং কমণ্ডলুং ॥

সত্য যুগে শুক্লবর্ণ হইলা শ্রীহরি । দণ্ড কমণ্ডলু করে হিলা ব্রহ্মচারি ॥

চতুর্দাহ আছিল। বাকল পরিধান। শিরে জটা শোভে তাঁর সাক্ষাত ইশান॥
কৃষ্ণাজিন যজ্ঞ সূত্র অক্ষের ধারণ। ঐশতে অতীত দাতা ছিল। নারায়ণ॥

। ২১। মনুষ্যান্ত তদা শাস্তানির্ভেরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ ।

যজ্ঞস্তি ভগসা দেবং শমেন চ দমেন চ ।

হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্মো যোগেশ্বরো হমলঃ ।

ঈশ্বরঃ পুরুষো হব্যাক্তঃ পরমাত্মোতি গীয়তে ॥

সে কালে মানুষ ছিল শান্ত শীলমতি। আছিল নির্ভের ভাবে সবে সবা
ঐতি ॥ শম দম ছিল। সবে সুহৃদ সবার। ধ্যানেতে ভজিল। সবে চরণ
তঁহার ॥ বশেতে ইন্দ্রিয় ছিল স্থির ছিল মন। ধ্যান যোগে অতের
করিত আরাধন ॥ তাহাতে যে নাম ছিল শুনহে রাজন। হংস বলি তাঁ-
হারে বলিত সর্ব জন ॥ সুপর্ণ বৈকুণ্ঠ ধর্ম নাম যোগেশ্বর। অমলকায়
অব্যাক্ত পুরুষ ইশ্বর ॥ পরমাত্ম। বলি লোক করিত গায়ন। ত্রেতাদি
যুগের শুন বলি বিবরণ ॥

। ২২। ত্রেতায়াং রক্তবর্ণো হসৌ চতুর্দাহ স্ক্রিমেক্ষলঃ ।

হিরণ্যকেশ স্কন্ধযাজ্ঞা স্কৃৎসবাসু গলক্ষণঃ ॥

ত্রেতা যুগে রক্ত বর্ণ আছিল তাঁহার। ত্রিগুণা মেখলা ধারি চতুর্ভুজাকার ॥
যজ্ঞ মূর্ত্তি বলি তারে বলে সর্বজন। মস্তকে গিজল কেশ আছিল। ধারণ ॥
এহেতু হিরণ্যকেশ নাম তার ছিল। ঞ্জক ঞ্জব আদি চিহ্ন তোমারে বলিল ॥

। ২৩। তং তদা মনুজা দেবং সর্বদেবময়ং হরিং ।

যজ্ঞস্তি বিদ্যায়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥

বড়ই ধর্ম্মিষ্ঠ লোক আছিল সে কালে। ব্রহ্মবাদি ছিল। সবে ত্যক্ত মাদ্র
জালে ॥ বেদোক্ত কর্ম্মেতে লোক করিত পূজন। সর্বদেব ময় হরি করিত
ঐহণ ॥

। ২৪। বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃথিৱীভর্তা সর্বদেবউরুক্রমঃ ।

বৃষাকপিজয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্ষ্যতে ॥

বিষ্ণু যজ্ঞ পৃথিৱীভর্ত্ত সর্বদেব ময় ॥ উরুক্রম বৃষাকপি সর্বলোকে কয় ॥
আছিল জয়ন্ত নাম আর উরুগায়। ত্রেতাযুগ ধর্ম্মাদি হে কহিছে ভোমায় ॥

। ২৫ । ভাপরে ভগবান শ্যামঃ পীতবান্নিকায়ুধঃ ।

শ্রীবৎসাদিত্তিরৈক্লেচ্চ লক্ষ্যৈরুপলক্ষিতঃ ॥

অতশী কুন্তম শ্রাম ভাপরে হইলা । পীত বস্ত্র পরিধান চক্রাদি ধরিল ॥
শ্রীবৎসাদি লক্ষণ শোভিত কলেবর । আর কিছু বলি শুন অহে নরেশ্বর ॥

। ২৬ । তং তদা পুরুষং মর্ত্যামহারাজোপলক্ষণং ।

যজ্ঞস্তি বেদতজ্জাত্যাং পরং দ্বিজাসূবাহুপ ॥

মহারাজ চিহ্ন খেত ছাদি চাগর । তদযুক্তে করিত পূজা করিয়া আদরণ
সকলে করিত পূজা বেদ তন্ত্র মতে । সর্বলোক জ্ঞানী ছিল সেহিত কালেতে ॥
আছিল পরম যত্ন ঈশ্বরে জানিতে । অহে ভূপ এই রূপ হইল বর্ণিতে ॥

। ২৭ । নমস্তে নাস্তুদেবায় নমঃ সর্ষপায় চ । প্রত্যাশ্রয়া-

শিরুক্ষায় ভূত্যং ভগবতে নমঃ ॥ নারায়ণায় স্বধেযে

পুরুষায় মহাত্মনে । বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব-

ভূতাত্মনে নমঃ ॥ ইতি ভাগবতউদ্বীর্ণ স্তবস্তি জগদীশ্বরং ॥

যে নাম ধরিয়া স্তুতি করিল সকলে । শুনহ সে সব স্তব রাজা কুতূহলে ॥
প্রণমিহ বাস্তুদেব তোমার চরণে । ভক্তিভাবে প্রণমিহ দেব সর্ষপে ॥
অনিরুদ্ধ প্রত্যাশ্রয়ে বন্দিহ চবণ । অহে ভগবান পাণ করহ নাশন ॥
অহে প্রভু বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ হরি । সর্বভূত আত্মারে সতত নমস্করি ॥

। ২৮ । নানাতজ্জবিতানেন কসাবপি যথা শৃণু ॥

অতঃপর কহি ভূপ শুনহ সাক্ষাতে । করিত তাঁহার পূজা বেদ তন্ত্র মতে ॥
কলি যুগে যা হইবে কহিব এখন । কৃতার্থ হইবে তাহা করিয়া শ্রবণ ॥

। ২৯ । কৃষ্ণবর্ণং দ্বিশ্চ কৃষ্ণং সাক্ষোপাঙ্গাস্তপার্ষদং ।

যজ্ঞৈঃ সংকীৰ্ত্তনপ্রাট্যৈষ্যজস্তি হি স্মমেধসঃ ॥

কৃষ্ণবর্ণ হরি হৈলা একলি যুগেতে । কিন্তু কৃষ্ণ নন দিব্য উজ্জ্বল কাস্তিতে ॥
ইন্দ্র নীলমণি সম উজ্জ্বল বরণ । সাক্ষোপাঙ্গ অস্ত্র সঙ্কে পারিষদগণ ॥
নামসংকীৰ্ত্তন করি নানা উপচারে । বিবেকি সকল নিত্য পূজা করে তাঁরে ॥

। ৩০ । ধোযং সদা পরিভবত্মমভীষ্টদোহং তীৰ্থান্দং শিববিরিক্ণিতুতং শরণ্যং ।

ভূত্যাৰ্জিতং প্রণতপালম্বাক্ষিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণাবিক্রমং ॥

যে রূপে কৃষ্ণে স্তুতি করে সর্ব জন । ভাষাহুন্দে তাহা বলি শুন সাধুগণ ॥

অহে মহাপুরুষ হে ঐশ্বর্য পালন । তোমার পদারবিন্দ করি হে বন্দন ॥
 ধ্যান যোগ্য যেই পদ সদা সৰ্বদ্রাই । সে পদ বন্দন বিনা আর রুচি নাই ॥
 ইচ্ছিয় কুটম্বে যেই হয় পরাভব । যেইত চরণ পদ্ম নাশয়ে সে সব ॥
 অভীষ্ট পূরণ করে যেইত চরণ । গন্ধাদি তীর্থের যেই আশ্রয় পাবন ॥
 মহেশ বিরিকি যাহা করেন স্তবন । এ হেতু সে চরণ আশ্রয় যোগ্য হন ॥
 ভক্তের পরম আৰ্ত্তি যেই পদ নাশে । দুস্তর সংসার সিদ্ধি তারে অনায়াসে ॥
 সংসার সমুদ্রে তেঁহ সমান নৌকার । তাঁহার আশ্রয়ে জীব ভবে হয় পার ॥

। ৩১ । ত্যক্ত্বা স্তদুদ্যতস্তুরেপিতরাজুলক্ষীং ধর্ম্মিতার্থ্যবসায়দগাদরণ্যং ।

মায়াযুগং দণ্ডিতযোপিতমম্বধাববন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥

অহে মহা পুরুষ শ্রীবাম দাসরথী । তোমার চরণপদ্মে করিহে ঐশ্বর্য ॥
 অন্য স্তদুদ্যতস্য যেই রাজলক্ষ্মী নয় । ইন্দ্র আদি সকলেই যাহারে প্রার্থয় ॥
 তেজিবার যেই রাজ্য কাহারই নয় । পিতৃবাক্যে সে রাজ্য তেজিয় মহাশয় ॥
 সত্য ধর্ম্ম পালিতে করিল বনবাস । সিঁতা হেতু মায়া যুগে করিলা বিনাশ ॥
 হেন গুণধাম রাম চরণ কমল । ঐশ্বর্য যাহা হৈতে হইব নির্মল ॥

॥ ৩২ ॥ এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান যুগবর্ত্তিভিঃ ।

মনুজৈরিজ্যতে রাজম শ্রেয়সামীশ্বরৌহরিঃ ॥

এই রূপে অহে রাজা চারি যুগে হরি । মনুজের পুত্র্য হন নাম রূপ ধরি ॥
 সকল কল্যাণ দাতা প্রভু নারায়ণ । চারি যুগে মনুষ্যসবার পূজা লন ॥

। ৩৩ । কলিং সভাজয়ন্ত্যর্য্য্য গুণজ্ঞাঃ সারভাগি যঃ ।

যত্র সংকীর্ত্তনে নৈব সৰ্ব্বস্বার্থোপি লভ্যতে ॥

এ চারি যুগের মধ্যে শুনহে রাজন । কলিঙ্গর সবার শ্রেষ্ঠ কৈলা নিরূপণ ॥
 মজ্জনেরা ভাল মন্দ বিচারে নিপুণ । বহু দোষী কলি তবু জন তার গুণ ॥
 তাঁহার। সে গুণ বিনা দোষ নাহি লন । অতএব কলিরে করেন সভাজন ॥
 যেহেতু কলিতে নাম সংকীর্ত্তন হৈতে । লভয়ে পরম লাভ অতিলাষ হৈতে ॥
 ইথে বিষ্ণু পুরাণের বচন প্রমাণ । সাধুগণ শুন সবে হৈয়্য সাবধান ॥
 সত্য যুগে ধ্যানেতে লভিয়ে যেই ফল । ত্রেতা যুগে যজ্ঞ অহুষ্ঠানে সে সকল ॥
 স্বাপিরে পবিত্র হয় অর্চি নারায়ণে । কলিতে সকল পাই নাম সংকীর্ত্তনে ॥
 অতএব কলিরে সবে করেন পূজন । যেহেতু প্রধান ইথে নাম সংকীর্ত্তন ॥

ଅତେବ କଲିରେ ଯେବେ କରେନ ପୁଜନ । ସେହେତୁ ଶ୍ରୀମାନ ଇଥେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ॥

। ୩୫ । ନ ହତଃ ପରମୋ ଲାଭୋ ଦେହିନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣାମିହ ।

ସତୋବିନ୍ଦେତ ପରମାଂ ଶାନ୍ତିଂ ନଶ୍ୟାତି ସଂହତିଃ ॥

ସଂସାରେ ଭ୍ରମିତେ ହିଲ ବନ୍ଧ ଜୀବ ଗଣ । ତାମସୀୟ ଏହି ଲାଭ ଶୁଣିଲେ ରାଜନ ॥
କୃଷ୍ଣେର ଚରଣ ଭଜି ଶାନ୍ତିକେ ଲଭୟ । ଏସାର ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଆର ନା ଜୟ ॥
ଅତଃପର ଲାଭ ନାକି ଆହୁଁ ସଂସାରେ । ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୋ ଅୁଧେ ଶ୍ରୀମାନ
ତରେ ॥

। ୩୬ । କୃତାଦିୟ ଶ୍ରୀଜା ରାଜନ କଳାବିଭକ୍ତି ସଂସବଂ ।

କଲେ ଧନୁ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ନାରାୟଣପରାୟଣ ॥

ବଚିତ୍ କୃତିଷ୍ଣହାରାଜ ଶ୍ରବିତ୍ତେଷୁ ଚ ତୁରିତଃ ।

ତତ୍ରପର୍ଣ୍ଣା ନଦୀ ଯତ୍ର କୃତମାଳାପୟସିନୀ ॥

କାବେରୀ ମହାପୁଣ୍ୟା ଶ୍ରୀତୀର୍ଥ ମହାନଦୀ ॥

ମତ୍ୟାଦି ଯୁଗେର ଶ୍ରୀଜା ଯତ୍ର ହେ ରାଜନ । କଲିତେ ବରେନ ବାଞ୍ଛା ଲାଭିତେ ଜନନ ॥
ଆସ କଲିଯୁଗେର ଯତେକ ଶ୍ରୀଜାଗଣ । ସମସ୍ତ ହବେନ ନାରାୟଣ ପରାୟଣ ॥
ବିଶେଷତ ଅହେ ରାଜା ଶ୍ରବିତ୍ ନିଶେତେ । ଅନେକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହନ ବିଧି କ୍ଷେତେ ॥
ତାତ୍ରପର୍ଣ୍ଣା ନଦୀ ସେହି ଦେଶେତେ ଆହୁଁ । କୃତମାଳା ପୟସିନୀ ପବିତ୍ର କରୟ ॥
କାବେରୀ ପରମ ପୁଣ୍ୟା ନଦୀ ସେହି ଦେଶେ । ମହା ନଦୀ ଗନ୍ଧିମ୍ବ ସେ ଦେଶେରେ ପରଶେ ॥

। ୩୭ । ସେ ପିବନ୍ତି ଜଳଂ ତାମାଂ ମନୁଜାଂ ମନୁଜେଷ୍ଠର ।

ଶ୍ରୀବୋ ଭକ୍ତାଂ ଭଗବତଃ ବାସୁଦେବେ ହମ୍ଭାଶୟାଃ ॥

ଏସବ ତୀର୍ଥେର ଜଳ ଯାଆଁ କରେ ପାନ । ଶ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣପଦେ ଭକ୍ତି ଅୁଧେ ଶ୍ରୀମାନ ପାନ ॥
ଅହେ ନୂପ ମନ୍ତ୍ରଜେରା ସେ ତୀର୍ଥ ଜଣେରେ । ପାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ହରି ଭକ୍ତି କରେ ॥
କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନେର ଅପରାଧ ହୁଏ । ତବେ ଶ୍ରୀହରିତେ ଭକ୍ତି କଦାପୀଠ ନୟ ॥

। ୩୮ । ଦେବର୍ଷିଭୃତାଂ ଶୁଣ୍ୟାଂ ପିତୃଣାଂ ନ କ୍ଷିବିରୋ ନାୟୟନୀ ଚରାଜନ ।

ସର୍ବୀକ୍ଷାୟାଃ ଶରଣ୍ୟ ଶରଣ୍ୟ ଗତୋୟ ଯଃ ପରିହତ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ॥

ଦେବର୍ଷି ଆଦି ଗଣେ ଶୁଣି ତାରା ନୟ । କଦାଚିତ୍ ଏସବାର କିଙ୍କର ନା ହୁଏ ॥
ପଞ୍ଚ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କୃତ୍ୟ ସକଳ ଭେଦିଆ । ସର୍ବ ଠାବେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତେ ଯାଆଁ ହୁଏ ହୁଏ ॥
ଅହେ ନୂପ ଯୁକ୍ତି ଦାତା । ଆଶ୍ରୟ ସବାର । ତୁଁରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ କରେ କି ଶୁଣ ତାହାର ॥

। ৩৮ । স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।

বিকর্ম যতোঃ পতিতঃ কথঞ্চিদ্ধনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ।

যারা কৃষ্ণ ভজ্যে অল্প ভাব ত্যাগ করি। তাসবার হৃদয়ে থাকিয়া নরহরি॥
কদাচিত্ ভক্তের বিকর্ম যদি হয়। আপনি খণ্ডন তাহা করেন নিশ্চয় ॥
এরূপে বিহিত কর্ম নিবারণ করি। তদন্তর যাহা কন নিবেদন করি ॥
দেহ পুত্র ভাৰ্য্যা ধন ইত্যাদি সকলে। ভাব ত্যাগ করি ভজ্যে হরি পদ মূল ॥
সেই জীব অহে ভূপ নিষিদ্ধ কর্ম্মতে। প্রবৃত্তি না করে কিন্তু হয় কদাচিত্ ॥
কিন্তু সে কর্ম্মের পাপ বিনাশেন হরি। অবশ্য ইহাই জ্ঞানো কি কব বিস্তরি ॥
যদি কহ যমরাজা কেন সে মানিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা কেবা লঙ্ঘন করিবে ॥
যদি বল নিষিদ্ধ কর্ম্মাচণ করি। প্রায়শ্চিত্ত করিবে হে না কর চাতুরি ॥
ইহা ঈশ্বরের বাক্য শাস্ত্রের লিখন। নিজ আজ্ঞা ভঙ্গ হরি সন কি কারণ ॥
তাহার বৃত্তান্ত নূপ করি বিবরণ। প্রিয়জনের দোষ হরি না জন কখন ॥
যদি বল পাপ নিবারণের কারণ। যেই জন নাই ভজ্যে তবে কেন সন ॥
ইহার বৃত্তান্ত বলি শুনহ বিশেষ। ভক্তের হৃদয়ে তাঁর হয় সন্নিবেশ ॥
অগ্নি যেই নাহি জ্বেন্তে হস্ত দেয় তায়। অবশ্য পুড়য়ে হস্ত খণ্ডন না যায় ॥
সেই রূপ অহে ভূপ জানিহ ইহাতে। প্রার্থনা অভাবে কৃষ্ণ নাশেন
পাপেতে ।

। ৩৯ । শ্রীনারদ উবাচ । ধর্মান ভাগবতানি খং ক্রদ্ধা স মিথিলেশ্বরঃ ।

জায়েন্তে যান্ মুনীন প্রীতঃ সৌপাধ্যায়োহুপজয়কঃ ।

নারদ বলেন অহে বসুদেব শুন। এ রূপেতে ভগবত ধর্ম পুনঃ পুনঃ ॥
শুনিয়া মিথিলা পতি আনন্দ হইল। উপাধা য় সহ সিদ্ধগণেরে পূজিল ॥

। ৪০ । ততোহস্তদধিরে সিদ্ধাঃ সর্বলোকস্য পশ্যত্যঃ ।

রাজা ধর্মানুপাতিষ্ঠাবাপ পরমং গতিং ॥

চাহিয়া আছেন সভা মধ্যে সর্বজন। অক্লান্ত হৈয়া গেলা নব সিদ্ধগণ ॥
ভাগবত ধর্ম নিমি কৈলা অশ্রুচান। অস্তেতে লভিলা তেঁহ কৃষ্ণ পদে স্থান ॥

। ৪১ । স্নম্যেত্যান্ মহাভাগ ধর্মান্ ভাগবতান্ শ্রভাব ।

অস্থিতঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তো নিঃসঙ্গো যাম্যমে পরং ॥

শুন অহে বসুদেব তুমিহ যতনে। এই ভাগবত ধর্ম করহ আপনে ॥

সঙ্গ তেজি প্রকাযুক্তে কর আচরণ । লভিবে গরমাগতি কৃষ্ণের ভবন ॥
তুমি অতি ভাগ্যবান না হয় বর্ণন । শুভ ভাগবত ধর্ম কর আচরণ ॥

। ৪২ । যুবযোঃ খলু দম্পত্যোঃ হর্ষসা পুরিতং জগত্ ।

পুত্রভাগমক্ষয়ং ভগবানীশ্বরোহরিঃ ॥

শ্রী পুরুষ দোঁহারি যশে পূরিল জগৎ । ভোমরা দুজনে হও মহাভাগবৎ ॥
ভগবানীশ্বর হরি দোঁহাব তনয় । উভয়ের ভাগ্য কেবা সীমা করি কয় ॥

। ৪৩ । দর্শনালিঙ্গনালিপেঃ সশয্যাসনভোজনৈঃ ।

আত্মা বাৎ পাবিতঃ কৃষ্ণে পুষ্পহং প্রকূর্মতোঃ ॥

অনুক্ষণ শ্রীহরি করিছ দরশন । অর্চনা করিছ পুনঃ কবি আলিঙ্গন ॥
ভোজন শয়নাসন কর কৃষ্ণ সনে । পুত্র স্নেহে আত্ম শুদ্ধি কৈলে চাই জনে ॥

। ৪৪ । বৈরেন যৎ নৃপতিঃ শিশুপালপৌত্রসাম্বাদযে গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ ।

ধ্যাত্ত আকৃতিধিঃ শয়নাসনাদৌ তৎসাম্যাপুর্বনুজ্ঞাধিাপুনঃ কিং ॥

শিশুপাল পৌত্র শালু আদি বাজাগণ । কৃষ্ণ সনে বৈরি ভাব কৈল অনুক্ষণ ॥
কৃষ্ণে বিলাস গতি বিলোকন দেখি । বৈবি ভাবে যে সব ভাবিল মুদে
আঁখি ॥ শয়ন আসন আর ভোজন সগয়ে । কৃষ্ণেতে রাখিয়া বুদ্ধি ভাবিল
হৃদয়ে ॥ তাবাহ লভিল দেখ কৃষ্ণেব সমতা । অম্বরজ বুদ্ধিতে পাউবে
কোন্ কথা ॥

। ৪৫ । মাপত্যবুদ্ধিমকুখাঃ কৃষ্ণে সর্ক্সানীশ্ববে ।

মায়ামুখ্যভাবেন গুটিন্বর্গো পবেহন্যটো ॥

বসুদেব দেবকি শুনহ মগ কথা । পুত্র বুদ্ধি কৃষ্ণেবে না করিহ সর্ক্স ॥
শ্রীকৃষ্ণ সবার আত্মা ঈধব সবার । মায়ায় মন্ত্রা ভাব ক'লা প্রচার ॥
প্রকৃতির পর তেঁহ অব্যক্ত অব্যয় । পুত্র ভাব তাঁরে না কবিহ মহাশয় ॥

। ৪৬ । ভূভারাসুররাজন্যহস্তবে স্তপ্যায় সভাং ।

অবতীর্ণস্য মিত্রৈস্ত্য যশো লোকে বিস্তর্যতে ॥

শ্রীশ্রক উবাচ । এতচ্ছ্রদ্ধা মতাভাগো বসুদেবোহসি ॥

ত্রিবিম্বিতঃ । দেবকীক মতাভাগ জহুঃ সৌহম্যমসি ॥

ভূভাব অস্তব গণ রাজা রূপে ছিল । তাহাতে সজ্জনগণ পীড়িত হইল ॥
যদুকলে অবতীর্ণ হৈয়া নাবাগন । ভূভাব নাশিয়া সাধু কবিলা পানন ॥

ভূতলে অনেক বশ করিল। স্থাপন । কেবল আপন ভক্ত মোক্ষের কারণে
শুক বলে অহে রাজা শুন পরীক্ষিত । এত শুনি বনুদেব হইল। বিস্মিত।
অতি আনন্দিত মতি দৈবকী হইল। দম্পতী দুজনে আত্ম মোহ ভেরাগিল।

। ৪৭ । ইতিহাস মিমং পুণ্যং ধারবেদ্যঃ সমাহিতঃ ।

• স বিশ্বয়েহ শমলং ব্রহ্মভূম্যং কল্যাণং ।

ইতি ভীষ্মাণবতে একাদশ স্কন্ধে জায়ন্তে ধোপাখ্যানেন পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।
অহে রাজা এই ইতিহাস পুরাতন । পুণ্যের স্বরূপ এই বিদিত ভুবন ॥
সমাহিত মনে যেই করয়ে শ্রবণ । পাপ সংস্কার তার না থাকে কখন ॥
তার আর সংসার সাগরে গতি নয় । লভয়ে কৃষ্ণের পদ বলিহু নিশ্চয় ॥
একাদশ স্কন্ধে এই পঞ্চম অধ্যায় । বিরচিত সনাতন প্রাকৃত ভাষায় ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আভাস ।

ষষ্ঠে ব্রহ্মাদিতিস্বত্বাংস্বং নিজাপিতং হরিং ।

উদ্ধবঃ প্রার্থয়ামাস স্বধামনয়মামিতি ।

ব্রহ্মাদি দেবগণ দ্বারাকায় গমন করেন তৎপর দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণকে
স্তুতি করেন তৎপর বৈকুণ্ঠধামে শ্রীকৃষ্ণের গমনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে
জানাইয়া ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মাদির বাক্য স্বীকার করিবার পর দেব-
গণের সহিত ব্রহ্মা আপন ধামে গমন করেন তদন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিকটে
শ্রীউর্জ্বল মহাশয় প্রার্থনা করেন যে আমাকে বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত বরাও ।
এই বর্ণন গ্রন্থকার ষষ্ঠাধ্যায়ে করিতেছেন ॥

শ্রীবাদরায়ণিকাবাচ । ১ । অথ ব্রহ্মাঽটজদেবঃ প্রোক্তেশনাং তাত্ত্বগাত্

ভবশ্চ ভূতভব্যেশো যযৌ ভূতগণৈর্বৃতঃ ।

ইজ্যোমরুদ্ভির্ভগবানাদিত্যাবসবোহশ্বিনৌ ।

ঋতবোহশ্বিনসৌ রুদ্রা বিবেসাদ্য্যাশ্চ দেবতাঃ ।

গন্ধর্বাশ্রসৌ নাগাঃ সিন্ধুচারণশ্চহকাঃ ॥

ঋষযঃ পিতরশ্চৈব সবিদ্যাধবকিষ্করাঃ ।

ধারকামুপসংজ্ঞয়ঃ সর্কে কৃষ্ণং নিদৃক্ষবঃ ॥

ব্রহ্মাণ বাদরায়ণি শুনেহে রাজন । অন্তঃপব যাহা হয় করি বিবরণ ॥

সমকাদিপুঞ্জগণে করিয়া সংহতি । চারিদিকে বেড়ি আছে বস প্রজাপতি ॥
হংস যানে আরোহনে ব্রহ্মা মহাশয় । আনন্দ মনেতে গেলা দ্বারকাআলয় ॥
মহেশ করিলা গতি বৃষ আরোহনে । সন্মুখেতে বেড়িয়া চলে প্রেতভুতগণে ॥
এরাবতে চাপিয়া বাসব আইলা সুখে । ইন্দ্র সঙ্গে বায়ু গণ চলিলা কোঁতুকে ॥
চলিলা দ্বাদশ সূর্য্য অষ্ট বজ্রগণ । অশ্বিনীকুমার দৌহে করিলা গমন ॥
ঋতব নামেতে যত দেবগণ ছিল । অগ্নিরস আদি করি সকলে চলিলা ॥
বিশ্বগণ সাধ্যগণ রুদ্রগণ যথা । গন্ধর্ব্ব অঙ্গর নাগ সবে গেলা তথা ॥
সিদ্ধগণ চারণ গৃহ্যকগণ গেলা । ঋষিগণ পিতৃগণ সকলে চলিলা ॥
বিদ্যাধর কিম্বর চলিলা আনন্দিতে । সকলে দ্বারিকা গেলা কৃষ্ণেবে দেখিতে ॥

। ২ । বপুষা যেন ভগবান নরলোকমনোবমঃ ।

যশা বিতেন লোকেষু সর্বলোকমলাপহং ॥

অহে নৃপ ভগবান যে শরীর করি । নরলোক মনোবম হইলা শ্রীহরি ॥
সকলের পাপচয় বাহে নাশ হয় । সেইরূপ যশ লোকে বিস্তার করয় ॥

। ৩ । ভস্যঃ বিজ্ঞানানায়াং সমুচ্চায়াং মহর্কিতিঃ ।

বাচস্পতিবিতৃপ্তাঃ কৃষ্ণমন্তুতদর্শনং ॥

সে রূপ দেখিতে বাঞ্ছা করি সবে আইলা । অদ্ভুত সম্পত্তিযুক্ত দ্বারিকা
দেখিলা ॥ অপূর্ণ দর্শন কৃষ্ণ আছেন সন্ধ্যায় । দেবগণ আসিয়া দর্শন
কৈলা তাঁয় ॥ সে রূপ দেখিয়া চক্ষু তৃপ্ত নাহি হয় । যে অঙ্গ নিরঞ্জে চক্ষু
সেই অঙ্গে রয় ॥

। ৪ । স্বর্গোদ্যানোপগৈর্মাল্যৈঃ স্ফুটয়ন্তা যদুত্তমং ।

গীর্তিশিত্রপদার্থাভি স্তুত্বৈব জগদীশ্বরং ॥

স্বর্গেব উদ্যান মাল্যে কৃষ্ণে আচ্ছাদিলা । চিত্র পদ অর্থ বাক্যে স্তুতি যে
কবিলে ॥

। ৫ । নভঃ স্রতে নীধ পদাংকিন্দং বুদ্ধীশ্রয়প্রাণমনোবচোভিঃ ।

যজিষ্ঠ্যতে হস্তর্হদি ভাবযুক্তৈর্ষুধ্বকুভিঃ কর্মমযোরুপাশাং ॥

প্রাণমামি অহে নীধ তোমায় চরণে । হৃদয় মথোতে যাঁরে ভাবে মুনিগণে ॥
বুদ্ধীশ্রয় মন প্রাণ বচন সহিত । প্রাণমামি তব পদে হয়ে আনন্দিত ॥
কর্মময় উক প ম মোচন কারণ । যে পদ ভাবেন ভাবযুক্ত যোগীগণ ॥

হেন পদ দেখিলাম আমিরা, সাক্ষাতে । পরম সৌভাগ্য আজি বুঝিছ ইহাতে ॥

। ৩ । স্বং মায়ায় ত্রিগুণায়ামি দুর্জিতাব্যং ব্যক্ং হৃদস্যবসি দুঃসঙ্গি তদঙ্গনয় ॥

নৈনৈতৈর্ভবানকিত কর্ণতি রজ্যতে বৈবশঃ শ্বেষুখে হব্যবহিতেহতিরতোহ নবদ্য ॥

অহে নাথ তুমি নিজ ত্রিগুণ মায়ায় । এই বিশ্ব সৃজন কয়িলে আপনায় ॥

পালন করহ শেষে কর সংহরণ । কিন্তু মায়া গুণে বদ্ধ না হও আপন ॥

এই সব কর্মে তুমি বদ্ধ নাহি হও । পরম আনন্দ রূপে সর্বদাই রও ॥

যেহেতু রোষাদিদোষ নাহিক তোমায় । কর্মফল তোমার নিকটে নাহি যায় ॥

। ৭ । শুদ্ধির্নাং ন তু তদেভ্য দুরাশয়ানাং বিদ্যাভ্যাদ্যয়নদানতপঃ ক্রিাতিঃ ।

সদ্বায়না যুষত তে যশসি প্রবৃকসন্তু ক্রয়া শ্রবণসন্তু তথা যথা স্যাৎ ॥

অহে নাথ দুরাশয় যত যত জন । তাসবারে তেনু কর্ম না করে শোধান ॥

বিদ্যা বেদ অধ্যয়নে তেন শুদ্ধি নয় । দান তপ আদি তেন শুদ্ধি না করয় ॥

শ্রদ্ধায় তোমার যশ করিলে শ্রবণ । তাহাতে যেমন সন্তু হয়ত শোধান ॥

। ৮ । স্যাবশ্যবাঞ্জির শ্রুতশ্রুতধর্মকেতুঃ ক্ষেমায যোন্তনিভি রার্জহদোহ্যনাঃ ।

যঃ সাক্ষতেঃ সমবিতুত । আগ্নবদি ব্যুহেহর্জিতঃ সর্বনশঃ স্রতিক্রমায ॥

অহে ভগবান তব এইত চরণ । বিষয় বাসনা সব করুণ দহন ॥

মোক্ষ লভিবার লাগী যাঁবে মুনিগণ । আর্জ হৃদদেহে নিত্য বরয়ে চিনন ॥

ভক্তগণ সমান ঐশ্বর্য্য লভিবার । চতুর্ভূহ অর্চনা কবেন নিত্য যাঁরে ॥

ভক্তগণ মধো যাঁবা আগ্নাত্মানী হন । তাঁরা নিত্য লভিবারে বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥

তিন কাল যাঁর পদ করেন সেবন । তাঁর পদ কর্মবীজ করুন দহন ॥

। ৯ । যচ্চিন্ত্যতে প্রযতপাণিতিরঙ্গরামৌত্রণ্য নিরুক্তবিধিনেশ তবি গৃহীত্বাঃ ।

অধ্যাক্ষমোগ উত যোগিতি রাঙ্কামাণাং দ্বিজাস্তুভিঃ পরভাগবতেঃ পবীতঃ ॥

বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাস্তু কিছু শুন দিয়া মন । স্বর্গ উল্লঙ্ঘিত সেই বৈকুণ্ঠ ভূমি ॥

যাঁত্রিকেরা অক্ষরাগ্নি করিয়া স্থাপন । প্রযত হওতে হবি করিয়া গ্রহণ ॥

ইন্দ্রাদি রূপেতে যেই যজ্ঞ পুরুষেতে । ধ্যান করি আজ্ঞাদি দেন সে

যজ্ঞেতে ॥ আত্ম যোগে যোগীগণ মায়া জানিবারে । মোক্ষ হেতু হৃদদেহে

চিনেন যাঁহারে ॥ যেইত পরম ভাগবত জন হন । তাঁরা অনিরত যাঁরে

করেন পূজন ॥ তাঁহার চরণ দিত্য আমি সবার । দহন করুণ যত

অশুভ কামার ॥

। ১০ । পশুপতীয়া তব বিম্বো বনমালয়েঃ সংশর্কিনী ভগবতী প্রতি পত্নীবহুঃ ।

যঃ স্প্রাণীভমহুয়া হর্ষমাদমরো ভূয়াৎ সদাঙ্গি রসভাশয়ধুমকেতুঃ ।

ভক্তেরা তোমার গলে দেন বনমালা । মালা দেখি সপত্নীর সমান কমলা ॥

মনেতে অস্থয়া করে তাহে অস্থকণ । তোমার আদর তাঁর না হয় তেমন ॥

কিন্তু সেই ভক্ত পূজা লহ সমাদরে । তাহাতে অন্তথা কত না দেখি

তোমাতে ॥ হেন ভক্ত দয়ালু হে তুমি নারায়ণ । তব পদ করণ অশুভ

বিনাশন ॥ ভব এই শ্রীচরণ অতি দয়াময় । ইহাতে আমাদের অশুভ নাহি হয় ॥

। ১১ । কেতু জ্বিক্রমযুত জ্বিপতৎপতাকো যন্তে ভয়াভয়করোহনুর্দেবচর্চাঃ ।

স্বর্গীয় সাধুযু খলেশিতরায় ভূমন পাদঃ পুনাতু ভগবন ভক্তভামঘনঃ ॥

বলি যজ্ঞে তব পদজ্বিক্রম হৈল । দ্বিতীয় বিক্রমে সভ্যলোকেতে চলিল ॥

সভ্যলোকে সেপদ বিজয়ধ্বজ হৈল । পতাকা সমান গজা যাঁহাতে শোভি-

ল ॥ দেব সৈন্যে যেপদ অভয় দান কৈল । অনুরের সৈন্যে তাহা ভয়দ হই-

ল ॥ সাধুগণে স্বর্গ আর অসাধু গণেতে । নরকের জন্মে যোঁহ হৈল । এবস্থিতে ॥

সেপদ শোধন পাপ আমা সবাকার । তব পদ সেবা বিনা গতি নাহি আর ॥

। ১২ । নদেয়াতগাব ইব যদ্য বশে ভবন্তি ব্রহ্মাদয় স্তুভূতো নিধুরদ্যমানাঃ ।

কালস্যতে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরস্য সং নন্তনোভু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য ॥

যাঁর বশে ব্রহ্মাদি সকল দেবগণ । অপর শরীর ধারি আঁছে যত জন ॥

নাগাবিক্ত বলদ সদৃশ বশে যাঁর । হেন কালরূপী যোঁহ চরণ তাঁহার ॥

আমা সবাকার নিত্য করণ কল্যাণ । প্রকৃতি পুরুষ পর যেই ভগবান ॥

জন্ম পরাজয় যাঁর অধীন সকল । সে পুরুষোত্তম পদ করণ মঙ্গল ॥

। ১৩ । অস্যাগ্নিসেহু রুদগহিতসংনমানামব্যক্তজীবমহতা মপিকাল মাহুঃ ।

সোহয়ং ত্রিনাভিরখিলাপটং প্রবৃত্তঃ কালোগভীরয় উত্তমপুরুষস্বঃ ॥

এবিধের উদয় পালন সংহরণে । হেতু হীন তুমি হেতু হৈয়াছ আপনে ॥

অব্যক্ত মহৎ জীব তিনের কারণ । যে কাল হইতে হয় সেইত আপন ॥

অখিলের অপচয়ে প্রবৃত্ত যে কাল । ত্রিনাভি গভীর বেগ সে তুমি গোপাল ॥

। ১৪ । ভূতঃ পুমান্বেসমমিকৃত্য যদ্যসাবীর্ষ্যং ধন্তেনহাস্ত মিহ গর্তমমোঘবীর্ষ্যঃ ।

সোহয়ং ভয়ানুগত আত্মন অণ্ডকোষং হৈমং সসর্জ বহিরাবরণৈক রূপেতৎ ॥

তোম হৈতে বীর্ষ্য শক্তি পাইয়া পুমান । মহত্ত্ব ধরে বিশ্ব গর্তের সমান ॥

সে পুরুষ যেই মায়া সহ মহত্ত্ব । ধরেন পুরুষে কোন অমোঘ বীৰ্য্যত্ব ॥
 সে মায়াভূগত সেই মহত্ত্ব হৈল । নিজ হৈতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করিল ॥
 কহি কিছু ব্রহ্মাণ্ডের গুন বিবরণ । হৈমরূপ সে ব্রহ্মাণ্ড শাস্ত্রের লিখন ॥
 বহির্দেশে আছে তার নানা আবরণ । সংক্ষেপে কহিমু আমি জানিবে
 রাজন ॥

। ১৫ । ত্ৰুত্বশ্চ জগত্শ্চ ভবানধীশো বস্মায়মোখগুণবিক্রিয়মোপনীতান ।

অর্ধানজুষ্মপি হ্রষীকপতে ন লিপ্তোযেন্যে স্বতঃ পরিত্তাদপি বিভ্র্যতি অ ॥

স্হাবর জন্ম ভেদে জীবেরে সৃজিলে । সবার অধীশ তুমি আপনি হইলে ॥
 মায়া গুণ বিকারে বিষয় যত হয় । সকল স্বয়ং ভোগ কর মহাশয় ॥
 ইন্দ্রিয় গণের নাথ তুমি অধিপতি । সর্বত্র থাকি কিন্তু লিপ্ত নহ তথি ॥
 অন্তরে সে বিধয়েতে পড়িয়া মাতয় । তাজিয়াওতাহা হৈতে পায় অতিভয় ॥

। ১৬ । স্মার্যাবলোকলবদর্শিতভাবহারি জমগুলপ্রহিতশৌরতমস্ত্রশৌণ্ডিঃ ।

পত্ন্যস্ত্র যোড়শসহস্র মনস্ববাটৈঃ স্যৈজ্জিয়ং বিনমিত্বং করণৈর্ন বিভ্র্যত ॥

ইথে সাক্ষী অহে নাথ এই অবতার । বিষয়েতে আছ নাহি ইন্দ্রিয় বিকার ॥
 ষোড়শ সহস্র পত্নী আছেন মন্দিরে । সবার সহিত আছ গৃহ ব্যবহারে ॥
 হাশ্র্য পরিহাস রতি অপাক্ চাহনি । খরতর অনঙ্গ কুসুম বাণ জিনি ॥
 অনেক চাতুরি তারা একান্তে করিল । ভোগারে ইন্দ্রিয় বশ করিতে
 নারিল ॥

। ১৭ । বিদ্বাস্তবাস্তবকথোদবহা দ্বিলোক্যাঃ পাদাবনৈজসরিতঃ শঙ্কলানি হস্তাং

আবুশ্রবং ক্রতিভি রজ্জির্মজসটৈঃ প্রীর্থদ্বয়ং শুচিসদন্তউপস্পৃশতি ॥

অহে নাথ তব কথা সুখা ভরজিনী । তব পদ ধৌত জল সরিৎ রূপিনী ॥
 দুই তীর্থ জিলোকে রে পবিত্র করয় । অঙ্গ সঙ্গ প্রবণে যদ্যপি স্পর্শ হয় ॥
 আশ্রম ধর্ম্মেতে আছে যত জীবগণ । তব লীলা কথা তারা করয়ে শ্রবণ ॥
 তোমার চরণে নদী গঙ্গা বিহারিণী । সর্ব শাস্ত্রে কয় তাঁরে জিলোক
 তারিণী ॥ তাঁতে অঙ্গ সঙ্গ করয়ে অহে কৃপাময় । একপে সেবনে তাঁরা
 পবিত্র করয় ॥

শ্রীশুকউবাচ । ১৮ । ইত্যভিহুয বিবুধৈঃ শেযঃ শতধৃতিহরিং ।
অত্যভ্যাস্ত গোবিন্দং প্রণম্যাস্বরমাস্তিতঃ ।
শ্রীব্রহ্মোবাচ । ভূমেভ্যারাবতারায় পুরা বিজ্ঞা-
পিতঃ প্রভো । স্বমস্মাভিরশেষাশ্চন্ততৈথ্যবোপদাদিতং ।

শ্রীশুক বলেন তবে পরীক্ষিতং প্রতি । এই রূপে দেবগণ করিছেন স্তুতি ॥
শত ধৃতি পশুপতি শচীপতি আদি । আকাশে থাকিয়া প্রণমিলা যথা বিধি ॥
গোবিন্দে বন্দিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন । অবধান কর নাথ করি নিবেদন ॥
এইত ভূমির ভার হরণ কারণ । আমরা পূর্বেতে করেছি নিবেদন ॥
সেই রূপ সকলি করিলে মহাশয় । ভূমি ভার ঘুচাইয়া করিলে নির্ভয় ॥
তোমার মহিমা ব্যাখ্যা কাব কোন জন । আপনি অশেষ আত্মা শাস্ত্রের
লিখন ॥

। ১৯ । ধর্মশ্চ স্থাপিতঃ সৎসু সত্যসন্ধেষু বৈ ত্স্মা ।
কীর্ত্তিশ্চ দিক্শু বিক্শিতা সর্বলোকমাগতা ॥

সত্যসন্ধ সজ্জনেতে ধর্মেরে স্থাপিলে । পাপ হরা কীর্ত্তি সর্বদিকে বিস্তা-
রিলে ॥

। ২০ । অবতীর্ণ্য যদোৎকর্ষণে বিজ্ঞানগমনুত্তমং ।
কর্মাণ্যুদ্যমবৃত্তানি হিতায় জগতোহকৃথাঃ ।
যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ ।
শৃংস্তঃ কীর্ত্তয়ন্ত্যস্ত তরিশ্যস্ত্যস্তমা তমঃ ।
যদুবংশেহবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম ।
শরদ্ধতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাদিকং বিজ্ঞে ।
নাধুনাতেহখিলাধার দেব কার্য্যাবশেষিতং ।
কুলঞ্চ বিশ্রামেন নষ্টপ্রায়মভূদিতং ।
ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্য যদি মন্যসে ।
সলোকান্ লোকপালানঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিরান্ ॥

যদুবংশে অবতীর্ণ হৈয়া মহাশয় । ধরিলে উত্তম রূপ বর্ণন না হয় ॥
জগতের হিতের কারণ নারায়ণ । করিলে উদ্যম বৃত্ত কর্ম্ম বিলক্ষণ ॥
ওহে নাথ যে সকল তোমার চরিত্র । প্রবণ করিয়া নিত্য করয়ে গায়ত্রী ॥
তরিয়া যাবেন তাঁরা সংসার সাগরে । হেন কর্ম্ম আপনি করিলা দামোদরে ॥

যদ্বংশে তোমার হইল অবতার । একশত পচিশ বৎসর গত তার ॥
 দেব কার্য্য সংপ্রতি নাহিক মহাশয় । প্রায় বিপ্র শাপে নিজ বংশ
 কৈলে ক্ষয় ॥ নিজধাম আইস যদি মনে ইহা হয় । আমা সবাংকার রক্ষা
 কর মহাশয় ॥ বৈকুণ্ঠ ধামের দাস আমরা তোমার । আমাদের যত আছে
 লোক অধিকার ॥ এই উভয়ের রক্ষা কর দয়াময় । রক্ষা করিবারে যদি
 তব মন হয় ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ২১ । অবধারিতমেতন্মে যদাং বিবুধেশ্বর ।

কৃতং বঃ কার্য্যমখিলং ভূমেভারোহবতারিতঃ ।

তদিদং যাদবকুলং বীৰ্য্যশৌর্য্যপ্রিয়োকৃতং ।

লোকং জিযুক্ষুক্ষুং মে বেলঘেব মহাববঃ ॥

শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য প্রভু ভগবান । বলিতে লাগিল। শ্রিত বিকস বয়ান ॥
 শুন প্রজাপতি যেই বিষয় বলিলে । সকল জানি যে আগি হৃদয় কমলে ॥
 তোমা সবাংকার হেতু সকলি সাধিল । পৃথিবীর ভার সব ছলে যুচাইল ॥
 কিন্তু এক বাক্য বলি শুন সাবধানে । এই যে যাদব কুল দেখ বিদ্যমানে ॥
 শৌর্য্য বীৰ্য্য সম্পত্তি তে বড়ই উজ্জ্বল । ইহা সবাংকারে আমি রাখি অল্পবৃত ॥
 তীর যেন সমুদ্রকে বেড়ো রাখিয়াছে । তেন ইহা সবাংকারে রাখি আমি
 কাছে ॥

। ২২ । যদ্যসংহত্যুপ্তানং যদুনঃ বিপুলং কুলং ।

গন্তাস্মিনেন লোকোহয়ম্মুদেলেন বিনঙ্ক্যতি ॥

বিপুল যাদব কুল গত সর্বদাই । ইহা না নাশিয়া যদি নিজস্থানে যাই ॥
 ইহার। সকল লোকে করিবে সংহার । মর্যাদা লজ্জিত না কি বাঁচয়ে
 সংসার ।

। ২৩ । ইদানীং নাশ আরকঃ কুলস্য বিজ্ঞশাপজঃ ।

যাস্যামি ভবনং ব্রহ্ময়েতদন্তে তবানঘ ॥

শ্রীশুকউবাচ । ইত্যুক্তোলোকনাথেন স্বয়ম্ভুঃ

প্রণিপত্য তং । সহদেবগণৈর্দেবঃ স্বধাম সমপদ্যত ।

অথ তস্যাং মহোৎপাতান দ্বারবত্যং সমুপ্তিতান ।

বিলোক্য ভগবানান্ যদুবৃক্ষান সমাগতান ।

শ্রীভগবানুবাচ । এতে বৈব্রহ্মহোৎপাতা ব্যাতিষ্টন্তী

হ সর্বতঃ । শাপশ্চ নঃ কুলস্যাসীদ্রাক্ষণৈভ্যোদুরত্যঃ ।

ব্রাহ্মণের শাপ হৈতে নাশ জন্মাইল। ইদানি কুলের নাশ আরম্ভ হইল ॥
কুল নাশ হৈলে আমি বৈকুণ্ঠে চলিব। নিষ্পাপ ব্রহ্মন তুমি ভব গৃহে বাব ॥
শুক বলে শুন পরীক্ষিত নরপতি । এক্ষণে ব্রহ্মার কহিল যদুপতি ॥
ব্রহ্মা তাঁরে প্রণিপাত করিয়া সান্নিধ্য দেবগণ সহ গেল। আপন নগরে ॥
কত দিন অস্ত্রে সেই দ্বারিকা ভুবনে । বিবিধ উৎপাত আসি হৈল দিনে
দিনে ॥ বড়ই উৎপাত দেখি প্রভু নারায়ণ । যদু বৃদ্ধগণে ডাকি কহেন
তখন ॥ শুন শুন যদুবংশে যত বৃদ্ধগণ । এইত উৎপাত দেখি অশ্রু
লক্ষণ ॥ সর্বত্র উঠিল দেখ বড়ই উৎপাত । এই রূপে বোধ হয় হইবে
আঘাত ॥ আমি সবার কর বংশে ব্রহ্ম শাপ হৈল । দুর্ব্বার বিপ্রের শাপ
শিশুগণ কৈল ॥

। ২৪। ন বস্ত্র্যমিহান্নাতি জিজীবিমুত্তি র্যার্যকাঃ ।

প্রভাসং স্মমহৎপুণ্যং যাস্যামো ২ দৈত্যব মাচিরং ॥

তেজিব সকলে এই স্থলের নিবাস । যদ্যপি আত্ম্যে এই জীবনের আশ ॥
প্রভাস নামেতে তীর্থ মহাপুণ্য বর । বিলম্ব না কর সবে চলহ সত্বর ॥
অহে শ্রেষ্ঠ সবে চল প্রভাস তীর্থেতে । সকল অদুর্গত হয় কেপারে খণ্ডিতে ॥

। ২৫। যত্র স্নাত্বা দক্ষশাপাক্লীহীভে যক্ষ্মণোভূরাট ।

বিমুক্তঃ কিমিহাৎসদ্যোভেজে ভূয়ঃ কলোদয়ং ॥

দক্ষ শাপে চন্দ্রমার যক্ষ্মা রোগ ছিল । যে তীর্থেতে স্নান করি সে রোগ
ঘুচিল ॥ সেই তীর্থে স্নান করি নিষ্পাপ হইলা । বিমল ষোড়শ কলা
পুনশ্চ ভজিলা ॥

। ২৬। বয়ঞ্চ তদ্বিহ্মামুত্য় তর্পবিহ্মা গিতুন সুরান ।

ভোজয়িত্বোশিকো বিপ্রান্ নানাস্থপবতাকনা ॥

আমরাও সেই তীর্থে স্নানাদি করিব । দেব পিতৃ সবার কর তর্পণ সাধিব ॥
উত্তম ব্রাহ্মণ গণে দিয়া নিমন্ত্রণ । বিবিধ অন্নাদি ভক্ষ্য করাব ভোজন ॥

১৭। তেবু দানানি গাত্রেষু লঙ্ঘয়োথু মহান্তি বৈ ।
 বজিনানি ত্রিবিধ্যোমা দ্বাটেননৌ ত্রিবিধাৰ্ঘবৎ ।
 শ্রীঋকউবাচ । এবং ভগবতাদিত্যো বাদবাঃ কুরুনন্দন ।
 গন্তং কৃতধিয়ন্তীৰ্থং স্যামনান সময়য়জন ।
 ত্রিবিদ্যোক্ত্যকবোরাজন ঋত্বা ভগবতোদিত্যং ।
 দৃষ্ট্যদিত্যানি যোরাণি নিত্যং কৃষ্ণমনুব্রতঃ ।
 বিবিক্তউগসম্মত জগতামীশ্বরেশ্বরং ।
 অগম্য শিরসা পাদৌ প্রাঞ্জলিস্তমভ্যবত ।

প্রাক্রায় ব্রাহ্মণ গণে দিব নানা ধন । বস্ত্র অলঙ্কার আদি করিব বপন ॥
 দান দিয়া পাপ হৈতে হইব মোচন । নৌকায় সমুদ্রে যেন কর্ণধার গণ ॥
 শুক বলে পরীক্ষিত এইত প্রকারে । শ্রীকৃষ্ণ বলিলা যদি বাদব সবারে ॥
 তীৰ্থে যেতে যাদবেরা কৈল অঙ্গীকার । রথ সব সজ্জা কৈল আছিল যে যার ॥
 যাদব সবার এই উদ্‌যোগ দেখিলা । উদ্ধর যাদব বৃদ্ধগণে জিজ্ঞাসিলা ॥
 তাঁরা উদ্ধবেরে বলিলেন বিবরণ । শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় এই তীর্থের কারণ ॥
 এত শুনি উদ্ধব করিলা অশ্রুমান । কৃষ্ণ অভিমত চিত্তে বুঝিল নিদান ॥
 রাজ্যেতে অত্যন্ত ঘোর উৎপাত দেখিয়া । কৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধবের সে অন্ত
 বুঝিয়া ॥ জগৎ ঈশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আপনি । নির্জনে বসিয়াছিল দেব
 শিরোমণি ॥ সেই স্থলে উদ্ধব হইলা উপনীত । চরণে প্রণাম কৈল হইয়া
 প্রণীত ॥ কৃতাজ্ঞা পুট হয়ে বিনয় পূর্ব্বকে । মধুর বচনে কিছু জিজ্ঞাসিলা
 তাঁকে ॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ । ২৮। দেব দেবেশ যোগেশ পুণ্যপ্রবণকীৰ্ত্তন ।
 সংহতৈত্যতৎ কুলং নুনং লোকং সংত্যক্ত্যতে ভবান ॥

উদ্ধব বলেন দেব দেবেশ যোগেশ । শ্রবণ কীৰ্ত্তন তব পুণ্য সবিশেষ ॥
 অশ্রুমাণে বুঝিলাম ওহে নারায়ণ । নিশ্চয় যাদব কুল করিবে নিধন ॥
 বন্তনাশ করি প্রভু এই ভূমি ভলে । ত্যাগ করি যাবে প্রভু আপনার স্থলে ॥
 বুঝিলাম এই কথা আছে তব মনে । নতুবা এ ব্রহ্মশাপ হৈল কি কারণে ॥

। ২৩ । বিপ্রশাপং সমর্থোপি প্রত্যহম্ যদীশ্বরঃ । নাহং
তবাজ্জিকমলং কণাৰ্দ্ধনপি কেশব । ত্যক্তুং নমুংম-
হে নাথ স্বধাম নয় মারপি । তব বিক্রীড়িতং কৃক
হুণাং পরমমঙ্গলং । কর্ণপীযুষমাশ্বাদ্য ত্যক্ত্য-
ন্যস্পৃহাং জনাঃ ।

ব্রহ্মশাপ নিবারিতে তুমি কি না পারো । হয় নয় এই কথা মনেতে বিচারে ॥
ওহে প্রভু গোপীনাথ মম এই কথা । কণাৰ্দ্ধ এপদ নাহি ছাড়িব সৰ্ব্বথা ॥
নিজ ধামে যদ্যপি চলিবে মহাশয় । আবারেও সজ্জ লহ ওহে কৃপাময় ॥
তোমার জীড়ন প্রভু পরম মঙ্গল । শ্রবণ পীযুষ সম শুন এ সকল ॥
তারা নাকি অন্ত স্পৃহা করে কদাচিত্ । চরণ কমলে ইহা করিহু বিদিত ॥

। ৩০ । শব্দীসনাটনস্থানস্থানক্রীড়াশনাদিষু ।
কথং স্থাং শ্রিয়মান্নানং বয়ং ভক্তান্ত্যজ্ঞেমহি ।

শয়ন আসন আর গমনাবস্থানে । বিহার ভোজন স্নান আদি তব সনে ॥
কিরূপেতে হেন শ্রিয় আশ্বারে ছাড়িব । ছাড়িলে বা কিরূপেতে শরীর
ধরিব ॥ ভক্তগণ আমরা তোমায় না ত্যজিব । চলিলে প্রভুর সজ্জ আম-
রা চলিব ॥

। ৩১ । স্বয়োপযুক্তসুগন্ধবাসোহলঙ্কারচর্চিতাঃ ।
উচ্ছ্রিতভোজিনোদাসান্তব মাথাং জহেমহি ।

তোমারে ছাড়িতে না পারিব মহাশয় । তব মায়া দেখিয়া লাগিল ভূরি তয় ॥
তব উপযুক্ত মাল্য সুগন্ধি চন্দন । আপনি ছাড়িবে যত বস্ত্র অভরণ ॥
সেই সব শরীরেতে চর্চিত করিব । দাসতবে আমি নিত্য উচ্ছ্রিত থাইব ॥
তাতেই করিব আমি তব মায়া জয় । অতএব তোমারে না ছাড়িব মহাশয় ॥

। ৩২ । বাতবসনাশ্বষঃ স্রমণাউর্জমহিনঃ ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে বাঙ্কি শাঙ্ক্যঃ সংন্যাসিনোহমলাঃ ।

নির্মল মানস যেই সন্ন্যাসী সকল । দিগম্বর হয়ে তপ করেন কেবল ॥
উর্জরেভা হন নানা যোগাদি করিয়া । লটন তোমার ধাম নামাক্রেশ পায়্যা ॥
ব্রহ্মাখ্য তোমার ধামে এই স্ববিগণে । গমন করেন সবে আনন্দিত মনে ॥

। ৩৩। বরদ্বিহ যথাযোগিন মনস্তঃ কৰ্মবৰ্জিত ।

তযাৰ্জিয়া তন্নিষ্ঠ্যামস্তাবকৈৰুচ্ছবং তমং ।

অনায়ামে জামরা তন্নিব এসংসার । কেবল তোমার বার্তা চিন্তে করি সার ॥
কেবল তোমার তত্ত্ব সন্ধেতে করিয়া । তন্নিব সংসার কৰ্ম বন্ধ ত্যাগিয়া ॥
কৰ্ম পথে এ সংসারে ভ্রমিয়ে সৰ্ব্বথা । সংসার তরণ হেতু হন তব কথা ॥
তোমার তত্ত্বের সঙ্গে তব কথা কয়ে । দ্বন্দ্বের সংসার হৈতে বাইব তন্নিয়ে ॥

। ৩৪। স্মরন্তঃ কীর্ত্তনন্তন্তে কৃতানি গদিতানি চ ।

গত্যাশ্মিতেক্ষিতক্ষৌলি যমলোকবিভমবং ।

স্মরণ করিব নিত্য তোমার চরণ । তব গুণ অবিরত করিব কীর্ত্তন ॥
তব আচরণ তব মধুর বচন । পরিহাস বাক্য তব মধুর গমন ॥
মন্দ মন্দ হাস্য অপাঙ্গেতে যে চাহনী । নর লোকে বিড়ম্বন যে কর আগনি ॥
সে সব স্মরিয়া নাব সংসার তন্নিব । অন্তএব ক্ষণার্ধ তোমায় না ছাড়িব ॥

শ্রীশুকউবাচ । ৩৫। এবং বিজ্ঞাপিতোরাঙ্গন ভগবান দেবকীসুতঃ ।

একান্তিনং প্রিয়ং ভূতামুদ্ববং প্রত্যভাষত ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্বব সংবাদে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥

শুক বলে শুন রাজা এইত প্রকারে । উদ্বব করিলা নিবেদন শ্রীকৃষ্ণেরে ॥
দেখিয়া একান্ত তত্ত্ব উদ্ববের তরে । কৃষ্ণচন্দ্র করিছেন তার প্রত্যুত্তরে ॥
একাদশ স্কন্ধে ছয় অধ্যায় হইল । সনাতন কৃষ্ণোদ্বব সংবাদ রচিল ॥

সপ্তম অধ্যায়ের আভাস ।

সপ্তমে ভূকবশ্যাস্তজ্ঞানসিদ্ধিঃ স্বয়ং ।

অবধূতেতিহাসৈকগুরুশ্রীববর্ষয়ৎ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং শ্রীউদ্ধবের আত্মজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্তে অব-
ধূতের ইতিহাসেতে উক্ত হইয়াছে যে সকল গুরু তন্মধ্যে অষ্ট গুরুর
বর্ণন সপ্তম অধ্যায়ে করিয়াছেন ।

শ্রীভাগবানুবাচ । ১ । যদাধর্ষিতঃ মহাভাগ যজ্ঞিকীর্তিতমেব মে ।

ব্রহ্মা ভবোলোকপালাঃ স্বর্ষাসং মেহভিকাজিকণঃ ।

ময়া নিশ্পাদিতং হুত্র দেবকার্যমশেষতঃ ।

যদধর্মবতীর্ণেঃ হিমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব । যে কিছু বলিলে তাহা ইচ্ছা মম সব ॥
তোমাং কহিব তুমি মহা ভাগ্যবান । সবিশেষে শুন সব হয়্যা সাবধান ॥
ব্রহ্মা ভব লোকপাল আদি দেবগণ । বাঞ্ছেন আমার স্বর্ণ যাবার কারণ ॥
মহা ভারে পৃথিবীরে পীড়িতা দেখিল । পূর্বেতে আমারে ব্রহ্মা প্রার্থনা
করিল ॥ ভূমিতে অংশের সহ অবতীর্ণ হৈয়া । অশেষ দেবের কার্য
দিলাম সাধিয়া ॥

। ২ । কুলং টৈ শাপনির্দক্ষং নজ্যত্যান্যো ন্যবিগ্রহাৎ ।

সমুদ্রঃ সপ্তমেচ্ছেনাং পুরীক মাংসিষ্যতি ॥

ব্রহ্ম শাপে দক্ষ হৈয়া যাদবের কুল । অন্তোন্ম বিগ্রহে সব হইবে নির্দক্ষ
আজি হৈতে সপ্তম দিবসে এই পুরী । সমুদ্র মাংসে ইহা জল পূর্ণ করি ॥

। ৩ । যদেহো বায়ং ময়া ত্যক্তে লোকোহয়ং নষ্টমঙ্গলঃ ।

ভবিষ্যত্যচিরং সাধো কলিনাপি নিরাকৃতঃ ॥

যেই দিন আমি ত্যাগ করিব ভুতল । সেই হৈতে যুচিবেক লোকের মঙ্গল ॥
কলি আসি প্রবেশ করিবে সেই দিন । হইবে সকল লোক সত্য ধর্মহীন ॥

। ৪ । ন বস্তব্যং হৃদৈবেহ ময়া ত্যক্তে মহীতলে ।
জনোহভ্যজ্ঞরুচিভ্য তবিষ্যতি বলৌ যুগে ।
স্বস্ত সর্বং পরিভ্যজ্য মেহং স্বজনবন্ধুযু ।
ময়্যাবেশ্য মনঃ সম্যক সমসৃগ্বিচরত্ব গাং ॥

অতএব তুমি এই স্থলে না রহিবে। আমি ত্যাগ কৈলে তুমি উদ্বেগ পাইবে।
শুন হে উদ্ধব এই দেখ যত জন। অধর্মেতে রুচি হবে সবাকার মন ॥
তুমি কর একচিন্ত সানধান হৈয়া। স্বজন বান্ধব স্নেহ দূরে ত্যাগাগিয়া ॥
আমার চরণে মন নিবিষ্ট করিয়া। পৃথিবী ভ্রমণ কর সমদর্শী হৈয়া ॥
মঙ্গল স্বরূপ অমৃত নিরন্তর। তাই হে তোমারে বলি না ভাবিয়া পর ॥

৫ । যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যং শ্রবণাদিভিঃ ।
নশ্বরং গৃহমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়ামনৌময়ং ॥

দোষ গুণ যুক্ত ভিন্ন লোক কভু নয়। সমদর্শী কেমনে হইব মহাশয় ॥
ইহার উত্তর তুমি শুনহ সংপ্রতি। যাহাতে তোমার যাবে মনের দুর্গতি ॥
যে কিছু গ্রহণে মন বচন চক্ষেতে। যতেক হইবে জ্ঞান শ্রবণ আদিতে ॥
সমস্ত জানিহ মায়। মন হইতে হয়। সকল জানিহ মিথ্যা কভু সত্য নয় ॥
কণমাত্রে নষ্ট হয় নহে চির দিন। ইথে পড়ি জীব হয় আদ্য জ্ঞান হীন ॥

। ৬ । পুংসোহযুক্তস্য নানাতোহমঃ সপ্তদোষভাক ।
কর্মাকর্ম বিকর্মেতি গুণদোষধিয়োভিদ্ভি ॥

সদা বিচলিত চিন্তা যেইত পুমান। নানার্থ বিষয়ে তার জন্মে ভ্রম জ্ঞান ॥
সেই ভ্রমে দোষ গুণ করয়ে বিচার। কর্মাকর্ম বিকর্ম সে ভেদেতে অপার ॥
অজ্ঞান বিষয় এই শুন মহাশয়। ভ্রম ছাড়িলেই হয় জ্ঞানের উদয় ॥

। ৭ । তস্মাক্ষুভ্বেস্ত্রিয়গ্রামৌযুক্তচিত্তইদং জগৎ ।
আত্মনীক্শ্বং বিততমানানং ময্যধীশ্বরে ॥

অতএব বশে রাখি ইন্দ্রিয় সকল। স্থির করে নিজ চিন্তা না হয়। চঞ্চল ॥
আপন চিন্তেতে ব্যাপ্ত দেখহ সংসার। আপনারে দেখ নিত্য শরীরে
আমার ॥

। ৮ । জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্তআত্মভূতঃ শরীরিণাং ।
আত্মানুভবভূত্যা আনাত্মরায়ৈবিন্যাসে ॥

জ্ঞান বিজ্ঞানেতে যুক্ত যবে তুমি হবে। তখন আপন সগ সবারে দেখিবে ॥
আত্মা অনুভবে ভূত আত্মা যবে হবে। দেবেরাও তব বিঘ্ন না করিবে তবে ॥

। ১ । দোষবুদ্ধ্যাক্তরাভ্যাসনিবেধাঃ নিবর্ততে ।

গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি বধার্জকঃ ।

জ্ঞাননিষ্ঠ যখন হইবে মহাশয় । দোষ গুণ ভেদ বুদ্ধি ঘুচিবে উভয় ॥
পূর্বের অভ্যাস হেতু না করে নিষিদ্ধ । দোষ গুণ বুদ্ধি নাই করে বিধি সিদ্ধ ॥
বিধি আর নিষেধ রহিত যবে হবে । শিশু সম আচরণ তখন করিবে ॥

। ১০ । সৰ্বভূতসুখং শাস্তোজ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ ।

পশ্যন মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদোভ্যেব পুনঃ ।

ঐশ্বর্যকউবাচ । ইত্যাদিকৌভগবতা মহাভাগবতোনুপ ।

উদ্ধবঃ প্রণিপত্যাহ তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরুচ্যতং ॥

সুখদ হইবে তবে জীব সবাঁকার । শান্ত ভাব ভজিবেক মানস তাহার ॥
জ্ঞান বিজ্ঞানেতে নিষ্ঠ হইয়ে নিশ্চয় । এ বিশ্ব দেখিবে তবে পূর্ণ ব্রহ্মময় ॥
মদাত্মক এই বিশ্ব দেখিবে যখন । তখন ঘুচিবে তার সংসার ভ্রমণ ॥
শুক বলে শুন রাজ্য হৈয়া সাবধান । এইরূপে উদ্ধবে কহিল। ভগবান ॥
শুনিয়া উদ্ধব তাঁরে প্রণিপাত কৈলা । তত্ত্ব জানিবারে আর বার জিজ্ঞা-
সিলা ॥

ঐউদ্ধবউবাচ । ১১ । যোগেশ যোগবিন্যাস যোগাঙ্গান যোগসম্ভব ।

নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তন্ত্যাগঃ সন্ন্যাসলক্ষণঃ ।

ত্যাগোহয়ং দুৰুরোভূমন কামানাং বিষয়াস্ততিঃ ।

সুতরাং স্বয়ং সৰ্বাঙ্গম্ তজ্জৈরিত্তি মে মতিঃ ॥

উদ্ধব বলেন শুন প্রভু ভগবান । তুমি যোগ ফলদাতা এ কথা প্রমাণ ॥
যোগবেত্তা যোগ সাধে তোমার লাগিয়া । তুমি যোগদাতা প্রভু বুঝিছ
ভাবিয়া ॥ যোগের সম্ভব প্রভু তোমা হৈতে হয় । অতএব ঘুচাইবে
আমার সংশয় ॥ আমার মঙ্গল চিত্ত মধ্যে বিচারিলে । সন্ন্যাস লক্ষণ
ভাগ করহ বলিলে ॥ বিষয়ে আসক্ত যারা অতক্ত তোমার । বড়ই দুষ্কর
এই ত্যাগ ভাসবার ॥ বিষয় সকল কাম ছাড়িতে না পারে । সহজে
অতক্ত নাহি ছাড়য়ে কামেরে ॥ সৰ্বাঙ্গা আপনি হও তত্ত্ব অবিদিত ।
ভজিহীনে মায়া নাহি ছাড়ে কদাচিৎ ॥ এই মম জ্ঞান হয় করি নিবে-
দন । কৃপা করি এ অধীনে কর আশ্রয় জন ॥

১২। সোহহং মমাহমিতি মুচ্যমতির্বিগাঞ্চকুশ্মায়রা বিরচিতাত্মনি সানুবন্ধে ।
তত্ত্বজ্ঞানিনিগদিভং ভবত, বধাহং সংসাধয়ামি ভগবদ্বনু সাধি ভূত্যং ॥

তোমার গায়ায় বিরচিত এই দেহ । এদেহ সম্বন্ধে পুত্র কলত্রাদি গেহ ॥
ইহাতে নিমগ্ন আমি আছি মুচ্যমতি । কি রূপেতে অহং মম ভাব ছাড়ি
ইথি ॥ আমি 'তব ভূত্য অকিঞ্চন চুরাশয় । আমারে শিক্ষাও জ্ঞান কি
রূপেতে হয় ॥ শিখিব তোমার ঠাঞী পশ্চাৎ সাধিব । না সাধিলে কোন্
রূপে সংসার তরিব ॥ আমারে कहিলে, পূর্বে যাহা জ্ঞান তত্ত্ব । তাহা
তথা শিক্ষা দেও সুলভ সাধ্যত্ব ॥

। ১৩। সত্যস্য তে স্বদৃশজাতানুভূতানুভবান্যং বক্তারমীশ বিবুধেষুপি নানুচক্ষে ।
সর্বৈ বিমোহিতখিয়ন্তবমায়য়েমে ব্রহ্মাদয়ন্তত্বভূতোবহিরর্থভাবাঃ ॥

তুমি সত্য সংসার সকল মায়ায় । তোমার সমান ইথে আর কে আছে ॥
তুমি আত্মা তোমা বিনা বক্তা কেবা আছে । তত্ত্বজ্ঞান জিজ্ঞাসিব গিয়া
কার কাছে ॥ দেবগণ মধ্যেও না দেখি বক্তা আর । ব্রহ্মা আদি বিমো-
হিত মায়ায় তোমার ॥ বিশেষতঃ দেহ খারি ব্রহ্মা আদি হয় । অর্থ বুদ্ধি
হয় তাঁদের যতেক বিষয় ॥ তুমি বক্তা দুঃশীলাদি দোষ বিবর্জিত । কো-
নহ দোষেতে তুমি নহত নিন্দিত ॥

। ১৪। তস্মাদ্ভবন্তমনবদ্যমনস্তপারং সর্বজমীশ্বরমকুণ্ডবিকুণ্ডখিষ্যৎ ।
নির্ক্লিষ্টধীরহৃদ্বহুজিনাভিতপ্তোনারায়ণঃ নরসংখং শরণং প্রপদ্যে ॥

তুমিত অনন্ত পার অনিন্দ্য ঈশ্বর । সমস্ত বিষয় নাথ তোমাতে গোচর ॥
কালাদিভে বিনাশ না হয় যেই ধাম । এইত বৈকুণ্ঠলোকে করিয়াছ স্থান ॥
আমিত নির্বিগ্ন বুদ্ধি দুঃখেতে তাপিত । জ্ঞানামুতে আমারে কে করিবে
তর্পিত ॥ সর্বজীব সখা তুমি প্রভু নারায়ণ । জ্ঞান হেতু তব পদে লইছ শরণ ॥

। ১৫। শ্রীভগবান্মুবাচ । প্রায়শ মনুজালোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ ।

সম্বন্ধরক্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাস্তভাশয়াৎ ॥

ভগবান বলিছেন শুনহ উক্তব । এইত সংসারে দেখ বঁত লোক সব ॥
লোকতত্ত্ব বিচারিতে সবে বিচক্ষণ । আপনারে আপনি সে করয়ে ভারণ ॥
বিষয় বাসনা দেখ সমুদ্রের প্রায় । ইহা হৈতে আপনারে আপনি ভরায় ॥

। ১৩ । আত্মনোঃকুরাতৌব পুরুষস্য বিশেষতঃ ।

যৎ প্রত্যক্ষানুমানাত্যাহ প্রয়োঃসাবমুবিশ্লভে ॥

প্রত্যক্ষ দেহহ আর কর অনুমান । পঞ্চাদি শরীরে আছে হিতাহিত জ্ঞান ॥
অতএব আপনার গুরু সে আপনে । আপনার ভাল মন্দ আপনি সে জানে ॥

। ১৭ । পুরুষক্ষে চ মাং ধীরঃ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ ।

আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্বশক্তিৰূপবৃৎহিতং ॥

সাংখ্যযোগ বিশারদ যেই ধীর গণ । সর্বদেহে আঘারে পুরুষ বলি কন ॥
সর্বশক্তি রূপ আমি পুরুষ রূপেতে । আবির্ভাব করিয়াছি সকল দেহেতে ॥

। ১৮ । একষিট্টিচতুষ্পাদোবহুপাদস্তথাপদঃ ।

বহুঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টান্তাসাং মে পৌরুষী জিয়া ॥

আমার অনেক পুরুষিয়াছে সৃজন । এক ছই তিন পদ চতুষ্পদ গণ ॥
বহু পাদ পদহীন বহু সে জানিয় । তার মধ্যে নর দেহ মম অতি প্রিয় ॥

। ১৯ । অত্র মাং যুগয়ন্ত্যক্কা যুক্তাহেতুভিরীশ্বরং ।

গৃহ্মমাট্ঠগুট্ঠৈর্গিট্ঠৈরগ্রাহমনুমাততঃ ॥

অহঙ্কার আদি যত জগৎ তিভর । ইহা ব্যতিরিক্ত হই আমি সে ঈশ্বর ॥
পুরুষের শরীরেতে সাক্ষাৎ আমারে । ধীরগণ অনুমানে অব্বেষণ করে ॥
অনুমান প্রকার সে শুনহ উদ্ধব । বুদ্ধি আদি দৃশ্যমান যত আছে সব ॥
প্রকৃতি বিকার হেতু তারা জড়ময় । চৈতন্য সম্বন্ধ বিনা কার্য্য না করয় ॥
এই রূপে অনুমানে অব্বেষণ করে । কুঠার ব্যাপারে যেন জানয়ে কর্ত্তারে ॥

। ২০ । অত্রাপ্যদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং ।

অবধূতস্য সংবাদং যদোরমিততেজসঃ ॥

অবধূতং বিজ্ঞং কৈকিচ্চরন্তমকুতোত্তরং ।

কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্ম্মবিৎ ॥

ইতিহাস ইহাতে শুনহ পুরাতন । যদু অবধূত দোহাকার বিবরণ ॥
অমিত তেজা সে যদু জগতে বিদিত । তাহার মহিমা আছে শাস্ত্রেতে বর্ণিত ॥
অবধূত বেশে এক কোনহ ব্রাহ্মণ । ভয়হীন এই ধারা করয়ে ভ্রমণ ॥
বড়ই পণ্ডিত নব তরুণ বয়েস । তারে দেখি যদুর হৈল আনন্দাশেষ ॥
কোনহ ব্যাপার তাঁর না দেখিয়া যদু । জিজ্ঞাসিতে লাগিল বচন যদু যদু ॥

ঐযদুরূবাচ । ২১ । কৃতোবুদ্ধিরিত্যং ব্রহ্ম কৰ্ত্ত্বঃ সুবিশারদা ।

যাযানাদ্য ভবান্নোক্তং বিদ্যাংস্তুভি বালবৎ ।

কহ কহ অবধূত কোথা হৈতে আইলে । এমন নির্মল বুদ্ধি কোথায় পাইলে ॥ কর্ত্তা নাহি হও তুমি পারিলু বুদ্ধিতে । এরূপ নিপুণ বুদ্ধি হৈল কোথা হৈতে ॥ যে বুদ্ধি পাইয়া তুমি এইত সংসারে । ভ্রমণ করহ নিত্য শিশু ব্যবহারে ॥

। ২২ । প্রায়োর্থম্যর্থকামেষু বিবিৎসার্যামানবাঃ ।

হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষোযশসঃ শ্রিয়ঃ ।

আয়ুর্মাশ সম্পদ কামী মানব সকল । প্রায় ধর্ম অর্থ কাম জ্ঞানেতে বিকল ॥

। ২৩ । ব্রহ্ম কল্পঃ কবিদক্ষঃ সূক্তগোহ্মিতভাষণঃ ।

ন কর্ত্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্নতশিপিচবৎ ।

তোমারে দেখি যে কোন কার্য্য না করহ । অথচ দেহেতে তুমি সমর্থ বটহ ॥ পণ্ডিত দেখি হে সর্ব্ব কৰ্ম্মেতে কুসল । দেখিতে সুন্দর মিষ্ট বচন সকল ॥ কোনহ কার্য্যেতে তব কর্ত্তভাব নাই । কোনহ ব্যাপার তুমি না কর গো-সাক্ষী ॥ জড়োন্নত শিপিচ সমান ব্যবহার । ইহা দেখি আমারে লাগিল চমৎকার ॥

। ২৪ । জনেশু দহ্মনানেশু কামলোভদবাগ্নিনা ।

ন তপ্যসেহগ্নিনা যুক্তোগজাভহুইব দ্বিপঃ ।

যত জন প্রভু এই সংসারে আছয় । কাম লোভ দাবাগ্নিতে দহমান হয় ॥ না দেখি কোনহ তাপ তোমার শরীরে । সূখে থাকে যেন করী সুরধুনী নীরে ॥

। ২৫ । স্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মস্মান্যানন্দকারণং । ক্রহি

স্পর্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলান্ননঃ ॥ শ্রীভগবানুবাচ ।

যদুনৈবং মহাভাগোব্রহ্মণ্যেন স্মেমধনং । পৃচ্ছঃ

সভাজিতঃ প্রাহ প্রজয়াবনভং নৃপং ।

তোমা দেখি বিষয়োপভোগেতে রহিত । পুত্র কলত্রাদি সঙ্গনাহি কদাচিত ॥ পরম আনন্দে তুমি কি কারণে রহ । আমাদিকে তাহা তুমি কুপা করি কহ ॥ কক্ষ কন উদ্ধব শুনহ বিবরণ । ব্রাহ্মণ হিতৈষী সেই ঈশ্বরাজ হন ॥

বুদ্ধি সেইত রাজা বিনয় করিয়া । বিপ্রোজিজাসিল নৃপ অভি প্রশংসিয়া ॥

প্রণয়েতে অবনতে এই জিজাসিতে । উত্তর করিল যাহা শুন আনন্দিতে ॥

ঐব্রাহ্মণউবাচ । ২৬ । সন্তি মে গুরবো রাজান বহুব্যবৃত্ত্যাপাশ্রিতাঃ

যতো বুদ্ধিশূপাদায় যুক্তোহটীমীহ তান শৃণু ।

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাণোহগ্নিশ্চজ্ঞমারবিঃ ।

কপোতোহজগবঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গোমধুহৃদগজাঃ ॥

ব্রাহ্মণ কহেন শুন আমার বচন । তুমি রাজা শুদ্ধ মতি অতি অকিঞ্চন ॥
করিলে আমার পূজা অনেক আদরে । অতএব গুপ্ত কথা বলিব তোমারে ॥
জিজ্ঞাসিলে আমার এ আনন্দ কারণ । সাবধানে শ্রবণ তবে বলি বিবরণ ॥
অনেক আছেন গুরু আমার ভূতলে । শিখিলাম তাঁসবার শীল বুদ্ধি বলে ॥
সেই শিক্ষাবলে স্মৃতি করি এ জ্ঞান । সে সব গুরুর নাম শুনহ রাজন ॥
মহী আর মধুকুৎ আকাশ পবন । নলিল চন্দ্রমা রবি আর হতাশন ॥
কপোতাজগর সিন্ধু পতঙ্গ কুঞ্জর । ঐর্ষ্যা ধরি শুন রাজা কহি তার পর ॥

। ২৭ । মধুহা বরিণোমীনঃ পিঙ্গলা কুররোহর্ভকঃ ।

কুমারী শরকুৎ সর্পউর্বনাভিঃ সূপেশকুৎ ॥

মধুহারী মৃগ মীন আর যে কুমারী । কুরর বালক আর পিঙ্গলা সে নারী ॥
শরকুৎ সর্প উর্বনাভি এই কয় । অপর সূপেশকুৎ কীট যেই হয় ॥

। ২৮ । এতে মে গুরবো রাজংস্চতুর্ক্সিংশতি রাশ্রিতাঃ ।

শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামশিক্ষমিহাজ্ঞানঃ ॥

এইত চরিশ গুরু করেছি আশ্রয় । ইহা সবাই হৈতে মম হইল অভয় ॥
ইহা সবাকার শিক্ষা বৃত্তি আশ্রয় করি । পরম আনন্দে ভূমিতলেতে বিহরি ॥

। ২৯ । যতোষদনুশিক্ষামি যথা বা নাহুযাঅজ ।

তত্থা পুরুষব্যায় নিবোধ কথয়ামি তে ॥

যে গুরু হইতে যাহা শিখিলাম যথা । বিবরিয়া বলি তাহা স্মৃতিবেক ব্যথা ॥
পুরুষের শ্রেষ্ঠ তুমি শ্রবণ করহ । অধিক কি কব রাজা শ্রুত হইয়া রহ ॥

। ৩০ । ভূতৈরাক্রম্যমাণোপি ধীরোদৈববশাংবুগৈঃ ।

ঐর্ষিষাঞ্চ চলেদ্যাদিষশিক্ষং ক্রিতেত্ৰতং ॥

যত ভূতগণ দেখে দৈবের অধীন । ইহারা আমারে পীড়া দেয় অহুদিন ॥
দৈব বশ জানি আমি নহি বিচলিত । পৃথিবী নিয়ম এই করিল বিদিত ॥

। ৩১। শব্দংপদার্থসর্কেহঃ পরাটর্কাস্তসম্ভবঃ ।

সামুঃ শিক্তেত ভূতুভোনগশিষ্যঃ পরাক্ষতাং ।

পৃথিবী পর্তরূপা বৃক্ষরূপা হন। যাহা হৈতে যাহা আমি করেছি শিখন।
তাহা শুন যদুন্নায় বলিব তোমারে। পর্তরূপ আছেন নিত্য পর উপকারে।
পর্তরূপ শিখনে দেখ নানা রত্ন হয়। পরের কার্যেতে আইসে আপনার নয়।
বৃক্ষেতে দেখেছি দিব্য ফল পুষ্প হয়। পরের পোষণ ইথে তার কভু নয় ॥
বৃক্ষ মহীধর গুরু এছেতু আমার। পরোপকারেতে চিত্ত থাকে আপনার ॥

। ৩২। ঐশ্বর্যবৃদ্ধেব সংভূষ্যন্তুনির্নৈবৈজ্রিয়প্রিয়ৈঃ ।

জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্যেত বাহ্মনঃ ।

শুন যদু এই বায়ু ছই মত হন। দেহেতে বলানু ঐশ্বর্য বাহেতে পবন ॥
আহারমাত্রেতে দেখ হয় ঐশ্বর্য রক্ষা। রূপ রস আদি সেহ না করে অপেক্ষা ॥
মুনিহ তাহার ন্যায় আহার করয়। গন্ধ রূপ রস আদি নাহি অপেক্ষায় ॥
আহার নহিলে মনে বৈকল্য জন্ময়। ব্যাকুল হইলে মন জ্ঞান নাশ হয় ॥
অতএব দেহাদি নির্কীহ যাতে হবে। সেই রূপ মুনি জন আহার করিবে ॥
যাতে ইচ্ছা হইলে চঞ্চল বাক্য মন। সে আহার ইচ্ছা নাহি করিবে কখন ॥
আহার মাত্রেতে তুষ্ট ঐশ্বর্য যথা হয়। সে বৃত্তি শিক্ষিয়া আমি হয়েছি নির্ভয় ॥

। ৩৩। বিষয়েষাবিশন যোগী নানাদর্শেষু সর্কতঃ ।

গুণদোষব্যপেতাঙ্গা ন বিষঙ্কেত বায়ুবতঃ ।

পবনের শিক্ষা ইবে শুন মহাশয়। দেখ বায়ু সর্ক দেখে সর্কদা ভ্রময় ॥
কোথায় নাহিক বন্ধ তেন যোগীগণ। বিষয়ে থাকিলে কভু লিপ্ত নাহি হন ॥
দেখ গন্ধ বহে বায়ুগন্ধের যোগেতে। স্নগন্ধি পবন বলি ঐতীতি লোকেতে ॥
কিন্তু বায়ু গন্ধেতে সজ্জিত কভু নয়। অহুতব করয়ে বুঝ যদু সদাশয় ॥

। ৩৪। পার্থিবেষু দেহেষু অবিস্টস্তদগুণাশ্রয়ঃ ।

গুণৈর্ন যুজ্যতে যোগী গন্ধৈর্বাযুরিবাহ্মনকঃ ।

সেই পার্থিব যোগী এই পার্থিব দেহেতে। অবিস্ট আছেন তার গুণ আশ্র-
য়েতে ॥ দেহের গুণেতে আত্মা লিপ্ত নাহি হন। ইহাতে আমার গুরু
আপনি পবন ॥

। ৩৫ । অন্তর্হিতশ্চ-বিরজ্জ্বলমেব ব্রহ্মাশ্রিতাকেন সমাধয়েন ।

ব্যাখ্যা। ব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাস্থানোহুনির্ভবৎ বিততস্য ভাবয়েৎ ।

আকাশের শিক্ষা শুন যদু মহাশয় । আকাশ অন্তর বাহে সবার আছয় ॥
পল্লিচ্ছিন্ন আদি কেহ করিতে না পারে । তেন আত্মা ব্যাপি আছে সকল
শরীরে ॥ শ্রাবর জন্মেরে আত্মা আছে অন্তর্হিত । কোথাও না হয় লিপ্ত
আকাশের রীত । ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা আত্ম বিষয়েতে । এ হেতু আত্মারে
জ্যেদ হন সঙ্গতে ॥

। ৩৬ । তেজোহব্রহ্মতৈর্ভাটবর্মেষাটদ্যর্বাযুনেরিভৈঃ ।

নশ্পাশ্যতে নভস্তথৎ কালহট্টৈর্গুণৈঃ পুমান্ ।

পৃথ্বী জলাদিতে কাল দেহাদি করয় । কুটস্থ আত্মার তাহে আছে সমস্থয় ॥
দেহেতে আত্মার সঙ্গ নহে কদাচিত্ । আকাশ মেঘেতে যদু দেখহ বিদিত ॥
পবনের বেগে মেঘ উড়িয়া বেড়ায় । আকাশের সঙ্গ নাকি কতু আছে তায় ॥
এইরূপে আত্মা দেহে লিপ্ত নাহি হন । অমৃতব করয়ে যদু বুঝহ আপন ॥

। ৩৭ । স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্ফিকোরাধুর্ঘ্যস্তীর্থভূত্বপ ।

হুনিঃ পুনাত্যপাং নিত্রমীকোপল্লপর্কীর্জটৈনঃ ।

শুনহ জলের গুণ যে রূপে শিখিহু । আত্মা জল দোঁহা করে নির্মল দেখিহু ॥
গগনেতে পবিত্র করিল এই নীর । আত্মাহ পবিত্র করেছেন এ শরীর ॥
আত্মা জল স্বভাবেতে দেখহ নির্মল ॥ স্বভাবেতে স্নিগ্ধ আত্মা স্নিগ্ধ হন জল ॥
জলে অমুরাগ লৌক মধুরেতে করে । আত্মারহ অমুরাগ বচন মধুরে ॥
তীর্থ রূপে জল পাপ করেন বিনাশ । আত্মারে জানিলে পাপ ছাড়ে
দেহে বাস ॥

। ৩৮ । তেজস্বী তপসা দীপ্তোদুর্ধ্বোদরভাজনঃ ।

সর্কভক্ষোপি যুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ ।

অগ্নি হৈতে শিক্ষা যদু শুন আমি বলি । তেজীয়ান বড় অগ্নি ভক্সে কুতুহলী ॥
সর্ক ভক্ষ হন বহিঃপা না পরশে । জানিহ সে রূপেতে অশেষ স্ববিশেষে ॥
আত্মা জ্ঞানী নিজেরে মুনি তেজীয়ান হন ॥ তপস্ত্রায় দীপ্ত তাঁরে ধরে কোন
জন ॥ উদর ভাজন মাত্র না করে সঞ্চয় । অগ্নির সমান আত্মা শুন মহাশয় ॥

। ৩২ । কচিচ্ছিদ্ৰঃ কচিং স্পষ্টউপাস্যশ্চৈব ইচ্ছতাং ।

ভুঙ্জে সৰ্বত্র দাতৃণাং দহনং প্রাপ্ততরাশতং ॥

অপর অগ্নির শিক্ষা শুন যদুৱায় । অগ্নি দেখ মৃত খান পরের ইচ্ছায় ॥
তেন মুনি পরে দিলে করেন ভোজন । দাতার ত্রিকাল পাপ করেন খণ্ডন ॥
কোথায় আচ্ছন্ন রূপে অনল থাকয় । কোথায় কাষ্ঠাদিযোগে প্রকাশিত হয় ॥
তেন মুনি কোথায় থাকেন গুপ্ত ভাবে । কোথায় প্রকাশ হন সূত্রে নিজ
লাভে ॥ আগনার কুশল চিন্তয়ে যেই জন । অগ্নি মুনি দোহাকার করয়ে
সেবন ॥

। ৪০ । স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং সদসলক্ষণং বিভুঃ ।

প্রবিক্টঈয়তে তত্ত্বং স্বরূপোহগ্নিরিতৈবধসি ॥

আর দেখ অগ্নি শিক্ষা বলি যে তোমারে । কাঁঠ ছোট বড় ভেদে অগ্নি
রূপ ধরে ॥ স্থল সূক্ষ্ম ভেদে দেহ মায়ায় রচিল । তন্মায়া সম্বন্ধে আত্মা
তাহে প্রবেশিল ॥ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ নীচ দেহের বিচার । কিন্তু আত্মা সৰ্ব্ব
দেহে জ্যেণ একাকার ॥

। ৪১ । বিসর্গাদ্যঃ স্মৃশানান্তাতাবাদেহস্য নাস্মনঃ ।

কলানামিব চক্ষস্য কালেনাব্যক্তবৰ্জনা ॥

চক্ষুমা হইতে যাহা শিখিযু রাজন । তোমার অগ্রেতে তাহা করি নিবেদন ॥
জন্ম আদি নাশ অন্ত ছয় যে বিকার । জানিহ এ দেহ ধর্ম না হয় আত্মার ॥
আত্মা কভু নাহি জন্মে কভু নাহি মরে । জন্ম মৃত্যু আদি ধর্ম জানিহ
শরীরে ॥ এ কথা বুঝিযু আমি চক্ষুমা হইতে । বিবরিয়া বলি তাহা তো-
মার অগ্রেতে ॥ চক্ষুস্বর বোলকলা যেইত আছয় । নক্ষত্র ভেদেতে তাহা
উদয়াদি হয় ॥ চক্ষু মণ্ডলের কভু নাহিক বিনাশ । সর্বদা মণ্ডল তার
আছয়ে প্রকাশ ॥

। ৪২ । কালেন স্বেচ্ছাবেগেন ভুতানাং প্রভবাপ্যযৌ ।

নিত্যাবপি ন দৃশ্যেতে আত্মনোহগ্নির্থাচ্চিৎ ॥

শুন যদু এই কাল বড় বেগবান । এদেহের জন্ম মৃত্যু সন্তত করান ॥
জন্ম মৃত্যু নিত্য হয় কেহ না দেখায় । আত্মার অধর্ম নহে জানিহ নিশ্চয় ॥
ইহাতে প্রমাণ বহি শুন মহাশয় । অনলের শিক্ষা দেখ ত্রাস বৃদ্ধি হয় ॥

মহাভূতরূপে বহি সর্বদা আছয় । তেন আত্মা সর্বকাল অক্ষয় অব্যয় ॥

। ৪৩ । শুণৈশ্চর্য্যাবুপাদতে যথাকালং বিশ্বকৃতি ।

ন তেহু যুজ্যতে যোগী গোত্তিগীহিব গোপতিঃ ।

আদিত্য হইতে যাহা শিখিলাম আমি বিবরিয়া বলি তাহা শুন বহু ভূমি ॥
রবি দেখে আপনার কিরণ বলেতে । হরেন সকল জল পৃথিবী হইতে ॥
কালেতে সকল জল ত্যজেন ভাস্কর । সঞ্চয় দানেতে কোত্ত না হয় অন্তর ॥
তেন যোগী ইন্দ্রিয়েতে করেন উপায় । পাত্র পাইলে সর্ব জব্য ভ্যাগ করে
তায় ॥ সঞ্চয় দানেতে নাহি থাকে অতিমান । শাস্তি তাবে পৃথিবীতে
যোগীরা বেড়ান ॥

। ৪৪ । বুধ্যত যেন ভেদেন ব্যক্তিহিব তদগতঃ ।

লক্ষ্যতে স্থলমতিভিরাত্মা চাবহিতোহর্কবত্ ॥

আত্মার যেমনরূপ সে রূপে আছয় । দেহাদিতে সে আত্মার প্রতিবিম্ব হয় ॥
মণ্ডলেতে সূর্য্য যেন একই আছয় । নানা স্থানে সে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয় ॥
একই আকার সূর্য্য ভিন্ন কভু নয় । এইরূপ আত্মা তাঁতে ভেদ বোধ নয় ॥
স্থূল গতি না বুঝয়ে এরূপ আত্মারে । দেহাদি প্রবিষ্ট বলে ভেদ বুদ্ধি করে ॥
যেন স্থূল বুদ্ধি সূর্য্য এক না বুঝয় । বহু প্রতিবিম্ব সূর্য্যে বহুবিধ কয় ॥

। ৪৫ । নষ্টমিহঃ প্রসঙ্গোবা কর্ভব্যঃ কাপি কেনচিৎ ।

কুর্জন বিস্মত সন্তাপং কপোতহিব দীনধীঃ ॥

কপোত হইতে যাহা শিখিয়াছি আমি । বিবরিয়া বলি সাবধানে শুন ভূমি ॥
কোথায় কাহার সনে না করিবে সঙ্গ । কভু না করিবে অতি স্নেহের প্রসঙ্গ ॥
যদি করে অতি স্নেহ সঙ্গ অতিশয় । কপোত সমান তাপ সে প্রাণী জন্ময় ॥
দুঃখ বুদ্ধি সেই জন তাপ অতি পায় । কপোত সমান তাপ শীঘ্র নাহি যায় ॥

। ৪৬ । কপোতঃ কশ্চনারণ্যে কৃতনীডো বনম্পাতো ।

কপোত্য ভাৰ্য্যয়া সান্নম্বাস কতিচিৎ সমাঃ ॥

আছিল কপোত এক অরণ্য ভিতরে । বাস করে ছিল উচ্চ বৃক্ষের উপরে ॥
কপোতী ভাৰ্য্যার সনে বনের ভিতরে । বহুকাল গেল তার আনন্দ অন্তরে ॥

। ৫৭ । কপোতৌ শ্বেতশ্চনিতহৃদয়ো গৃহধর্মিণৌ ।

দৃষ্টিং দৃষ্ট্যান্মমেনে বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববকভুঃ ॥

স্নেহেতে নিবদ্ধ হৈলা দোঁহার হৃদয় । গৃহস্থ গৃহিণী ভাবে করেন নিলয় ॥
চক্ষে চক্ষে অঙ্কে অঙ্কে থাকেন মিলিয়া । বুদ্ধে বুদ্ধি সমভাবে প্রীতি
বাড়াইয়া ॥

। ৫৮ । শয্যাসনানটনস্থানবার্তাক্রীড়ানাদিকং ।

মিথুনীভূয় বিপ্রকোচেরতুবনরাজিষু ॥

নিঃশব্দ হইয়া সেই কপোত কপোতী । বিহরয়ে বন মধ্যে হরষিত মতি ॥
একত্র শয়ন করে একত্র ভোজন । একত্র থাকেন তারা একত্র ভ্রমণ ॥
এক আসনেতে সুখে থাকেন বসিয়া । অরণ্যে বিহরে দোঁহে মিলিত
হইয়া ॥ একত্র বসিয়া কহে জাতি অমুসারে । এইরূপে ক্রিড়া করে বি-
বিধ প্রকারে ॥

। ৫৯ । যৎ যৎ বাহতি সা রাজ্যন্তর্পয়ন্ত্যনুকম্পিতা ।

তৎ তৎ সমানয়েৎ কামং কৃচ্ছ্রণাপ্যজিডেজ্জিঃ ॥

কপোতী প্রথমং গর্তং গৃহীতী কালআগতে ।

অণ্ডানি স্নবুবের নীড়ে স্বপভুয়া সন্নিধৌ সতী ॥

স্বামীর বাড়ান প্রীতি হাশ্ব কৌতুকেতে । স্বামীহ বাড়ান প্রীতি তাহার
সহিতে ॥ যে যে প্রিয় দ্রব্য বাঞ্ছা করেন কপোতী । সেই সেই দ্রব্য স্বামী
দেন কৃপামতি ॥ অবশ ইচ্ছিয় হয়ে সেই কাননেতে । ভার্য্যার বাড়ান
প্রীতি সুখে বা কষ্টেতে ॥ শুন রাজ্য ভোগরা যে রূপে কর ঘর । সেই
রূপে বনে দোঁহে থাকে নিরন্তর ॥ কপোতী প্রথম গর্ত ধরিল কালেতে ।
অণ্ড গুলি প্রসবিল সেইত বাসাতে ॥ স্বামীর নিকটে তেঁহ প্রসব হইল ।
উভয়ের চিতে অতি আনন্দ জন্মিল ॥ কপোত কপোতী মনে হরষিত
হইয়া । অণ্ড গুলি রক্ষা করে পাখা আচ্ছাদিয়া ॥

। ৫০ । তেহু কালে ব্যাক্রান্ত হইতাবয়বাহরে । শক্তিতি-
দুর্ধিতাব্যাভিঃ কোমলাবতমুরহাঃ । প্রজাঃ
পুপুষতুঃ প্রীতৌ দম্পতী পুত্রবৎসলৌ । শৃষতৌ
কুজিতং তাসাং নিবৃত্তৌ কলভাষিতৈঃ ।

ঐশ্বরের শক্তি হৈতে শিশু জন্মাইল । কোমল হইল অঙ্গ রোম উপজিল ॥
শুন নৃপ ঐশ্বরের শক্তি বিবরণ । শীঘ্র সেই শক্তি চিন্তা করে কোন জন ॥
পিতা মাতা পুত্র স্নেহে করেন পোষণ । তাসবার স্নেহ স্নেহে করেন প্রবণ ॥
শিশুর মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া । নিবৃত্ত হইল তারা আনন্দ পাইয়া ॥

। ৫১ । তাসাং পতত্রৈঃ স্তম্পর্শঃ কুজিতৈ মুখচেষ্টিতৈঃ ।

অভ্যুদগমৈরদীনানাং পিতরৌ হৃদমাগতুঃ ।

তাসবার দেহে পাখা অতি স্নেহকোমল । দেহেতে লাগিলে হন আনন্দে
বিহ্বল ॥ বাসার মধ্যেতে তারা চলিতে লাগয় । চিঁচি শব্দ অশ্রুক্ষণ মুখে-
তে করয় ॥ আহার লইয়া পিতা মাতা যদি আইসে । বাসার দুয়ারে মুখ
দেখান হরিষে ॥ ইহা দেখি পিতা মাতা আনন্দিত হন । মায়ায় মোহিত
হৈয়া করেন পালন ॥ স্নেহেতে আহুয়ে অতি সব শিশু গণ । তা দেখে
তাদের হয় পুলকিত মন ॥

। ৫২ । স্নেহানুবন্ধহৃদয়াবন্যোন্ম্যৎ বিকুমায়য়া । বিমোহিতৌ

দীনধিয়ৌ শিশুন পুপুষতুঃ প্রজাঃ । একদা জখতু-

স্তাম্রমশনার্থং কুটুর্ষিনৌ । পিতরৌ কাননে তস্মিন্মর্ষি-

নৌ স্নেহভুশ্চিরং ॥

অতি স্নেহে বন্ধ হৈয়া হৃদয় দৌহার । বহু কষ্টে শিশুগণে যোগান আহার ॥
শিশুগণে খাদ্য দিয়া থাকে অনশন । তদন্তর বাহা হৈল শুন বিবরণ ॥
এক দিন তাসবার অঙ্গের কারণে পিতা মাতা দৌহে গেল মহা ঘোর বনে ॥
কুটুর্ষি তাঁহারা দৌহে আহার কারণ । দীর্ঘকাল সেই বনে করেন ভ্রমণ ॥

। ৫৩ । দৃষ্ট্বা তান লুপ্তকঃ কশ্চিদ্বৃদ্ধাতোবনেচরঃ ।

জগৃহে ক্রালমাতত্য চরতঃ সালয়াস্তিকে ॥

আহার সন্ধিতে কিছু বিলম্ব হইল । ইতস্ততঃ শিশুগণ চরিতে লাগিল ॥
দৈবযোগে এক ব্যাধ আসি সেই স্থলে । তাহাদিকে ধরিলেক আপনার
জালে ॥

। ৫৪ । কপোতশ্চ কপোতী চ প্রজ্ঞাপোষে সমুৎসুকৌ ।

গতো পোষণমায় স্বনীকৃৎপজ্ঞাতুঃ ।

কপোতী স্বাক্ষরান বীক্য বালকান জ্ঞানসংহতান ।

তানভ্যধাবৎ ক্রোশন্তী ক্রোশতোভূতদুঃখিতা ।

কপোত কপোতী ভক্ষ্য লৈয়া আনন্দিতে । প্রবেশ হইল দৌহে আপন বাসেতে ॥ কপোতী দেখিল শিশু বাচ্চাগেছে জালে । মা মা বলিয়া তারাও কন্দিছে বিকস্বে ॥ হা পুত্র হা পুত্র বলে কপোতী কান্দয় । পুত্র শোকে কপোতী ধৈর্য চিত্ত নয় ॥ শোকে মগ্না হৈয়া সেহ কান্দিতে লাগিল । অতি দুঃখে ভাসবার নিকটেতে গেল ।

। ৫৫ । সা সত্বৎ মেহগুণিতা দীনচিত্তাজমায়মা ।

স্বয়ংকাব্যত শিচা বন্ধান পশ্যত্যপমুতিঃ ।

বারবার স্নেহ করি দুঃখ অতি মনে । বন্ধপুত্র দেখি তার নাহি কোন জানে ॥ মায়ায় মোহিত হৈয়া কান্দিয়া কান্দিয়া । আপনি পড়িল শোকে সেই জালে গিয়া ॥

। ৫৬ । কপোতঃ স্বাক্ষরান বন্ধানান্নোহভ্যধিকান প্রিয়ান ।

ভার্য্যাঋক্সমাং দীনাং বিললাপাতিদুঃখিতঃ ।

আপন হইতে প্রিয় অধিক সম্ভান । আপন সদৃশী ভার্য্যা সেহ দুঃখ পান ॥ জালে বদ্ধ আছে সবে একি চমৎকার । অহে ভূপ দেখ দেখ মহিমা মায়ায় ॥ তাহা দেখি কপোত কাতর চিস্ত হৈয়া ॥ বিলাপ করিছে বহু শাখাতে বসিয়া ॥

। ৫৭ । অহে মে পশ্যতাপায়ম্পপুণ্যস্য দুর্ন্যতেঃ ।

অতৃপ্তস্যাকৃতার্থস্য গৃহৈঋবর্গিকোহতঃ ।

অনুরূপানুকূল চ যস্য মে পতিদেবতা ।

শূন্যে গৃহে মাং সংত্যজ্য পুটৈঃ স্বর্জ্যতি সাধুতিঃ ।

সোহহং শূন্যে গৃহে দীনোমৃতদারোগতপ্রজঃ ।

জিজীবিষে কিমর্থং বা বিধুরোদুঃখজীবিতঃ ।

হায় হায় দেখ ঘোর কি হৈল অপায় । ভাগ্য হীন আজি বিধি করিল আমায় ॥ কুবুদ্ধি হইলে পরে সকল হারায় । অতএব সেই রূপ ঘটিল আমায় ॥ ধর্ম অর্থ কাম হেতু গৃহ সে হইল । তৃপ্ত না হইতে বিধি এ সুখ নাশিল ॥ উপস্থিত সব সুখ ঘুচাইল বিধি । পরে আর হইবেন

হয়েছে অবধি ॥ ভার্য্যা মম পতিব্রতা সদা অমুকুল । শূন্য ঘরে আমি
তেজি স্বর্গেতে চলিলা ॥ শিশু গুলি সাধুবৎ মাতৃ সঙ্গ করি । আগারে
ছাড়িয়া সবে গেলা স্বর্গ পুরি ॥ সেই শূন্য ঘরে আমি হৈয়ে অতি দীন ।
কি রূপে বঞ্চিত ভার্য্যা স্তনয় বিহীন ॥ কি লাগি করিব যত্ন জীবর কারণ ।
এত দুঃখ সহিয়া কি রাখিব জীবন ॥

। ৫৮ । তাংস্তথৈবাবৃতাহিগিত্ত্বং ত্যুগ্রস্তান বিচেতিতঃ ।

স্বয়ং কৃপণঃ শিশু পশ্যৎপাবুধোহপিতঃ ॥

তং লব্ধা লুপ্তকঃ ক্রুরঃ কপোতং গৃহমেধিনং ।

কপোতকান কপোতীঞ্চ সিদ্ধার্থঃ প্রয়য়ো গৃহং ॥

জালে বান্ধা শিশু গুলি কান্দিয়া বিকল । কপোত হইল অতি শোকেতে
বিহ্বল ॥ মৃত্যুগ্রস্ত হৈল শিশু কপোত কি করে । শোকেতে ব্যাকুল হৈয়া
ধৈর্য্য নাহি ধরে ॥ সেই জালে পড়িলেন কান্দিতে কান্দিতে । সকুটুয়ে
বান্ধা গেল ব্যাধের জালেতে ॥ সবারে বান্ধিয়া জালে ব্যাধ ক্রুর মতি ।
আপনার গৃহে গেলা আনন্দিত অতি ॥ কার্য্য সিদ্ধি হৈল তার স্তন
নৃপবরে । অতএব গৃহে গেলা আনন্দ অন্তরে ॥

। ৫৯ । এবং কুটুম্বাশাস্ত্রা বান্দারামঃ পতত্রিবৎ ।

পুমান কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোহবসীদতি ॥

স্তন রাজা এই রূপে কুটুম্বী যে জন । কুটুম্ব লাগিয়া স্নেহ নহে তার মন ॥
কুটুম্ব পোষণ লাগি থাকয়ে কাতর । আপন উদ্ধার নাহি চিন্তয়ে অন্তর ॥
কুটুম্বাদি আসক্ত এ রূপে যেই জন । পক্ষীবৎ সকুটুয়ে অবসন্ন হন ॥

। ৬০ । যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিবারমপাহৃতং ।

গৃহেনু খংবৎ শক্তস্তমারুচ্যুতং বিদুঃ ॥

হতি ভীতগবতে একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ভবসংবাদে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥

এই রূপ গৃহাসক্তি হেতু অনর্থের । পক্ষীর হইল কি বলিব মনুষ্যের ॥
দুর্লভ মনুষ্য দেহ যেই নর পায় । ইথে মুক্তি সাধে জীব অন্নের কি দায় ॥
গৃহেতে আসক্ত চিত্ত ইথে যদি হয় । মুক্তি সোপানেতে চড়ি ভ্রমেতে পড়য় ॥
একাদশ স্কন্ধে এই সপ্তম অধ্যায় । সনাতন বিরচিত প্রাকৃত ভাষায় ॥

অষ্টম অধ্যায়ের আভাস ।

অষ্টমেহ জগরাতিভ্যোনবভ্যঃ শিক্ষিতং হরিঃ ।

অবধূতগিরি। গ্রাহ বিবেকায়োকবং প্রতি ।

অবধূত ব্রাহ্মণ অজগর প্রভৃতি নয় জন হইতে যাহা শিক্ষা করেন তাহাই শ্রীকৃষ্ণ বিবেকার্থে পরম ভাগবত শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের প্রতি অষ্টমাধ্যায়ে কহিতেছেন ।

শ্রীব্রাহ্মণউবাচ । ১ । সুখমৈশ্বর্যকং রাজন স্বর্গে নরকএক বা ।

দেহিনাং যদ্ব্যথা দুঃখং তস্মাদেচ্ছত তদ্ব্যথাঃ ॥

ব্রাহ্মণ বলেন শুন যহু সদাশয় । আরক্ধ কর্মের ভোগ জীবে না যুচয় ॥
বৃথা উদ্যমেতে জীব পরমা যুনাশে । অজগর আমারে শিখালে অনায়াসে ॥
ইন্দ্রিয়ের যেই সুখ দুঃখ ভোগ হয় । স্বর্গে কিবা নরকেতে এ দুই আছয় ॥
ইহার লাগিয়া কেন বৃথা যত্ন করে । তাহা দেখি পণ্ডিতেরা থাকয় সুস্থিরে ॥

। ২ । গ্রাসন্ত মিষ্টং বিরসং মহাস্তং ভোকমেব বা ।

যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং এসেদাজগরোহক্রিয়ঃ ॥

অন্ন বিনা কি রূপে শরীর ধরা যায় । বিবরিয়। বলি যহু ইহার উপায় ॥
আহারেতে ভাল মন্দ না করি বিচার । যত্ন বিনা মিলে যাহা করয়ে আহার ॥
কখন বা মিষ্ট অন্ন করয়ে ভোজন । কখন বা পোড়া অন্ন যবাণ্ড অর্শন ॥
কখন বা উদর ভরিয়। অন্ন পায় । কখন বা গ্রাস মাত্র পাইলে তা খায় ॥
অজগর সম বৃত্তি যোগীর। করয় । ক্ষুধার জ্বালায় যোগী ব্যাকুল না হয় ॥

। ৩ । শয়ীতাহানি ভুরীণি নিরাহারো নুপক্রমঃ ।

যদি নোপনয়েদগ্রাসে মহাহিরিব মিষ্টভুক ॥

দুই তিন দিন যদি অন্ন নাহি জোড়ে । জঠরাগ্নি হৈতে গর্ত্ত অহুক্ষণ পোড়ে ॥
নিরুদ্যমে থাকে যোগী শয়ন করিয়া । অজগর সম নিজ কর্ম ধেরাইয়া ॥

। ৪ । ওজঃসহোবলযুতং বিব্রন্ধেহমকর্মকং ।

শয়ানোবীতনিদ্রাশ্চ নেহেতেজস্রিয়বানপি ॥

ইন্দ্রিয়ের বল আছে মনেতে ভাবয় । দেহ বল আছে তবু কর্ম না করয় ॥
সুখেতে শুয়িয়া থাকে ব্যাপার ছাড়িয়া । সাবধানে স্থায় অর্থে থাকেন
জাগিয়া ॥ উদর লাগিয়া নাহি করয়ে ব্যাপার । সন্তোষে থাকয়ে কর্ম
ভাবি আপনার ॥

। ৫ । মূনিঃ প্রশংসগভীরোমূর্খিগাহ্যোদুঃখ্যঃ ।

অনন্তপারোক্ষকোভ্যস্তিমিতোদইবানবঃ ॥

সমুদ্রে হইতে যাহা শিখিলাম আমি । সাবধান হয়ে যছুরাজ শুন তুমি ॥
যোগিরে জানিহ ধর্ম্মে সমুদ্রে সমান । যোগী সমুদ্রের অন্ত কেহ নাহি পান ॥
বাহিরে নির্মল যোগী গভীর অন্তরে । জানী বলি কেহ তারে জানিতে
না পারে ॥ সমুদ্রের গর্ভে যেন কেহ না সাঁতারে । তেন যোগী গর্ভ কেহ
বুঝিতে না পারে ॥ অভিপ্রায় যোগীর বুঝিতে নারে কেহ । অলজ্ঞ্য
সমুদ্রে যেন প্রত্যক্ষ দেখহ ॥ তেজীয়ান যোগীর না পায় কেহ পার ।
সমুদ্রের পার নাকি কেহ জানে আর ॥ বিকার বিহীন যোগী আত্ম অমু-
তবে । সমুদ্রে অকোভ্য যেন দেহের স্বভাবে ॥ ত্যজিয়া রাগাদি দোষ
যোগীর নিশ্চল । সমুদ্রে দেখহ সর্বদাই স্থির জল ॥

। ৬ । সমৃদ্ধকামোহীনোবা নারায়ণপরোমুনিঃ ।

নোৎসর্পেত ন শুশ্যেত সরিষ্ঠিরিব সাগরঃ ॥

অতএব যোগীর বিদিত নাহি হন । কদাচিত্ জনে ভাগ্যবান যেই জন ॥
সদাই যোগীর মন থাকে নারায়ণে । বিষয়ের সুখ নাহি রহে তার মনে ॥
মনোরথ পূর্ণে যোগী হর্ষ নাহি হয় । না পুরিলে মনোরথ শোক না করয় ॥
ইহাতে দেখহ যছ সমুদ্রে প্রমাণ । ভ্রাস বৃক্ষিহীন সিন্ধু সদাই সমান ॥
বর্ষা কালে নদ নদী সমুদ্রে প্রবেশে । তথাপি সমুদ্রে দেখ থাকে পূর্ববেশে ॥
গ্রীষ্মকালে নদী সব হয় জল হীন । তাহে নাহি সমুদ্রে হয়েন কভু ক্ষীণ ॥

। ৭ । দৃষ্টী জিহ্বাং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেজিহ্বাং ।

প্রলোভিতঃ পতত্যেক্ষে তদন্যায়ৌ পতন্তবৎ ॥

রূপ গন্ধ স্পর্শ শব্দ রসের অধীন । পতঙ্গ ভ্রমর গজ মৃগ আর মীন ॥

রূপ গন্ধ আদি পাঁচে মোহিত হইল। তাহার উচিত কল অবশ্য পাইল॥
অমুরাগ অমুচিত রূপ গন্ধাদিতে। ইথে মম গুরু পতঙ্গাদি সে পঞ্চেতে ॥
ক্রমেতে বলিব তাহা শুনহ রাজন। যাহাতে যে হৈল গুরু করি বিবরণ॥
যেই জন ইন্দ্রিয়েরে না করিল জয়। দেব মায়া যুবতী সে যদ্যপি দেখয় ॥
নারীর ভাবেতে দেখ প্রলোভিত হয়। মোহিত হইয়া ঘোর নরকে পড়য় ॥
অনলে পতঙ্গ যেন পড়য়ে মোহিতে। সেই রূপ ঘটে তার যুবতী দেখিতে ॥

। ৮। যোষিকিরণ্যাত্তরশাশ্বরাদিব্যেধু মাযারচিতেষু মর্থঃ ।

প্রলোভিতায়া হ্যপভোগবুদ্ধ্যা পতঙ্গবদ্বশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ ॥

দিব্য বস্ত্র পরে নারী দিব্য অলঙ্কার। হেন নারী জানিহ মাযার অবভার ॥
ভোগ লোভে ইথে যেই মানব পড়য়। অনলে পুতঙ্গ সম বিনাশ সে হয় ॥

। ৯। স্তোকং স্তোকং এসেন্দ্র্যাসং দেহোবর্ত্তেত যাকতা ।

গৃহানহিংসরাভিষ্ঠেবৃষ্টিং মধুকরীং মুনিঃ ॥

ভ্রমর নিকটে শিক্ষা শুন যদুবর। মধুবস পদ্মে বসি খায় মধুকর ॥
তাহে যদি মধু লোভে বসিয়া থাকয়। মুদ্রিত হইলে পুনঃ বঞ্চেতে পড়য় ॥
এই রূপে মুনি ভোগ লোভেতে পড়িয়া। এক গৃহে বসি থাকে মোহিত
হইয়া ॥ মোহে পড়ি যোগী বদ্ধ হয় বিষয়েতে। অতএব না রবে যোগী
একই গৃহেতে ॥ গৃহস্থেরে কভু নাহি করয়ে পীড়ন। মধুকর সম যোগী
করেন ভ্রমণ ॥

। ১০। অণ্ডভ্যশ্চ মহাভ্যশ্চ শাখেভ্যঃ কুশলোনবঃ ।

সৰ্ব্বতঃ সারমাদদ্যাং পুষ্পেভ্য ইব যটপদঃ ॥

যথা সৰ্ব্ব পুষ্প হৈতে ভুঞ্জ লয় সার। তথা শাস্ত্র সার লৈয়া নোগী হন পার ॥
অল্পাধিক সৰ্ব্ব শাস্ত্র সমান পড়য়। যোগী কিন্তু সৰ্ব্ব শাস্ত্র সার মাত্র লয় ॥

। ১১। সাযন্তনং শ্বশুনবা ন সংগৃহীত ভিক্ষিতং ।

পাণিপাত্রোদরামাত্রোমিক্ষিকৈব ন সংগৃহী ॥

আর বিবরণ বলি শুন মহাশয়। মধুমাছি গুরু হৈলা না করি সঞ্চয় ॥
যোগী হৈয়া ভিক্ষা দ্রব্য না করে সঞ্চয়। কালি কি, সন্ধায় খাব বল্যে
না রাখয় ॥ উদর তরণ মাত্র হাত পাতি খায়। মধুমাছি সম স্নখে
ভুবনে বেড়ায় ॥

। ১২ । সায়ন্তনং শস্তনন্বা ন সংগৃহীত ভিক্ষুকঃ ।

মক্ষিকাইব সংগৃহন সহ তেন বিনশ্যতি ॥

যোগী হয়ে ভিক্ষা দ্রব্য না করে সঞ্চয় । কালি কি সন্ধ্যায় খাব বল্যে না রাখয় ॥ যদি বা সঞ্চয় করে আজি কালি লাগী । সেই দ্রব্য লাগী নাশ পান সেই যোগী ॥ মধুমাছি ইথে যত্ন দেখহ প্রমাণ । সঞ্চয় করিয়া মধুমাছি নাশ যান ॥

। ১৩ । পদাপি যুবতীং ভিন্নক্ষুশ্পৃশেদারবীমপি ।

স্পর্শন করীব বধ্যোত করিণ্যঅঙ্গসঙ্গতঃ ॥

হস্তী হৈতে যা শিখেছি শুনহ রাজন । বিবরিয়া বলি তাহা করহ গ্রহণ ॥ দারুণয়ী নারীকেও ভিক্ষু না পরশে । চরণেও পরশিলে পুরুষে বিনাশে ॥ হস্তী যথা হস্তিনীর অঙ্গ সঙ্গ করে । কামেতে কাতর হয়ে খাতে পড়ে মরে ॥

। ১৪ । নাথিগন্ধেঽস্তিরং প্রাজ্ঞঃ কহিচিন্মৃত্যুমান্বনঃ ।

বলাধিকৈঃ সহন্যেত গজৈরনৈর্গজোমথ ॥

প্রাজ্ঞ জন যুবতীর নিকটে না যাবে । যে নারীর সঙ্গ হৈলে প্রাণ হারাইবে ॥ সেই নারী লাগি যে পুরুষ বলবান । তাহারে ধরিয়া কোপে বধয়ে পরাণ ॥ বনহস্তী ইহাতে প্রমাণ দেখ তায় । হস্তিনীর সঙ্গকরি হস্তী মারা যায় ॥

। ১৫ । ন দেয়ং নোপভোগ্যঞ্চ অকৈর্যদঃখসঙ্কিতং ।

ভুংক্বেতদপি তচ্চান্যোমধুহেবার্থবিন্মধু ॥

ভোগ ভোগ হীন ধন, পরে লৈয়া খায় । ইহা শিখিলাম মধু হারির কৃপায় ॥ লোভে মধুমাছি মধু করয়ে সঞ্চয় । আপনিও নাহি খায় নাহি করে ব্যয় ॥ মধুহারী, জন আসি মধু হরি লয় । গুপ্ত ভাবে থাকিলেও চিহ্নেতে জানয় ॥

। ১৬ । স্নদুঃখোপার্জিতৈবিত্তৈরশাসানং গৃহানিষঃ ।

মধুহেবাগ্রতোভুংক্বেততিবৈ গৃহমেধিনাং ॥

বিনা উদ্যমেতে ভোগ অবশ্য ঘটয় । ইহাতেও মধুহারি মম গুরু হয় ॥ নানা দুঃখ পায়্যা গৃহী উপার্জয়ে ধন । কেবল গৃহস্থ ধর্ম রক্ষার কারণ ॥ দিব্য সে ব্যঞ্জন আদি রাঙ্কিয়া রাখয় । খতি আসি হেন কালে উপস্থিত হয় ॥ আগে তাহাদিকে অন্ন ব্যঞ্জন ভুঞ্জায় । তার পরে অবশিষ্ট আপনারা খায় ॥ যেন মধুহারি মধু খায় প্রথমেতে । তেন ভিক্ষু ভোগ করে বিনা উদ্যমেতে ॥

। ১৭। গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াদয়ত্ত্বিবনচরঃ কচিৎ ।

শিক্ষেত হরিণাং কান্মুগয়ো গীতমোহিতাং ।

হরিণ হইতে শিক্ষা শুনহ রাজন । গীত বশে হরিণেরা হারায় জীবন ॥
গ্রাম্য গীত যোগী না শুনিবে কদাচন । গীতে বশ হইলে হয় নরকে পতন ॥
ব্যাধের গায়ন শুনি দেখ মুগ গণ । মোহিত হইয়া শেষে হারায় জীবন ॥

। ১৮। নৃত্যবাদিত্রগীতানি জুষ্মন্ গ্রাম্যাণি যোষিতাং ।

আসাং ক্রীড়নকোবশ্য ঋষ্যশৃঙ্খোমুগীসুতঃ ।

নৃত্য গীত নানা বাদ্য নারীগণ করে । তাহে জানী রত হলে বন্ধ হয়ে মরে ॥
ঋষ্যশৃঙ্খ বশ হৈল নারীর ক্রীড়নে । এই হেতু গ্রাম্য গীত না শুনি রাজনে ॥
মুগী সূত ঋষ্যশৃঙ্খ ঋষি বশ হয় । অন্য জনে সে বিপদ অবশ্য ঘটয় ॥

। ১৯। জিহ্বাতিপ্রমাখিন্যা জনোরসবিমোহিতঃ ।

মৃত্যুমুহুতস্যসমুদ্ভিন্নস্ত বভিশৈরখা ।

মীনের শিক্ষণ ইবে বলিব তোমারে । রসেতে আসক্ত হৈয়া মীনগণ মরৌ ॥
জিহ্বা বলি ইন্দ্রিয় যে বড় বলবতী । সেই রসে বশ হৈলে নষ্ট হয় মতি ॥
বড়শী আহাৰ লাগী মীনগণ মরে । অতএব জিহ্বা বশে রাখে যোগীবরে ॥

। ২০। ইঞ্জিয়াণি জয়ন্ত্যাশ্চ নিরাহারামনীষিণঃ ।

বর্জয়িত্বা তু রসনং তম্বিরমস্য বর্জতে ॥

তাবজ্জিতেজ্জিয়োন স্যাধিজ্জিতান্যেজ্জিয়ঃ পুমান ।

ন জয়েৎ রসনং যাবজ্জিতং সৰ্ব্বং জিতে রসে ॥

অতএব পণ্ডিত যারা জ্ঞানবান হন । ইন্দ্রিয় জিনিতে যারা দূঢ় করে মন ॥
রসনা জিনিতে যদি জানীগণ পারে । তবেত না হয় বন্ধ এইত সংসারে ॥
অন্য ইন্দ্রিয়েও জিনিলে মহাশয় । জিতে ইন্দ্রিয় বলি তারে কেহ নাহি কয় ॥
রসনা জিনিলে সৰ্ব্ব ইন্দ্রিয়ের জয় । তবে সে লভয়ে যোগী আত্ম পরিচয় ॥

। ২১। পিঙ্গলানাম বেষ্যাসীদ্বিদেহনগরে পুরা ।

ওস্যামে শিক্ষিতং কিকিৰিবোধ নৃপনন্দন ॥

সৰ্ব্বত্র নৈরাশ্য ভাব আমার যে হৈল । পিঙ্গল হইতে আমি একরূপ শি-
খিলা ॥ পিঙ্গল নামেতে বেষ্য দ্বিদেহ নগরে । যৌবন দানেতে ধন উ-
পার্জন করে ॥ তাহা হৈতে যেই কিছু শিখিলাম আমি । সাবধানে নৃপতি
নন্দন শুন তুমি ॥

। ২২ । সা ঠৈরিয়েকদা কাস্তং সঙ্কেতউপনেষ্যতী ।

অতুৎ কালে বহির্ঘারি বিক্রভী রূপযুতমং ।

এক দিন সেই বেশ্যা কাস্তের নিমিত্তে । সুবেশ করিয়া বৈসে আপন
দ্বারেতে ॥ কাস্ত আইলে সুখে রতি স্থানেতে আইব । কাস্ত বশ করে ধন
অধিক পাইব ॥ দ্বারে বসে পথ পানে চাহে অমুক্ষণ । ধনবান কাস্ত নাহি
দেখে এক জন ॥

। ২৩ । মার্গাংগচ্ছতোবীক্য পুরুষান পুরুষবৃত্ত ।

তান শুদ্ধদানং বিভবতঃ কাস্তান মেনেহুর্ধকামুকা ।

রতি যোগ্য হবে সেই হবে ধনবান । আমারে অধিক ধন করিবেক দান ॥
হেন কাস্ত বাঞ্ছা করি পথ, পানে চায় । আত্ম সম কাস্ত বেশ্যা দেখিতে
না পায় ॥

। ২৪ । আংগতেষপয়াতেষু সা সঙ্কেতোপজীবিনী ।

অপ্যন্যোবিভবান কোপি মানুগৈষ্যতি ভূরিদঃ ।

সঙ্কেতোপজীবী সঙ্কেত দুচারি আইল । বিহার করিয়া তারা সব চলি গেল ॥
তাহে পরিতোষ নহে ধনের লাগিয়া । বিতুষণ হইল সেহ ধন না পাইয়া ॥
অন্য কেহ ধনবান যদ্যপি আসিব । তার সহ বিহরিয়া বহু ধন পাব ॥

। ২৫ । এবং দুরাশয়া ধননিদ্রাধার্যবলম্বতী ।

নির্গচ্ছন্তী অবিশতী নিশীথং সমপদ্যত ।

এ দুরাশয়েতে ঘর বাহির সে হয় । দ্বারে বৈসে ঘরে যায় নিদ্রা না লভয় ॥
এই রূপ নানাবিধ করয়ে ব্যাপার । কাস্ত হেতু অর্জরাত্র হইল তাহার ॥

। ২৬ । তস্যাবিশাশয়াস্তর্যধক্কায়াদীনচেতসঃ ।

নির্বেদঃ পরমোজ্জ্বলো চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ ।

এই দুরাশয়ে তার চিন্ত হৈল দীন । ধন না পাইয়া মুখ হইল মলিন ॥
দুরাশা ছাড়িয়া বেশ্যা ঘরেতে বলিল । উত্তম বৈরাগ্য তার চিন্তেতে জন্মিল ॥
ধনের চিন্তাতে তার বৈরাগ্য ঘটিল । বৈরাগ্য হইতে সুখ অপার হইল ॥

। ২৭ । তস্যানির্জিহ্বচিন্তায়াশীভং শূণ্যমখা মম ।

বৈরাগ্য মতেতে বেশ্যা বলিল যে বাণী । সে কথা বলিব ভূমি শুন যত্নমণি ॥

। ২৮ । নির্বেদআশাপাশানানং পুরুষস্য যথা হুসি ॥

ন হুজ্জাতনির্বেদোদেহবন্ধং জিহাসতি ॥

পুরুষের আশাপাশ কাটিবার তরে। বৈরাগ্য নিশিত অসি জানিহ সংসারে॥
যাবৎ বৈরাগ্য দেহে নাহি উপজয়। তাবৎ এ দেহ বন্ধ কভু না ঘুচয় ॥
পিঙ্গলা বজিছে বাক্য বৈরাগ্য পাইয়া। সে কথা শুনহ যহু স্তখেতে বসিয়া॥

পিন্ধলোবাচ । ২৯ । অহোমে মোহবিততিং পশ্যতবিজিতান্ননঃ ।

যা কাস্তা দসতঃ কামং কাময়ে যেন বানিশা ॥

আমা সম মুর্থ ইথে কেবা আছে আর। দেখ দেখ আমার এ মোহের
বিস্তার ॥ ইন্দ্রিয়েরে দেখ আমি জিনিতে নারিহু। অসৎ কাস্তেরে লৈয়া
ধন উপার্জিহু ॥

। ৩০ । সম্ভং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায় ।

অকামদং দুঃখস্তয়াশোকমোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেহজ্ঞা ॥

নিকটে আছেন স্বামী প্রভু নারায়ণ। যে কাস্ত তজনে পাই রতি আর ধন ॥
সে কাস্ত ভাজিয়া আমি অসৎ ভজিহু। তুচ্ছ কাম লাগী বৃথা কাল গুয়াইহু ॥
যে তুচ্ছ রমণ হৈতে ছঃখ ভয় হয়। মনস্তাপ শোক মোহ দেহে উপজয় ॥
নারায়ণ কাস্ত ছাড়ি অসতে ভজিহু। মুর্থভাবে এত কাল বৃথা হারাইহু ॥

● ৩১ । অহোময়াক্ষা পরিতাপিতোবৃথা সাক্ষেত্যবৃত্ত্য। দিবিগর্হ্যবর্ত্তয়া ।

ঈক্ষণাধরাদয়ার্থহৃষোহনুশোচ্যাং ক্রীডেন বিত্তং রতিমাক্ষনেন্দ্রতী ॥

বড়ই নিন্দিত বৃন্তি করিলাম আমি। তুচ্ছ লাগী লম্পটেরে করিলাম স্বামী ॥
অর্থ লোভে ছার নারী যৌবন বেচিয়া। ধন উপার্জন কৈহু আনন্দিত
হৈয়া ॥ বৃথা আমি আপনার জন্মাইহু তাপ। নাহি জানি কত কাল
ভুঞ্জিব এ পাপ ॥

। ৩২ । যদস্থিভিনির্মিতবংশবংশ্যস্বূণং স্বচা রোমনঠেঃ পিন্ধনং ।

করমবহারমগারমেতদ্বিন্মত্ৰপুণং যদুপৈতি কান্যা ॥

গৃহ সম এই দেহ অস্থিতে নির্মিতে। সূণ বংশ বংশ্যচর্ম্ম আদি সকলেতে ॥
নখ লোম ইহাতে বেষ্টিত অহু কর্ণ। নবহার হৈতে রস হতেছে করণ ॥
বিষ্ঠা মুখে পরিপূর্ণ সদাই আছয়। আমা বিনা অন্য ইহা কে আর সেবয় ॥
হেন দেহে কাস্ত ভাবে ভজিহু সদাই। কৃষ্ণের চরণ বিনা অন্য গতি নাই ॥

। ৩৩ । বিদেহানাং পুরে হৃদি হেমৈকৈব সূচ্যমাঃ ।

যান্যমিচ্ছত্যসত্যান্দান্নদাং কামমুচ্যতাং ॥

একা আমি মুচ্যমতি বিদেহ নগরে । আমি সমঅসতী না দেখি অন্য ঘরে ॥
যে আমি অসং হৈতে কাম বাঞ্ছা কৈলু । ধিক মোরে আত্ম দাতা অচ্যুতে
তাজিহু ॥

। ৩৪ । সূহৃৎপ্রেষ্টভমোনাথআত্মাচায়াং শরীরিণাং ।

তং বিক্রীয়াস্মৈনবাহং রমেহু নেন যথা রমা ॥

যে হইল সে হইল অতঃপর আমি । দেহ মূল্য দিয়া কৃষ্ণে ক্রয় কৈলু স্বামী ॥
সকল জীবের আত্মা যেই নারায়ণ । সবার সূহৃৎ তিনি অতি প্রিয় হন ॥
তঁার সনে রমণ করিব এক ভাবে । রমা যেন তঁার পদ অম্লক্ষণ সেবে ॥

। ৩৫ । কিয়ং প্রিয়ং তে ব্যভজ্ঞন কামাথে কামদানরা ।

আদ্যস্তবস্তোভার্য্যাদেবাবা কালবিক্রতাঃ ॥

বিষয় সকল দেখি আদ্য অন্ত নয় । কামদাতা নরেরাও চির দিন নয় ॥
ধাকুক মনুষ্য দেবগণ আছে যত । তাহারা কামের বশ হতেছে নিয়ত ॥
ইহারা ভার্য্যার প্রীতি কতই বা করে । আত্ম রতি ছাড়ি কেন বুঝা কামে
নরে ॥ ইহ পর লোকে দেখ প্রভু নারায়ণ । সর্বদাই সুখ দেন করিলে
সেবন ॥ হেন স্বামী ছাড়ি কেন অন্যেরে তজ্জিব । অন্য ছার সেবা করয়ে
কত সুখ পাব ॥

। ৩৬ । হনং মে ভগবান প্রীতোবিষ্ণুঃ কেনাপি কর্মণা ।

নির্দোহৈঃ দোহয়ং দুরাশায়ান্মে জাতঃ সুখাবহঃ ॥

বুঝিলাম পূর্বে মম কত পুণ্য ছিল । আমি হেন পাপিণীর বৈরাগ্য জন্মিল ॥
নিশ্চয় আমারে হরি সন্তুষ্ট হইল । সুখদ বৈরাগ্য ভাব দুই সমর্পিল ॥

। ৩৭ । মৈবং স্ত্যন্দভাগ্যায়ঃ ক্লেশানির্দোহৈতবঃ ।

যেনানুবন্ধং মিহ ত্য পুরুষঃ শময়চ্ছতি ॥

মন্দভাগ্য যদি আমি হৈতাম নিশ্চয় । বৈরাগ্য কারণ ক্লেশ তবে নাকি হয় ॥
যে বৈরাগ্য করে লোক গৃহাদি ছাড়িয়া । লভয়ে কৃষ্ণের পদ আনন্দ করিয়া ॥

। ৩৮। তেনোপহৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ ।

তুক্তা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরং ॥

সেই বিষ্ণু গম এত কৈল উপকার । এই কথা রহু নিত্য মন্ত্ৰকে আমার ॥
গ্রাম্য সঙ্গ ছাড়ি সৰ্ব্ব দুরাশা ছাড়িব । অবিরত কৃষ্ণ পদে স্মরণ করিব ॥

। ৩৯। সংভূষ্টা শঙ্কহত্যেত্যদ্বথা লাভেন জীবতী ।

বিহরাশ্যসু নৈবাহমাক্সান্না রমণেন টৈব ॥

লাভালাভে তুষ্ট চিন্তা সৰ্ব্বদা হইব । শ্রদ্ধায় কৃষ্ণের সেবা অবশ্য করিব ॥
যদৃচ্ছা লাভেতে নিত্য রাখিব জীবন । কৃষ্ণ স্বামী সহ নিত্য করিব রমণ ॥

। ৪০। সংসারকূপে পতিতং বিষয়েষু বিতেকণং ।

অন্তং কালাহিনাক্সানং কৌন্যক্যাতুমধীশ্বরঃ ॥

কৃষ্ণ বিনা সেব্য ইথে কেবা আছে আর । কাল সৰ্প গ্রীসিয়াছে সকল সং-
সার ॥ পতিত সংসার কূপে যত জীব আছে । কাল সৰ্প ভাহাদিগে গ্রাস
করিয়াছে ॥ বিষয়ে হরিয়া লৈল সবার লোচন । কৃষ্ণ বিনা তারিতে আ-
হুয়ে কোন জন ॥

। ৪১। আটম্বব হ্রাস্বনোগোপ্তা নির্বিদ্যেত যথাখিলাৎ ।

অপ্রমত্তইদং পশ্যেদপ্রমত্তং কালাহিনা জগৎ ॥

যখন বৈরগ্য আসি দেহে উপজয় । ইহ পর লোকে বৃত্তি সকল ছাড়য় ॥
অপ্রমত্ত হয়ে জীব এইরূপ করে । ইহা যে নিশ্চয় হৈল শাস্ত্রের বিচারে ॥
কাল সৰ্প সম দেখে সকল সংসার । আপনায়ে আপনি সে করয়ে উদ্ধার ॥

শ্রীব্রাহ্মণউবাচ । ৪২। এবং ব্যবসিতমতি দুরাশাং কাস্ততর্জজাং ।

হিহোপশমমাস্বায় শয্যামুপবিবেশ সা ॥

অবধূত বলে শুন যহ মহাশয় । পিঙ্গলার আচরণ কহিব তোমায় ॥
পিঙ্গলা চিন্তেতে কৈল এই ব্যবসায় । এইরূপ হৈল তার কৃষ্ণের কূপায় ॥
দুরাশা কাস্তের আশা করিয়া ছেদন । শান্তি ভাবে শয্যায় সে বসিলা তখন ॥

। ৪৩। আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং ।

যথা সংছিদ্য কাস্তাশাং সুখং সুখাপি পিঙ্গলা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ভগবদুচ্চব সংবাদে পিঙ্গলা গীতমষ্টমৌহধ্যায়ঃ ।
শুন শুন যহ আশা দুঃখের কারণ । নৈরাশ্য পরম সুখ জানিহ রাজন ॥

দেখ কান্ত আশা ত্যজি পিতৃলা স্নেহেতে । শয্যায় শয়নে রহে পরম
পীরিতে ॥ একাদশ স্কন্ধে এই অধ্যায় অষ্টম । সনাতন বিরচিত সেবি
নিরূপম ॥

নবম অধ্যায়ের আভাস ।

নবমে কুরাদিত্যোদেহতশোপ শিক্ষিতং ।

ঋত্বা যদুঃ কৃতার্থোহুভূদিত্তি কৃষ্ণেন বর্ণিতং ॥

কুরর আদি এবং দেহ হইতে অবধূত ব্রাহ্মণ যাহা শিক্ষা করেন ।
যদুরাজা তাহা প্রবণ করিয়া কৃতার্থ হন । তাহাই নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ
উদ্ধবের প্রতি বর্ণন করিয়াছেন ॥

শ্রীব্রাহ্মণউবাচ । ১ । পরিগ্রহোহি দুঃখায় যদমং প্রিয়তমং নৃণাং ।

অনন্তসুখমাখোতি তদ্বিধান যাস্তুকিঞ্চনঃ ॥

অবধূত বলে শুন অহে যদুবর । যে রূপে আমার গুরু হইল। কুরর ॥
আপনার অতি প্রিয় হয় যেই দ্রব্য । তাহার সংগ্রহে দুঃখ জানিয়ে যে ভব্য ॥
ইহা বুঝি সেই দ্রব্য যেইত ছাড়য় । অকিঞ্চন হয়ে মহা স্নেহেতে থাকয় ॥

২ । সামিষং কুররং জঘুবলিনোহন্যে নিরামিষাঃ ।

তসামিষং পরিত্যজ্য সসুখং সমবিন্দত ॥

ইহার দৃষ্টান্ত শুন বলিব তোমাতে । আকাশে দেখিহু এক সামিষ কুররে ॥
নিরামিষ্য কুররের। বড় বলবান । মাংস হেতু বেড়ি তারে লৈতেছিল প্রাণ ॥
সে মাংস ছাড়িয়া স্নেহে রহিল। কুরর । বিরোধ ঘুচিল পক্ষী স্নেহে গেল ঘর ॥

৩ । ন মে মানাপমানৌ শোন চিন্তা গৃহপুত্রিণাং ।

আত্মকীড়াত্মরতিবিচরামীহ বালবৎ ॥

বালক হইতে শিক্ষা করেছি যা আমি । তোমাতে বলিব তাহা শুন যদু
স্বামী ॥ মান অপমানে মম স্নেহ দুঃখ নাই । গৃহ পুত্র কলত্রের চিন্তা না-
হি পাই ॥ বালক সমান নিত্য ভ্রমি এ সংসারে । আত্মকীড় আত্মরতি
আনন্দ অন্তরে ॥

। ৪ । যাবেব চিন্তয়া যুক্তৌ পরমানন্দাপ্নুতো ।

যোবিমুক্তোজ্জড়োবালোযোস্তপেভ্যঃ পরং গতঃ ॥

শুন যদ্ব দুই জন চিন্তায় বিহীন । পরম আনন্দে বিহরয় অমু দিন ॥

উদ্যম বিহীন শিশু নিশ্চিন্তা বেড়ায় । গুণাভীত হয়ে যেবা ঈশ্বরকে পায় ॥

। ৫ । কচিং কুমারী স্বান্নানং বৃণানান গৃহমাগতান ।

স্বয়ং তানহর্যামাস কাপিষাতেষু বন্ধুষু ॥

ব্রাহ্মণ কুমারী হৈতে শিখিলাম আমি । তার উপাখ্যান শুন সাবধানে
তুমি ॥ ব্রাহ্মণ কুমারী এক ঘরেতে আছিল । পিতা মাতা দৌহে তার
গৃহেতে না ছিল ॥ সে কন্যার সঙ্কল্প করিতে বিপ্র গণ । এসেছিল গৃহে
নাহি ছিল বন্ধু জন ॥ সন্ধ্যার সময়ে তথা কেহ নাহি ছিল । আসনাদি
দিয়া কত্যা তাসবে পূজিলা ॥

। ৬ । তেষামভ্যবহারার্থং শালীনহসি পার্থিব ।

অবয়বভ্যাঃ একোষ্টস্বাশ্চক্রুঃ শথঃ স্বনং ২২ ॥

তদন্তর যাহা হয় শুন নৃপবরে । তাসবার ভোজনার্থে কুমারী সত্বরে ॥

একান্তে বসিয়া ধান কুটিতে লাগিল । অবঘাতে হস্ত শঙ্খ ধানি বড় হৈল ॥

। ৭ । সা তজ্জগৎপিতং মত্যা মহতী ব্রীড়িতা ততঃ ।

বতঞ্জৈকৈকশঃ শত্বান ঘৌঘৌ পান্যোরশেষয়ৎ ॥

সেইত নিন্দিত কৰ্ম্ম কুমারী বুঝিয়া । ভাঙ্গিতে লাগিল শঙ্খ লজ্জিত হইয়া ॥

দু দুখানি অবশেষ হস্তেতে রাখিল । বিবরিয়া বলি তবে যেরূপ হইল ॥

। ৮ । উভয়োরপ্যভূদঘোষোহবয়বভ্যাঃ স্বশথ্যোঃ ।

তত্রাপ্যেকং নিরভিদদেকস্মাদ্ভাববহ্নিঃ ॥

তাহাতেও অবঘাতে ধানি উপজিল । ধানি নিবারণ কদাচিৎ না হইল ॥

একেক রাখিল হাতে সকল ভাঙ্গিয়া । স্তূথেতে কুটিল ধান্য শব্দ নিবারিয়া ॥

। ৯ । অযশিক্ষমিমং তস্যাপদেশমরিন্দম ।

লোকাননুচরৎসেতালোকতত্ত্ববিবিন্দয়া ॥

লোক তত্ত্ব জানিবারে ভুবনে বেড়াই । সে কুমারী কাছে এই উপদেশ পাই ॥

অহে অরিন্দম সেই কুমারী কাছেতে । যাহা শিখিয়াছি তাহা শুনহ প-
শ্চাতে ॥

। ১০ । বাবসোহুনাং কলহোত্তবেবার্ভা, ঘয়োৱপি ।

একএব বসন্তস্মাৎ কুমার্যা ইব কঙ্কনঃ ।

অনেকে একত্রে যদি নিবাস করয় । অবশ্য কলহ নিত্য তাহে উপজয় ॥
দুই জন থাকিলেহ কথা বার্তা করে । একাকী নিশ্চিন্তা হয়ে সুখেতে
বিহরে ॥ কুমারীর শঙ্খ দেখে ইহাতে দৃষ্টান্ত । সৰ্গ ত্যজি সুখে আনি
ভ্রমি যে একান্ত ॥

। ১১ । মনএকত্র সংযুক্ত্যজিত্বাসোজিতাশনঃ ।

তৈৱাগ্যাত্ম্যাসযোগেন ত্রিয়মাণমতজিতঃ ।

শুন যত্ন জীবের যে বন্ধন-মোক্ষণ । ইহার কারণ ভূমি জানিহ এমন ॥
এরূপ নিশ্চল হৈলে আত্ম গতি হয় । মনের চাক্ষু্য হৈলে কার্য সিদ্ধি নয় ॥
মন স্থির করিবার শুনহ উপায় । প্রথমে আসন শুদ্ধি করিবেক তায় ॥
অলস ত্যজিয়া যদি করয়ে অভ্যাস । তবে সে বিষয়ে হয় মনেতে নৈরাশ ॥
স্থির হৈয়ে মন যদি একস্থলে রয় । শুন অচঞ্চল রাজা তাহে বাহ্য হয় ॥

। ১২ । যন্মিন্মনোল্লসগদং যদেতচ্ছটনঃ শনৈর্দুৰ্দ্ধতি কর্মরঞ্জনঃ ।

সত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমস্চ বিধুয়ং নির্ঝাণমুপেত্যনিকানং ।

পরম আনন্দ রূপে যদি সে থাকয় । সমস্ত বাসনা অল্পে অল্পেতে ছাড়য় ॥
সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধি হৈলে স্থির হয় মন । রজস্তম তারে পুনঃ না করে চালন ॥
রজস্তম দূর হৈলে লভয়ে নির্ঝাণ । বিষয় রহিত হৈয়া শান্তি ভাব পান ॥

। ১৩ । তদৈৱমাস্ত্রান্যবরুদ্ধচিত্তোন বেদ কিঞ্চিৎখহিরন্তরংবা ।

যথেষুকোরোনুপতিং ব্রজন্তমিষৌ গতাশ্চা ন বিবেদ পার্থে ॥

যখন ব্যাভ্রায় মন স্থির তাবে রয় । অন্তর বাহির যোগী কিছু না জানয় ॥
ইয়ুকার ইহাতে আমার গুরু হন । সে বৃন্তান্ত বলি শুন জযাতি নন্দন ॥
রাজার নগরে এক তীরকার ছিল । তীর সজ্জা করিবারে চিন্তে নিরুপিল ॥
হেন কালে সেই পথে নৃপতি চলিল । শরে নিরুপিত চিত্ত তারে না
দেখিল ॥

। ১৪ । একচার্য্যানিকেভঃ স্যাদপ্রমত্তোপ্তহাশয়ঃ ।

অলক্ষ্যনাণআচারৈর্দুৱিরেকোহপ্তাহণঃ ॥

সৰ্প টেহতে শিক্ষা রাজা কহি যে তোমায় । সৰ্প সম ভাবে যোগী একাকী

বেড়ায় ॥ সর্পেরা না করে ঘর যোগী গৃহ হীন । অগ্রমত্ত হয়ে যোগী ভ্রমে
অমুদিন ॥ পর্ষতের গুহা মধ্যে করয়ে শয়ন । সর্পেরাও ঘর নাহি করে
কদাচন ॥ গমন করিলে তার সব জ্ঞান হয় । বিষ নাই কিবা বিষ সে সর্পে
আহয় ॥ আচরণে যোগী জনে তথা জ্ঞান যায় । ভাল মন্দ তাহাদের
কিছু না লুকায় ॥ কদাচিত্ সর্প জাতি শঙ্কসে করয় । সেই রূপ যোগীগণ
কতু কথা কয় ॥

। ১৫ । গৃহারভোহি দুঃখায় বিফলশাক্তবান্নয়ঃ ।

সর্পঃ পরকৃতং বেদ্য এবিশ্য স্ত্রুথমেধতে ।

গৃহ টেকলে নানা দুঃখ হয় অমুদিন । স্ত্রুথ নাহি কদাচিত্ সন্ন্যাস ফল হীন ॥
এ কথা বুঝিয়া যোগী গৃহ না করয় । সর্প সমু পর গৃহে স্ত্রুথ সে ভুঞ্জয় ॥

। ১৬ । একোনারায়ণোদেবঃ পূর্বস্বক্টং সন্ন্যয়া ।

সংহত্য কালকলয়া কণ্ঠাস্তইন্দ্রমীশ্বরঃ ।

একএবাধিতয়োহুভুদাআধারোহুখিলাজয়ঃ ॥

এ বিধের উৎপত্তি সংহার যেই হয় । কতু সত্য নহে সে কেবল মায়াময় ॥
কেবল জানিহ সত্য এক নারায়ণ । মায়ায় করেন বিশ্ব উৎপত্তি নিধন ॥
প্রথমে শুনহ সৃষ্টি সংহার প্রকার । তার পরে কহিব সৃজন সমাচার ॥
আপন মায়ায় এক দেব নারায়ণ । পূর্বেতে করিয়া ছিলা এ বিশ্ব সৃজন ॥
কল্পান্তে কালেতে করি করিয়া হরণ । এক মাত্র অবশেষ রহিলা আপন ॥
আপনারে আপনি সে করয়ে আশ্রয় । কিন্তু তিনি আপনাতে জীবের
ধারয় ॥

। ১৭ । কালেনাআনুভাবেন সন্ধ্যাং নীতাস্ত শক্তিযু ।

সত্বাদিষাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ।

পরাবরাণাং পরমজ্ঞে কৈবল্যসঙ্গিতঃ ॥

সত্ত্ব আদি করিয়া যতেক সৃষ্টি হৈল । কারণ বশেতে সবে সাম্যেতে
রাখিলা ॥ পুরুষে উপাধি হইল যে সত্বাদি হৈতে । যাহারে বলয় জীব
এই সংসারেতে ॥ নারায়ণ পুরুষ প্রধান যে ঈশ্বর, ব্রহ্মা আদি সবা-
কার তেঁহ হন ঘর । কৈবল্য সঙ্গিত তেঁহ শেষেতে রহিলা । লোকে
বোধ করে প্রভু অলস করিলা ॥

। ১৮। কেবলানুভবানন্দসন্দোহারিরূপাধিকঃ ।

নির্লিংশৈব অমৃতত্ব স্বপ্রকাশ তেঁহ । উপাধি রহিত প্রভু আনন্দ সমূহ ॥

। ১৯। কেবলানুভাবেন অমারাং ত্রিগুণাঙ্গিকারং ।

সংস্কারভয়ন স্বজ্ঞাত্যাদৌ তয়া স্বত্রমবিস্ময়ম্ ।

এবে বলি শুন যহু সৃষ্টির প্রকার । যে রূপে সৃজিল প্রভু এইত সংসার ॥
কাল রূপ আপনার ঐশ্বর্য্যই হয় । তাহাতে ত্রিগুণা মায়া করিল উদয় ॥
পুরুষ রূপেতে তাঁরে চঞ্চল করিল । স্বত্ররূপ মহন্তত্ব তাহে উপজিল ॥
রাগ ঘেব আদি হয় বিবিধ উপাধি । ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতে আছে কে করে
অবধি ॥ এ সকল জয়ে রাজা তুমিহ সমর্থ । অতএব বিবরিয়া কহি সবতত্ত্ব ॥

। ২০। তামাহ ত্রিগুণব্যক্তিং স্বজ্ঞাতীং বিশ্বতোমুখং ।

হৃদ্বিন্ন প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পূমান্ ।

সেই স্বত্র মহন্তত্ব তিন গুণ ছিল । তাহা হৈতে অহংকার তহু উপজিল ॥
অহংকার হৈতে হৈল শব্দাদি বিশ্ব । তাহে আকাশাদি মহা ভূতের উদয় ॥
স্থূল সূক্ষ্মরূপ সেই স্বত্রেতে গ্রথিত । গভীরাত পুরুষের তাহে অখণ্ডিত ॥
এক নারায়ণ প্রভু এইত প্রকারে । সৃজন করেন পুনঃ লীলায় সংহারে ॥

। ২১। যথোর্ণনাভিহৃদয়াদূর্বাং সংতত্য বজ্রতঃ ।

তয়াতিহৃত্য ভূয়স্তাং এসত্যোবাং মহেশ্বরঃ ।

উর্ণনাভি গুরু মুগ ইহার কারণ । দৃষ্টান্ত দেখহ ইথে নৃপতি নন্দন ॥
যেন উর্ণনাভি নিজ হৃদয় হইতে । উর্ণারে বিস্তার করে আপন মুখেতে ॥
তাহা যথা করিয়া আপনি বিহরয় । পুনঃ তাহা গ্রাশ করো অকোতে
থাকয় ॥ এই রূপে ভগবান করেন সংসার । লীলা করি পুনরপি করেন
সংহার ॥

। ২২। যত্র যত্র মনোদেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়ঃ ।

স্নেহান্ধেষাভ্যুদয়াধাপি যাতি তত্ত্বং সরগতাং ।

শুন যহু সাবধানে আমার বচন । যাঁরা হন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান পরায়ণ ॥
তাঁরা অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণের রূপ পান । পেশকারী সঙ্গ ইথে হইবে প্রমাণ ॥
এক ভাবে যথা নথা স্থির করে মন । স্নেহেতে করেন কিবা ঘেষের কারণ ॥
তাঁহার স্বরূপ জীব অবশ্য ভজয় । কদাচিৎ ইথে যহু না কর সংশয় ॥

। ২৩। কীটঃ পেশকৃতং ধ্যায়ন্ কৃত্যং ভেন প্রবেশিতঃ।

বাতি তৎসাক্ষাতং রাজান পূৰ্ণরূপমসংত্যজন।

পেশকারী দেখে কীট আনয় ধরিয়। বতনে তাহারে রাখে কঁড়ায় ভরিয়।
আপনি ছুয়ারে তার রক্ষক থাকয়। ভয়ে সেই কীট তারে সতত দেখয়।
সেই পূৰ্ণ দেহে তার দেহ সেই পায়। অতএব শ্রীকৃষ্ণ পদ চিন্তু সদাশয়।

। ২৪। এবং গুরুভ্যঃ প্রভৃতিঃ শিখিতাঃ মতিঃ।

স্বাশ্রয়শিক্ষিতাঃ বুদ্ধিঃ শৃণু মে বদতঃ প্রভো।

এত গুরু হৈতে আমি শিক্ষা কৈল মতি। আমি নিজ অন্তর বলিহে
সংপ্রতি ॥ আমা হৈতে শুন অহে এবে অন্তর। শ্রবণে ঘুচিয়া যানে
তব মোহ সব ॥

। ২৫। দেহো গুরুশ্রম বিরজিবিবেকহেতুর্বিজ্ঞান্যসদ্বিধরং সত্যার্জুদকং।

তদান্যনেন বিশ্বাসি যথা তথাপি পারক্যমিত্যবসিতো বিচারাম্যসঙ্গঃ।

এই নিজ দেহ গুরু হৈল আপনার। ইহাতে জন্মিল দেখ বিরক্ত বিচার।
এই দেহে বিবেক দেখহ উপজয়। যেই হেতু জন্ম মৃত্যু দেহেতে আছয়।
উত্তর কালেতে পীড়া এ দেহে জন্ময়। দেহ হৈতে তত্ত্বজ্ঞান পরামর্শ হয়।
যদ্যপি এ দেহ হয় অতি চমৎকার। তথাপি এ দেহ কভু নন আপনার।
ইহারে পাইলে খায় কুকুর শৃগাল। সম ভাবে কভু নাহি থাকে চিরকাল।
ইহা জানি সর্বসঙ্গ করি পরিত্যাগ। পৃথিবী ভ্রমণ করি শুন মহাভাগ ॥

। ২৬। জায়া অজার্ঘ্যপশুভূত্যাশ্বত্যাশ্বগান পুষ্ণাতি যৎপ্রিয়টিকীর্ষ্যা বিভনুন।

স্বাস্ত্রে স্বকৃষ্ণমবরুদ্ধধনঃ সদেহঃ সৃষ্টান্য বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্মঃ।

এদেহের ভোগ লাগি আনন্দাচ্ছদয়। জায়াপত্য পশু ভূত্যা গণেরে পোষয়।
বিস্তার করিয়া সবে পোষণ করয়। গৃহ বন্ধু আদি সব জীবের যে হয় ॥
নানা কষ্টে বহু ধন করয়ে উপায়। ব্যাপার করিয়া বহু ধনেরে বাড়ায় ॥
অন্য শরীরের বীজ করিয়া সৃজন। আয়ু অস্ত্রে অবশেষে লভয়ে নরন ॥
বৃক্ষ ধর্ম সম এই দেহ বিচারিয়া। স্মৃতে ভ্রমণ করি সকল ত্যজিয়া ॥

। ২৭। জিহ্মেকতোহুন্মপকর্ষতি বর্ষি তর্ষা শিমোন্যতস্তুগুদরং

সহগং কুডচিৎ। শ্রাণোহুন্যতচলদৃক কচ কর্মশক্তি-

বর্ষাঃ সপস্ব্যইব মেহপতিং লুনন্তি।

এ দেহের শুন আর বলি যে বিচার। এ দেহ না থাকে কভু বশ আপনার ॥

শত্রু সগ লুটিতেছে ইচ্ছিয় সকল । সৰ্ব্বত্র ভ্রময় নিত্য হইয়া বিকল ॥
 জিহ্বা রস লাগি এক দিকেতে টানয় । ধন আদি তৃষা অন্য দিকে আকর্ষয় ॥
 শিশু আর দিকে টানে আনন্দ কারণ । শীতল পাইতে চৰ্ম্ম ইচ্ছয় আগন ॥
 উদর টানয় অন্ন ভক্ষণ কারণ । শব্দ শুনিবারে নিত্য বাঙ্ক্ষয় শ্রবণ ॥
 লইতে সুগন্ধ সদা নাসিকা ইচ্ছয় । দেখিতে উত্তম রূপ চক্ষু বাঞ্ছয় ॥
 কৰ্ম্মেচ্ছিয় ব্যাপার করেন অমুক্ষণ । অতএব এ দেহ আপন বশ নন ॥
 ইহাতে দৃষ্টান্ত বলি 'শুন মহাশয় । অনেক নারীর এক পতি যেই হয় ॥
 সেই সব নারীগণ নিজ নিজ স্থানে । চূলে হাতে পায় ধরে তাহাকেই টানে ॥
 সেই রূপ অহে ভূপ নয়ন প্রভৃতি । টেনে টেনে ছিন্ন করে কেবা করে শ্রীতি ॥

১৮ । হৃষ্টা পুরাণি বিবিধান্যজ্ঞয়াশ্রিত্য । বৃক্ষান সরীসৃপ-
 পশূন খগদৈশ্চশুকান । তৈস্তৈরভূতৈরুদয়ঃ পুরুষাঃ
 বিধায় ব্রহ্মাবলোকখিষণং মুদমাণ-দেবঃ ॥

আত্ম মজ্জি গায়া হৈতে প্রভু নারায়ণ । বিবিধ প্রকারে পুরী করিলা
 সৃজন ॥ প্রথমে সৃজিলা দেখ যত বৃক্ষগণ ॥ সৰ্ব্ব কীটকাদি রূপ ধরিলা
 আপন ॥ গো মহিষ মৃগ আদি পশুরে সৃজিলা । পক্ষী হংস মৎস্ত আদি
 সৃজন করিলা ॥ সেই সেই পুরী বিধি করিয়া সৃজন । সন্তুষ্ট নাহিলা যদি
 বিধাতার মন ॥ ধ্যান যোগে নর দেহে সৃজন করিলা । তত্ত্বজ্ঞান ইথে হয়
 মনে বিচারিলা ॥ বড়ই সুন্দর পুর বিধাতা দেখিলা । আনন্দ পাইয়া
 মনে সুস্থির হইলা ॥

২০ । লকা সুদূর্লভমিদং বহুসম্ভবাস্তে মানুস্যমর্ধদমনিত্য-
 মপীহ ধীরঃ । তুৰ্যং যতেত ন পতেদনুয়ত্যাঘাবরিঃ-
 শ্ৰবসায় বিষয়ঃ খলু সৰ্ব্বতঃ স্যাৎ ॥

বড়ই দুর্লভ এই মনুষ্য শরীর । অনেক জন্মের অস্তে ইহা লভে ধীর ॥
 যদ্যপি অনিত্য বটে এই কলেবর । তবু চতুর্ধর্গ ইথে অহে নৃপবর ॥
 যাবৎ এ দেহের না হয়ত পতন । তার মধ্যে যত্ন করা মোক্ষের কারণ ॥
 এই দেহে নিরন্তর ঘটয়ে মরণ । অতএব শীঘ্র যত্ন করিবেক জন ॥
 বিষয় ভোগের যত্ন ত্যজিয়া দুরায় । সৰ্ব্বত্রয়ে ভোগ পাই কি যত্ন তাহার ॥

। ৩০ । এবং সংজ্ঞাতবৈরাগ্যোবিস্ফাণালোকআত্মনি ।

বিচরাণি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গোনহংকৃতঃ ॥

এরূপেতে আমার বৈরাগ্য উপজিল । আত্ম বিষয়েতে জ্ঞান ইহাতে হইল ॥
আত্মাতে সর্বদা থাকি বিষয়ে না যাই । আপন ইচ্ছায় আমি সতত বেড়াই ॥
সঙ্গ ত্যজি পৃথিবীতে করিয়ে অমণ । অহঙ্কার মম দেহে নাহি কদাচন ॥

। ৩১ । নহেকস্মাদগুরোজ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুঙ্কলং ।

ব্রহ্মতদধিতীয়ং তৈব গীযতে বহুধর্ষিভিঃ ॥ .

এক গুরু হৈতে জ্ঞান সুস্থির না হয় । অতএব অনেক গুরু করিহু আশ্রয় ॥
বহুদর্শী হৈলে জীব কহে দিব্যজ্ঞান । অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদ লভয়ে পুমান ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ৩২ । ইত্যুক্তাসমুদুং বিশ্রান্তমামৃত্য গভীরধীঃ ।

বন্দিতঃ স্বর্জিতো রাজা যযৌ প্রীত্যোযথাগতং ॥

উক্তবেরে বলিছেন প্রভু ভগবান । তোমারে বলিহু যহু বিপ্র-উপাখ্যান ॥
অবধূত বাক্য শুনি যহু আনন্দিতে । অবধূতে অর্চনা করিলা বিধিমতো ॥
প্রণাম করিলা অবধূতের চরণে । বিদায় হইয়া গেলা বিপ্র তুষ্ট মনে ॥
যে রূপেতে আগমন সে রূপে গমন । করিলেন অবধূত সেইত ব্রাহ্মণ ॥
তঁহার গভীর বুদ্ধি অন্ত কেবা করে । কহিলেন কত রূপ সিদ্ধান্ত রাজারে ॥

। ৩৩ । অবধূতবচঃ শ্রদ্ধা পূর্বেষাং নঃ সপূর্কজঃ ।

সর্বসম্মবিনিমু ক্তঃ সমচিন্তোবভূব হ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ববসংবাদে অবধূত-

গীতঃ নবমোহুধ্যায়ঃ ।

অবধূত বাক্য শুনি যহু মহামতি । সর্ব সঙ্গ ত্যজি হৈলা সমচিন্ত অতি ॥
তঁহার বংশেতে জন্ম হইল আমাব । আমাদের বহু পূর্বে জনম তঁহার ॥
একাদশ স্কন্ধে কৃষ্ণ উক্তব সংবাদে । অবধূত গীত এই ভাষা চারি পদে ॥
নবম অধ্যায় এই সমাপ্ত হইল । দেশ ভাষা হৃদে সনাতন বিরচিত ॥

দশম অধ্যায়ের আভাস ।

চতুर्विंशतिश्रुर्ভাখ্যলকসত্তাবনাতুরঃ ।

উদ্ধবস্যাশ্রিতত্বাপ্তৌ সাধনোক্তিরতঃ পরং ।

দশমে দেহসম্বন্ধাৎ সংসৃতির্নান্দ্রনঃ অতঃ ।

ইত্যেতদ্বনয়ামাস মতাস্তরনিরাসতঃ ॥

চতুर्वিंशতি গুরুর উপাখ্যানেতে আত্ম তত্ত্ব জ্ঞান লাভের সত্তাবনায় আতুর হওয়াতে উদ্ধবের সম্বন্ধে আশ্রিতত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সাধনের উক্তি অতঃপর ইহা জানিবে । দেহ সম্বন্ধে জ্ঞান আশ্রয় সংসার ঘটে আপন হইতে ঘটেনা এই বর্ণন দশম অধ্যায়ে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ১ । ময়োদ্বিতেষবহিতঃ স্বধর্মেষু মদাশ্রয়ঃ

বর্ণাশ্রমকুলাচারকামাশ্রা সমাচরেৎ ॥

উদ্ধবেরে বলিছেন প্রভু ভগবান । যেই জন সাধিয়া বাঞ্ছন্য তত্ত্ব জ্ঞান ॥ সে পুরুষ আগে করে আমার আশ্রয় । আপনার নিজ ধর্ম ত্যাগ না করয় ॥ পঞ্চরাত্র আদি গ্রন্থে করেছি নির্ণয় । সেইত বৈষ্ণব ধর্ম তাহা আচরয় ॥ ভজনের অবিরোধে বর্ণ ধর্ম করে । নিজ কুলাচার করে বেদ অনুসারে ॥ বেদোক্ত কর্মেতে কাম বাঞ্ছনা না করয় । নিজ ধর্ম করিয়া আমারে সমর্পয় ॥ সর্বদা করিবে জীব এই সব ধর্ম । পরেতে কহিব শুন অকামের ধর্ম ॥

। ২ । অধীক্রেত বিশ্বকাম্মা দেহিনাং বিষয়াশ্রমাং ।

শৃণেগু তত্কৃত্যনেন সর্বদাভবিপর্য্যবৎ ॥

স্বধর্ম করিলে চিত্ত বিশুদ্ধি ভজয় । ভোগ বিষয়েতে তবে মিথ্যা জ্ঞান হয় ॥ বিষয়েতে সত্য জ্ঞান ইন্দ্রিয় বিষয়ে । এইরূপ হইলে জীবে কামনা ঘটয়ে ॥ কাম্য কর্ম টেকে ফল হয় বিপরীত । অতএব নিষ্কাশ ধর্ম করয়ে পণ্ডিত ॥

। ৩ । সুপ্তস্য বিষয়ানোকোধ্যাতোবা মনোরথঃ ।

নানান্নকদ্ধারিকলস্তথা তেদাশ্রাধীশ্রুণেঃ ॥

সকাম কর্মের ফল শুনহ উদ্ধব । রুচি হেঁতু শাস্ত্রে লেখে কিন্তু মিথ্যা সব ॥ ইহাতে দৃষ্টান্ত বলি শুন সদাশয় । ধ্যান করে পুরুষ সর্বদা এ বিষয় ॥

মনোরথ বিষয়েতে দৃঢ় কর্যে থাকে । শয়ন কালেতে সে বিষয় সব দেখে ॥
মনের কল্পিত স্বপ্ন মনোরথ যথা । বহির্দেশে ইন্দ্রিয়ে বিষয় বোধ তথা ॥
এ রূপ কর্মের ফল সমস্ত বিফল । নিকাম হইয়া তুমি করহ সকল ॥

। ৪ । নিবৃত্তং কর্ম্য সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরন্ত্যজ্ঞে ॥

• জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তোনাঙ্গিয়েৎ কর্ম্যচোদনাং ॥

নিত্য অর নৈমিত্তিক কর্ম্য আচরিবে । কাম্য কর্ম্য কদাচিৎ কেহ না
করিবে ॥ আত্ম বিচারেতে যদি উপজিল জ্ঞান ॥ তখন সকল কর্ম্য
ত্যাগ্যে পুমান ॥

। ৫ । যম নভীক্কং সেবেত নিয়মান মৎপরঃ কচিৎ ॥

মদভিজ্ঞং গুরুং শাস্ত্রমুপাশীত নদাত্মকং ॥

অহিংসাদি ধর্ম্মে সদা করয়ে আদর । যথা শক্তি শৌচ আদি করে ভক্ত নর ॥
আত্ম জ্ঞান অবিরোধে শৌচাদি করয় । জ্ঞানে দৃঢ় হৈলে কিন্তু বাহ্যেতে
না হয় ॥ জ্ঞান হেতু গুরুর চরণ আস্থা করে । যেই গুরু যথার্থেতে
জ্ঞানেন আমারে ॥ শাস্ত্র আদি শীলে যেই করয়ে আচার । ভাবিবে
গুরুরে নিত্য আমার আকার ॥

। ৬ । অমান্যমৎসরোদকোনির্ম্মলোদৃঢ়মৌহদঃ ।

অসঙ্গরোহির্ধজিজ্ঞাসুরনস্মরুনোঘবাক ॥

শিষ্যের লক্ষণ ইথে উদ্ধব শুনহ । আমি সম গুরু নিত্য সেবন করহ ॥
গুরুর চরণে শিষ্য হয়ে মান হীন । ত্যজয় মৎসর ভাব বর্মেতে প্রবীন ॥
পুত্র কলত্রাদিতে মমতা ত্যাগ করে । সতত স্নেহ ভাব থাকয়ে অন্তরে ॥
বাগ্ৰভাব ত্যজি নিত্য ধৈর্য্য আচরয় । ব্যর্থ আলাপেতে রুচি সর্কদা ত্যজয় ॥
যথার্থ জিজ্ঞাসে সেহ অস্মৃণা না করে । স্থির হয়ে শুন আমি কহি তদন্তরে ॥

। ৭ । জাগাপত্যগৃহকেত্রস্বজনত্রবিগদিবু ।

উদাশীনঃ সমং পশ্যন সর্কেগর্থমিবাঅনঃ ॥

জাগ্র্যাতে তনয়ে গৃহে কৈত্রেতে স্বজনোদনাদিতে সদা রহে উদাশীন মনে ॥
এক আত্মা সর্বদেহে ভাবি অনুক্ষণে । আত্মার সমান দুঃখ সুখ সর্বস্থানে ॥
অতএব উদাশীন সর্বদা থাকয় । এক ভাবে জ্ঞান হেতু গুরুরে সেবয় ॥

। ৮ । বিলক্ষণঃ শূলশূক্ষ্মাদেহাদ্যন্তোদ্ধিতা স্বদুক ।

যথাগ্নিদীপ্তগোদাহাদাহকোহন্যঃ প্রকাশকঃ ॥

শুনহ উদ্ধব সর্ব আত্মা এক দেহে । দেহ হৈতে ভিন্ন সেই লিপ্ত নহে তাহে ॥
শূল শূক্ষ্ম ভেদে দেহ দুই মত হয় । দেহ হয় হৈতে আত্মা ভিন্ন ভাবে রয় ॥
অতএব দেহ হৈতে আত্মা বিলক্ষণ । স্বপ্রকাশ কিন্তু সব করেন ঐক্ষণ ॥
তাহার দৃষ্টান্ত বলি শুন মহাশয় । অগ্নি যেন কাঠে থাকে তাহে লিপ্ত নয় ॥
কাঠের দাহক বহি প্রকাশক হন । কিন্তু কাঠ হৈতে বহি ভিন্ন ভাবে রন ॥

। ৯ । নিরাধোঃপত্যানুব্রহ্মানাত্তং তৎকৃতান গুণান্ ।

অন্তঃ প্রবিষ্টআধতে এবং দেহগুণান পরঃ ॥

শূল শূক্ষ্ম উৎপত্তি বিনাশ যেই হয় । এসব কাঠের ধর্ম্ম অনলের নয় ॥
কাঠেতে থাকিয়া বহি কাঠ ধর্ম্ম পান । কিন্তু যথার্থেতে বহি সর্বদা সমান ॥
এরূপ দেহের গুণ আত্মায় দেখায় । কিন্তু আত্মা এক রূপ নানা রূপ নয় ॥

। ১০ । যোহসৌ গুণৈর্বিরচিতোদেহোহয়ং পুরুষস্য হি ।

সংসারস্তন্নিবন্ধোহয়ং পুংসোবিদ্যাচ্চিদান্নানঃ ॥

শুনহে উদ্ধব মায়া গুণ যে আছয় । শূল শূক্ষ্ম দুই দেহ সে গুণ রচয় ॥
তাহে প্রবেশিয়া আত্মা জীব বলাইলা গুণের অধীন হৈয়া সংসারে জন্মিল ॥
সদ্যাক সেবিলে যবে দিব্যজ্ঞান হয় । তবে সে সংসার বন্ধ জীবের যুচয় ॥

। ১১ । তস্মাচ্ছিত্তাসয়া জ্ঞানমাত্মহং কেবলং পরং ।

সঙ্গম্য নিরসেদেতৎস্ববুদ্ধিং যথাক্রমং ॥

এই শূল শূক্ষ্ম দেহে আত্মা অবস্থিত । কিন্তু দেহ হৈতে আত্মা অবশ্য
অতীত ॥ ইহা যদি বিচারিয়া দেখেন পণ্ডিত । ক্রমে দেহে বস্তু বুদ্ধি
যুচয়ে নিশ্চিত ॥

। ১২ । আচার্য্যোহুগ্নিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্ত্রাত্তরারিণিঃ ।

তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ ॥

জ্ঞানের উৎপত্তি বিনা অজ্ঞান না যায় । অগ্নির বৃন্তান্ত রূপে বলিব
তোমায় ॥ অথর অরণী গুরু হবেন আপনি । তাহাতে হবেন শিষ্য
উত্তর অরণী ॥ দুই কাঠ মন্থনেতে যেন অগ্নি হয় । তবে সে শিষ্যের চিন্তে
জ্ঞান উপজয় ॥ জ্ঞান উপজিলে শিষ্য মহা সুখ পান । ক্রমে তাহা বলি
শুন হৈয়া সাবধান ॥

। ১৩ । বৈশারদী সাতিবিশ্বকুব্ধিধুনৌতি মায়াং গুণসংগ্রহতাং ।

গুণাংশ্চ সংদহ যদাভ্যাসমেতং স্বয়ং শাস্ত্যত্মসমিক্ষায়াঃ ॥

বিশারদ গুরু হৈতে শুদ্ধ বুদ্ধি হয় । সেই বুদ্ধি পুনরপি মায়াতে নাশয় ॥
যেই মায়া গুণ হৈতে বিশ্ব উপজিতাহে বদ্ধ হৈয়া জীব সংসারে ভ্রমিল ॥
জানায়ি নে পব মায়া গুণের নাশয় । কাষ্ঠ হীন বহি সগ নিবর্তিয়া রয় ॥

। ১৪ । অথৈবাং কর্মকর্তৃণাং ভোক্তৃণাং সূখদুঃখয়োঃ ।

নানাত্তমথ নিত্যত্বং লোককালগম্যাত্মনাং ॥

মন্যসে সর্বভাবানাং সংস্থা হ্যোৎপত্তিকী যথা ।

তত্তদাকৃতিভেদেন জায়তে ভিদ্যতে চ ধীঃ ॥

অতঃপর বুঝহ উদ্ধব মম কাছে । জৈমিনীরুশিষ্যদের মত যাহা আছে ॥
জীব তেঁহ কর্ম করে জীব নানা মত । সূখ দুঃখ ভোক্তা সেই হয় শাস্ত্র মত ॥
বৃত্তান্ত তাহার তুমি শুনহ নিশ্চয় । সেই সব শিষ্যদের মত যাহা হয় ॥
জীব তারে কহি অহং বুদ্ধি করে যেই । প্রতি শরীরেতে ভিন্ন ভিন্ন হয় সেই ॥
জীব কর্তা জীব ভোক্তা এইত সেই হয় । তদন্তর শুন তারা যেই রূপ কয় ॥
জীবরূপ নির্ধিকার একই আকার । এইরূপ পরমাত্মা তাহা নাহি আর ॥
বৈরাগ্য সম্ভবে নাই শুনহ কারণ । কত মত কহে তারা কে করে বারণ ॥
ভোগের সময় আর কর্মের শাসন । ভোগ কর্তা আত্মা কভু অনিত্য না হন ॥
ভোগের সময় যদি সর্বদা হইল । কি প্রকার ভোগ ত্যাগ জীবের ঘটিল ॥
কর্মের শাসন যদি সর্বদা সম্ভবে । জীবের কর্মের ত্যাগ কি প্রকারে হবে ॥
ভোগ কর্তা আত্মা যদি সর্বদাই রয় । কি প্রকারে ভোগ ত্যাগ জীবের ঘটিল ॥
অতএব বৈরাগ্য না ঘটে কদাচিৎ । এই হেতু অবৈরাগ্য সে মতে নিশ্চিৎ ॥
নদীর প্রবাহ যথা সর্বদা আছে । জায়া পুত্র গৃহ আদি সেই রূপ রয় ॥
প্রবাহ রূপেতে যদি সর্বদা রহিল । কি প্রকারে ইথে তবে বৈরাগ্য ঘটিল ॥
এই রূপে ব্রহ্মাণ্ড সে নিত্য যদি হয় । ঈশ্বর জনক তার কভু নাহি রয় ॥
অনিত্য হইলে তারে জন্মাইতে হয় । নিত্য বস্তু কদাচিৎ নাহিক জন্ময় ॥
প্রবাহ রূপেতে যদি সকল জগৎ । নিত্য আছে তাহাদের এই হৈল মত ॥
এই হেতু জগতের কর্তা কেহ নয় । ঈশ্বর জগৎ কর্তা ইহা না ঘটয় ॥
ত্রিজগৎ মায়া নয় ইহাও না কয় । মায়া নয় হৈলে বস্তু সর্বদা না রয় ॥

আত্মার স্বরূপ নিত্য এক জ্ঞান নাঞী । তাহার বৃত্তান্ত শুন কহি তব ঠাঞী ॥
ঘটজ্ঞান যায় আর পটজ্ঞান হয় । কত জ্ঞান হয় যায় কে করে নিশ্চয় ॥
নিত্য আর এক রূপ জ্ঞান কই হয় । জ্ঞানের বিনাশ আর জ্ঞান যে জন্মায় ॥
এই সব দুই মতে কেবল বিরোধ । বেদের সিদ্ধান্ত নয় বাক্যে অমুরোধ ॥
এই সব কুসিদ্ধান্ত দূরেতে ত্যজিয়া । মম মত স্থির কর বৈরাগ্য করিয়া ॥

। ১৫ । এবমপ্যত্র সৰ্ব্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ ।

কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবাজ্ঞানাদয়োহসকৃৎ ॥

আর এক বলি আমি শুনহ উদ্ধব । সম্বৎসর আদি যত কাল অবয়ব ॥
কাল হৈতে এ দেহীর দেহ যোগ হয় । দেহ যোগে জন্ম মৃত্যু সতত লভয় ॥

। ১৬ । তত্রাপি কৰ্ম্মণাং কর্তু রন্বাতজ্যক লক্ষ্যতে ।

ভোক্তৃশ্চ দুঃখসুখয়োঃ কোহুখর্থোবিবশং ভজেৎ ॥

তাহাতে কর্ম্মের কর্তা স্বতন্ত্র না হয় । বিবশেতে শুভাশুভ কর্ম্মাদি করয় ॥
কর্ম্মফল অবশেষে আপনি ভুঞ্জয় । ইহাতে অন্তথা কতু নাহি মহাশয় ॥
এই জীব যদি নিজ বশেতে থাকিত । তবে নাকি শুভাশুভ কর্ম্ম আচরিত ॥
পরাদীন এই জীব জানিবে নিশ্চয় । এই হেতু ভোগ আদি স্থির নাহি হয় ॥

। ১৭ । ন দেহিনাং সুখং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে বিদুষামপি ।

অথ চ দুঃখং মৃত্যুনাং বৃথাহঙ্করণং পরং ॥

পণ্ডিত হইলে দেহে সুখ না লভয় । মৃত্যুরাহ একান্তেতে দুঃখ না ভজয় ॥
সুখী দুঃখী বলি করে বৃথা অহঙ্কার । কর্ম্ম বশে সুখ দুঃখ ভুঞ্জে আপনার ॥

— ১৮ । যদি প্রাপ্তিং বিচাভক জানন্তি সুখদুঃখয়োঃ ।

তেন্যেকা ন বিদুর্যোগং মৃত্যুর্ন অভবেদখা ॥

যদ্যপি জানিত জীব সুখের উপায় । অথবা সমস্ত দুঃখ যে রূপেতে পায় ॥
তবে কি সে সুখ লাগি কর্ম্ম না করিতা সুখ হেতু কর্ম্ম করি সুখেতে থাকিত ॥
অতএব না জানে জীব সুখের উপায় । কর্ম্ম করয়ে সুখ দুঃখ ভুঞ্জিয়া বেড়ায় ॥
যদ্যপি জানয়ে কিছু করিতে উপায় । তথাপি যথার্থ রূপে মন না জুয়ায় ॥
সে উপায় জীব নাহি জানে কদাচিত্বে যোগে সাক্ষাৎ মৃত্যু নহে উপস্থিত ॥

। ১৯ । কিং স্বর্থঃ সুখমত্যন্তং কামোবা মৃত্যুরন্তিকে ।

আঘাতং নীমমানস্য বধ্যস্যেব ন তুষ্টিদঃ ॥

মৃত্যু যার নিকটেতে সর্বদা আছয় । কোন কর্মে তাহার নাহিক সুখ হয় ॥
বধ করিবার তরে যারে লয়্যা যায় । কোন কর্মেতে নাকি সেই সুখ পায় ॥

। ২০ । ঋতক দৃষ্টবদুষ্টিং স্পর্শাসুয়াত্যব্যয়ৈঃ ।

বহুস্তরায়কামত্বাং কৃষিবচ্চাপি নিশ্ফলং ॥

এ লোকে জীবের সুখ কদাচিৎ নাই । স্বর্গেতে জীবের সুখ দেখিতে না পাই ॥
কর্ম করয়ে এই জীব স্বর্গলোকে যায় । সেখানেহ নানা ক্লেশ অবিরত পায় ॥
দেখিয়া পরের সুখ সহিতে না পারে । সে সুখ পাইতে নানা হিংসা
করি মরে ॥ পরের গুণেতে আনি দোষ আরোপয় । পরস্পর তাহাতে
কলহ উপজয় ॥ সেথাও সঞ্চিত দ্রব্য যদি নাশ যায় । কিয়া তাহা ব্যয়
হৈলে চিন্তা করে তায় ॥ অতএব স্বর্গেও জীব সুখী কভু নয় । সর্বদা
জীবের দুঃখ জানিহ নিশ্চয় ॥ নানা বিয়ে নষ্ট হয় কামাদি সকল । কৃষি
যেন নানা বিয়ে হয়ত নিশ্ফল ॥

। ২১ । অন্তরাইয়রবিহতোযদি ধর্মঃ অনুষ্ঠিতঃ ।

ভেনাপি নিজিতিং স্থানং যথা গচ্ছতি তক্ষুণ ॥

সাবধানে অবিষ্মেতে যদি কর্ম করি । সে ধর্ম্মেতে বৈসে গিয়া অমর নগরে ॥
সেই স্থান পুনর্বার যে রূপেতে যায় । শুনহ উদ্ধব তাহা বলিব তোমায় ॥

। ২২ । ইষ্টৌহ দেবতায়ৈজ্ঞঃ সর্লোকং যাতি যাজিকঃ ।

ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান দিব্যান নিজার্জিতান ॥

যাজিক করেন যজ্ঞ বেদ বিধি মতে । ইন্দ্রাদি দেবের পূজা করেন বৈজ্ঞেতে ॥
সে পুণ্য হইতে তাঁরা স্বর্গ লোকে যান । দিব্য ভোগ করে তথা দেবের
সমান ॥

। ২৩ । স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে ।

পক্ষৈর্কবিহরন্মথ্যে দেবীনাং হৃদ্যবেশধুক ॥

দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার সুবৈশিত কায় । যে বেশ দেখিলে দেব নারী মোহ পায় ॥
গন্ধর্ব্ব গায়ন করে অঙ্গুরা নাচয় । বিমানে বসিয়া স্বর্গে সুখে বিহরয় ॥

। ২৪ । স্বীভিঃ কামগযানেন কিঙ্কণীজালমালিনা ।

ক্রীড়ম বেদাক্ষপাতং সুরাক্রীড়েষু নিবৃত্তঃ ॥

কিঙ্কণী জালেতে শোভে কামগ বিমান । তাহাতে করেন গতি সেই
পুণ্যবান ॥ দেব নারী সনে করে সতত বিহার । নন্দনাদি বনে ভুঞ্জে পুণ্য
আপনার ॥ প্রেমে মত্ত হয়ে সুখে নিত্য ভোগ করে । কদাচিৎ আত্ম
পাত নাহি জ্ঞান করে ॥

। ২৫ । তাবৎ সমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে ।

ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ক্যগনিচ্ছন কালচালিতঃ ॥

তাবৎ সুখেতে থাকে অমর নগরে । যাবৎ আপন পুণ্য সমাপ্তি না করে ॥
যেই ক্ষণে আপনার পুণ্য ক্ষয় হয় ॥ সেই ক্ষণে স্বর্গ হৈতে আপনি পড়য় ॥
পতনে তাহার কভু ইচ্ছা নাই হয় । কাল বেগে অধোগতি অবশ্য ঘটয় ॥

। ২৬ । যদ্যধর্মরতঃ সঙ্গাদনতাং বা জিতেশ্রিয়ঃ ।

কামাক্ষা কুপণোল্লুপ্তঃ স্ত্রৈশ্চৈত্বেতবিহিংসকঃ ॥

শুনহ উদ্ধব এই প্রবৃ্ত্তি যে পথ । বিচারিয়া বুঝ ইহা হয় দুই মত ॥
বিধি অনুসারে কাণ্ড্য কর্ম যে করয় । তোমারে তাহার গতি বলিষু নিশ্চয় ॥
বিধি ভাজি অবিধিতে কর্ম যেই করে । তার গতি যাহা হয় বলিব তোমারে ॥
অধর্মেতে রত যদি হয়ত পুমান । অসৎ সঙ্কেতে পড়ে নষ্ট হয় জ্ঞান ॥
জানহীন ইন্দ্রিয়কে জিনিতে না পারে কামাক্ষা হইয়া পাপকর্ম সমাচরে ॥
কুপণ আকুল হয় ভোগের তৃষ্ণায় । পরস্ত্রী লম্পট হয় লাজ নাহি তায় ॥
সবাকারি হিংসা করৈ কামেতে ব্যাকুল । অধর্ম ভোগের লাগি হয়ত বাতুল ॥

। ২৭ । পশুনবিধিনানভ্য প্রেতভূতগণান যজ্ঞন ।

নরকানবশোজস্কর্গস্তা যাতুলুনং তমঃ ॥

বিধি ভাজি নানা পশু বলিদান দিয়া । প্রেত ভূতগণ যজ্ঞে ভোগের লাগিয়া ॥
নানা সুখভোগ করে হয়ে খনবান । মনে করে আশা সম কেবা আছে জানি ॥
কাল বশে মৃত্যু তারে ধরয়ে যথনি । সকল ভাজিয়া যান কেবল আপনি ॥
ঘোর অন্ধকারে নানা নরক ভুঞ্জয় । স্থাবর জনম পরে কালে সে লভয় ॥

। ২৮ । কর্ম্মণি দুঃখোদর্ক্যগি কুর্সন দেহেন তৈঃ পুমান ।

দেহমাত্তজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্যধর্মিণঃ ॥

নানা কর্ম্ম করয়ে প্রাণী শেষে দুঃখ পায় । সে কর্ম্ম সহিত পুনঃ অত্ম

দেহে যায় ॥ অন্য দেহে গমনেতে কিবা সুখ হয় । যেই হেতু সে জনের মরণ আছয় ॥ পুনরপি নানা কর্ম অবশে করয় । প্রবৃ্ত্তি মার্গেতে পড়ে নিষ্পত্তি না হয় ॥

। ২৯ । লোকানাং লোকপালানাং মন্ত্রয়ং কম্পজীবিনাং ।

ব্রহ্মণোপি ভয়ং মতোষিপরাক্ষপরাদুযঃ ॥

লোকেরা কেবল দুঃখি নহেত উদ্ধব । সতত ভঞ্জন দুঃখ লোকপাল সব ॥ কল্লাস্তু অবধি যারা ধরয়ে জীবন । আমা হৈতে ভয় তারা পায় অমুক্ণ ॥ দ্বিপরাঙ্ক পরমাযু যেইত ব্রহ্মার । আমা হৈতে তাঁর ভয় কি জিজ্ঞাসো আর ॥

। ৩০ । গুণাঃ হৃজস্তি কর্ম্মণি গুণোহনুহৃজতে গুণান ।

জীবন্ত গুণসংযুক্তোভুক্তে কর্ম্মফলীন্যসৌ ॥

আত্মা আত্মা সর্বভূতে থাকি নির্বিকার । কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ইথে নাহিক আমার ॥ যে রূপেতে কর্ম্ম হয় শুনহ উদ্ধব । বিবরিয়া তব অগ্রে বলি আমি সব ॥ ইন্দ্রিয়েরা এই দেহে কর্ম্ম যে করয় । সত্ত্ব আদি গুণ তা সবারে প্রবর্ত্তয় ॥ ইন্দ্রিয় সংযুক্ত আশি যে ক্ষণে হইলা । জীব বলি অভিমান তখনি রহিলা ॥ উপাধি বশেতে জীব কর্ম্ম ভোক্তা হন । নতুবা কদাপি আত্মা ফল ভোক্তা নন ॥ যেই হেতু এই দেহে অহং বুদ্ধি করে । অতএব সে আত্মা ইন্দ্রিয় যোগ ধরে ॥

। ৩১ । যাবৎ স্যাদ্ভাগবৎসম্যং তাবদান্যাত্মাননঃ ।

নানাত্মমানোনোযাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি ॥

যাবদস্যাংসতন্ত্র্যং তাবদীধরতোভয়ং ॥

অহঙ্কার কার্য্য জীবে যাবৎ থাকয় । তাবৎ নানাত্ম তার নাহিক হুঁচয় ॥ নানাত্ম জীবের সেহ যত কাল রয় । তত দিন পরাধীন অবশ্যই হয় ॥ যত কাল পরাধীন সে জীব রহিবে । ঈশ্বরের ভয় তার কভু নাহি যাবে ॥

। ৩২ । যএতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহুস্তি শুচার্চিতাঃ ।

প্রবৃ্ত্তি মার্গেরে ভাল যে মুঢ়েরা বলে । গুণ বশে ভোগকর্ম্ম করয়ে বিফলে ॥ নানা ক্লেশ নানা শোক সর্বদাই পায় । সংসার চক্রেতে পড়ে সতত বেড়ায় ॥

। ৩৩ । কালআত্মাগমোলোকঃ স্বভাবোধর্মএব বা ।

ইতি মাং বহুধা প্রাহুর্গণব্যতিকরে সতি ।

গুণক্ষোভ হৈতে হৈল এইত সংসারাতাহে আমি হইয়াছি বিবিধ আকার ॥
কাল রূপে নিত্য আমি গুণ ক্ষোভ করি । জীবরূপ হয়্যা আমি সর্বত্র বিহরি ॥
কর্মকাণ্ড সূত্র আমি আগম রূপেতে । কর্মফল ভোগ স্থান আমি
সংসারেতে ॥ দেব আদি পরিণাম হেতু এ জগতে । আমি ধর্মরূপ হই
প্রবৃ্ত্তি মার্গেতে ॥ এই রূপে নানা রূপ আমরাে বলয় । আমি বিনা
সংসারেতে আর কে আছয় ॥ অতএব প্রবৃ্ত্তি মার্গ হইতে নিশ্চয় ।
নিবৃ্ত্তি উত্তম যাতে আমরাে লভয় ॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ ৩৪ । গুণেন্ন বর্তমানোপি দেহজ্ঞেঘনপার্বতঃ ।

গুটনর্ন বধ্যতে দেহী বধ্যতে বা কথং বিভো ॥

উদ্ধব বলেন শুন প্রভু ভগবান । আমার সংশয় খণ্ডাইবে দিয়া জ্ঞান ॥
দেখ এই দেহে আছে ইন্দ্রিয় সকল । ইথে আত্মা জীবরূপে করেছেন স্থল ॥
কোন গুণে বদ্ধ হন কোন গুণে নন । এইত সংশয় গম করিবে খণ্ডন ॥

। ৩৫ । কথং বর্ত্তেত বিহরেৎ টেকর্ষা জ্ঞায়েত লক্ষণৈঃ ।

কিং ভুঞ্জীতোত বিব্রজেচ্ছ্রীতাসীত য়াতি বা ॥

কি রূপে থাকেন সেই জীব তো বন্ধনে । কি রূপেতে সংসারেতে করেন
ভ্রমণে ॥ কোন লক্ষণেতে তাঁরে জানি মহাশয় । কোন রূপে ফিরে সেই
কি রূপে ভুঞ্জয় ॥ কিবা ত্যজি কি রূপেতে করেন শয়ন । কি রূপেতে
বৈসে তেঁহ কি রূপ গমন ॥

। ৩৬ । এতদহৃত্য মে ব্রাহ্মি প্রগ্রং প্রম্বিদাশ্বর ।

— — —

নিত্যবন্ধোনিত্যমুক্তো একএবেতি মে ব্রহ্মঃ ॥

ইতি ত্রিমাগবতে একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ববসংবাদে দশমোহধ্যায়ঃ ।

এই প্রশ্ন আমরাে বলিবে মহাশয় । একই সে বন্ধ মুক্তি কি রূপে ঘটয় ॥
এক আত্মা তেঁহ কেন নিত্য বদ্ধ হন । নিত্য মুক্তি হন তেঁহ কিসের কারণ ॥
এই সব বিষয়েতে গম ভ্রম হয় । উত্তম কহিতে জান ঘুচাও সংশয় ॥
একাদশ স্কন্ধে এই দশম অধ্যায় । সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায় ॥

একাদশ অধ্যায়ের আভাস ।

একাদশে তু বন্ধানাং মুক্তানাঞ্চ লক্ষণং ।

সাধুনাক্ষ তথা ভক্তলক্ষণং হরিণেরিতং ॥

বন্ধ এবং মুক্তগণের লক্ষণ আর সাধুদিগের এবং ভক্তির লক্ষণ ইহাই একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীউদ্ধবের প্রতি কথিত হইয়াছে ।

শ্রীভগবানুবাচ । ১ । বন্ধোমুক্তইতি ব্যাখ্যা গুণভেদে ন বস্তুতঃ ।

গুণস্য মায়ামূলস্যায় মে মোক্ষো ন বন্ধনং ॥

বলেন শ্রীভগবান গুন সদাশয় । বিবরিয়া বলি বন্ধ মোক্ষের বিষয় ॥

গুণ হৈতে বন্ধ মুক্তি আমার ঘটয় । বাস্তব এ অর্থ নহে মিথ্যা এ নিশ্চয় ॥

বুঝহ গুণের মূল মায়ায় বিদিত । কিন্তু বন্ধ মোক্ষ মম নাহি কদাচিত্ ॥

২ । শোকমোহৌ স্মৃৎ দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়ায়া ।

স্বপ্নো যথা জ্ঞানঃ স্মৃতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী ॥

শোক মোহ স্মৃৎ দুঃখং দেহের জনম । কেবল জানিহ মায়া মিথ্যা সত্য ভ্রম ॥

স্বপ্নে যথা কত কিবা দেখিতে থাকয় । সংসার সেরূপ মিথ্যা বাস্তব সে নয় ॥

৩ । বিদ্যাবিদ্যে মম তনুবিদ্যুদ্বব শরীরিণাং ।

বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়ায়া মে বিনিম্বিতে ॥

গুনহ উদ্ধব আমি আপন গায়ায় । বিদ্যাবিদ্যা দুই করিয়াছি নিজ কায় ॥

সেই উভয়কে জান অনাদি করিয়া । যা হয় সে দোহা হৈতে কহি বিদিত ॥

অবিদ্যা হইতে হয় জীবের বন্ধন । বিদ্যা হৈতে এ জীবের হয়ত মোক্ষণ ॥

৪ । একস্যৈব মমাংশস্য জীনস্যৈব মহামতে ।

বন্ধোহস্যাবিদ্যায়াদেবিদ্যায়া চ তথৈতরঃ ॥

জানিহ আমার অংশ জীব বলি যারে । অবিদ্যা আমার গায়া বান্ধিয়াছে

তারে ॥ জানরূপ বিদ্যা যদি দেহে উপজয় । তবে জীব মুক্ত হইয়া

আত্ম ভাবে রয় ॥

। ৫ । অথ বন্ধস্য যুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে ।

বিরুদ্ধধর্মিশোভাত স্থিতয়োঃকথংধর্মিণি ॥

বন্ধ যুক্ত চিনিবারে জিজ্ঞাসিয়া ছিলে । বৈলক্ষণ্য বলি তার শুন কুতুহলে ॥
বন্ধ যুক্ত দোহার লক্ষণ বিপরীত । এক ধর্ম দোহাকার নহে কদাচিৎ ॥
কিন্তু এক শরীরেতে দোহার বসতি । নিয়ন্ত্র নিয়ম্য ভেদে দোহে করে স্থিতি ॥

। ৬ । সুপর্ণাবেভৌ সদৃশৌ সখ্যৌ যদৃচ্ছ্যৈভৌ কৃতনীভৌ চ বৃক্ষে ।

একন্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলাম্নমন্যানিরঘোপি বলেন ভুয়ান ॥

এক বৃক্ষে বাসা করে দুই পক্ষী বৈসে । কিন্তু সেই দুই পক্ষী বৃক্ষ না
পরশে । দোহার সমান রূপ সম দুই জন । কদাচিৎ সখ্য ভাবে বিচ্ছেদ
না হন ॥ যদৃচ্ছাতে সেই বৃক্ষে বৈসে দুই জন । দেখহ দোহার ধর্ম অতি
বিলক্ষণ ॥ এক পক্ষী সেই বৃক্ষের ফল খায় । আর পক্ষী ফলের নিকটে
নাহি যায় ॥ নিরাহার থাকে তবু বড় বলবান । ফল খেয়ে অন্য নহে
জাহার সমান ॥

। ৭ । আত্মানমন্যঞ্চ সবেদ বিদ্বানপি পিপ্পলাদোন্যুতু পিপ্পলাদঃ ।

যোবিদ্যায় যুক্ত সত্যু নিত্যবক্তোবিদ্যাময়োযঃ সত্যু নিত্যমুক্তঃ ॥

অনাহারী যেই সেই সকলে জানয় । আপনারে অন্তরে কি সকলে চিনয় ॥
ফলাহারী যিনি তিনি বড়ই অজ্ঞান । আপনারে নাহি জানে না জানেন
আন ॥ অবিদ্যায় যুক্ত যিনি তিনি বন্ধ নিত্য । বিদ্যাময় যিনি তিনি সর্বদাই
মুক্ত ॥

। ৮ । দেহহোপি ন দেহহোবিদ্বান স্বখামখোখিতঃ ।

অদেহহোপি দেহস্তঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্‌যথা ॥

জানী যেই সেই যদি এ দেহে আছয় । সত্য বলি দেহে আস্থা কভু না
করয় ॥ স্বপ্ন হৈতে উঠে যেন স্বপ্ন মিথ্যা জানে । তেন এ দেহের দেখে
মিথ্যা অভিমানে ॥ উদ্ধব অজ্ঞানী জান বড়ই কুমতি । দেহে থাকি সুখ
হুখে বন্ধ করে মতি ॥ স্বপ্নে যেন ধন পায়ে আনন্দিত হয় । ব্যাভ্রাদি
দেখিলে তাহে প্রাণে পায় ভয় ॥

। ৯ । ইঞ্জিট্যৈরিক্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ ।

গৃহমাণেষুহং কুর্য্যামবিদ্বান যদুবিক্রিয়ঃ ॥

জানীর বলিয়ে শুন আর বিলক্ষণ । জানী নিজ দেহে অহঙ্কার হীন হন ॥

ইন্দ্রিয়ের। বিষয়েরে করেছে গ্রহণ। আমি কর্তা। এযুক্তি না করে কদাচন ॥
ইন্দ্রিয় গ্রহণ নিত্য গুণেই করয়। ইহাতে আমার কিছু নাহিক বিষয় ॥

। ১০। দৈবাবধীনে শরীরেই স্থিতি স্থগতাব্যয়ন কর্মণ।

বর্তমানোবুৎকৃত কর্তৃস্মৃতি নিবধ্যতে ॥

অজ্ঞানীর বিষয় শুনহ সদাশয়। আমি কর্তা বলে অতিমানে বদ্ধ হয় ॥
এইত শরীর দেখ পূরু কর্মাধীন। নিজ কর্ম বশে ইথে বাস অমুদিন ॥
কর্তা বলি ইহাতে করয় অভিমান। তদন্তর যাহা হয় শুন সাবধান ॥
ইন্দ্রিয়ের যত কর্ম তাতে বাধা যান। বদ্ধ হয়ে থাকে তাহে হারাইয়া জ্ঞান ॥

। ১১। এবং বিরক্তঃ শয়ন আসনাটনমজ্জনে। দর্শন স্পর্শন-

দ্রাণভোজন শ্রবণাদিষু। ন তথা বধ্যতে বিদ্যাং-

স্তত্র তত্রাদয়ন স্তগান ॥

শুনহে উদ্ধব জ্ঞানি অজ্ঞানীর ভেদ। যে কথা শুনিজে তব ঘুচিবেক খেদ ॥
শয়ন আসন আর গমন মজ্জনে। দর্শনে স্পর্শনে দ্রাণে ভোজনে শ্রবণে ॥
ইহা আদি করি যাহা জগতে আছয়। ইহাতে অজ্ঞানী জন অতি বদ্ধ হয় ॥
অজ্ঞানী সমান জ্ঞানী ইথে বদ্ধ নন। শুন হে উদ্ধব তার বলিব কারণ ॥
ইন্দ্রিয়ের। সমস্ত বিষয় ভোগ করে। সাক্ষীরূপে আমি ইথে জানিয়ে অন্তরে ॥

। ১২। প্রকৃতিস্থোপ্যসংসজ্জো যথা খং সবিতানিলঃ।

কর্তা অতিমানেতে অজ্ঞানী বদ্ধ হয়। দেহে থাকি জ্ঞানী পুনঃ আসক্তি ত্যজয় ॥
ইহার দৃষ্টান্ত শুন বলি যে তোমারে। আকাশ সর্বত্র আছে স্পর্শ নাহি করে ॥
সবিতার প্রতিবিম্ব জলেতে আছয়। কিন্তু সূর্য্য সলিলেরে স্পর্শ না করয় ॥
অন্তর বাহিরে দেখ আছয়ে পবন। তারেই না করে স্পর্শ তেন জ্ঞানী জন ॥

। ১৩। বৈশারদ্যেক্ষয়া সঙ্গশিতয়া দ্বিষ্মসংশয়ঃ।

প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নানান্দ্রাধিনিবর্ততে ॥

বৈরাগ্যেতে তীক্ষ্ণ হৈল যার আত্মজ্ঞান। তাহার সংশয় রক্ষু সব কাটা যান ॥
যায়া নিদ্রা হৈতে জ্ঞানী তখনি জাগয়। দেহাদি প্রপঞ্চ হৈতে নিবর্তিয়া রয় ॥
নিদ্রা ভঞ্জে স্বপ্ন যেন মিথ্যা ভাব পায়। তেন জ্ঞানী মোহ ভাজি সুখেতে বেড়ায় ॥

। ১৪ । যস্য স্যুর্কীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণৈশ্চিরমণোমিয়াং ।

বৃত্তয়ঃ সত্ব মুক্তোইব দেহহোপি হি তদগুণৈঃ ॥

তুমি জিজ্ঞাসিলে জানী কি রূপে বেড়ায় । তার প্রভুস্তর শুন বলিব তোমায় ॥ প্রাণ মন ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি যত হয় । বুদ্ধি বৃত্তি আর যত শুন সদাশয় ॥ ইহার সংকল্প যার যুচয়ে সংসারে । মুক্ত সঙ্গ হয়ে যোগী সুখেতে বিহরে ॥ দেহে থাকে দেহ গুণে লিপ্ত নাহি হয় । পরম আনন্দে যোগী সংসারে ভ্রময় ॥

। ১৫ । যস্যাক্সা হিংস্যাতে হিংস্রৈর্জগেন কিঞ্চিদবদ্বন্দ্ব্যঃ ।

অর্জ্যতে বা কচিৎকত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ ।

কোন লক্ষণেতে জানীগণ জানা যায় । তাহার নির্ণয় শুন বলিব তোমায় ॥ দুর্জ্ঞান জনেরা যার শরীর পীড়য় । অথবা হিংস্রক জন্তু দেহেতে দংশয় ॥ অথবা কোনহ লোক আসনে বসায় । পুষ্পমালা গলে দিয়া চন্দন মাখায় ॥ এই রূপে নানাবিধ করয়ে অর্চন । তদন্তর কহি আমি শুন বিবরণ ॥ এ দুই বিষয়ে যার দুঃখ হর্ষ নাই । সেই জন মহাধীর বুঝিহ সদাই ॥ সর্বত্র বিষয়ে যেই অপেক্ষা রহিত । যথা যথা নিবৃত্ত করয়ে নিজ চিত্ত ॥ তথা তথা ব্রহ্ম নিষ্ঠ হয় সেই জন । অতএব অজ্ঞানী হৈতে জ্ঞানী বিলক্ষণ ॥

। ১৬ । ন স্তবীত ন নিন্দেত কুর্ততঃ সাক্ষসামু বা ।

বদতোঽগুণদোষাক্ষ্যং বর্জিতঃ সমদৃগ্মনিঃ ॥

যারা পূজা করে তাঁরে না করে স্তবন । যারা পীড়া দেয় তাঁরে না করে নিন্দন ॥ কেহ কেহ গুণ গায় কেহ গায় দোষ । উভয় মতেতে যার সদা পরিতোষ ॥ সেই মুনি সমদর্শী সদা ব্রহ্মময় । উদ্ধব জ্ঞানির এই দিহু পরিচয় ॥

। ১৭ । ন কুর্য্যাম বদেৎ কিঞ্চিদ্ব ধ্যায়েৎ সাক্ষসামু বা ।

আত্মারামোহনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জডবন্মনিঃ ॥

দৈহিক কর্ম্মেতে যেই সদা উদাসীন । ভাল মন্দ নাহি কয় তার চিন্তাহীন ॥ কারেহ না বলে কিছু মৌন ভাবে থাকে । আত্মারাম বলিয়া উদ্ধব জ্ঞান তাঁকে ॥ শুনহ উদ্ধব যত বলিহু লক্ষণ । এসব যানহ মোক্ষ পথের সাধন ॥ এ সব সাধন যারা সতত করয় । ব্রহ্মনিষ্ঠ তারাহ কালেতে প্রায় হয় ॥ জড়োন্নত পিশাচ সমান আচরণ । মুনি বলি কদচিত্ নাহি চিনে জন ॥

। ১৮ । শকব্রহ্মণি নিষ্কাতোন নিষ্কায়ং পরে যদি ।

শ্রমতস্য শ্রমকলোহুধেনুবিব রক্ষতঃ ।

আর বলি উদ্ধব তোমারে এক কথা । বেদার্থেতে নিপুণ যে হইল সর্বথা ॥
পরব্রক্ষে যদি সে ধ্যানাদি না করয় । শাস্ত্রের অভ্যাসে তার বৃথা শ্রম হয় ॥
চির দিন প্রস্তুত হইয়াছে যেই গাই । তাহার রক্ষণে যেন বৃথা শ্রম পাই ॥

। ১৯ । গাং দুঃখদোহামসতীক ভার্ঘ্যাং দেহং পরাধীনমসংপ্রজাঞ্চ ।

বিতং ত্রতীর্থাকৃতমঙ্গ বাচং হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী ॥

আর বলি বৃথা শ্রম যাতে যাতে হয় । মন দিয়া সাবধানে শুন সদাশয় ॥
দুঃখ ছাড়া গাভীরে যে করয়ে পালন । অসতী ভার্ঘ্যারে যেই করয়ে পোষণ ॥
পরাধীন দেহের যে করয়ে পালন । অসং সন্তানে যেই করয়ে পোষণ ॥
ধন আছে সং পাজে নাহি করে দান । আমার প্রসঙ্গ হীন বাক্য যার গান ॥
দুঃখী হৈতে বড় দুঃখী এই সব জন । জানিহ উদ্ধব তারা কভু সুখী নন ॥

। ২০ । যস্যাতং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্মস্থিত্যন্তবপ্রাণনিরোধমস্য ।

লীলাবতারেপিতজন্ম বা স্যাবক্ষ্যাং গিরং তাং বিভ্রাম ধীরঃ ॥

আমার পবিত্র কর্ম্ম যে বাক্যেতে গায় । সেই সে বিশুদ্ধ বাক্য বলিহু
ভোমায় ॥ মম যে লীলায় বিশ্ব স্থিতি আদি হয় । যাহার বর্ণনে কভু অ-
বধি না রয় ॥ লীলায় যে রাম আদি মম অবতার । জন্ম কর্ম্ম তাহাতে যে
হয়েছে আমার ॥ সেই সব কথা নিত্য বচনে রচয় । আমাহীন বাক্য
ধীর মুখে নাহি লয় ॥ যেই বাক্যে আমার না থাকে কোন কথা । বন্ধা
সেই বাক্য হয় জানিহ সর্বথা ॥

। ২১ । এবং জিজ্ঞাসয়োগোহু নানাত্ত্রমমাত্মনি ।

উপারমেত বিরজং মনোমধ্যপ্য সর্বগে ॥

এই রূপ বিচারিয়া শুনহে উদ্ধব । আত্মাতেই নানা ভ্রম ত্যাগ কর সব ॥
বিচারেতে নির্মল করিয়া নিজ মন । আমি আত্মা আমাতেই কর সমর্পণ ॥
শাস্ত্রেতে পণ্ডিত মাত্র কৃতার্থ না হয় । আমারে জানিলে প্রাণী সংসার
তরয় ॥

। ২২ । যদ্যনীশোধারয়িতুং মনোব্রহ্মণি নিশ্চলং ।

ময়ি সর্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥

মন যদি আমাতে রাখিতে নাহি পার । নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম সদাই আ

চর ॥ কর্ম কর্যে মম পদে কর সমর্পণ । তবে-সে নির্মল তাব ভজিবেক
মন ॥ মন শুদ্ধ হৈলে ভক্তি আঘাতে জন্ময় । দূঢ় ভক্তি হৈলে মতি মম
পদে রয় ॥

। ২৩ । শ্রদ্ধালুর্মহৎকথাং শৃণু ন সুভক্তাং লোকপাবনীং ।

গায়মবুশ্মরন্ কর্ম জন্ম চাভিনয়নুহঃ ॥

শ্রদ্ধালু হইয়া নিত্য মম কথা শুনে । লোকেরা পবিত্র হয় যে কথা শ্রবণে ॥
আমার চরিত্র কথা শোভন মঙ্গল । তাহার শ্রবণে ঘুচে যত অকুশল ॥
মম জন্ম কর্ম নিত্য গান যে করয় । পুনঃপুনঃ সেই সব মুখে প্রশংসয় ॥

। ২৪ । মদার্থে ধর্মকামার্থানাচরন্যদপাশ্রয়ঃ ।

লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং মযুক্তব সনাতনে ॥

মম লাগি ধর্ম অর্থ কাম আচরয় । কায় মন বাক্য করে আমার আশ্রয় ॥
তবে সে নিশ্চলা ভক্তি আঘাতে লভয় । শুনহে উদ্ধব তাহে সংসার তরয় ॥

। ২৫ । সৎসঙ্গলক্ষ্য ভক্ত্য ময়ি মাং-সউপাসিতা ।

সর্ব মে দর্শিতং সন্তিরঞ্জসা বিন্দতে পদং ॥

সৎ সঙ্গ লভে ভক্তি মম ভক্ত জন ! সেই সে আমারে চিন্তে করে আ-
রাধন ॥ আরাধন কৈলে ভক্ত মম পদ পায় । সজ্জনেরা যেই পদ সতত
ধোয়ায় ॥ ধ্যান করি সজ্জনে যে করিল নিশ্চয় । ভক্ত জন সেই পদ স্ন-
খেতে লভয় ॥

ঐউদ্ধবউবাচ । ২৬ । সাধুস্তবোত্তমঃ শ্লোকমতঃ কীদৃশিধঃ প্রভো ।

ভক্তিস্বয়ুগযুক্ত্যত কীদৃশী সন্তিরাহতা ॥

উদ্ধব বলেন শুন প্রভু ভগবান । মত অহুসারে সাধু অনেক বলান ॥
তোমার সম্মত সাধু হন কোন জন । আমারে বলহ সেই সাধুর লক্ষণ ॥
ভক্তিই দেখি যে লোকে অনেক প্রকার । কিন্তু কোন ভক্তি প্রভু সম্মত
তোমার ॥ নারদাদি যে ভক্তিকে করেন আদর । সে ভক্তি লক্ষণ যোরে
বল দামোদর ॥

। ২৭ । এতৈশ্চ পুরুষাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ জগৎপ্রভো ।

প্রণতানুরক্তায় প্রপন্নায় চ কথ্যতাং ॥

এইত রহস্য কথা তোমা বিনা আন । অপর কে জানে সবে বিষয়ে অজান ॥
ব্রহ্মা আদি দেবতার তুমি সে অধ্যক্ষ । লোকের অধর্ম তুমি দেখ যে স-

মক্ষ ॥ জগতের প্রভু তুমি কে করে মহিমা । অনন্ত মহিমা তব নাহি
হয় সীমা ॥ তোমাতে প্রণত আমি প্রপন্ন তোমার । তোমা বিনা প্রভু মম
কেবা আছে আর ॥ এই গুপ্ত কথা মোরে বল মহাশয় । আমার নিষ্কৃতি
তবে সংসারেতে হয় ॥

। ২৮ । স্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

অবতীর্ণোহসি ভগবন স্বেচ্ছোপাতপৃথংপুঃ ॥

তুমি সে পরম ব্রহ্ম আকাশ সমান । প্রকৃতির পর তুমি পরম পুমান ॥
সেচ্ছায় এমন বপু ধরেছো আপনি । অবতীর্ণ হইয়াছ রাখিতে নেদিনী ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ২৯ । হৃপানুরূতক্রোহন্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাং ।

সত্যসারোহনবদ্যাক্ষা সমঃ সৰ্ব্বাপকারকঃ ॥

হরষিতে ভগবান বলেন তখন । শুনহে তোমারে বর্গি সাধুর লক্ষণ ॥
যাহাতে থাকয়ে এই ত্রিংশৎ লক্ষণ । তিনি সে উত্তম সাধু মম মত হন ॥
দয়াবান হন সাধু সমস্ত লোকেরে । কদাচিৎ হিংসা নাহি করেন দেহিরে ॥
ক্ষমাবান হন সাধু সত্য বাক্য সার । অসুখাদি দোষ দেহে না থাকে তা-
হার ॥ সুখ দুঃখ সম ভাব করে সাধু জন । যথা শক্তি সবাকার উপকারে
মন ।

। ৩০ । কামৈরহতধীর্দান্তোহুদুঃ স্চিরিকিঞ্চনঃ ।

অনীহোমিতভুক শান্তঃ স্থিরোমচ্ছরণোহুনিঃ ॥

কদাচিৎ কামেতে ক্ষোভিত নহে চিত্ত । বাহেজ্জিয় সাবধান হন সাধু নিত্য ॥
কদাচিৎ চিন্তিতে কাটিন্য নাহি রাখে । সদাচারে শরীর পবিত্র করে
থাকে ॥ পরিগ্রহ না করেন হন অকিঞ্চন । সমস্ত ক্রীড়াতে সাধু চেষ্টা
হীন হন ॥ অঙ্গ আহারেতে সাধু হন পরিতোষ । শুদ্ধ চিত্ত ইন্দ্রিয়ার্থে
নাহি জন দোষ ॥ স্বধর্ম্মেতে সর্বদাই হন স্থির মতি । আমার আশ্রয়
বিনা নাহি অন্য গতি ॥ সর্বদা অনন্য শীল হয় সাধু জন । অন্য বিষয়েতে
ধ্যান নহে কদাচন ॥

। ৩১ । অপ্রমত্তো গভীরাক্ষা হৃতিমান্ ক্রিতমুদগুণঃ ।

অমানী মানদঃ কল্যাণৈবৈত্র্যঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥

সমস্ত ধর্ম্মেতে নিত্য হন সাবধান । বিকার রহিত হন সদা ধৈর্য্যবান ॥

কুধা তুষ্ণা শোক মোহ জরা মৃত্যু যেই । এ ছয় জিনিল যেই জান সাধু সেই ॥
মানের আকাঙ্ক্ষা নাহি থাকে কদাচিত্তে । অন্য সবাঁকার মান আদর
নিমিত্তে ॥ পরে বুঝাইতে দক্ষ সৰ্ব্বদাই হন । না করেন পরেরে বঞ্ছনা
কদাচন ॥ করুণায় বৰ্ত্তমান সৰ্ব্বদাই হন । জ্ঞান অভ্যাসেতে স্থিত সদা
সেই জন ॥

। ৩২ । আজ্ঞয়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়া দিষ্টানপি স্বকান্ ।

ধৰ্ম্মান্ সূত্যজ্য যঃ সৰ্ব্বান্ মাং ভজ্যেৎ সতু সত্তমঃ ॥

এই সব গুণ দোষ আপনি বুঝয় । মম পদে দৃঢ় ভক্তি নিশ্চয় জানয় ॥
তখন বেদোক্ত ধৰ্ম্ম সকল ত্যজিয়া । আমার চরণ ভজে একান্ত হইয়া ॥
কদাচিত্তে চিন্তা মধ্যে নাহি রাখি জম । যে ভজে আমার পদ সে সাধু উত্তম ॥
অজ্ঞান ভাবেতে কিবা নাস্তিক ভাবেতে । বেদ মত ত্যাগ করে অশুদ্ধ
চিন্তিতে ॥ সে জন আমারে নাহি পায় কদাচিত্তে । বেদ মার্গ ত্যজি হয়
লোকেতে নিন্দিত ॥

। ৩৩ । জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান যশ্চাপি যাদৃশঃ ।

ভজন্ত্যন্যভাবেন তে সে ভক্ততমামতাঃ ॥

শুনহ উদ্ধব আর তোমারে যে কই । দেশ কালে পরিচ্ছিন্ন আমি নাহি হই ॥
সবাঁকার আত্মা আমি থাকি সৰ্ব্ব দেহে । আগায় সচ্চিদানন্দ রূপ সবে কহে ॥
এ রূপ আমার যেবা জানে বা না জানে । একান্ত ভাবেতে ভজে আমার
চরণে ॥ তারাই উত্তম সাধুজন মম মত । অতএব ভজ তুমি আমারে
সতত ॥

। ৩৪ । মল্লিকমস্তকজনদর্শনস্পর্শনার্জনং । পরিচর্য্যাগ্নতিপ্রহরণকৰ্ম্মানুকীৰ্ত্তনং ॥

বলিছ তোমারে সাধু জনের লক্ষণ । ভক্তির লক্ষণ ইবে শুন দিয়া মন ॥
আমার প্রতিমা কিবা মম ভক্ত জনে । দর্শন স্পর্শন পূজা করে এক মনে ॥
পরিচর্যা করি নিত্য করয়ে স্থবন । নত্ৰ ভাবে গুণ কৰ্ম্ম করয়ে কীৰ্ত্তন ॥

। ৩৫ । মৎকথাশ্রবণে ভক্তা মদনুধ্যানমুদ্রকব ।

সৰ্ব্বলোভোপহরণং দাস্যেন্যান্যনিবেদনং ॥

মম কথা শ্রবণেতে শ্রদ্ধাবান হয় । সতত আমারে ধ্যান উদ্ধব করয় ॥
লব্ধা দ্রব্য আমারে করয়ে সমর্পণ । দাসত্ব ভাবেতে আত্মা করে নিবেদন ॥

। ৩৩ । মজ্জমরুপকথনং মম পৰ্জাবুদ্ভোদনং ।

গীতভাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভিমদ্রহোৎসবঃ ॥

মম জন্ম কর্ম কথা সতত বলয় । আমার জন্মাদি দিন প্রসংশা করয় ॥
নৃত্য গীত বাদ্য গোষ্ঠী করিয়া সতায় । আমার মন্দিরে হর্ষে উৎসব করায় ॥

। ৩৪ । মাত্রাবলিবিধানঞ্চ সৰ্ব্ববার্ষিকপৰ্জস্যু ।

বৈদিকী তাজিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণং ॥

বৎসরে যে সব পৰ্জ আছয়ে আমার । যাত্রা করে দিয়া গোরে নাগা উপহার ॥
বৈদিক তান্ত্রিক মতে মাত্র দীক্ষা করে । সতত আমার ব্রত ভক্তিভাবে ধরে ॥

। ৩৫ । মমার্চাহাপনে শ্রদ্ধা স্বভঃ সংহত্য চোদ্যমঃ ।

উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্মণি ॥

প্রদ্যযুক্ত হয়ে নিত্য আনন্দিত মন । আমার প্রতিমা ক্রীড়্য করয়ে স্থাপন ॥
আপনার শক্তি যদি উত্তম থাকয় । উদ্যান করিতে তবে উদ্যম করয় ॥
অসমর্থে ছুই চারি মিলিত হইয়া । মন্দিরাদি আমার রচয়ে ধন দিয়া ॥
পুষ্পোদ্যান করি আশ্রয় রম্যাদি রোপয় । আমার বিহার স্থান আনন্দে রচয় ॥

। ৩৬ । সংমার্জনোপলেক্ষাত্যাং সেকমণ্ডলবর্জিতৈঃ ।

গৃহস্থশ্রাবণং মচ্ছং দাসবদ্যদমায়া ॥

আমার মন্দির নিত্য করয়ে মার্জন । গোময়ের জল আদি করয়ে লেপন ॥
সলিল সেচন করি ধূলা নিবর্তয় । সর্বতো ভদ্রাদি এক মণ্ডল করয় ॥
আমার গৃহের করে নিত্য শুশ্রূষণ । দাসের সমান সেবা করে অম্লক্ষণ ॥
কপট রহিত সেবা যথা কালে করে । আর যাহা যাহা করে কহি হে
তোমারে ॥

। অমানিষ্মদভিত্তিহং কৃতম্যাপরিকীৰ্ত্তনং ।

অপি দীপাবলোকং মে নোপযুক্ত্যানিবৈদিতং ॥

যদ্যদিত্তমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ ।

তত্ত্বিবৈদয়েন্মহং তদানন্ত্যায় কংপতে ॥

যে ধর্ম করয়ে তাহা মুখে না উচ্চারণ । আপনি আচরে ধর্ম কহিতে না
পারে । আপনি আচরে ধর্ম করে, আচরণ । দর্প করি কর্ম নাহি করে
কদাচন ॥ আরতি সে করে নিত্য করে দীপাবলি । বিবিধ নৈবিদ্য দেয়

হয়ে কুতূহলি ॥ আপনি নৈবেদ্য নাহি করে অঙ্গীকারে । ভক্তগণে দিয়া
শেষ করয়ে স্বীকার ॥ আপনার প্রিয় দ্রব্য যাহা যাহা হয় । শ্রদ্ধায় সে
সব দ্রব্য আনি সমর্পয় ॥ অতিশয় অভিজ্ঞাষ যেই দ্রব্যে হয় । সেই সব
দ্রব্য আনি আনি সমর্পয় ॥ ইহাতে অত্যন্ত পুণ্য মম ভক্ত পায় । অত্যন্ত
আমার শ্রীতি জন্ময়ে তাহার ॥

। ৮১ । সূর্য্যোহগ্নিত্রাক্ষণাগাবোবৈষ্ণবঃ খং মুরুজ্জলং ।

ভুরাঽত্রী সর্ষভুতানি ভক্ত পূজাপদানি মে ॥

শুনহ উদ্ধব বলি পূজার বিধান । আমার পূজার হয় একাদশ স্থান ॥
সূর্য্য অগ্নি হয় আর ব্রাহ্মণ গোধন । বৈষ্ণব আকাশ জল আর যে পবন ॥
ভূমি আত্মা সর্ষভুত মম পূজা স্থান । আমার এ সব স্থানে সদা অধিষ্ঠান ॥

। ৮২ । সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাম্যৌ যজ্ঞেত মাং ।

আতিথ্যেন তু বিশ্রীক্রে গোবন্ধ যবসাদিনা ॥

কোন কোন স্থানে পূজা কল্পিতে হয় । শুনহ উদ্ধব তার বলি বনি নির্ণয় ॥
সূর্য্যমধ্যে আমারেহ করিবেক ধ্যান । বেদ মন্ত্র পড়ি করে সূর্য্য উপস্থান ॥
আমারে অনলে পুজে দিয়া ঘৃতাছতি । ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য দেয় করিয়া
অতিথি ॥ গাভীগণে আনি দেয় কোমল যবস । তাহাতে আমার হয়
পরম সন্তোষ ॥ এ রূপে গাভীর সেবা নানা দ্রব্যে করে । আমার তা-
হাতে বাড়ে আনন্দ অন্তরে ॥

। ৮৩ । বৈষ্ণবে বন্ধুসংকৃত্য হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া ।

নায়েৌ স্মখ্যবিয়া তেয়ে ঐন্দ্র্যস্তোমপুরঃসরৈঃ ॥

বৈষ্ণবের বন্ধু সম করয়ে সংকার । হৃদয় আকাশে ধ্যান করয়ে আমার ॥
পবনেতে ঐশ্বর্য্যরূপে আমারে ধোয়ায় । জলে নানা উপহারে পূজয়ে আমার ॥

। ৮৪ । স্বভিলে মনুহদয়ের্ভোগৈগরানমাভি ।

ক্ষেত্রজং সর্ষভুতেষু সমন্বেন যজ্ঞেত মাং ॥

নানা মন্ত্র স্মরণ করি ভূমিতে পূজয় । নানা ভোগে আত্মাতেই আপনি
ভোষয় ॥ সর্ষভুতে আমি থাকি জীব স্বরূপেতে । সকল ভূতেতে পূজে
সমান ভাবেতে ॥

। ৪৫ । যিক্যেচ্ছিত্যনু মজ্জপং শম্ভচক্রগদাযুটৈঃ ।

যুক্তং চতুর্ভুজং শাস্তং ধ্যায়ধর্মেণ সমাহিতঃ ॥

এই সব অধিষ্ঠানে আসা করে ধ্যান । শম্ভ চক্র গদা পদ্ম ধারি ভগবান ॥
আমি চতুর্ভুজ শাস্ত্র আমারে সেবিবে । শাস্ত্র ভাবে সেবিলেই সংসার
জিনিবে ॥

। ৪৬ । ইষ্টাপূর্বেন মামেবং যোষজ্ঞেভ সমাহিতঃ ।

লভতে ময়ি সঙ্কজিৎ মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ॥

সাধু সেবা করিয়া আমারে স্মরে ভবোকত চিন্তা যুচে তার দেখ দেখি তবে ॥
আমার স্মরণে উপজয় দিব্যজ্ঞান । জ্ঞান হৈলে ভক্তি হয় এ হেতু প্রমাণ ॥
জ্ঞান ভক্তি দুই পথ কহিলু তোমারে । জ্ঞান হৈতে শ্রেষ্ঠ পথ জানিবে
ভক্তিরে ॥

। ৪৭ । প্রায়েণ ভক্তিব্যোগেন সত্সম্মেন বিনোদ্যব ।

নোপায়োবিদ্যতে সম্যক প্রায়ণং হি সত্যমহং ॥

প্রায় সাধুসঙ্গ হৈতে ভক্তি যোগ হয় । যেই ভক্তি হৈতে জীব সংসার তরয় ॥
সংসার তরিতে ভক্তি উত্তম উপায় সাধু হৈতে প্রাণী সুখে ভবে তরে যায় ॥
সাধু সবা কার আমি পরম আশ্রয় । অন্তরঙ্গ সাধুসঙ্গ আমার বিষয় ॥

। ৪৮ । অথৈতৎ পরমং শুদ্ধং শৃণুতো যদুনন্দন ।

সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি যৎ মে ভূত্যঃ স্মৃৎ সখা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্বাহসংবাদে
একাদশোহধ্যায়ঃ ॥

সাম্ব্যাবোগ আদি করি যতেক সাধন । তাহে ফল ব্যভিচারি বুঝহ আপন ॥
অতএব সাধুসঙ্গ সংসার তরিতে । অতি গুপ্ত কথা শুনি বলিব তোমারে ॥
তুমি বন্ধু সখা হও ইথে নাহি আন । অল্পক্ষণ সেবা কর ভূত্যের সমান ॥
গুপ্ত কথা এই হেতু বলিব তোমারে । কৃতার্থ হইবে বন্ধনা হবে সংসারে ॥
একাদশ স্কন্ধে কৃষ্ণ উদ্বাহ সংবাদে । একাদশাধ্যায় হৈল সজ্জন প্রসাদে ।
প্রাকৃত ভাষায় বিস্মিল সনাতন । কৃষ্ণ কথা বলি নিত্য করিবে শ্রবণ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়ের আভাস ।

দ্বাদশে সাধুসঙ্গস্য মহিমা বর্ণিতঃ পুরঃ । কৰ্ম্মানুষ্ঠানতত্যাগব্যবস্থা চ ততঃ পরং ॥

দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি সাধুসঙ্গ মহিমার এবং তদনন্তর কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কৰ্ম্ম ত্যাগের ব্যবস্থার বর্ণন করিয়াছেন ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ১ । ন রোধয়তি মাং যোগেন সাখ্যং ধৰ্ম্ম এব চ ।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগেনেষ্টাপূৰ্ত্তং ন দক্ষিণা ॥

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব । সাধু সঙ্গ মহিমা বলিহু আমি সব ॥
আসনাদি করিয়া অষ্টাঙ্গ যৌগ হয় । সেওত আমারে বশ করিতে নারয় ॥
সাংখ্যরূপে করি আত্মা বিবেক যে করে । সেওত আমারে বশ করিতে
না পারে ॥ অহিংসক ধৰ্ম্ম যেই সদা আচরয় । সেওত আমারে বশ করিতে
নারয় ॥ বেদ জপ করে নানা তপ আচরয় । সন্ন্যাস করিয়া ত্যাগ করয়ে বিষয় ॥
ইষ্টা পূৰ্ত্ত করে নানা দ্রব্য দেয় দান । যথা বিধি করে সব দক্ষিণা প্রদান ॥

। ২ । ব্রতানি বজ্রশৃঙ্গাংসি তীর্থানি নিয়মাবমাঃ ।

যথাবল্লকে সত্সঙ্গঃ সৰ্ব্বসঙ্গাপহোহি মাং ॥

একাদশী আদি নানা ব্রতের প্রধান । নানাবিধ আছে যাহা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
নানাবিধ উপচারে দেবতা পূজয় । অতি গুপ্ত মন্ত্র আদি সত্তত জপয় ॥
নানা তীর্থ করে যম নিয়ম আচরে । এসব আমারে বশ করিতে না পারে ॥
সংসঙ্গ যে রূপে বশ করয়ে আমায় । অস্ত্র ধৰ্ম্মে কদাচিত আমারে না পায় ॥
সংসঙ্গ হৈতে হয় দুষ্ট সঙ্গ ক্ষয় । সংসঙ্গ মম বশীকরণ উপায় ॥

। ৩ । সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়াযাযুধা মাঃ খণ্ডাযুগাঃ ।

গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসোনাগাঃ সিদ্ধাস্চারণগুহকাঃ ।

বিদ্যাধরামনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ ক্রিয়োহিত্যজাঃ ।

রজস্তমঃ প্রকৃতমস্তম্ভিঃ স্তম্ভিন যুগে যুগে ॥

সৎসঙ্গে বহু জীব হইল উদ্ধার । সৰ্বাকার নাম বলি অগ্রেতে তোমার ॥
দৈতেয় রাক্ষস যুগ নানা পক্ষিগণ । গন্ধৰ্ব্ব অঙ্গর নাগ গুহক চারণ ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর সাধু সঙ্ঘেতে তরিল । সাধুসঙ্গ হৈতে সবে আমারে পুজিল ॥

মহুয্য মধ্যেতে বৈশ্য শূদ্র নারীগণ। অন্য কিবা উদ্ধব অন্ত্যজ যেই জন॥
রজন্তমঃ স্বভাব ইহারা নিত্য হয়। যুগে যুগে সাধু সঙ্গে ইহারা তরয় ॥

। ৪। বহুবোমতপদং প্রাপ্তাস্তুষ্টিকায়াধবাদয়ঃ।

বৃষপক্ষা বলির্বাণোময়শ্চাধ বিভীষণঃ ॥

বৃষপক্ষা বলি ধূতাসুর কায়াধব। সংসজ্জ হইতে মোরে পাইলা এ সব ॥
বাণময় বিভীষণ এ রূপ অনেক। সাধু সঙ্গে বহু জন আমা পাইলেক ॥

। ৫। স্ত্রীবোহনুমাহুঙ্কোগজোগ্রোধোবনিকপথঃ ॥

ব্যাধঃ কুজাব্রজে গোপ্যোযজ্ঞপন্থ্যস্তথাপরে ॥

বানরের প্রধান স্ত্রীবা হনুমান। গজ গোহ আদি করি আর জাম্বুবান ॥
ধর্ম ব্যাধ কুজাব্রজে যত গোপীগণ। যজ্ঞ পত্নী আদি পৈলে আমার চরণ ॥

। ৬। তেনাধীতক্রতিগণাঃ নোপাসীত মহত্তমাঃ।

অত্রতাতপ্ততপসোমৎসঙ্গান্মাযুগতাঃ ॥

ইহা সবাকার নাহি বেদ অধ্যয়ন। মহত্তম সেবা নাহি জানে কদাচন ॥
ব্রত নাহি জানে তপ কভু না জানয়। শুদ্ধ সাধুসঙ্গ বলে পাইল আমায় ॥

। ৭। কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যোগাবোনগামুগাঃ।

যেহন্যে মূঢ়ধিরোনগাঃ সিদ্ধামামীষুরঞ্জসা ॥

গোপ গোপীগণ পাইল নগ যুগগণ। জমল অর্জুন আদি মূঢ় যোনি জন ॥
কেবল ভাবেতে প্রাপ্ত আমারে হইল। অনায়াসে ভবিসন্ধু স্বেতে তরিল ॥

। ৮। যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোহুধরৈঃ।

ব্যখ্যাখ্যাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্যাদিত্ত্ববানপি ॥

যোগ সাংখ্য দান ব্রত তপোযজ্ঞ মতোব্যখ্যান সাধুন আর সন্ন্যাস প্রথিত ॥
যজ্ঞ কর্যে যাহারে না কদাচিৎ পায়। হেন জন যাহা হয় সাধুর কুপায় ॥

। ৯। রামেন সার্কং মথুরাং প্রণীতে যক্ষস্কিন। ময়নুরক্তচিত্তাঃ।

বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিযোগতীব্রাধয়োহন্যৎ দদৃশুঃ সুখায়।

শুনহ উদ্ধব তাঁর মধ্যে গোপী গণ। তাঁরা নিত্য আমার অত্যন্ত প্রিয় হন ॥
তাঁহার বৃত্তান্ত শুন বলিব তোমায়। অক্রুর রাগের সহ আনিল আমায় ॥
মথুরা আইল আমি কার্যের লাগিয়া। ব্যাকুল হইলা গোপী আমা না ॥

দেখিয়া ॥ অতি প্রেমে অহরন্তু চিন্তা সবাকার। আমার বিচ্ছেদে পীড়া
হইল অপার ॥ আমি বিনা অন্ত হৈতে সুখ না পাইলাম। কেবল আমার
ভাবে ব্যাকুল হইলাম ॥

। ১০। তাস্যঃ কপাঃ প্রোক্তমেব নীতাঃ মন্যেব বৃন্দাবনগোচরেণ ।

কর্ণার্কবতাঃ পুনরজ তাসাং হোনায়া কপেসমাবভূবুঃ ॥

বৃন্দাবনে গোপীগণ আমার সহিত। বিহার করিল। সুখে পাইয়া পিরীত ॥
গোপের সহিত আশ্রিত করি গোচারণ। তথাপি করেন অতি প্রীতি আচরণ ॥
সেই সেই রাজিগণ কর্ণার্ক সমান। আমি বিনা কণ ইবে কল্প পরিমাণ ॥

। ১১। তানাবিদন ময়্যনুষঙ্গবন্ধয়িঃ স্বমাজ্ঞানমদন্তথেনং ।

যথা সমাধৌ মুনয়োহুঙ্কিতোরে নদ্যঃ প্রবিষ্টাইব নামরূপে ॥

এবে গোপীগণ দেখ ভ্রাসক্তি করিয়া। তারা নিজ নিজ বৃত্তি আঘাতে রা-
খিয়া ॥ পতি পুত্র গৃহ আদি মনে না করিয়া। ত্যজিয়া বিষয় বৃত্তি সগা-
ধি করিয়া ॥ ইহলোকে পরলোকে মিত্র আত্মা পর। কিছু না জানিল
গোপী সমাধি তৎপর ॥ সমাধিতে যেন মুনি থাকেন যখন। না জানেন নাম
রূপ অন্ত বা কারণ ॥ সমুদ্রে প্রবিষ্ট যেন নদীগণ হয়। তেমত আমারে
চিন্তা করেছে আশ্রয় ॥

। ১২। মত্কাশিরমণং জারমন্তরূপবিদোহবলাঃ ।

ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥

সেইত অবলা গণ আমার কামেতে। আমার স্বরূপ না জানেন কদাচিত ॥
জারবুদ্ধে মম মনে সম্বন্ধ করিল। গোপীগণ ব্রহ্মরূপ আমায় লভিল ॥

। ১৩। তস্মাৎস্বমুকুবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং ।

প্রবৃত্তিক নিবৃত্তিক শোভব্যং ক্ষতমেব চ ॥

মামেকমেব শরণমাজ্ঞানং সর্ষদেহিনাং ।

যাহি সর্ষাচ্ছতাবেন ময়া স্যাৎসুকুতোভয়ঃ ॥

ভক্তের মহিমা দেখ আছে কত রূপ। কেবা সে বর্ণিতে পারে ভক্তের স্ব-
রূপ ॥ তুমি যদি বাঞ্ছা কর আমারে পাইতে। তবে অনাদর কর নিষেধ
বিধিতে ॥ তবে বিধি নিষেধেতে না কর আদর। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ রাখ
দূরতর ॥ যে কিছু শুনেছ শাস্ত্র শুনিতে আছয়। সে সকলে সমাদর ত্যজ

সদাশয় ॥ আমি সর্বভূত আত্মা দৃঢ় ভাব মনে। সর্ব ভাবে আশ্রয় করহ
এ চরণে ॥ বাহা করি সর্বদাই হইবে নির্ভয়। সুখেতে সংসার সিদু
তরিবে নিশ্চয় ॥

ঐ উদ্ধবউবাচ। ১৪। সংশয়ঃ শূণ্যতোবাচঃ তব যোগেশ্বরের্বর।

ন নির্ভৃত্তআত্মহোষেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ।

উদ্ধব বলেন শুন শুন যোগেশ্বর। তোমার বচনে হৈল সংশয় বিস্তর ॥
সাবধানে কর্ম কর পূর্বে বলেছিলে। সংপ্রতি সমস্ত কর্ম ছাড়িতে কহি-
লে ॥ এইত সংশয় মম হৃদয়েরহিল। কর্তব্যাকর্তব্য দুই বুঝিতে নারিল।
সংশয় কাননে মন ভ্রমণ করয়। সন্দেহ যুগাও মম হইয়া সদয় ॥

ঐ ভগবানুবাচ। ১৫। সএষজীবাবিবরপ্রস্থতিঃ প্রাণেন ঘোষণে গুহ্যং প্রবিষ্টঃ।

মনোময়ঃ সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং মাত্রাস্বরোবর্ণ ইতি স্থবিতঃ ॥

ভগবান কহিছেন শুনহে উদ্ধব। খণ্ডাইয়া দিব তব সংশয় এসব ॥
পরমাত্মা আপনার মায়ার বশেতে। সমস্ত ব্যাপিয়া আছে প্রপঞ্চ রূপেতে
সেই প্রপঞ্চে জীব করিয়া স্বীকার। অবিদ্যায় কর্তা ভাব হইল তাহার।
কর্তা হৈলে করে বিধি নিষেধ বিচার। নিষেধ ছাড়িয়া করে বিধি ব্যবহার।
কর্ম না করিলে চিত্ত শুদ্ধি নাহি হয়। অতএব বলেছি পূর্বে কর্মের বিষয়।
চিত্ত শুদ্ধি হৈলে যুচে কর্ম অধিকার। নিবৃত্তি মার্গেতে করে আত্মার বিচার।
বিধি আর নিষেধ জানিয়া বেদ হৈতে। আপনি ঈশ্বর হৈলা বেদ স্বরূপেতে।
বেদের উৎপত্তি শুন হৈয়া সাবধান। শব্দের স্বরূপ ব্রহ্ম হৈলা ভগবান।
মূলধার আদি করি ছয় চক্র হয়। সেই চক্র হৈতে হয় শব্দের উদয় ॥
শব্দ হতে আত্মা ইচ্ছা করেন যখন। শব্দের আশ্রয় প্রাণ তখন সে হন।
তখন তাহার খ্যাতি পরা নামে হয়। মূলধার চক্রে তেঁহ প্রবেশ করয়।
প্রথমেতে মূলধারে হয়েন উদয়। তারে মনোময় সূক্ষ্ম পশ্চাৎ কহয়।
মধ্যমাখ্য হন তিনি চক্র মণিপুরে। তদন্তর শুন ইথে ভ্রম যাবে দূরে ॥
মুখে তেঁহ মাত্রা স্বর বর্ণ উপজয়। তখন তাঁহাকে বেদে বৈখরিক কয় ॥
বৈখরি ভাবেতে প্রভু দেব নারায়ণ। বেদশাখা রূপে অতি স্থল রূপ হন ॥

। ১৬। যখানলঃ খেহনিলবজ্জুরুয় বলেন দারুণ্যভিমধ্যমানঃ।

অনুঃ প্রকাতোহবিবা সমেধতে তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী ॥

অব্যক্ত রূপেতে আত্মা শরীরে আছিল। সূক্ষ্ম মধ্যস্থল রূপে প্রকাশ

হইল। ইহার দৃষ্টান্ত বলি শুন সদাশয় । অগ্নি যেন উদ্ভূতাবে আকাশে
ধাকয় ॥ মধ্যমান কাঠেতে অধিক উদ্ভূত হয় । তদন্তর হয় বাহা শুন
সদাশয় ॥ পবন সহায় করি ক্ষুলিত রূপেতে । দেখহ অনল ভায় বাড়য়ে
ক্রমেতে ॥ ক্রমে ক্রমে স্তম্বরূপে উপজে অনল । যত দিলে বাড়য়ে অগ্নি
হইয়া প্রবল ॥ তেনু এই স্তম্বরূপে মধ্যরূপ ধরি । মুখেতে প্রকাশ মম
ধরিয়া বৈধরি ॥

। ১৭। এবং গদিঃ কৰ্ম্মগতিৰ্বিসর্গোন্নায়োরনোদুকম্পৰ্ণক্ৰুতিশ্চ ।

সংকম্পবিজ্ঞানমখাভিমানঃ স্তব্রং রজঃসম্বৃতমোবিকারঃ ।

যেইরূপ বাগিজিয় ব্যাপার করয় । এইরূপ জানিহ ইন্দ্রিয় সব হয় ॥
এইরূপে দুই পদে করয়ে গমন । পায়ু উপস্থের জিয়া এইরূপে হন ॥
শ্রাণেশ্রিয় অবশ্রাণ এ রূপেতে লন । হয় রস এ রূপেতে লইছে রমন ॥
চক্ষুতে প্রকাশেরূপ এইত প্রকারে । চক্ষু তেন শীতলাদি স্পর্শ ভোগ করে ॥
শব্দ গ্রহে আনন্দিত হয়ত প্রবণ । আত্মা বিনা দশেশ্রিয় জড় ভাবে রন ॥
আত্মা যোগে মনে ইহা সংকল্প সে হয় । বুদ্ধি বৃত্তি আত্মা যোগে বিজ্ঞান করয় ॥
আত্মা যোগে অহঙ্কার করে অভিমান । সূত্রেণে করয়ে ব্যক্ত এ রূপে প্রধান ॥
সত্ত্ব রজ তমে আধিদেবাদি জন্ময় । উদ্ভব এ রূপে প্রপঞ্চের বৃত্তি হয় ॥
এ রূপে প্রপঞ্চ হইল। ঐশ্বর হইতে । ঐশ্বর হইতে ভিন্ন নহে কদাচিত ॥

। ১৮। অয়ং হি জীবন্তিবৃন্দজঘোনিরব্যক্তএকোবরসা সআদ্যঃ ।

বিস্তৃষ্টশক্তির্বহুধেব ভাতি বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যযৎ ।

এই জীব আদ্যেতে ঐশ্বর এক ছিল। কালের বশেতে পুনঃ বিভক্ত হইল।
মায়া বশে তিনি হন বহুত প্রকার । যেই হেতু তিনি গুণ আশ্রয় তাহার ॥
নাতি পঙ্কজের তিনি হইল। কারণ । একা তিনি মায়া বশে বহু রূপ হন ॥
ইহার দৃষ্টান্ত বলি শুনহে উদ্ভব । ক্ষেত্রে যেন নানা বীজ হয়ত উদ্ভব ॥

। ১৯। যস্মিন্মিহং প্রোতমশেষমোতং পটৌযথা তন্ত্ববিভানসংহঃ ।

এই বিশ্ব ওত প্রোত হয়েছে বাহাতে । পট যেন উপজয় তন্ত্ব বিভানেতে ॥

। ২০। যএবসংসারিতরুঃ পুরাণঃ কৰ্ম্মাঙ্গকঃ পুষ্পকলে প্রসুতে ।

যে অস্য বীজে শতমূলজিনালং পঞ্চকক্ষঃ পঞ্চরসপ্রহতিঃ ।

দশৈকশাখোদ্বিশ্বপর্ণনীভক্তিবল্কলোদিকলোহর্কপ্রবিকিঃ ।

এই যে সংসার তরু করি নিরূপণ । ফল ফুলে উপজেন কিন্তু পুরাতন ॥
 এ বৃক্ষের স্বভাব প্রবৃত্তিরূপ হয় । বহুবিধ হয় সেহ কে করে নির্ণয় ॥
 ভোগ অপবর্ণ ছই ইথে পুষ্প ফল । কর্মাকর্ম্যফল ইথে উপজে সকল ॥
 এ বৃক্ষের বীজ ছই পুণ্য আর পাপ । বাসনা সকল মূলে গাছের প্রতাপ ॥
 তিন গুণ কাঠরূপ এইত বৃক্ষেতে । শব্দাদি বিষয় পঞ্চ রস হয় ইথে ॥
 একাদশ ইন্দ্রিয় বৃক্ষের শাখা হয় । পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত স্কন্ধরূপে রয় ॥
 ছই পক্ষী বাসা করে আছে চিরকাল । বাত পিত্ত কফ তিন এ বৃক্ষের ছাল ॥
 সুখ দুঃখ ফল ছই বৃক্ষের আহুয় । সূর্য্যের মণ্ডল ব্যাপি এই বৃক্ষ রয় ॥

২১। অদন্তি চৈকং কলমস্য গৃধ্রাশ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ ।

হংসায় একং বক্ররূপমিষ্টৈজ্যর্ম্যাময়ং বেদ সবেদ বেদং ॥

এ বৃক্ষের ফল ভোজ্য যারা যারা হন । একাগ্র চিন্তেতে তাহা করহ গ্রহণ ॥
 কামী গৃহধর্ম্মে আছে যেই যেই জন । দুঃখ রূপ ফল তারা করয়ে ভোজন ॥
 বিবেকী সম্যাসী তারা সুখ ফল খান । পরম আনন্দে বিষু পদে পায় স্থান ॥
 এইরূপে বহু রূপ এ প্রপঞ্চ হয় । কেবল এ মায়াময় যে জন বুঝয় ॥
 সদাকুর প্রসাদে যেই বেদার্থ জানিল । মায়াময় ভব সিন্ধু সে জন তরিল ॥

২২। এবংশুরূপাসনৈয়কভক্ত্য বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ ।

বিবৃশ্য জীবশয়মপ্রমত্তঃ সংপদ্য চান্নানমথ ত্যজাক্ষং ॥

ইতি শ্রীভগবতে একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ভব সংবাদে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥

শুনহে উদ্ধব ভূমি হয়ে এক মন । ভক্তি ভাবে সদাকুর কর উপাসন ॥
 দৃঢ় ভক্তি হৈলে জ্ঞান হইবে তোমার । সেইত জ্ঞানের কর নিশিত কুঠার ॥
 জীবোপাধি বলি যারে এলিঙ্গ শরীর । সেইত কুঠারে কাট হইয়া সুস্থির ॥
 পরম আত্মারে পাবে ভূমি মহাভাগ । তারপর সকল সাধন কর ভাগ ॥
 একাদশ স্কন্ধে এই দ্বাদশ অধ্যায় । বিরচিল সনাতন প্রাকৃত ভাষায় ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আভাস ।

ত্রয়োদশে তু সত্ত্বস্য স্তম্ভা বিদ্যাদয়ঃ ক্রমঃ ।

হংসেতিহাসতশ্চিত্তগুণদোষানুবৰ্ণনঃ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ হংসের ইতিহাস দ্বারা সত্ত্ব গুহ্মিতে করে বিদ্যার উদয়ের ক্রম এবং চিত্তের গুণ দোষ বর্ণন শ্রীউদ্ধবের প্রতি করিয়াছেন ।

শ্রীভগবানুবাচ । ১ । সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণবুদ্ধেমচাক্ষয়নঃ ।

সত্ত্বেনান্যতমোহন্যাং সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি ।

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব । যেইত প্রকারে হয় বিদ্যার উদ্ভব ॥
সাবধান হয়ে শুন সংশয় ঘুচিবে । অনায়াসে বিদ্যা জ্ঞান শরীরে জন্মিবে ॥
সত্ত্ব রজস্তম তিন বুদ্ধি ধর্ম হয় । নিশ্চয় জানিহ এই আত্ম ধর্ম নয় ॥
উৎপত্তি বিনাশ এই তিনের আছয় । তিন গুণ নিবর্তিলে বিদ্যার উদয় ॥
সত্ত্ব বৃত্তি হৈতে রজস্তম বৃত্তি নাশে । তবে আর অধর্ম শরীরে না প্রকাশে ॥
উপশম হৈলে সত্ত্ব আদি বৃত্তি নাশ । আর অধর্মের তার না হয় প্রকাশ ॥

। ২ । সত্ত্বাকর্মোত্তবেচ্ছাং পুংসামস্তজিলক্ষণঃ ।

সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততোধর্মঃ প্রবর্ততে ।

সাত্ত্বিক বস্তুর সেবা যেই জন করে । সত্ত্বগুণ বাড়ে তার দেহের ভিতরে ॥
সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হৈলে ধর্ম আচরয় । যে ধর্মকে লোকে মম ভক্তি রূপ কর ॥

। ৩ । ধর্মোরজস্তমোহন্যাং সত্ত্ববুদ্ধিরনুজমঃ ।

আশ্চ নশ্যতি তন্মূলোহধর্মউত্তরে হতে ।

সত্ত্বগুণ বুদ্ধি হইতে যেই ধর্ম হয় । তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ নাই জানিহ নিশ্চয় ॥
সেই ধর্ম হৈতে রজস্তম গুণ যায় । রজস্তম ঘুচিলে অধর্ম নাশ পায় ॥

। ৪ । আগমোহুপঃ প্রজ্ঞা দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ ।

ধ্যানং মনোহুধ সংস্কারোইশৈতে গুণহেতবঃ ।

যাহা হৈতে গুণত্রয় দেহেতে বাড়য় । বিবরিয়া বলি তাহা শুন সদাশয় ॥

অগ্নি সলিল প্রজা দেশ কাল ধর্ম । জন্ম ধ্যান মন্ত্র আর সংস্কার কর্ম ॥
এই দশ প্রকারেতে গুণ বৃদ্ধি হয় । ভোমার গোচরে ইহা কহিছ নিশ্চয় ॥

১০। তত্ত্ব সাঙ্গিকমেবৈবাং বদ্যম্ব্যং প্রচক্রে ।

নিমন্তি তামসং তত্ত্বজ্ঞানং তদুপেক্ষিতং ।

ইহার মধ্যেতে তারে সাঙ্গিক বলয় । বিজ্ঞ জন যে ধর্মেরে আদর করয় ॥
যে ধর্মেরে নিন্দা সাধু জনেরা করয় । তামস বলিয়া তারে জান সদাশয় ॥
সাধুগণ বার স্তুতি নিন্দা নাহি করে । রাজস বলিয়া তুমি জানহ তাহারে ॥

৩। সাঙ্গিকান্যেব সেবেত পুমান সত্ত্ববুদ্ধয়ে ।

ততোধর্মন্ততোজ্ঞানং বাবৎস্থতিরপোহনং ।

দশ বিধ যে কহিছ গুণের কারণ । তার মধ্যে সাঙ্গিকেরে করিবে সেবন ॥
নিবৃত্তি শাস্ত্রের নিত্য করহ অভ্যাস । অবৃত্তি পাষণ্ডী শাস্ত্রে না কর প্রয়াস ॥
জল মধ্যে তীর্থজল কর আচরণ । গন্ধোদক সুরাতে না দিবে কভু স্নান ॥
প্রজা মধ্যে নিবৃত্ত যে প্রজাগণ হয় । তার সনে ব্যবহার কর সদাশয় ॥
দুরাচার অবৃত্ত যে হয় প্রজাগণ ॥ তা সবার সঙ্গ না করিবে কদাচন ॥
দেশ মধ্যে একান্ত দেশেতে কর বাস । বৃথা দ্যুত স্থান ভোগেনা কর প্রয়াস ॥
কাল মধ্যে ব্রাহ্ম যে মুহূর্ত্ত কাল হয় । সে কালেই সাধুগণ সদা আদরয় ॥
প্রদোষ নিশীথ সব কালে নাহি গনি । এ কালে সকল কর্ম ত্যাগ করে
মুনি ॥ কর্ম মধ্যে নিত্য কর্ম কর মহাভাগ । কাম্য অতিচার কর্ম সদা কর
ত্যাগ ॥ দীক্ষারে বলিয়ে জন্ম গুনহ উদ্ধব । শৈব দীক্ষা করিবেক অথবা
বৈষ্ণব ॥ ক্ষুদ্র শক্তি দীক্ষা না করিবে কদাচন । অর্থাৎ বাহারে বলে যোগি-
নী সাধন ॥ তাহার সাধনে ইহ কালে মাত্র ভোগ । পরকালে হয় পুনঃ
নরকেতে যোগ ॥ ধ্যান মধ্যে বিষুধ্যান করহ সদাই । কামিনী শত্রু ধ্যানে
লাভ নাহি পাই ॥ মন্ত্র মধ্যে জপ্য ইন্দ্র কেবল প্রণব । কাম্য ক্ষুদ্র মন্ত্র সব
ত্যাগহ উদ্ধব ॥ সংস্কার বলিছ বাহা এ দশ মধ্যেতে । আত্ম শুদ্ধি সংস্কার
করহ বিধি মতে ॥ দেহ গেহ মার্জনরে শুদ্ধি না বলিয়ে । তদন্তর গুন
তুমি কহি বিবরিয়া ॥ এ সব সাঙ্গিক ধর্ম যেই আচরয় । সে জনের অবস্থা ই
সত্ত্ব বৃদ্ধি হয় ॥ সত্ত্ব বৃদ্ধি হৈলে হয় ধর্মের উদয় । ভক্তির প্রকাশ হৈলে
জ্ঞান উপজয় ॥ পরোক্ষ ভাবেতে আত্মা আহুয়ে বাবৎ । দেহের কারণ

গুণ আহুয়ে তাবৎ ॥ তাবৎ শাস্ত্রীয় ধর্ম করিবে সাধন । তবে সে দেহেতে
হন সঙ্ঘ বিবর্জন ॥ সঙ্ঘ বৃদ্ধি হইলে ধর্মের বৃদ্ধি হয় । ধর্ম বৃদ্ধি হইলে
জ্ঞান আপনি জন্ময় ॥ জ্ঞান হইলে দেহ গুণ নিবর্ত্তে আপনি । গুণ
নিবর্ত্তিলে আত্মা দেহ মধ্যে চিনি ॥

। ৭ । বেণুসংঘর্ষজোবহি দীক্ষা শাম্যতি ভবনঃ ।

এবং গুণব্যত্যয়জোদেহঃ শাম্যতি তৎক্রিয়ঃ ।

ইহার দৃষ্টান্ত গুন বলিব তোমায় । জ্ঞান হৈতে দেহ গুণ যথা নাশ পায় ॥
বনের মধ্যেতে বেণু আপনি জন্ময় । পবনের বেগে তার ঘর্ষা ঘর্ষি হয় ॥
তাহাতে জন্ময় অগ্নি তার শিখা ষাড়ে । তবে সেই বহ্নিতে সকল বন পোড়ে ॥
বন পোড়ে আপনি সে বহ্নি নিবর্ত্তয় । তাহার সমান ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥

ঐউদ্ধবউবাচ । ৮ । বিদস্তি মর্ত্যাঃ প্রায়েণ বিষয়ান পদমাপদাঃ ।

তথাপি ভুঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং যথরাজবৎ ॥

উদ্ধব বলেন প্রভু কর অবধান । সহজে শাস্ত্রীয় ধর্মে উপজন্ম জ্ঞান ॥
লোকেতে মনুষ্য গণ যতেক আহুয় । আপদের স্থান বলি জানয়ে বিষয় ॥
তথাপি সে বিষয় ভুঞ্জিতে ধাবমান । কুকুর গর্দভ আর হাগল সমান ॥
কুকুরেরা দেখ দেখ পাইয়া তৎসন । কুকুরীয়ে ধর্যে তবু করয়ে রমণ ॥
গর্দভীরা গর্দভেরে করে পদাঘাত । তথাপি না ছাড়ে গাধা গর্দভীর সাথ ॥
হাগলেরে ধর্যে লয় কাটিবার তরে । তথাপি ভূগাদিপেলে খেতে ইচ্ছা করে ॥
এই রূপ মনুষ্যেরে দেখি মহাশয় । পরাভব পাইলেও না ছাড়ে বিষয় ॥
ইহার কারণ নাথ না পারি বুঝিতে । এইত সংশয় মম খণ্ডাইবে চিন্তে ॥

ঐভগবানুবাচ । ৯ । অহমিত্যন্যথা বুদ্ধিঃ প্রমত্তস্য যথা হৃদি ।

উৎসর্পতি রজোঘোরং ততোবৈকারিকং মনঃ ॥

ভগবান বলেন গুনহ সদাশয় । মিথ্যা অহং বুদ্ধি-দেহে অজ্ঞানী করয় ॥
অহং বুদ্ধি হৈতে এই বৈকারিক মনে । দ্বংসরূপ রজো গুণ করয়ে মিলনে ॥

। ১০ । রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পাঃ সবিকল্পকঃ ।

ততঃ কামোগ্রাধ্যানান্যং দুঃসহং স্যাদ্ভি দুর্মতেঃ ॥

রজোযুক্ত মন নানা সঙ্কল্প করয় । তার পরে দেহে আসি কাম উপজয় ॥
কাম হৈতে করে লীনা বিষয়েতে জ্ঞান । যুবতীর রূপ দেখি হয়ত অজ্ঞান ॥

। ১১। করোতি কামবশঃ কৰ্মাণ্যবিক্রিতেজিঃ ।

দুঃখামৰ্কাপি সংশ্যাহুঃকোবেগবিনোদিতঃ ।

কাম বশে পড়ে জীব ইঞ্জিয় না জিনে। মানা কর্ম করে নিত্য বাহা উঠে মনে ॥
সেই কর্ম হইতে পশ্চাৎ দুঃখ পায় । রজোত্তে তারে তবু মোহিত করায় ॥

। ১২। রজস্তমোভ্যাং যদপি বিঘ্নান্ বিক্ষিপ্তধীঃ পুনঃ ।

অতস্ত্রিতোমনোযুক্তশ্চ দোষদৃষ্টম্ সজ্ঞতে ।

জ্ঞানি সবাকার মন বশেতে থাকয় । রজ স্তম তারে যদি বিক্ষিপ্ত করয় ॥
জ্ঞানীগণ তাহে পুনঃ হয় সাবধান । দোষ দৃষ্টি করি তাহে মন না বাড়ান ॥

। ১৩। অশ্রমতোহনুযুক্তীত মনোমধ্যপর্য়হটনঃ ।

অনির্কিয়োগাথাকালং জিত্বাসৌজ্যতাসনঃ ।

অশ্রমস্ত হয়ে মন রাখেন আশ্রমেতে । ত্রিকাল করেন শ্রাণায়াম বিধি মতে ॥
আসন জিনিয়া দেহে ত্যজিয়া অলস অল্লে অল্লে আশ্রমেতে করেন মন নশ ॥

। ১৪। এতাবান যোগআদিতৌমহিষ্ট্যৈঃ সনকাদিভিঃ ।

সৰ্বতোমনআকৃষ্য মধ্যাক্রাবেশ্যতে যথা ।

পূর্বেতে আগার শিষ্য সনকাদি ঋষি। মনোবিষয়ের ছেদ জিজ্ঞাসিল। আসি ॥
এই যোগ তা সবারে কহিলাম আমি । সাবধান হইয়া উদ্ধব শুন তুমি ॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ । ১৫। যদা স্বং সনকাদিত্যোযেন রূপেণ কেশব ।

যোগমাদিষ্টবানেতজগমিচ্ছামি বেদিতুং ।

উদ্ধব বলেন শ্রুত কর অবধান । সনক আদিরে তুমি দিয়াছিলে জ্ঞান ॥
যে স্থানেতে যে রূপেতে যোগ আদেশিলে । সে রূপ জানিতে ইচ্ছা করি
কুতূহলে ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ১৬। পুত্রাহিরণ্যগর্ভস্য মানসাঃ সনকাদয়ঃ ।

পত্রাঙ্কুঃ পিতরং সূক্ষ্মাং যোগসৈয়কান্তিকীং গতিং ॥

ভগবান বলিছেন শুনহ উদ্ধব । ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি সব ॥
পিতার মিকটে গেলা সনকাদি ঋষি । যোগের দুজ্যে শেষ জিজ্ঞাসিলাবসি ॥
সনক সনাতন সনৎকুমার । সনক জিজ্ঞাসা টেকল যোগের বিস্তার ॥

শ্রীযোগিনীউচুঃ । ১৭। গুণেষাবিশিষ্টে চেতোগুণাশ্চেতসি চ।

কথমন্যোন্যসংত্যাগোমুদ্রাকোরতিতিতীর্থেঃ ॥

নিবেদন করি শুন পিতা মহাশয় । জিজ্ঞাসিতে আইলাম চিত্তের সংশয় ॥
অহঙ্কণ বিষয়ে এবিষ্ট হয় মন । যন যে বিষয় নাহি ছাড়ে কদাচন ॥
পরম্পর বিচ্ছেদ কি রূপে প্রভু হয় । যে রূপেতে মুখুন্ডা সংসার ভরয় ॥

। ১৮ । এবং পৃষ্ঠোমহাদেবঃ স্বয়মুভূতভাবনঃ ।

ধ্যায়মানঃ প্রমথীকং নাত্যগদ্যত কর্মধীঃ ।

এ রূপেতে পুত্রগণ জিজ্ঞাসিল যদি । প্রমথবীজ বোধ দিতে না পারিল। বিধি ॥
কর্মেতে আসক্ত ব্রহ্মা বুঝিতে নারিল। তাহাদের সম্মুখেতে প্রমাদে
পড়িল। ॥ মহাদেব স্বয়মু ভূতের জন্মদাতা । বিচার করয়ে তবু নাহি
বুঝে খাতা ॥

। ১৯ । সমামচিত্তয়দেবঃ প্রমথারতিভীর্য় ।

তস্যাহং হংসরূপেণ সকাশমগমং তদা ॥

দৃষ্টী মাং তউপব্রজ্য কৃৎস্না পাদাভিবন্দনং ॥

ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃৎস্না পপ্রচ্ছুঃ কোভবানিতি ॥

এক চিত্ত হৈয়া ধ্যান করিল। আমারে । বিধি মন বৃত্তি আমি জানিহু
অন্তরে ॥ উত্তর জিজ্ঞাস। হেতু চিন্ত। সে করয় । নিরবধি আমাতেই মন
সমর্পয় ॥ হংস রূপে আমি তথা দিল দরশন । যে সময়ে চিন্ত। যুক্ত
বিধাতার মন ॥ আমারে দেখিয়া পিতা পুত্র পাঁচ জন । সনাতন সনন্দন
আদি যারা হন ॥ সংজমে উঠিয়া সবে কৈলা নমস্কার । ব্রহ্মা সহ জিজ্ঞা-
সিল। অগ্রেতে আমার ॥ কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসিল। মুনিগণ । তা
সবারে আমি তবেই বলিহু তখন ॥

। ২০ । ইত্যহং মুনিভিঃ পৃষ্ঠস্তব্রজিজ্ঞাসুভিস্তদা ।

যদবোচমহং তেভ্যস্তব্রজব নিবোধ মে ॥

বুঝিলাম মুনিগণ তত্ত্ব জানিবারে । অবশ্য জিজ্ঞাস। সবে করিল আমারে ॥
তা সবারে আমি যেই বলিহু বচন । শুনহ উদ্ধব তাহ। হয়ে এক মন ॥

শ্রীহংসউবাচ । ২১ । বস্তনোষদ্যানানাত্মআত্মনঃ প্রমথদৃশঃ ।

কথং যট্টেত বোবিপ্রাবজুর্বামেকআশ্রয়ঃ ॥

হংসদেব কহিলেন যেরূপ বচন । শ্রি হংসে শুন তাহ। করি বিবরণ ॥
শুন, শুন সনকাদি বলিয়ে তোমারে । কে তুমি বলিয়া প্রশ্ন করিলে

আমারে ॥ এই প্রশ্ন করিয়াহু স্বক্যপি আত্মার । সকল ঘটেতে আত্মা
দেখ একাকার ॥ বস্তু আমি আমারকে আহুয়ে আশ্রয় । কোন রূপে
বল দেখি দিব পরিচয় ॥ তোমা সবাকার প্রশ্ন কি রূপে ঘটয় । তোমরা
বলহ প্রশ্ন কি রূপেতে হয় ॥

। ২২ । পঞ্চাঙ্গকেবু ভূতেষু সমানেষু চ বস্তুতঃ ।

কোত্তবানিতি বঃ অখোবাচারভোজনর্থকঃ ।

পঞ্চভূত শরীরেতে যদি জিজ্ঞাসহ । সকল শরীর পঞ্চ ভূতেতে দেখহ ॥
নাম রূপ যত দেখ বাক্য আরম্ভন । নিরর্থক প্রশ্ন কৈলে শুন মুনিগণ ॥

। ২৩ । মনসা বচনা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতে হৈন্যরপীজিয়েঃ ।

অহমেব নমতোহন্যদিতিবুধ্যক্ষমঙ্গসা ।

মনোবাক্য দৃষ্টেতে যে করহ গ্রহণ । অথবা ইন্দ্রিয়ৈ যত বিষয় ধারণ ॥
সকল স্বরূপ আমি শুন মুনিগণ ॥ আমা হৈতে তিন্ন কেহ নহে কদাচন ॥
সকল স্বরূপ আমি এইত সংসারে । নিশ্চয় বুঝিবে ইহা তত্ত্বের বিচারে ॥

। ২৪ । গুণেষাবিশিতে চেজোশ্চাশ্চেতসি চ প্রজাঃ ।

জীবস্য দেহউভয়ং গুণাশ্চেতোমদাজনঃ ।

শুন পুত্রগণ তোমা সবার সংশয় । বিষয় সকলে মন প্রবিষ্ট থাকয় ॥
বিষয়েরা মনেরে না ছাড়ে কদাচিৎ । অতএব গুণ মন সর্বদা ধাতিত ॥
ব্রহ্মরূপ জীবের যে শরীর দেখহ । মনোগুণ কল্লিত এ সত্য নহে কেহ ॥

। ২৫ । গুণেষু চাবিশক্তিভমতিঙ্করং গুণসেবয়া ।

গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবামরূপউভয়ং ত্যজেৎ ॥

অমুক্তগণ বিষয়েরে ধ্যান করে মন । অতএব বিষয় নাহি ত্যজে কদাচন ॥
গুণ সকলেরে মন করেছে কল্লিত । এই ছুই ত্যাগ করে যে হয় পণ্ডিত ॥
আমার স্বরূপ হয়ে ত্যজে এ উভয় । কহিলাম তাহা আমি জানিহ নিশ্চয় ॥

২৬ । জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণভোবুদ্ধিবৃত্তয়ঃ ।

তাসাং বিলক্ষণোজীবঃ সাক্ষির্দেহন বিনিশ্চিতঃ ॥

জাগরণ স্বপ্ন আর সুষুপ্তি যে হয় । এই তিন বুদ্ধি বৃত্তি গুণেতে করয় ॥
তিন অবস্থার সাক্ষী জীব তা রহিত । এই তিনে লিপ্ত মন জানিহ নিশ্চিত ॥

। ২৭ । বহি সংহতিবাক্যোহস্মানোত্তমবৃত্তিঃ ।

বহি তুর্য্যে হিতোক্তব্যাত্যাগতল্লগচেষ্টয়াং ।

জীবের সংসার বন্ধ গুণ বুদ্ধি হৈতে । এ কথা বখন বুঝে তত্ব বিচারিতে ।
তুরীয় আমাতে জীব করয়ে আশ্রয় । আশ্রয় করিয়া তেঁহ সংসার ত্যজয় ।
গুণ চিত্ত হুই ভিন্নতাব কভু নয় । সংসার ত্যজিলে পরম্পর ত্যাগ হয় ।

। ২৮ । অহঙ্কারবৃত্তং বন্ধমানোহর্থাধিগম্যয়ং ।

বিদ্যাধির্বিদ্য সংসারচিন্তাং তুর্য্যে হিতত্যাগেৎ ।

অহঙ্কার করিয়াছে জীবেরে বন্ধন । এই হেতু নিরানন্দে থাকে অল্পকণ ।
অনর্থের হেতু এই সংসার বন্ধন । অর্থ সে তুরেতে রহে দুঃখ রূপ হন ।
ইহাই বুঝিয়া তুর্য্যে অবস্থিতি করো তবে ভোগ চিন্তা ছাড়ি বন্ধ হৈতে তরে ।

। ২৯ । যারহানাস্বধীঃ পুংসোননিবর্তেত যুক্তিভিঃ ।

জাগর্ত্যপি স্বপ্নমজঃ স্বপ্নে জাগরণং যথা ।

পুরুষের নানা আত্মবুদ্ধি যেই হয় । যুক্তিতে যাবৎ নানা বুদ্ধি না ছাড়য় ।
তাবৎ সে যত কর্ম করয়ে জাগিয়া । কিন্তু সে আত্মে নিত্য নিজায় পড়িয়া ।
স্বপ্নে যেন জাগরণ প্রায় কর্ম করে । তেম সে জাগিয়া স্বপ্ন সমান আচরে ।

। ৩০ । অসম্বাদানোহন্যোবাং ভাবানাং তৎকৃত্য ভিদ্ ।

গত্যোহেতবশ্চান্য যুবা স্বপ্নদৃশৌষধা ।

যত দেখে দেহ আদি বস্তু যে আত্ম । তাহে পুনঃ বর্ণাশ্রমভেদ নানা হয় ।
নানাবিধ কর্ম করে এইত শরীরে । সে কর্ম করিলে স্বর্গ ফল ভোগ করে ।
এ সব জানিহ স্বপ্ন দেখিবার প্রায় । আত্মা বিনা সব মিথ্যা বলিহু তোমায় ।
বেদের বিষয় সব অবিদ্যা ঘটিত । ইহা বুঝি কর্ম তবে ত্যজয়ে পণ্ডিত ।

। ৩১ । যোজাগরে বহিরমুকুণ্ডধর্ম্মিণোহধীন ।

ভুক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎ সদৃকান্ ।

স্বপ্নে স্তুপুণ্ডউপসংহরতে সএকঃ ।

স্বত্যাঘয়া ত্রিগুণবৃত্তিহৃগিজিয়েশঃ ।

পুনহে ডক্কব এই যুক্তি অল্পসারে । আত্মারে কহিব গুন এইত শরীরে ।
জাগরণ অবস্থা যে শরীরেতে হয় । ইঞ্জিয়ে বিষয় যেই ইহাতে ভুঞ্জয় ।
বান্যে যুবা জরাবস্থা কণে কণে হয় । যেই তিন অবস্থায় বিষয় ভুঞ্জয় ।

নিজাবস্থা এই দেহে হয়ত যখন । দৃষ্ট বিষয়ের তুল্য ভুঞ্জয় সে জন ॥
সুযুক্তি অবস্থা হৈতে যাবৎ বিষয় । আপনা আপনি যেই সকল হয়য় ॥
এই তিন অবস্থা দেখিয়ে যেই জন । সেই এক সত্য ইথে আত্মারূপ হন ॥
ইন্দ্রিয় ঈশ্বর তেঁহ স্বপ্নাদি শ্রয়য় । এই হেতু সেই এক সত্যই নিশ্চয় ॥

। ৩২ । এবং বিশ্বশ্য গুণভোমনসম্যবস্থামায়য়া ময়ি হৃদাইতিনিশ্চিন্তার্থাঃ ।

সংহিত্য হার্দমনুমানসদুক্তিতীক্সজ্ঞানাসিনা ভজত মাখিলসংশয়াধিং ॥

এইরূপে পরামর্শ কর সদাশয় । এ তিন অবস্থা মনে গুণ হৈতে হয় ॥
আনাতে আমার মায়া করেছে কল্পনা । একথা নিশ্চয় কর্যে হও শান্ত মনাঃ ॥
অহুগানে বেদ বাক্যে যে জ্ঞান জন্মিবে । তাঁহারে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ অবশ্য
করিবে ॥ এই রূপ জ্ঞানময় খড়্গেতে করিয়া । বন্ধ হেতু অহঙ্কারে ফেল
কাটিয়া ॥ আত্মা রূপে হৃদয়েতে আছি যে ভোঁমার । এক ভাবে সেবা
কর চরণ আমার ॥

। ৩৩ । ক্রীক্রেত বিভ্রমমিদং মনসোবিলাসং দৃষ্টং বিনষ্টমভিলোলমলাতচক্রং ।

বিজ্ঞানমেকমুরুধেব বিভাতি মায়াস্বপ্নক্লিধা গুণবিসর্গকৃতৌবিকম্পং ॥

অহুগানে ভোমারে বলিব সদাশয় । যাহা হৈতে ঘুচিবেক মনের সংশয় ॥
এইত জগৎ দেখ মনে উপজয় । কেবল বিভ্রম এই সদা দৃশ্য হয় ॥
স্বপ্ন সম চঞ্চল এ সদাই নশ্বর । অলাত চক্রের সম ফিরে নিরন্তর ॥
এক আমি সত্য ইথে বিজ্ঞান রূপেতো অনেক বিকল্প দেখ আগা প্রকাশিতে ॥
নানাবিধ যত দেখ জগতে আছয় । এ সকল ত্রিগুণের বিকারেতে হয় ॥
মায়া হৈতে এইরূপ সকল জন্ময় । ইহা বোধ হৈলে চিত্তে ঘুচিবে সংশয় ॥

। ৩৪ । দৃষ্টং ততঃ প্রতিনিবর্ত্য নিবৃত্তভৃক্ষস্তৃক্ষীং ভবেদ্রিক্সুখাশুভবোনিরীহঃ ।

সংদৃশ্যতে কচ যদীদমবস্তুরুক্ত্য ত্যক্তং জমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ ॥

অতএব যত দৃশ্য পদার্থনা দেখে । দৃষ্টি হৈলে নয়নেরে ফিরাইয়া রেখে ॥
কায় গম বচনের ব্যাপার ত্যজহ । নিজ্ঞানন্দে সুখ হয়ে মৌনভাবে রে ॥
সদাচিত্ত বিষয় দর্শন যদি হয় । বস্তুরুদ্ধি তাহাতে ত্যজহ সদাশয় ॥
সেইত বিষয় ভ্রম করাইতে নারে । দেহ পাত অবধি সে ঘটে সংস্কারে ॥

। ৩৫ । দেহক্ সখরনবহিত্ত্বখিত্বা সিক্তানি পশ্যতি যতোহুধ্যগমং স্বরূপং ।

দৈবান্দপেতব্রহ্ম দৈববশাদুপেতং বাসোবধা পরিবৃত্তং মদিরাবদ্যাক্ ।

যাহার দেহেতে হৈল আত্ম পরিচয় । সিদ্ধ বলে সে যোগিরে জানিহ নিশ্চয় ॥ দেহের বিনাশ ইহ অবশ্য ঘটয় । আসন হইতে দেহ দৈবেতে উঠয় ॥ অথবা আসনে যদি পুনঃ স্থির হয় । এই সব সেই-সিদ্ধ কিছু না দেখয় ॥ উঠে কিবা টেবেসে না দেখয় সিদ্ধ জন । পরম আনন্দ রূপে মগ্ন থাকে মন ॥ দৈব যোগে যদি দেহ বাহিরে চলয় । দৈব বশে পুনরপি সেখানেতে রয় ॥ এই সব না বুঝেন সিদ্ধ যিনি হন । মদিরা বদ্যাক্ যেন না বুঝে বসন ॥

। ৩৬ । দেহোপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্য বাবৎ স্বরক্তকং প্রতি সমীকৃতংব সাত্মঃ ।

তৎ সঙ্গপঞ্চমধিষ্ঠানসমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুনর্ভক্ততে প্রতিবুদ্ধবত্ত্ব ।

যাবৎ প্রারব্ধ কর্ম্য জীবের আত্ময় । প্রাণের সহিত দেখ ভাবৎ ঘটয় ॥ কর্ম্য ক্ষয়ে যোগী পুনঃ দেহ নাহি পায় । স্বপ্ন প্রাপ্ত জন্ম যেন না পায় কোথায় ॥

। ৩৭ । মটেষতদুক্তং বোবিপ্রাশুজ্জং যৎ সাংখ্যযোগযোগঃ ।

জানীতমাগতং যজ্ঞং যুদ্ধকর্ম্মবিবক্ষয়া ।

শুন শুন অহে সনকাদি বিপ্রগণ । কহিলাম সাংখ্য যোগ রহস্য লক্ষণ ॥ বিষ্ণু আমি আইলাম হংস রূপ হৈয়া । তোমা সবাঁকারে ধর্ম্ম বুঝাব বলিয়া ।

। ৩৮ । অহং যোগস্য সাংখ্যস্য সত্যসত্যস্য তেজস্য ।

পরায়ণং বিজ্ঞেষ্ঠাঃ প্রিয়ঃ কীর্ত্তেদমস্য চ ।

যোগ সাংখ্য শ্রুত সত্য প্রভাব যে আর । দম শম কীর্ত্তি তথা সম্পদ অ-
পার ॥ ইহাদের হই আমি পরম আশ্রয় । দ্বিজ শ্রেষ্ঠ আপনারা জানিহ নিশ্চয় ॥

। ৩৯ । মাং ভক্তভ্যগুণাঃ সর্কে নিগুণং নিরূপেককং ।

সুহৃদং প্রিয়ভাস্তানং সীম্যাসবাদয়োগুণাঃ ।

ভ্রাম্য সে নিগুণ আত্মা অপেক্ষা বিহীন । আমি সবাঁকার বঁকু প্রিয় অহু-
দিন ॥ অসজ্জাদি গুণ যত আমাতে আত্ময় । সাম্য তাবে সর্ব রূপে ক-

রেহি নির্ণয় ॥ নির্গুণ জনেরা সবে আঁখারে ভজয় । ভজিয়া আমার পদ
করয়ে আশ্রয় ॥

। ৪০ । ইতি মে শ্রীমদশ্বেতাস্বতন্ত্রঃ সনকাদয়ঃ ।

সত্যজিহ্বা পরম ভক্ত্য যুগত সংস্বেতৈঃ ।

এ কথা কহিলু যদি মুনি সবারায়ে । সন্দেহ মুচিল তার। পূজিল আঁখারে ॥
পরম ভক্তিতে বহু করিল স্তবন । আনন্দিত হৈল সেই ব্রজা তপোধন ॥

। ৪১ । তৈরহং পূজিতঃ সম্যক সংস্কৃতঃ পরমর্ষিতঃ ।

অভ্যেয়ায় স্বকং ধাম গম্যতঃ পরমোদিতঃ ।

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীমন্তগবতুংকর সংবাদে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।
তাহারা আঁখারে সবে করিল পূজন । সম্যক রূপেতে মম করিলা স্তবন ॥
সে স্থানে আঁখারে ব্রজা দেখিতে দেখিতে । অন্তর্ধান হৈয়া চলিলা গ
স্থাননেতে । একাদশ স্কন্ধেতে অধ্যায় ত্রয়োদশ । সনাতন বিরচিল সঙ্গীত
সরস ॥

চতুর্দশ অধ্যায়ের আভাস ।

চতুর্দশে পরং শ্রেয়োভক্তিরেব ন চেতনং ।

ইত্যেতদ্বর্ণ্যতে ধ্যানযোগশ্চ সহ সাধনৈঃ ।

ভক্তি ইহাই পরম শ্রেয়ো অম্ব পরম শ্রেয়ো নয় এই ইহাকে এবং বহু
সাধনের সহিত ধ্যান যোগকে চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণন করিতেছেন ।

ঐতদ্বব উবাচ । ১ । বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহুনি ব্রহ্মবাদিনঃ ।

তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা ।

উক্ত ব বলেন শুন প্রভু ভগবান । ব্রজা আদি দেব কন শ্রেয় মানাখ্যান ॥
ব্রজা আদি গণেশাও শাস্ত্র মত বাক্যে । দেখিতেছি সে সাধন করেন সকলে ॥
বিকল্পপ্রাধান কিবা এক মুখ্য তায় । সন্দেহ তাজিয়া কৃষ্ণ বুঝাবে আঁখায় ॥

২। ভবতোমা হতঃ স্মিন ভক্তিযোগো ননোগোক্তঃ ।

নিরস্য সৰ্বভঃ সঙ্গং যেন ত্বয়্যাবিশেষ্মনঃ ।

ভক্তি যোগ আপনি করেছ নিরুপণ । সৰ্ব সঙ্গ ভ্যক্তি তাহা করে তত্ত্বগণ ॥
যে ভক্তি হইতে মন তোমাতে প্রবেশে । যুট্টাও সন্দেহ মম প্রভু সবিশেষে ॥
যে ভক্তি হইতে জীব তোমারে লভয় । যুট্টাইয়া দিবে প্রভু এইত সংশয় ॥

ঐতগবানুবাচ । ৩। কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীরং বেদসংজিতা ।

ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্য্যং মদ্যাকরঃ ।

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব । যুট্টাইয়া দিব আমি সন্দেহ এসব ॥
বেদ সংজ্ঞা বাণী মম মহা প্রলয়েতে । বিনষ্টা হইয়াছিল কালের বশেতে ॥
সৃষ্টি কালে আমি বেদ দিলাম ব্রহ্মারে । সেই বেদ হৈতে ধর্ম বিধাতা
প্রচারে ॥ বেদ উক্ত ধর্ম বিধি দিল চালাইয়া । আম'র চরণে সদা মন
সমর্পিয়া ॥

৪। তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্বজায়সাম ।

ততোত্থাদয়োহি গৃহন সপ্তব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ।

তেভ্যঃ পিতৃত্যক্তং পুত্রাদেবদানবজ্ঞহৃকাঃ ।

মনুয্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ ।

তাঁর পুত্র মনু বেদ পাইল বিধি হৈতে । বেদ ধর্ম মনু চালাইল পৃথিবীতে ॥
মনু হৈতে ভৃগু আদি সপ্ত ঋষি পাইলা । রুচি অনুসারে তাঁরা ধর্ম
চালাইলা ॥ সপ্ত ঋষি হৈতে বেদ পুত্রগণ লৈলা । তাহাদের পুত্রেরাও
ক্রমেতে গৃহীলা ॥ দেবতা দানব আর গৃহক সকল । গমুয্য গন্ধর্ব সিদ্ধ-
চার বিদ্যাধর ॥

৫। কিং দেবাঃ কিমরানাগরাক্ষঃ কিং পুরুষাদনয়ঃ ।

বক্ষ্যন্তে যাং অকৃতয়ো রজঃসঙ্কমোভুবাঃ ।

কিং দেব কিমরানাগ রাক্ষস অপ্সরা । কিং পুরুষ আদি যত আত্ময়ে বাহার ॥
তা সবার স্বভাব দেখহ মহাশয় । রজঃ সঙ্ক ভম হৈতে এক রীতি নয় ॥

৬। যাতিভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পত্যন্তথা ।

যথা প্রকৃতি সর্বেষাং চিজাবাচঃ প্রবর্তি হি ।

ভিন্ন ভিন্ন মতি হয় স্বভাব হইতে । বেদ ব্যাখ্যা করে সবে আপনার মতে ॥
এইরূপ ব্যাখ্যা করে শুন সদাশয় । যা প্রবণে প্রাণিগণে মতি ভেদ হয় ॥

। ১। এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্বিদ্যাস্তে মতয়োদৃশ্যঃ।

গারম্পর্ষ্যেণ কেবলিকং পাবতমতয়োহুপরে।

যাহার প্রকৃতি তার সেই অমুসারে। ভিন্ন মতি সে সকলে বেদ কর্ম করে॥
অধ্যয়ন শূন্য বার। যতেক আহুয়। কুল পরম্পরা। ক্রমে ধর্ম আচরয় ॥
কেহ কেহ অধর্ম পাবও মতি হয়। বেদ উপদেশ তারা কদাচ না লয় ॥

। ৮। মন্যায়ামোহিতমিহঃ পুরুষাঃ পুরুষবত।

শ্রেয়োবদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম যথাকৃতিঃ।

জন মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি যোগ্য কহিবার। অতএব কহি আমি করিয়ে বিস্তার ॥
আগার মায়ার চেষ্ঠা বুঝিতে না পারে। নানাবিধ কর্ম করে কৃচি অমুসারে ॥
যেই রূপ কর্ম আর কৃচি যথা হয়। সেই রূপে বহুবিধ মজল সে কয় ॥

। ৯। ধর্মমেকৈ বশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং যুজ়ং।

অন্যে বদন্তি স্বার্থং তৈব ঐশ্বর্যং ত্যাগভোজনং।

কেচিৎকজ্জং তপোদানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্।

কেহ কেহ ধর্ম করে উত্তম বলিয়া। কেহ কেহ যশ বাঞ্ছে কর্ম আচরিয়া ॥
কেহ কেহ কাম লাগি কর্ম আচরয়। কেহ কেহ সত্য দম শমেরে বাঞ্ছয় ॥
কেহ কেহ ঐশ্বর্যেরে পুরুষার্থ বলে। ত্যাগ ভোজনের লাগি কর্ম পথে
চলে ॥ কেহ যজ্ঞ তপ বলে কেহ বলে দান। ব্রত নিয়মাদি কেহ গুন
সাবধান ॥

। ১০। আদ্যন্তবস্তএবৈবাং লোকাঃ কর্মবিনির্মিতাঃ।

দুঃখোদকান্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ স্তচর্পিতাঃ।

শুনহে উদ্ধব এই বুদ্ধি অমুসারে। ধর্ম করে সব যায় স্বর্গাদি লোকেরে ॥
নানা সুখ করে পুণ্য থাকয়ে যাবৎ। পুণ্যক্ষেত্র ভ্রষ্ট হৈয়া পড়য়ে তাবৎ ॥
উত্তর কালেলে নানাবিধ ক্লেশ পায় ॥ তমোগুণে অজ্ঞানেতে সংসারে
বেড়ায় ॥ ক্ষুদ্র আনন্দের লাগি ক্ষুদ্র কর্ম করে। পশ্চাৎ কালেতে প্রাণী
শোক পায়ের মরে ॥

। ১১। ময্যর্পিভাক্ষমঃ সত্যনিরপেক্ষস্য সর্বতঃ।

ঈয়াক্ষনা স্বধ্বং যতঃ কৃতঃ স্যাবিষয়াক্ষমাং।

সুমনহে উদ্ধব কাঁয়া সাধুশীল হন। আমাতে নিশ্চল ভাবে সমপোন মন ॥

নিরপেক্ষ হৈয়া তাঁরা সকলে বেড়ান। আমা হৈতে সেই সুখ ভক্তগণ
পান ॥ বিষয়ি গণেরা নাকি সে সুখ লভয়। বৃথা কার্য্যে সংসারেতে
পড়িয়া জময় ॥

। ১২। অকিঞ্চনস্য দাস্তস্য শাস্তস্য সমচেতসঃ ।

ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সৰ্ব্বাঃ সুখময়াদিশঃ ।

মম তক্ত অকিঞ্চন সদা দয়াবান। শাস্ত তাবে শম চিন্তে সৰ্বদা বেড়ান ॥
আমারে পাইয়া তারে তুষ্ট চিত্ত হন। সুখময় দশ দিক দেখেন তখন ॥

। ১৩। ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেজ্জখিক্যং ন সার্বভৌমং ন রূপাধিপত্যং ।

ন যোগসিদ্ধীরপূনর্ভবং বা ময্যর্পিভাস্মৈচ্ছতি মধিনান্যৎ ।

ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ সার্বভৌম পদ। দিলেও না লন তাঁরা এসব সম্পদ ॥
পাতালের আধিপত্য দিলেও না লন। যোগ সিদ্ধি আর মুক্তি না করে
গ্রহণ ॥ আমাতে অর্পিয়া মন থাকেন স্মৃথিতে। আমা বিনা অন্য কিছু না
বাঞ্ছেন চিন্তে ॥

। ১৪। ন তথা মে প্রিয়তম আত্মায়োনির্নশঙ্করঃ ।

ন চ শঙ্কর্যগো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ।

শুনহে উদ্ধব তুমি মম প্রিয় বড়। নিশ্চয় বলিহে আমি চিত্ত কর চূড় ॥
তোমা মম প্রিয় মম আত্মায়োনি নয়। শঙ্কর্যগে শঙ্করেতে সেই রূপ হয় ॥
হৃদয়ে কমলা নিত্য করেন আশ্রয়। তাহেও তোমার মম প্রীতি নাহি হয় ॥

। ১৫। নিরপেক্ষং যুনিং শাস্ত্রং নিবৈরং সমদর্শনং ।

অনুব্রজ্যাম্যহং নিত্যং পুরেয়েত্যজিহ্মরেণুতিঃ ।

নিরপেক্ষ যেই যুনি সদা শাস্ত্র চিত্ত। বৈরি ভাব নাহি মনে সমদর্শী নিত্য ॥
তাহার পশ্চাৎ আমি সতত জমই। তার পদরঞ্জে দেহ পবিত্র করই ॥

। ১৬। নিকিঞ্চনাময়ানুরক্তচেতসঃ শাস্ত্রামহাভোহুখিলজীববৎসলাঃ ।

কামৈরনালকথিয়োকুযন্তি তে যদৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম ।

মম তক্ত সৰ্বদাই হন নিকিঞ্চন। যেহেতু আমাতে নিত্য স্থির কৈল মন ॥
অতএব শাস্ত্র তাবে সৰ্বদা নিশ্চল। মহাস্ত তাহার সৰ্ব জীবের বৎসল ॥
কোনহ কামেতে বুদ্ধি চপল না হয়। নৈরপেক্ষ্য সুখ মম তারা সে জানয় ॥

বিষয়িতা সেই স্তম্ভ কদাপি না জানে। সংসারে জগিয়া কিরে কর্ত্তা
অভিমানেন ॥

। ১৭। বাধ্যমানোহপি মন্ত্ৰকোবিষয়ৈরজিতেশ্চিয়ঃ।

প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিবৈবের্নাতিভূয়তে ॥

কদাচিত্তমম ভক্ত ইন্দ্রিয় অবশে। বাধ্যমান হয় যদি ইন্দ্রিয়ের বশে ॥
তথাপি বিষয়ে তজ্জে বাঙ্কিতে না পারে। আমার প্রগল্ভা ভক্তি সেই
দোষ হরে ॥ আমাতে প্রগল্ভা ভক্তি তাহার আছয়। অতের বিষয়ে
সেহ অভিভূত নয় ॥

। ১৮। যথাগ্নিঃ সূসমিদ্ধার্জিঃ করোত্যেবাংসি তন্মসানং।

তথা মবিষয়া ভক্তিরুদ্ধৈবনাংসি কৃৎসনশঃ ॥

যেন সূসমিদ্ধ শিখা প্রবল অনল। তন্মসান করে দেখে ইজ্ঞন সকল ॥
তেন মম ভক্তি পাপ রাশি করে নাশ। অতের উদ্ধব তজ্জে করহ বিশ্বাস ॥

। ১৯। ন সাধয়তি মাং যোগেন সাংখ্যং ধৰ্ম্মউদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়ন্তপস্ত্যাগোবাখ্য ভক্তিমমোজিতা ॥

উদ্ধব আমারে যোগ বশ কি করয়। সাংখ্য ধর্ম্ম কভু বশ করিতে নারয় ॥
স্বাধ্যায় তপস্ত্যা ত্যাগ বশ না করয়। যেমন প্রগল্ভা ভক্তি বশেতে রাখয় ॥

। ২০। ভক্ত্যা হমেকরা গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়া চ প্রিয়ঃ সত্যং।

ভক্তিঃ পুনাতি মন্দিষ্ঠা স্বপাকানপি সন্তবাং ॥

এক শ্রদ্ধা ভক্তিতে আমারে ভক্ত পায়। আমি সবাকার আত্মা প্রিয়
সর্ব্বকায় ॥ মম ভক্তি চণ্ডালেরে পবিত্র করয়। কদাচিত্তার জাতি
দোষ নাহি রয় ॥

। ২১। ধৰ্ম্মঃ সত্যাদয়োপেতা বিক্যা বা ভগবাস্বিতা।

মন্ত্ৰক্যাগেতমাস্তানং ন চ সম্যক পুনাতি হি ॥

ধর্ম্ম করে সত্য বলে জীবে করে দয়া। বিদ্যার্জন তপ করে নাহি করে মায় ॥
মম ভক্তি হীন হইলে ধর্ম্মাদি এসব। পবিত্র না করে তারে শুনহ উদ্ধব ॥

। ২২। কথং বিনা রোমহর্ষং ঐবতা চেতসা বিনা।

বিনানন্দাশ্রকলয়া স্তম্ভেভ্যক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥

শুনহে উদ্ধব বনি ভক্তির লক্ষণ। ভক্তি বিনা দেহে নহে রোমের হর্ষণ ॥

ভক্তি বিনা চিত্ত কতু প্রবীভূত ময়। ভক্তি বিনা আনন্দাশ্র কণা না জন্ময়॥
হেন ভক্তি বিনা শুদ্ধ না হয় আশয়। ইহাতে সন্দেহ নাই জানিহ নিশ্চয়॥

। ২৩। বাগ্গদাননা জ্বতে বস্য চিত্তং ক্লান্ততীক্ষ্ণং বসতি কঠিন।

বিলম্বউদ্যমতি নৃত্যতে চ মনজিমুক্তোভুবনং পুন্যতি।

আমার ভক্তিতে যুক্ত যেই নর হয়। মুখে গদ গদ বাক্য তার বাহিরয়॥
প্রবীভূত চিত্ত হয় হাশে অস্থকণ। কদাচিত্ মম ভাবে করয়ে রোদন॥
লাজ ভাজি মম গুণ তুই হৈয়া গায়। উদ্ভক্ত হইয়া নাচে বাতুলের প্রায়॥
ভুবন পবিত্র করে হেন ভক্তগণ। জীব উদ্ধারিতে তারা করয়ে জমণ॥

। ২৪। যথায়িমা হেমমলং জহাতি দ্বাভাং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপং।

আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধুয় মনজিবোগেন ভক্তত্যাগো মাং।

যেন হেম অনলেতে পুড়িতে পুড়িতে। মল ভাজি রহে পুনঃ বিমুক্ত বর্ণেতে॥
তেন আত্মা ভক্তি যোগে ভাজি কর্ম মল। আমার স্বরূপ পায়্য থাকয়ে
নিশ্চয়॥

। ২৫। যথা তথা পশ্যি পরিশ্রুজ্যতে হ্রস্বো মৎপুণ্যগাধাশ্রবণ ভিখাটনঃ।

তথা তথা পশ্যতি বস্তু স্বক্ষরং চক্ষুর্ধৈবাজ্ঞানসংপ্রযুক্তং।

যথা যথা গম কথা করয়ে শ্রবণ। অথবা আমার নাম করয়ে গায়ন॥
যথা যথা চিত্ত তার পরিশুদ্ধ হয়। তথা তথা স্বক্ষরূপ সূখেতে দেখয়॥
যেন চক্ষু অঞ্জনতে হইলে নিম্মল। পরম রূপেতে দেখে স্বরূপ সকল॥

। ২৬। বিষয়াহু ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসম্ভতে।

মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে।

বিষয়েতে ধ্যান যেই সতত করয়। তার চিত্ত বিষয়েতে মগ্ন হয়। রয়॥
তেন অস্থকণ মোরে স্মরে যেই জন। তার চিত্ত মম পদে স্থির হয়ে রন॥

। ২৭। তন্মাদসদভিধানং যথা স্বপ্নমনোরথং।

হিত্বা ময়ি সমাধং মনোমন্তাবভাবিতং।

সদভাব বিষয় অসৎ ভাজ ধ্যান। স্বপ্ন মনোরথ যেন ভোজ্যেতে প্রমাণ॥
আমার ভাবেতে মনবিশুদ্ধ করিয়া। আমাতে রাখয় নিত্য স্থির হইয়া॥

। ২৮। জীবাং জীসন্ধিনাং সত্বংত্যক্তা দুরতআজবান।

ক্ষেমে বিবিজ্ঞাসীনশ্চিত্তয়েন্মামতপ্রিতঃ।

শুনহ উদ্ধব আর বলি যে নিশ্চিত । যুবতীর সঙ্গ বাঞ্ছা না কর কচিং ॥
 স্ত্রী সঙ্গ যাহারা করে তার সঙ্গ ত্যজ । আনাকে একান্ত তাবে অনলসে তজ ॥
 দেখ এই সব সঙ্গ দূরেতে ত্যজিয়া । স্মরণল স্থানে আশা চিন্তিবে বসিয়া ॥

। ২২ । ন ভাষাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধস্তান্যপ্রশমতঃ ।

যোষিত্বসঙ্গাক্ষৰা পুংসো যথা তৎসঙ্গিনমতঃ ॥

অন্য সঙ্গে এ জীবের ভেদ ক্লেশ নয় । আর অন্য সঙ্গে তেদ বন্ধ নাহি হয় ॥
 যুবতীর সঙ্গে যেন সে সকল হয় । যুবতী লম্পট সঙ্গে যেন তা ঘটয় ॥

ঐউদ্ধবউবাচ । ৩০ । যথা স্মারবিদ্যাক্ষ বাহুশং বাযদাশ্লকং ।

ধ্যায়েন্দ্রমুখুরেভ্যে ধ্যানং মে বন্ধুমহসি ॥

উদ্ধব বলেন শুন প্রভু ভগবান । যে রূপেতে তোমাতে মুমুকু করে ধ্যান ॥
 সেই ধ্যানগম্য রূপ বলিবে আমারে । এই নিবেদন প্রভু করিহু তোমাতে ॥
 কেমন বিশেষ তাঁর কেমন স্বরূপ । কৃপা করি কহ প্রভু ধ্যান কিবা রূপ ॥

ঐভগবানুবাচ । ৩১ । সমআসনআদীনঃ সমকারো যথাসুখং ।

হস্তাবুৎসঙ্গআধায় স্বনাসাগ্রকৃতকণাং ॥

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব । তোমাতে বলিব ধ্যান ক্রিয়া আদি সব ॥
 নিশ্চয় হইয়া বসি সমান আসনে । যথা সুখে সমকায় হবে স্থির মনে ॥
 আপনার কোলেতে রাখিবে দুই হাত । নাসিকার অগ্রেতে করিবে
 দৃষ্টিপাত ॥

। ৩২ । প্রাণস্য শোধয়েণ্মার্গং পুরতুতকরেচকৈঃ ॥

বিপর্যয়েণাপি সনৈরভ্যাসেনির্জিতৈঃ ॥

আপনার প্রাণ মার্গ করহ শোধন । পুরক কুস্তক কর পশ্চাৎ রেচন ॥
 কিম্বা রেচক পুরক কুস্তক ক্রমেতে । প্রাণের রোধহ মার্গ বিপরীত মতে ॥
 অল্পে অল্পে অভ্যাস করহ প্রাণায়াম । ইন্দ্రిয়ের বশে রাখ হইয়া নিক্রম ॥

। ৩৩ । হৃদ্যবচ্ছিন্নমোক্কারং বণ্টানামং বিশোর্গবৎ ।

প্রাণেনোদীর্ঘ্য তত্রাথ পুনঃ সংবেশয়েৎ স্বরং ॥

সগত্বে অগত্বেতেদে প্রাণায়াম হয় । তাঁর মধ্যে মধ্যস্থ শুনহ মহাশয় ॥
 মূলোদার আদি করি হৃদয় অবধি । ব্রহ্মবীজ প্রণবেরে তাব যথা বিধি ॥
 বণ্টানাদি তুল্য তিনি বিচ্ছেদ না হবে । প্রাণের সহিত উর্দ্ধে গমন করাবে ॥

মনাহত চক্রে তাঁয় ক্রমেতে লইবে । পদ্মনাল সূত্র সম অংশু জানিবে ॥
মাত্র উপরে তর্জিবিন্দু পঞ্চদশ । তাহে প্রবেশাও তাঁরে করিয়া স্ববশ ॥
প্রবেশ করায়ো তাঁরে করিবে যতন । বিন্দুর উপরি ভাগে করিবে স্থাপন ॥
অথবা শাস্ত্রের মতে তাঁরে লৈয়া যাবে । ধ্যানেতে যন্তকে তাঁয় স্থাপন
করিবে ॥

। ৩৪ । এবং প্রণবসংযুক্তং প্রাণমেব সমভ্যাসেৎ ।

দশকুস্ত্রসিবনং মাসাদক্ষীগজিতানিলঃ ।

প্রণব সংযুক্ত প্রাণে করহ অভ্যাস । দশধা ত্রিকাল কর পূর্ণ এক মাস ॥
জিত প্রাণ হবে তবে তুমি সদাশয় । ইহাতে সন্দেহ কিছু কদাচ না হয় ॥

। ৩৫ । হৃৎপুণ্ডরীকমন্তঃস্থমূর্কনালমধোমুখং ।

ধ্যাত্বোর্ধ্বমুখমুদ্রিতমউপত্রং সর্গবিকং ।

এবে শুন কহিব সে ধ্যানের বিষয় । যাহা আচরিলে যুচে সংসারের ভয় ॥
হৃদয় কমল যিনি তিনি উর্দ্ধনাল । অধোমুখ হয়ে তেঁহ থাকে সর্বকাল ॥
দেহের মধ্যোতে তিনি আছেন সতত । তাঁরে ধ্যান কর তুগি মম অভিমত ॥
বিকসিত উর্দ্ধ মুখ তাঁরে কর ধ্যান । অষ্ট পত্র কর্ণিকা মধ্যোতে শোভমান ॥

। ৩৬ । কর্ণিকার্যং ন্যশেৎ সূর্য্যসোনাগ্রীনুত্তরোত্তরং ।

বহ্নিমধ্যে স্নরেকপং মমৈতদ্যানমঙ্গলং ।

কর্ণিকার মধ্যে মধ্যোত্তর বি সোমানল । বহ্নি মধ্যে ভাবো মম রূপ স্মরণল ॥

। ৩৭ । সমং প্রশান্তং সূর্য্যং দীর্ঘচাক্রতত্ত্বজং ।

সূচাক্রমন্দ্রগ্রীবং সূর্য্যপোলং সূচিশিতং ।

অবয়ব সকল সে রূপেতে সমান । কমনীয় মুখ চারি ভুজে শোভমান ॥
প্রশান্ত সূন্দর গ্রীবা কপোল শোভন । নির্মল ঈষৎ হাস্যে শোভিছে বদন ॥

। ৩৮ । সমানকর্ণবিন্যস্তক্ষুরন্যকরকুণ্ডলং ।

হেমাধরং ঘনশ্যামং ত্রিবৎসত্রীনিকেতনং ।

শঙ্খচক্রগদাপদ্যবনমালাবিভূতিতং ।

নৃপুটৈর্বিলাসংপাদং কৌস্তভপ্রভয়া যুতং ।

সম কর্ণে শোভা করে নকর কুণ্ডল । হেমাধর ঘনশ্যাম রূপ বলমল ॥
ত্রিবৎস ত্রীনিকেতন কমল লোচন ॥ শঙ্খ চক্র গদা আদি করয়ে ভূষণ ॥
রত্ন নৃপুটেতে শোভে চাক্রপদ তল । কৌস্তভ মণির কাঙ্কি শোভে কণ্ঠস্থল ॥

। ৩৯ । দ্যুমৎকিরীটকটকটিসুত্রং সদাযুতং ।
 সর্বাঙ্গসুন্দরং হৃদয়ং প্রসাদসুস্থধৈরুৎ ॥
 স্কুমারমস্তিধ্যায়ৈৎ সর্বাঙ্গেষু মনোদধৎ ॥

কালিয়ুক্ত কিরীট গলকে শোভা পায় । যে রূপ হয়েছে শোভা कहने না
 যায় ॥ কটি সুত্র কটক অঙ্গদ শোভা করে । সর্বাঙ্গ সুন্দর তাঁর হৃদয় কুহরে ॥
 প্রসাদ শোভন সুস্থ ধৈর্য কুমার । সর্বাঙ্গ ভাবিয়া ধ্যান করই আমার ॥

। ৪০ । ইন্দ্রিগীন্দ্রিয়ার্থেভ্যামনসাক্ষ্যতন্ময়ঃ ।
 বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সৰ্বতঃ ॥

এই দশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে । মনেতে টানিয়া রাখ আপন বশেতে ॥
 বুদ্ধিরে সারথি করি সেই স্থির মন । আমাতে নিশ্চল ভাবে রাখ অক্ষর ॥
 সেই মনে আমার সর্বাঙ্গ কর ধ্যান । তদন্তর যা করিবে শুন সাবধান ॥

। ৪১ । তৎ সৰ্বব্যাপকং চিত্তমাক্ষৈক্যত্র ধারয়েৎ ।
 নান্যানি চিন্তয়েন্তু যঃ স্মৃতিতঃ ভাবয়েন্মুখং ॥

অঙ্গ ত্যজি মুখে মন কর সন্ধান । ইহাই সে কালে করা না করিবে আন ॥
 আমার বদনে চিত্ত করই ধারণ । মম হাস্য যুক্ত মুখে স্থির কর মন ॥
 পুনরপি অন্য অঙ্গ না কর চিন্তন । তদন্তরে যা করিবে করি ধারণ ॥

। ৪২ । তত্র লক্ষণদং চিত্তমাক্ষ্য ব্যাধি ধারয়েৎ ।
 তচ্চ তাক্ত্বা মদারোহোন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥

মুখে হৈতে আকাশেতে রাখ লৈয়া মন । সে সময় অন্য চিন্তা নহে
 প্রয়োজন ॥ তাহা হৈতে গানস আমাতে কর লয় । তবে ঘুচিবেক তব
 ধ্যানের বিষয় ॥

। ৪৩ । এবং সমাহিতমতির্মা মেবাগ্নান্নমানি ।
 বিচক্ষে ময়ি সৰ্বান্নান জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতং ॥

এই রূপে হও তুমি সমাহিত মতি । আপনারে দেখিবে আমাতে ইন্দ্র
 স্থিতি ॥ আমারে দেখিবে তুমি আপন আত্মাতে । জ্যোতি যেন থাকে
 যুক্ত সমান জ্যোতিতে ॥

। ১১ । ধ্যানেনৈবং স্তুতীত্রেণ যুগ্মভোযোগিনোহনঃ ।

সংযাস্যত্যাস্তনিকীর্ণং ত্রব্যজ্ঞানজিহ্বাজমঃ ।

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুচ্চবসংবাদে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

এরূপে যোগির মন ধ্যানে যদি রয় । লভয়ে নিকীর্ণ শীঘ্র ভ্রম সে যুচয় ॥
একাদশ স্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায় হৈল । প্রাকৃত ভাষায় সনাতন বিরচিতল ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ের আভাস ।

ততঃ পঞ্চদশে প্রোক্তাঃ সিক্কয়োধারণানুগাঃ ।

ত্রিবিধুপক্কাংপ্রাপ্তাবস্তুরাতিমাতাঃ ॥

তদনন্তর ত্রিবিধু পদ সংপ্রাপ্তি বিষয়ে ব্যবধানত্ব রূপে অভিমত ধারণা-
মুগত সকল সিদ্ধিকে পঞ্চদশ অধ্যায়ে কহিয়াছেন ।

শ্রীভগবানুবাচ । ১ । জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতস্থানস্য যোগিনঃ ।

ময়ি ধারয়তশ্চেতউপতীষ্ঠতি সিদ্ধয়ঃ ॥

ভগবান বলেন শুনহ সদাশয় । জিত চিত্ত যোগী বঁরা জিতেন্দ্রিয় হয় ॥
মনেরে আনাতে রাখে জিনিয়ে নিশ্বাস । আনাতে রাখিল চিত্ত করিয়া
বিশ্বাস ॥ সিদ্ধিগণ যদৃচ্ছায় যোগিরে মিলয় । তাহে লোভ না করিলে
যোগী সিদ্ধ হয় ॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ । ২ । কয়া ধারণয়া কাশিৎ কথয়া সিদ্ধিরদু্যত ।

কতিবঃ সিক্কয়োহহি যোগিনাং সিদ্ধিদোভবান ॥

উদ্ধব বলেন কিছু কৃতাজলি পুটে । কোন ধারণায় এতু কোন সিদ্ধি ঘটে ॥
যদৃশী ধারণা হয় কিবা সে প্রকার । সিদ্ধি দাতা তুমি হও যোগী সব-
কার ॥ কতক বা সিদ্ধি হয় নাম কিবা কার । তোমা বিনা এই তত্ত্ব কেবা
জামে আর ॥ সিদ্ধির প্রকার কহ দয়াময় হরি । জানিতে জিজ্ঞাসা করি
নাকরি চাতুরী ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ৩ । সিদ্ধয়োহষ্টাদশপ্রোক্তাধারণাযোগগারটগঃ ।

তাসামষ্টকৌ মৎপ্রধানাদটগব শুবহেতবঃ ॥

বলেন শ্রীভগবান শুন সদাশয় । আঠারো প্রকার সিদ্ধি শাস্ত্রেতে লিখয় ॥
ধারণাও অষ্টাদশ প্রকারই হয় । ইহাতে অন্যথা নাই জানিহ নিশ্চয় ॥
শুনহ যোগের যারা গিয়াছেন পার । তারা নিরুপিতা সিদ্ধি আঠারো
প্রকার ॥ তার মধ্যে অষ্ট সিদ্ধি যাহা স্বেহয় । এ অষ্ট সিদ্ধির আশি
প্রধান আশ্রয় ॥ আর দশ সিদ্ধি যেই ইহার ভিতরে । তাহা হৈলে সত্ত্ব
গুণ বাড়য় শরীরে ॥

। ৪ । অনিমা মহিমা মূর্তেলঘিমা প্রাপ্তিরিঞ্জিতৈঃ ।

প্রাকাম্যং ঋতদৃষ্টেযু শক্তিঃ প্রেরণমীশিতা ॥

অনিমা মহিমা আর লঘিমা এ তিন । শরীরের সিদ্ধি যোগী সাধে অহু-
দিন ॥ প্রাপ্তি নাম সিদ্ধি যেই সকল প্রাণীর । ইন্দ্রিয় দেবতা সহ ধরয়ে
শরীর ॥ প্রাকাম্য সিদ্ধির গুণ শুন সদাশয় । সেই সিদ্ধি পরলোকে কো-
গেরে দেখয় ॥ পৃথিবী বিবরে যত আছে আচ্ছাদিত । সেই যোগী সিদ্ধি
হৈতে দেখয়ে বিদিত ॥ মায়া মায়া অংশ যত ভুবনে আছয় । সবাকৈ
ঈশিতা সিদ্ধি প্রেরণ করয় ॥

। ৫ । গুণেষসকৌবশিতা মৎকামসুদবশ্যতি ।

এতামৈ সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টকৌ চৌৎপত্তিকীমতাঃ ॥

বিষয় ভোগেতে সঙ্গ ছাড়া সে বশিতা । মনোরথ পূর্ণ করে কামাবশায়িতা ॥
এই অষ্ট সিদ্ধি মম স্বাভাবিক হয় । পরম শোভন তুমি জানিবে নিশ্চয় ॥

। ৬ । অনূর্মিমত্বং দেহেহগ্নিন দূরশ্রবণদর্শনং ।

মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনং ॥

গুণ হেতু দশ সিদ্ধি শুন সদাশয় । শ্রেষ্ঠ জন বিনা ইহা কে আর বুঝয় ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দুই নাহি থাকয়ে শরীরে । অতি দূর দেখে দূর কথা কাণে ধরে ॥
মনের সমান গতি হেলায় করয় । কামরূপ হয় পর দেহে প্রবেশয় ॥

। ৭ । অঙ্কন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহজীভানুদর্শনং ।

যথাসঙ্কপে সংসিদ্ধিধাজ্ঞাপ্রতিহতাগতিঃ ॥

ইচ্ছায় মরেন আর অপ্সর সহিত । ক্রীড়া করে দেবতার দেখা পায় মিত্তি ॥
যে কিছু কামনা করে সব সিদ্ধি হয় । গতি আজ্ঞা দুই কছু প্রতিহত নয় ॥

। ৮। ত্রিকালজ্ঞত্বমবদ্যং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা ।

অমর্যকাবুরিষাদীনানং প্রতিউত্তোহপরাঙ্গয়ঃ ।

পঞ্চ যেহ ক্ষুদ্র সিদ্ধি শুন ক্রমে তাহা ত্রিকালজ্ঞ হয় যোগী সবে জানে বাহা ॥
শীত উষ্ণ দুই তারে বাধা নাহি করে । পরের চিন্তের কথা বুঝয়ে অন্তরে ॥
অগ্নি রবি জল বিষ বস্তু ন করয় । কোনহ স্থলেতে তার নাহি পরাঙ্গয় ॥

। ৯। এতান্দোদেদশতঃ প্রোক্তাযোগধারণসিদ্ধয়ঃ ।

যয়া ধারণয়া যাস্যাক্ষধাবা স্যাধিবোধ মে ।

উদ্দেশে কহিহু যোগ ধারণের সিদ্ধি । যাহা হৈতে তাহা হয় শুন হির বুজি ॥
যেইত প্রকার হয় করি বিবরণ । চঞ্চল না হও তুমি হির কর মন ॥

। ১০। ভূতস্বক্স্মানি ময়ি তন্মাত্রং ধারয়শ্চনঃ ।

মহিমানমবাপ্নোতি তন্মাত্রোপাসকোমম ।

ভূত স্বক্স্ম রূপ যেই আমার আছয় । আপন তন্মাত্র মন তাহা যে ধরয় ॥
হেন যে আমার উপাসক যোগী জন । অনিমা সে সিদ্ধি তার বশবর্তী হন ॥

। ১১। মহন্তত্বানি ময়ি যথাসংস্থং মনোদধৎ ।

মহিমানমবাপ্নোতি ভুতানাঞ্চ পৃথক পৃথক ।

মহন্তত্ব আর পঞ্চভূত স্বরূপেতে । আমাতে তন্মাত্র মন রাখে ধারণাতে ॥
মহিমান সিদ্ধি সেই উপাসক পায় । আমার চরণ সেবে বড়ই প্রকায় ॥
মহন্তত্বে পঞ্চভূতে প্রত্যেক মহিমা । তাহা সব পায় সেহ কহিলাগ সীমা ॥

। ১২। পরমাণুময়ে চিত্তং ভুতানাং ময়ি রঞ্জয়ন্ ।

কালস্বক্স্মাত্মতাং যোগী লঘিমানমবাধুয়াৎ ।

বাষাদি ভূতের যেই পরমাণু হয় । সে রূপে আমাতে মন ধারণা করয় ॥
কাল স্বক্স্মাত্মরূপ যেই ইহা হয় । লঘিমা এ সিদ্ধি যোগী অবশ্য লভয় ॥

। ১৩। ধারয়শ্চযৎ তত্ত্বং মনোবৈকারিকৈখিলং ।

সর্বপ্রিয়ানামাত্মত্বং প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি মম্বনাঃ ।

বৈকারিক অহংতত্ত্ব রূপ যে আমার ॥ সেইত আমার রূপে মন স্থির যার ॥
প্রাপ্ত সিদ্ধি সেই যোগী স্থখেতে লভয় । সকল ইন্দ্রিয়রূপ সে যোগী
ধরয় ॥

। ১৪ । মহত্যাঙ্গনি যঃ সূত্রে ধারয়েন্মহি মানসং ।

প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠ্যং মে বিন্দতেহব্যক্তজ্ঞাননঃ ।

মায়া হৈতে জন্মে অহে যেই সূত্র রূপ । তারেও জানিহ হয় আমার স্বরূপ ॥
সূত্ররূপ মহত্ত্ব আগার রূপেতে । মানস ধরয়ে যোগী ধারণা বিধিতে ॥
লভয়ে প্রাকাম্য সিদ্ধি পারমেষ্ঠ্য পদ । সূত্রেতে বিহরে যোগী হৈয়া
নিরাপদ ॥

। ১৫ । বিক্ষৌ ত্রাধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে ।

সঙ্গিশিষ্মবাপোতি ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রচোদনাং ॥

তিন মায়া গুণের যেইত অধীশ্বর । সেই প্রভু ধরেছেন কাল কলেবর ॥
সে রূপে যেইত মন করয়ে ধারণ । সে লভে সঙ্গিত্ব সিদ্ধি জীবের প্রেরণ ॥
জীবের প্রেরণ আর জীবের উপাধি । প্রেরণ লভয়ে সেই জন নিরবধি ॥

। ১৬ । নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছন্দশক্তিরে ।

মনোময়াদবধেযোগী মনুজাবশিতামিতাং ॥

তুরীয়াখ্য ভগবান যেই নারায়ণ । যেই যোগী তাহে মন করিলা ধারণ ॥
সে লভে বশিতা সিদ্ধি বিষ্ণু ধর্মে রয় । তাহার মহিমা কিছু বর্ণন না হয় ॥

। ১৭ । নিগুণে ব্রহ্মনি মহি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ ।

পরমানন্দমাপোতি যত্র কানোহিবসীহতে ॥

আমি যে নিগুণ ব্রহ্ম অমৃতবে জানে । হেন রূপে মনস্থির বরয়ে যে
ধ্যানে ॥ সে যোগী পরমানন্দ আমায় লভয় । কামাবসায়িতা সিদ্ধি
বলিহু তোমায় ॥

। ১৮ । শ্বেতদ্বীপপতো চিত্তং শুদ্ধে ধর্ম্মময়ে ময়ি ।

ধারণন্ শ্বেততাং যাতি ষড়্ধর্ম্মিরহিতো নরঃ ॥

শ্বেতদ্বীপ পতি প্রভু শুদ্ধ ধর্ম্মময় । সে রূপে বিশুদ্ধ মন যোগী যে ধরয় ॥
শুদ্ধ সত্ত্ব কলেবর সেই যোগী ধরে । ষড়্ধর্ম্ম ত্যজিয়া মুনি সূত্রেতে বিহরে ॥

। ১৯ । মধ্যাকাশাঙ্গনি প্রাণে জনসামোষমুদ্বহন ।

ভত্রোপলব্ধতানাং হংসোবাচঃ শৃণোত্যসৌ ॥

আমি যে আকাশ রূপ হইয়াছি প্রাণ । যেইত হয়েছি আমি শব্দের
আধান ॥ আমাতেই শব্দ যেহ মনেতে চিত্তয় । সকল জীবের বাক্য সেইত
শুনয় ॥ নানা বাক্য সেই জীব শুনে আকাশেতে । প্রাণী মাত্র যত বাক্য
কয় নানা মতে ॥

২০। চক্ষুঃসুষ্ঠুরি সংযোজ্য ত্তট্টারমপি চক্ষুবি ।

মাং তত্র মনসা ধ্যানন্ বিবং পশ্যতি দুরতঃ ।

চক্ষু লয়ে সবিতায় করয়ে যোজন । সবিতারে পুনঃ চক্ষে করয়ে মিলন ॥
সূর্য্য মধ্যে আগারেহ ধ্যান করে যেই । দূরদর্শী হৈয়ে বিশ্ব সূত্রে দেখে
সেই ।

২১। মনোময়ি স্ত্রসংযোজ্য দেহং তদনু বায়ুনা ।

স্কারগানুভাবেন তত্রাত্মা মত্র ইব মনঃ ।

মন দেহ পবনেরে মিলিত করিয়া । আমাতে ধারণা করে তিনেতে করিয়া ॥
সেই স্থলে যায় দেহ যথা মন যায় । এইরূপ হয় এ ধারণা মহিমায় ॥

২২। যদা মনউপাদায় যক্ষরূপং বুভুধতি ।

তত্তত্তবেননোরূপং স্কন্ধাগবলমাশ্রয়ঃ ।

যখন এ যোগী নিজ মনেরে লইয়া । যে যে রূপ হৈতে ইচ্ছা করয়ে ভাবিয়া ॥
সেই সেই রূপ যোগী ধরে অন্যায়সে । আমার যোগের বল মহিমা বিশেষে ॥

২৩। পরকারান্ বিশন্ সিদ্ধআত্মানং তত্র ভাবয়েৎ ।

পিণ্ডং হিঙ্গা বিশেৎ প্রাণেবায়ুভূতঃ স্বপ্নিবৎ ।

পর দেহে প্রবেশিতে যদি মন হয় । সেই দেহে আপনাতে যোগীঅ চিস্তয় ॥
নিজ পিণ্ড ছাড়ি প্রাণ অত্র পিণ্ডে যায় । বাহ পবনের সনে ভ্রমরের প্রায় ॥
যেন অলি পুষ্প ছাড়ি পুষ্পান্তরে ধায় । তেন যোগী এক ত্যজি অত্র
দেহে যায় ॥

২৪। পার্শ্ব্যাপীড়্য শুদং প্রাণং হৃদুরঃকণ্ঠমুখম্ ।

আরোপ্য ব্রহ্মরজেণ ব্রহ্ম নীহোৎসৃজেতনুং ।

যে রূপেতে ইচ্ছায় মরণ যোগী পায় । তাহার বলব ক্রম অবশ্য তোমায় ॥
পার্শ্বিতে আপন গুহ দৃঢ় নিপীড়য় । নিজ প্রাণ উর্দ্ধপথে ক্রমেতে তুলয় ॥
হৃদ উরু কণ্ঠ মাথে ক্রমে তুলে প্রাণ । ব্রহ্মরূপ আপনাতে দৃঢ় করে জ্ঞান ॥
ব্রহ্মরজে নিজ প্রাণ সূত্রেতে ত্যজয় । সংসারেতে গতি তার পুনশ্চনা হয় ॥

২৫। বিহরিত্যনু সুরাক্রীড়ে মৎসং সত্ত্বং বিভাবয়েৎ ।

বিমানেনোপতিষ্ঠতি সত্ত্বহৃতীঃ সুরজিয়ঃ ।

সুরালয়ে বিহরিতে যদি আশা করে । আগাতে যে আছে সত্ত্ব চিস্তয় ॥

অন্তরে ॥ বিমানেন বসিয়া তবে সুর নারীগণ। যোগীর সঙ্কেতে ক্রীড়া করে অমুক্ষণ ॥

২৬। যথা সংক্লেপেয়মুখ্য। যথা বামংপরঃ পুমান।

ময়ি সত্যে মনোযুক্তংস্তথা তৎ সমুপাশ্রুতে ॥

আনিসত্য আদাতে রাখিয়া নিজ মন। যেহিত সংকল্প করে মম ভক্ত জন॥
সংকল্পাহুসারে সেই সেই মনোরথ। অবশ্য লভয়ে যোগী সেই অবিরত ॥

২৭। যোটেব মদ্বাবিমাণমঙ্গিতুর্কশিতুঃ পুমান।

ন কুতশ্চিদিহন্যেত তস্য চাক্ষ। যথা মন ॥

আমিহ স্বতন্ত্র কভু নহি পরাধীন। সবার নিয়ন্তা সবা হইতে প্রবীন ॥
এমত আমার ভাব যেই যোগী পায়। তার অজ্ঞা কদাচিত্ খণ্ডন না যায়॥
আমার আজ্ঞার সম অজ্ঞা তার হয়। তাহাতে অস্মিতে কভু ভিন্ন ভাবনয় ॥

২৮। মদ্বজ্য। শুদ্ধবিত্তস্য যোগিনোধারণাবিদঃ ।

তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জগদুৎপত্তবৃহিতা ॥

আমার ভক্তিতে যেই শুদ্ধ সত্ত্ব হয়। ধারণ বিধানে চিত্ত সুদৃঢ় করয় ॥
তাহার ত্রিকাল জ্ঞান অবশ্য জন্ময়। জন্ম মৃত্যু আপনার সে যোগী বুঝয় ॥

২৯। অম্যাদিভিন্নং ন্যেত স্বনৈর্যোগময়ং বপুঃ ।

মক্খোগাশ্রিতচিত্তস্য যাদনাস্মনকং যথা ॥

বুঝে পরের চিত্ত যোগ অমুভাবে। হেলায় আমার পদ সেই যোগী পাবে॥
মগ যোগ আশ্রয় করিল যার চিত্ত। তার দেহ অনলাদিনাহি নাশে নিত্য॥
কদাপি যোগীর দেহ বিনিহত নয়। সলিল চরেতে যেন জল না বাধয় ॥

৩০। মবিভূতীরনুধ্যায়ন্ শ্রীবৎসন্ধিবিভূষণঃ ।

ধ্বজাতপত্রব্যজ্ঞটৈঃ সভবেদপরাভিতঃ ॥

যত যত আমার হয়েছে অবতার। শ্রীবৎসান্ধ বিভূষণ সহিত আমার ॥
ধ্বজ আতপত্র আর ব্যজন সহিত। সেই সেই রূপে যোরে ধ্যান করে নিত্য॥
সে যোগীর কোথাও নাহিক পরাজয়। আমার প্রসাদে হয় সর্বত্রোতে জয় ॥

৩১। উপাসকস্য যামেবং যোগধারণা। মনোঃ ।

সিদ্ধয়ঃ পূর্বকথিতাউপভিত্ত্যশেষতঃ ॥

মম উপাসক যোগী ধারণা বিধিতে। মনের ধারণা নিত্য করয়ে আমাতে॥

পূৰ্বেতে কথিত সিদ্ধি জতে যোগী সেই । নানাবিধ সে সিদ্ধি অশেষ
হয় যেই ॥

। ৩২ । জিতেন্দ্রিয় দাস্তস্য জিতশাস্ত্রানোমুনেঃ ।

মহারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা ॥

জিতেন্দ্রিয় দাস্ত আর জিতশাস্ত্র হয় । যেই যোগী আপনার মন করে জয় ॥
আমার ধারণ যদি সে জন করয় । কোন সিদ্ধি সুদুর্লভা তার নাহি হয় ॥

। ৩৩ । অন্তরাগ্নান্ বদন্ত্যেতান্ যুক্ততোযোগমুত্তমং ।

ময়া সংপদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ ॥

যে যোগী উত্তম নিত্য করয়ে সাধন । তারা এ সকল সিদ্ধি না করে গ্রহণ ॥
যোগ বিষয় বল্যে তারা করে হতাদর । আমারে সে মানে নিত্য করে
সমাদর ॥

। ৩৪ । জন্মৌষধিউপামৈর্জীবতীরিহ সিন্ধয়ঃ ।

যোগেনাপৈতি তাঃ সর্কানাতৈর্যোগগতিং ব্রজেৎ ॥

জন্ম মহৌষধি তপ মস্তের বলেতে । যত যত হয় সিদ্ধি সাধনে জগতে ॥
আমার ধারণ যোগ বল মহিমায় । এ সমস্ত সিদ্ধি যোগী অনায়াসে পায় ॥
অন্য আচরিলে তাহা কভু নাহি হয় । ইহা আমি কহিলাম জানিহ নিশ্চয় ॥

। ৩৫ । সর্কাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ ।

অহং যোগস্য সাংখ্যস্য ধর্মস্য ব্রহ্মবাদীনাং ॥

শুনহ যাবৎ সিদ্ধি যোগ শাস্ত্রে কয় । আমি সবাকার প্রভু জানিহ নিশ্চয় ॥
ইহাদের হেতু পতি আমি সেহ হই । আর কেবা আছে ইথে অন্য আমি বই ॥
যোগ সাংখ্য ধর্ম ব্রহ্মবাদি সবাকার । আমি হই পতি গতি গতি নাহি
আর ॥

। ৩৬ । অহমাত্তরোবাহ্যোনারূতঃ সর্কদেহিনাং ।

• যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্বাহ সংবাদে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

সবাকার আত্মা আমি অন্তর বাহিরে । কোথাও না হই বদ্ধ থাকি যে
অন্তরে ॥ চতুর্বিধ দেহে যেন ইহা ভূতগণ । অন্তর বাহিরে আছ স্বয়ং,
তেমন ॥ একাদশ স্কন্ধে পঞ্চ দশাধ্যায় হৈল । দেশ ভাষা মতে সনাতন
বিরচিত ॥

ষোড়শ অধ্যায়ের আভাস ।

ষোড়শে তু হরেরাবির্ভাবযুক্তাবিভূতয়ঃ ।

জ্ঞানবীৰ্য্যপ্রভাবাদি বিশেষণোপবৰ্য্যতে ॥

হরির আবির্ভাবযুক্ত বিভূতি সকল এবং জ্ঞান বীৰ্য্য প্রভাব আদি
ষোড়শাধ্যায়ে বিশেষ বর্ণন করিতেছেন ॥

ঐ উক্তবটবাচ । ১ । স্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাদ্যন্তমগাবুতং ।

সর্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ধবঃ ॥

উক্তব বলেন প্রভু কর অবধান । শুনিলাম যোগীরা যে রূপে সিদ্ধি পান ॥
আপনি তুমিহ ভূতে পরব্রহ্মময় । আদ্য অন্ত নাই তব জীবের আশ্রয় ॥
কোথাও আবৃত নহ মুক্ত সর্বদাই । বিশ্বের উদ্ভব আদি করহ গোসাঞি ॥

। ২ । উচ্চাবচেযু ভূতেষু দুর্জয়মকৃত্যভিঃ ।

উপাসতে স্বাং ভগবন যাতাতথোন ব্রাহ্মণাঃ ॥

উচ্চাবচ সর্বভূতে ভোমার নিলয় । পুণ্যহীন জন কভু তোমা না চিনয় ॥
বেদের তাৎপর্য্য অর্থ জানে যে ব্রাহ্মণ । তারাসে ভোমার পদ করেন সেবন ॥
তুমি প্রভু ভগবান জানহ সকল । আমরা যতেক কহি কথা সে কেবল ॥

। ৩ । যেষু যেষু চ ভূতেষু ভক্ত্য স্বাং পরমর্ষয়ঃ ।

উপাশীনাঃ প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং তদদন্ত মে ॥

যেই যেই ভাবে তোমা ঋষিরা সেবয় । অন্তকালে তবপদ অনায়াসে পায় ॥
সে সব বিভূতি মোরে বল মহাশয় । যে রূপে সংসার হৈতে নম গতি হয় ॥
যাহাতে ঋষিরা সবে ভক্তিতে ভজিয়া । তরে যায় তাহা কহ সদয় হইয়া ॥

। ৪ । গৃহচরসি ভূতান্না ভূতানাং ভুতভাবন ।

ন স্বাং পশ্যন্তি ভূতানি পশ্যন্তঃ মোহিতানি তে ॥

সকল ভূতের আত্মা গৃহ ভাবে রহ । সকল ভূতেরে পুনঃ সৃজন করহ ॥
সকল ভূতেরে তুমি দেখ অনায়াসে তোমারে না দেখে কেহ সর্বভূতাবেশে ॥
কেমনে দেখিবে তারা দেখিতে না পায় । মোহিত হইয়া আছে দেবের
মায়ায় ॥

। ৫ । যাঃ কাশ্চ ভূমৌ দিবি তৈ রসামাং বিভূতয়োদিকু মহাবিভূতে ।

তমহ্যমাখ্যাঙ্কনুভাবিতান্তে মমামি তে তীর্থপদাজ্জিপন্নং ॥

দিবি ভূষি রসাতলে এ দশ দিকেতে । ব্যাপিরা আছহ তুমি যেই বিভূতিতে ॥

সে সব বিভূতি প্রভু বলহ আমার । শ্রবণ করিতে মম ইচ্ছা বড় হয় ॥

তোমা হৈতে যাহাদের হয় নিয়োজন । সেইত বিভূতি কই করিব শ্রবণ ॥

তীর্থপদ তবপদ সকলের সার । সেই পাদপদ্মে আমি করি নমস্কার ॥

শ্রীভগবানুবাচ ॥ ৬ ॥ এবমেতদহং পৃষ্ঠঃ প্রমং প্রমুখিদাশ্বর ।

যুযুৎসুন। বিনশনে সপটৈরক্ষণেনৈবৈ ॥

ভগবান বলিছেন শুন হে উদ্ধব । কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ যবে করিল পাণ্ডব ॥

সপত্র সহিত রণ অর্জুন বাঞ্ছিল । এইরূপে প্রমুখ তেঁহ আমারে করিল ॥

। ৭ । জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবধং গর্হ্যমধর্মং রাজ্যাহেকুকে ।

ততোনিবৃত্তোহস্তাহং হতোহযমিতি লোকিকঃ ॥

রাজ্যের নিমিত্তে কেন জ্ঞাতিরে বধিব । অল্প স্থখ লাগি কেন নরকে পড়িব ॥

জ্ঞাতি বধ কর্ম ইহা অধর্ম নিন্দিত । ইহা জ্যেনে যুদ্ধ হতে হলেন রহিত ॥

হস্তা বলি আপনারে কৈল অভিমান । আমি হত এরূপ প্রাকৃত হৈল জ্ঞান ॥

। ৮ । সতদা পুরুষব্যগ্র যুক্ত্য মে প্রতিবোধিতঃ ।

অভ্যভ্যবত মামেবং যথা ত্বং রণমূর্খনি ॥

তখন তাঁহারে আমি শাস্ত্র যুক্তি দিয়া । বোধ জন্মাইল তাঁর শাস্ত্র কথা ॥

কৈয়া ॥ আমার বিভূতি রণে আমি জিজ্ঞাসিলা । সংপ্রতি আপনি যথা ॥

জিজ্ঞাসা করিলা ॥ পুরুষের শ্রেষ্ঠ তুমি জগতে বিদিত । এইরূপ প্রশ্ন তব ॥

হয়ত উচিত ॥

। ৯ । অহমাত্মোক্তবানীযাং ভূতামাং সুহৃদাশ্বর ।

অহং সর্কানি ভূতানি তেষাং স্থিত্যন্তব্যাপ্যমঃ ॥

শুনহে উদ্ধব যত দেখে ভূতগণ । সবার আত্মা আমি সুহৃদ সঙ্জন ॥

এই ভূত সবার আত্মা যে ঈশ্বর । সর্বভূত ময় আমি বহু রূপধর ॥

আত্মা হৈতে সবার স্থিত্যন্তব্য হয় । অন্তকালে আত্মাতে সকল পান লয় ॥

। ১০ । অহং গতিমতিমতাং কালঃ কলয়তামহং ।

শুণানাত্ৰৈচাপ্যহং সাম্যং শুনিনোৎপত্তিকোশুণঃ ॥

গতিমন্তু সবাংকর আমি হই গতি । বশিকার মধ্যে আমি কাসরূপ ভুখি ॥
তিন গুণ মধ্যে আমি বলাই প্রধান । স্বাভাবিক গুণ আমি গুণের নিদান ॥
গুণদের মধ্যে মম স্বাভাবিক গুণ । সবাংকর সত্ত্ব আদি হই সে ত্রিগুণ ॥

। ১১ । শুনিনামপ্যহং সূত্রং মহতাক্ষ মহানহং ।

সুক্ষ্মাণামপ্যহং জীবোদুর্জয়ানামহং মনঃ ॥

আমিহ প্রথম সূত্র গুণি সবাংকর । মহতের মধ্যে আমি মহৎ আকার ॥
সূক্ষ্মের মধ্যেতে আমি জীব রূপ হই । দুর্জয়ের মধ্যে আমি মন শুন কই ॥

। ১২ । হিরণ্যগর্ভোবেদানাত্ৰৈ মচ্চাণাং প্রথিবস্তিরহং ।

অক্ষরাণামকারোহস্মি পদানি ক্ষুদ্রসূক্ষ্মহং ॥

ইচ্ছোহং সর্বদেবানাং বস্তুনামস্মি হব্যবাট ।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুরূপাণাং নীললোহিতঃ ॥

আমি সে হিরণ্যগর্ভ বেদ অধ্যাপনে । প্রণব ত্রিবৃত্ত আমি মন্ত্ৰের গণনে ॥
ত্রিপাদ গায়ত্রী আমি হৃন্দের মধ্যেতে । অক্ষর মধ্যেতে আছি অকার
রূপেতে ॥ স্থির হয়ে শুন ভুমি আমি যেই সব । দেবের মধ্যেতে আমি
জামিহ বাসব ॥ বস্তুগণ মধ্যে আমি হই হব্যবাট । আদিত্য মধ্যেতে
আমি বিষ্ণু দেবরাট ॥ রুদ্রগণ মধ্যে আমি সে নীললোহিত । সকলেতে
জানে আমি জগতে বিদিত ॥

। ১৩ । মহর্ষীণাং ভৃগুরহং রাজর্ষীণামহং মনুঃ ।

দেবর্ষীণাং নারদোহহং ইবিধান্যস্মি ধেনুশু ॥

সিন্ধুশ্বরাণাং কপিলঃ সুর্যোহহং পতঞ্জিগাং ।

প্রজাপতীনাং দক্ষোহহং পিতৃণামহমর্যমা ॥

মহর্ষী মধ্যেতে ভৃগু ব্রহ্মাণ্ড বিখ্যাত । তাহার বৃত্তান্ত আর মুখে কব কত ॥
রাজর্ষীর মধ্যে আমি স্বায়ম্ভুব মনু । ঋষি মধ্যে নারদ ধেনুতে কামধেনু ॥
সিন্ধুগণ মধ্যেতে কপিল অবতার । আমি সে গরুড় রাজ পক্ষী সবাংকর ॥
প্রজাপতি মধ্যে আমি দক্ষ প্রজাপতি । আদিত্যগণের মধ্যে অর্যমা
ধেনুবাতি ॥

। ১৪ । মাং বিদ্যুৎকবদৈত্যানাং প্রহ্লাদমন্তরেশ্বরং ।

সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং ধনেশং যক্ষরক্ষমাং ।

জানিহ উদ্ধব আমি দৈত্যের মধ্যেতে অবতীর্ণ হইয়াছি প্রহ্লাদরূপেতে ॥
অন্তরের শ্রেষ্ঠ যেন প্রহ্লাদ সুধীর । মম অবতার তেঁহ কহিলাম স্থির ॥
নক্ষত্র ঔষধি মধ্যে আমি শশধর । যক্ষ রাক্ষসের মধ্যে আমি ধনেশ্বর ॥

। ১৫ । ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং যাদমাং বরুণং প্রভুং ।

তপতাং দ্যুমতাং সূর্য্যং মনুষ্যাণাঞ্চ ভূপতিং ॥

গজেন্দ্র মধ্যেতে আমি ঐরাবত হাতী । জলচর মধ্যে ধরি বরুণ খেয়াতি ॥
তাপযুক্ত দীপ্তিযুক্ত যত জন আছে । তার মধ্যে সূর্য্য আমি বলি তব কাছে ॥
মনুষ্যের মধ্যে আমি হই নরপতি প্রজা প্রতিপালি আমি হয়ে পৃথ্বীপতি ॥

। ১৬ । উচ্চৈঃশবাস্তুরক্ষনাং ধাতুনামগ্নি কাঞ্চনং ।

যমঃ সংযমতাকাহং সর্পাণামগ্নি বাসুকিং ॥

তুরঙ্গ মধ্যেতে উচ্চৈঃশবা অশ্বপতি । ব্রহ্মাণ্ডে আছে যার অতিশয়
খ্যাতি ॥ ধাতুগণ মধ্যে আমি কাঞ্চন স্বরূপ । সংযমীর মধ্যে আমি হই
যম রূপ ॥ বাসুকী বলাই আমি সর্পের মধ্যেতে । সেই সর্পরাজ মম
বিভূতি জগতে ॥

। ১৭ । নাগেন্দ্রাণামনন্তোহং হৃগেন্দ্রঃ শৃঙ্গিদংক্রিণাং ।

আশ্রমাণামহাং তুর্য্যোবর্গীনং প্রথমোনঘ ॥

তদন্তর কহি শুন স্থির করি চিতে । অনন্ত আমার রূপ নাগেন্দ্র জাতিতে ॥
শৃঙ্গি দন্তি মধ্যে জ্যোন আগারে হৃগেন্দ্র । বিবরিয়া কহি সব শুন ভক্ত হই ॥
আশ্রম মধ্যেতে আমি সম্যাস আশ্রম । চারি বর্ণ মধ্যে আমি জানিহ প্রথম ॥
তুমিহ নিষ্পাপ হও জগতে বিদিত । অতএব এ বৃন্তাস্ত কহিব নিশ্চিত ॥

। ১৮ । তীর্থানাং শ্রোতসাং গঙ্গা সমুদ্রঃ সরসামহং ।

আয়ুধানাং ধনুরহং ত্রিপুরহোধানুস্মতাং ॥

আমি গঙ্গা শ্রোতযুক্ত তীর্থের মধ্যেতে । সমুদ্র আমারে জ্যোন স্থির
সলিলেতে ॥ ধনুর আকার আমি আয়ুধ মধ্যেতে । ধামুকিতে ত্রিপুরায়
বিদিত শাস্ত্রেতে ॥

। ১৯ । দিম্ব্যানামম্যহং মেরুর্গহনানাং হিমালয়ঃ ।

বনস্পতীনামম্বশ্বাশ্বধীনামহং যবঃ ॥

নিবাস স্থানের মধ্যে সুরমেরু জানিহ । ভূর্গমের মধ্যে হিমালয় সে আগিহ ॥
অম্বশ্ব বলাই আমি বনস্পতি গণে । আমি যব রূপ হই ওষধি গণনে ॥

। ২০ । পুরোধিতাং বশিষ্ঠোহহং ব্রহ্মিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ ।

শ্রদ্ধোহহং সর্ষসেনান্যামগ্র্যাং ভগবানজঃ ॥

পুরোধিত মধ্যে আমি বশিষ্ঠ আপনি । বেদনিষ্ঠ মধ্যে বৃহস্পতি নাম গণি ॥
যোদ্ধাপতি মধ্যে আমি স্কন্দ নাম ধরি। ব্রহ্মা আমি সাধু মার্গে প্রবর্তন করি ॥

। ২১ । যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজ্ঞোহহং ব্রতানামবিহিংসনং ।

বায়ুদ্যর্কাস্ব বাগাঙ্গা শুচীনামপ্যহং শুচিঃ ॥

ব্রহ্ম যজ্ঞ আমি সর্ষ যজ্ঞের মধ্যেতে । অহিংসন ব্রত আমি সকল ব্রতেতে ॥
পবন অনল রবি সলিল রূপেতে । শুচিগণ মধ্যে আমি শুচি এ লোকেতে ॥
আর আমি বাক্য রূপে সব শুদ্ধ করি । এসব বৃন্তান্ত কহি তোমায় বিস্তরি ॥

। ২২ । যোগানামাত্মসংরোধোমজ্ঞোহস্মি বিজিগীষতাং ।

আত্মিকিকী কৌশলানাং বিকম্পঃ খ্যাতিবাদিনাং ॥

আমিহ সমাধি রূপ অষ্টাঙ্গ যোগেতে । মন্ত্রণার মধ্যে আমি নীতি মন্ত্রণাতে ॥
বিবেকাদি নৈপুণ্যেতে আত্ম বিদ্যা হই । আর কিছু শুন আমি বিবরিয়া
কই ॥ খ্যাতি বাদি পৃথিবীতে যতেক আছে । আগার বিকল্প তায় জ্যেদ
সদাশয় ॥

। ২৩ । ক্ষীণান্ত শতরূপাহং পুংসাং স্বায়ত্ত্ববোমনুঃ ।

নারায়ণোমুনীনাঞ্চ কুমারোব্রহ্মচারিণাং ॥

শতরূপা মারী আমি যুবতী গণেতে । স্বায়ত্ত্ব বম্ন আমি পুরুষ মধ্যেতে ॥
মুনিগণ মধ্যে জ্যেদ নারায়ণ আর । ব্রহ্মচারী মধ্যে আমি সনৎকুমার ॥

। ২৪ । ধর্ম্মাণামস্মি সন্ন্যাসঃ ক্ষেমাণামবহির্মতিঃ ।

শ্রুতান্যং স্নহুতং মৌনং মিথুনানামকৃত্বহং ॥

আমি সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম ধর্ম্মের মধ্যেতে । আমিহ অন্তর নিষ্ঠা অভয় স্থানেতে ॥
গোপন মধ্যেতে আমি মৌন প্রায় বাণী । মিথুন ধর্ম্মের মধ্যে প্রজাপতি গণি ॥

। ২৫। সংবৎসরোহ্ম্যনিমিষায়ুতুনাং মধুমাধবো।

মাসানাং মার্গশীর্ষোহং নক্ষত্রাণাং তথাভিজিৎ ॥

সংবৎসর আমি হই কালের মধ্যেতে। আমি সেবসন্ত কাল এ ছয় ঋতুতে ॥

মাসের মধ্যেতে আমি মার্গশীর্ষ মাস। উদ্গমধ্যে অভিজিত নামেতে প্রকাশ ॥

। ২৬। অহং যুগানাক কৃতং ধীরানাং দেবলোহ্মসিতঃ।

দ্বৈপায়নোহ্মি ব্যাসানাং কবীনাং কাব্যআত্মবান ॥

যুগের মধ্যেতে আমি সভাযুগ হই। ধীর মধ্যে অসিত দেবল আমি কই ॥

বাসগণ মধ্যে আমি হই দ্বৈপায়ন। কাব্যে আমি হই তথা কবির গণন ॥

। ২৭। বাসুদেবোভগবতাং স্তম্ভ ভাগবতেষহং।

কিং পুরুষাণাং হনুমান বিদ্যাধরাণাং সূদর্শনঃ ॥

বাসুদেব আমি ভগযুক্তের মধ্যেতে। তুমি সে আমার রূপ ভক্তের মধ্যেতে ॥

কিং পুরুষ মধ্যে আমি হই হনুমান। বিদ্যাধর গণে সূদর্শন মম নাম ॥

। ২৮। মণীনাং পদ্মরাগোহ্মি পদ্মকোশঃ সুপেশনাং।

কুশোহ্মি দর্ভজাতিনাং গব্যমাজ্যং হবিঃষহং ॥

মণিগণ মধ্যে আমি পদ্মরাগ মণি। সূন্দরের মধ্যে পদ্ম কোষ নাম গণি ॥

দর্ভ জাতি মধ্যে কুশ আমারে জানিহ। হবিগধ্যে গব্য ঘৃত আমারে গণিহ ॥

। ২৯। ব্যবসায়িনামহং লক্ষ্মীঃ কিতবানাং ছলগ্রহঃ।

তিতিক্ষামি তিতিক্ষুণাং সত্ত্বং সত্ত্ববতামহং ॥

ব্যবসায়ি জনেতে সম্পত্তি রূপ হই। ধূর্তগণ মধ্যে আমি দ্যুত বই নই ॥

আমি যে তিতিক্ষা হই তিতিক্ষু জনেতে। সাত্ত্বিক জনেতে আমা জানিহ

সত্যতে ॥

। ৩০। ওজঃসহোবলবতাং কর্ম্মাহং বিক্টি সাত্ত্বতাং।

সাত্ত্বতাং নবমুর্ত্তী নামাদিমুর্ত্তিরহং পরা ॥

বলবন্তে ইন্দ্রিাদি পটুতা আমিহাভক্তের ভক্তিতে কর্ম্ম আমারে জানিহ ॥

ভক্তেরা যে নয় মুর্ত্তী আমার পূজয়। তার মধ্যে বাসুদেব আমারে গণয় ॥

। ৩১। বিশ্বাবস্তুঃ পূর্কচিতিগন্ধর্ক্সাপ্রসামহং।

ভূধরাণামহং ঈশ্বরং গন্ধনাভ্রমহং ভুবঃ ॥

বিশ্বাবস্তু আমি সর্ক গন্ধর্ক্স মধ্যেতে। পূর্কচিতি আমি সর্ক অপ্সরা গণেতে ॥

ঈশ্বর্য রূপ আমি জ্যোন সর্ক ভূধরেতে। গন্ধরূপ মাত্র আমি হইত ভূমিতে ॥

। ৩২ । অপাং রসশ্চ পরমশ্বেজিষ্ঠানাং বিভাবসুঃ ।

প্রভা সূর্য্যোদ্ধতারাণাং শব্দোহহং নভসঃ পরঃ ।

মধুর সে রস রূপ সকল জ্বলেতে । আমি বিভাবসু হই তেজস্বি মধ্যোতে ॥
চন্দ্র সূর্য্য তারা গণে আমি হই প্রভা । আকাশের মধ্যে গম শব্দরূপে শোভা ॥
পরাক্ষ্য রূপেতে শব্দ আমি গগণেতে । আর কিছু কহি শুন তব গোচরেতে ॥

। ৩৩ । ব্রহ্মণ্যানাং বলিরহং বীরাণামহমজুর্নঃ ।

ভূতানাং স্থিতিরূপতিরহং বৈপ্রতিসংক্রমঃ ।

আমি বলিরাজা হই ব্রহ্মণ্য মধ্যোতে । অর্জুন আমারে জ্যেদ বীর গগনেতে ॥
ভূতের উৎপত্তি আমি আমি হই স্থিতি । আমিহ সংহার হই ভূতের
সংপ্রতি ॥

। ৩৪ । গভ্যাক্যুৎসর্গোপাদানমানন্দস্পর্শলক্ষণং ।

আনন্দঃ ক্ষত্যাণামহং সর্বেশ্বিয়েন্দ্রিয়ং ।

বাক পানি পাদাদি যে পঞ্চেন্দ্রিয় হয় । চলনাদি পাঁচ যেই তাহার বিষয় ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ যেই শ্রোত্র আদি করি । শব্দাদি বিষয় রূপে তাহে সে
বিহরি ॥ ইন্দ্রিয় সবার আমি ইন্দ্রিয় রূপেতে । বিষয় গ্রহণ শক্তি জন্মে
আমা হৈতে ॥

। ৩৫ । পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোজ্যোতিরহং মহান ।

বিকারঃ পুরুষোহব্যক্তঃ রজঃ সত্ত্বঃ তমঃ পরঃ ॥

পৃথিবী সলিল বহ্নিপবন আকাশ । শব্দাদি রূপেতে আমি হয়েছি প্রকাশ ॥
অহংকার মহত্ত্ব ষোড়শ বিকার । পুরুষ প্রকৃতি রজঃ সত্ত্ব তম আর ॥
প্রকৃতি প্রকৃতি গুণ আর যেহ ব্রহ্ম । এই সব আমি হই কহিলাম মর্ম্ম ॥

। ৩৬ । অহমেতৎ প্রসজ্ঞ্যানং জ্ঞানং তত্ত্ববিশিষ্টমঃ ॥

পঞ্চবিংশ সজ্ঞ্যা যেই তত্ত্ব বিশিষ্টমঃ । এই সব রূপ আমি পরজ্ঞান ময় ॥

। ৩৭ । ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিনা বিনা ।

সর্ভান্নানাপি সর্বেণ ন ভাবো বিদ্যতে কচিৎ ॥

জীবেশ্বর ভেদে আমি হই দুই মত । গুণ গুণী ভাবে আমি ব্যাপেছি জগৎ ॥
সর্বভাবে আমি আছি আমি বিনা আন । কোথাহ নাহিক কেহ জানিহ
নিদান ॥

। ৩৮। সন্ধ্যায়ং পরমাণুনাং কালোহি ক্রিতে ময়া ।

ন তথা মে বিভূতীনাং স্বকৃতে হুত্বানি কোটিশঃ ॥

আমার বিভূতি অস্তু কদাচিৎ নাই। অন্যের কি দায় ইথে আপনিনা পাই ॥
পৃথিব্যাদি পরমাণু যতেক আছে। কালেতে ইহার সম্মান্য কদাচিৎ হয় ॥
আমার বিভূতি অস্তু কে বুঝিতে পারে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে সৃজিছ
সংসারে ॥ ব্রহ্মশেখর নাহি অস্তু বিভূতি কে জানে। আপনিনা পাই
অস্তু কে পাইবে আনে ॥

। ৩৯। তেজঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্যং ত্রীশ্রুত্যাগঃ নৌভগং ভগঃ ।

বীর্য্যং তিতিক্কা বিজ্ঞানং যজ যত্র সমেংশকঃ ॥

তেজ কান্তি কীর্ত্তি বিজ্ঞা তিতিকা ঐশ্বর্য্য। লজ্জা ত্যাগ ভাগ্য আর সৌ-
ভাগ্য যে বীর্য্য ॥ যেখানে যেখানে ইহা দেখে সদাশয়। এ সব আমার
অংশ জানিহ নিশ্চয় ॥

। ৪০। এতাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্গীঃ সংক্ষেপেণ বিভূতয়ঃ ।

মনোবিকারীণ্যেব তে যথা বাচ্যহি ভবিষ্যতে ॥

সংক্ষেপে কহিছ আনি এতেক বিভূতি। মনের বিকার এই সত্য নহে অতি ॥
যঃ পুষ্প বলিতে যেন কেবল বচন। সকল জানিহ মিথ্যা কল্পিয়াছে মন ॥

। ৪১। বাচং যচ্ছ নমোবচ্ছ প্রাণং যচ্ছ জ্ঞানমি চ ।

আত্মা নাত্মানি যচ্ছ ন ভূয়ঃ ক পনৈহ কনে ॥

সংসারে নিস্তান বীজ শুনেহ উক্ত। আপনার বর্ণেরাখ নিজ বাক্য সব ॥
যতনে রাখহ বশে আপনার মন। প্রাণের বশেতে রাখ করে সংগমন ॥
বল করি বশে রাখ ইন্দ্রিয়গণেবে। আপন'র বশে রাখ আপন বুদ্ধিরে ॥
সংসারমার্গেতে পুনঃ না করিবে গতি। আমার চরণ পদে তবে হবে স্থিতি ॥

। ৪২। যোঽৈব নাত্মা নমী সম্যগনং যচ্ছ ন মিতা যতিঃ ।

তন্য ব্রহ্মং তপোদানং অবত্যানিষটী ব্রহ্ম ॥

যেইত পুরুষ নিজ বাক্য আর মন। বুদ্ধি বলে দুই নাহি করে সংযমন ॥
তার ব্রত তপো দান সকলি শ্রবয়। অ'ম যা'টে জন্ম যেন কভু নাহি রয় ॥

। ৪০ । তস্মাৎচোমনঃপ্রাণান্ নিষচ্ছেদ্যত্পরায়ণঃ ।

মন্তকিয়ুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে ।

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তব সংবাদে মহাবিভূতিঃ

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

অতএব মম ভক্ত হন যেই জন । বাক্য মন প্রাণ যেই করে সংযমন ॥
ভক্তিব্যোগে নিজ বুদ্ধি নির্মল করয় । কৃত কৃত্য হয়ে সে সংসারে না ভ্রময় ॥
একাদশ স্কন্ধে এই ষোড়শ অধ্যায় । এইত বিভূতি যোগ রচিলা ভাষায় ॥

সপ্তদশ অধ্যায়ের আভাস ।

ততঃ সপ্তদশে পৃষ্টে স্বধর্ম্যে ভক্তিলক্ষণে ।

হংসোক্তং ধর্ম্মমযাহ ব্রহ্মচারিগৃহস্থয়োঃ ।

তদনন্তর সপ্তদশাধ্যায়ে ভক্তি লক্ষণ স্বধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে হংসদেব কর্তৃক উক্ত ব্রহ্মচারীর এবং গৃহীর ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ উক্তব মহাশয়ের প্রতি কহিতেছেন ।

শ্রীউক্তব উবাচ । ১ । যন্তুয়াতিহিতঃ পূর্বে ধর্ম্মবুদ্ধভক্তিলক্ষণঃ ।

বর্ণাশ্রমাচারবতাং সর্বেযাং স্থিগাদমপি ।

উক্তব বলেন শুন প্রভু নারায়ণ । আপনি বলেছ পূর্বের ধর্ম্ম যে সাধন ॥
যে ধর্ম্ম হইতে তব ভক্তি যোগ হয় । কহিয়াছ সেই ধর্ম্ম প্রভু দয়াময় ॥
কেহ বর্ণাশ্রমাচার করে সমাদরে । সেই সব ত্যাগ করে কোন কোন নরে ॥
কৃপাকরি ওহে হরি দেব চক্রপাণি । সে সব নরের ধর্ম্ম কহেছ আপনি ॥

। ২ । যথানুষ্ঠীষমানেন স্থয়ি ভক্তিনুগাং ভবেৎ ।

স্বধর্ম্মেণারবিন্দ্যাক্ত তস্মান্মাখ্যাতুমহঁসি ।

যে রূপেতে নিজ ধর্ম্ম নর আচরিলে । তোমার চরণ পদ্মে ভক্তিব্যোগ ফলে ॥
বিবরিয়া তাহা মোরো বল মহাশয় । তবে সে যুচিবে স্মম মনের সংশয় ॥
অহে শ্রীপঞ্চজ নেত্র তুমি দয়াময় । বিনয়ে জিজ্ঞাসি নাথ কহ হে আমায় ॥

১৩। পুরা কিল মহাবাহো ধর্মঃ পরমকং প্রভো ।

যত্তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেহৃত্যাব মাধব ।

পূর্বেতে আপনি হংস রূপে ব্রহ্মাণ্ডেতে । কহিয়াছিলেন ধর্ম বর্ণাশ্রম
মতে ॥ সে পরম সুখ রূপ ধর্ম কহেছিলে । নিবেদিহু শ্রীমাধব চরণ কমলে ॥

১৪। সইদানীং সুমহত! কালেনামিত্রকর্ষণ ।

ন প্রায়োত্তরিতা মর্ত্যলোকে প্রাগনুশাসিতঃ ।

মর্ত্য লোকে সেই ধর্ম আছিল প্রকাশ । এখন অনেক কালে সেহ গেল
নাশ ॥ প্রায় সেই ধর্ম পুনঃ না হইবে লোকে । কালেতে ঘুচিবে বোধ
হতেছে আমাকে ॥

১৫। বক্তা কর্তাহবিভা নান্যোদর্শস্যাত্যুত তে ভুবি ।

সভায়ামপি বৈরীক্যাং যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কনাঃ ।

কত্রাহবিভা! প্রবক্তা চ ভবতা মনুষ্মদন ।

ত্যক্তে মহীতলে দেব বিনষ্টং কঃ প্রবক্ষ্যতি ।

কহে রাখে করে ধর্ম তোমাভিন্ন জন । পৃথিবীর মধ্যে কেবা বল নারায়ণ ॥
সভা মধ্যে বিরঞ্চিত সভা উপদয় । যথা মূর্ত্তি ধরি দেবগণ বিহরয় ॥
কর্তা বক্তা প্রবর্তা নাহিক ভূমি তলে । কেহ বক্তা নাহি তুগি পৃথিবী
তাজিলে ॥ শ্রীমধুসূদন যদি পৃথিবী তাজিবে । ধর্ম হৈলে অপ্রকাশ সে
ধর্ম কে কবে ॥

১৬। তৎ স্বং নঃ সর্বধর্মজ্ঞ ধর্মযুদ্ধলিঙ্গলক্ষণ ।

যথা যস্য বিধীয়েত তথা বর্নয় মে প্রভো ॥

শ্রীবাদরায়নিরুবাচ । ইদং সত্বত্মস্থেয়ং পৃষ্ঠঃ সভগবান হরিঃ ।

প্রীতঃ কেমায় মর্ত্যানাং ধর্মমাহ সনাতনং ॥

সেই হেতু এইরূপ কর নারায়ণ । যাহাই করিবে তাহা করি নিবেদন ॥
সকল ধর্মের জ্ঞাতা তুমি মহাশয় । তব ভক্তি লক্ষণ সে তব ধর্ম হয় ॥
বর্ণাশ্রম বিভাগেতে বেদ অনুসারে । বিবরিয়া সর্ব ধর্ম বলিবে আমারে ॥
বলিছেন শুকদেব শুনহ রাজন । অতঃপর কিছু আমি করি বিবরণ ॥
নিজ ভৃত্য শ্রেষ্ঠ যদি হেন জিজ্ঞাসিল । প্রীতি যুক্ত হয়ে প্রভু কহিতে
লাগিল ॥ মর্ত্যের যজ্ঞল লাগি সনাতন ধর্ম । কহিলেন হরি তার ভক্ত
বুঝে মর্ম ॥

শ্রীভগবানুবাচ ॥ ৭ ॥ ধর্ম্যএষ তব প্রোক্তো নৈঃশ্রেয়সবরো নৃণাং ।

বর্ণাশ্রমচারবতাং তদ্ব্যক্তব নিবোধ মে ॥

ভগবান বলিছেন শুনহ উক্তব। কেবল জানিহ ধর্ম্য তব প্রসন্ন সব ॥

বর্ণাশ্রম ধর্ম্য যারা করে অচরণ। ব্রহ্মণ কত্রিয় আদি গৃহী আদি জন ॥

সকল লোকের যাতে ভক্তি সে জন্মান। সে ধর্ম্য বলিব শুন হয়ো সাবধান ॥

। ৮ ॥ অনৌকৃত্যুগে বর্ণো নৃণাং হংসইতি শ্রুতঃ ।

কৃতকৃত্যঃ প্রাজ্ঞা জ্ঞাত্যঃ তস্মাৎ কৃত্যুগং বিদুঃ ॥

আন্যে কৃত যুগে যত নশ্রুয়া আছিল। স্বভাবেতে হংসবর্ণ সমস্ত হইল ॥

জন্ম হইতে কৃত কৃত্য প্রজাগণ ছিল। অতএব যুগের নাম কৃত যুগ দিলা ॥

। ৯ ॥ তেদঃ প্রণবপ্রাপ্তে ধর্ম্যে হংসং বৃষরূপধিক ।

উপাসতে ভগোনিষ্ঠা হংসং নাং যুক্তকিলিষাঃ ॥

প্রণব রূপেতে আগা সকলে জানিত। হংস রূপে ধ্যানে নরে আগা

উপাসিত ॥ প্রবৃত্ত না ছিল অগ্রে অন্য কোন কর্ম। বৃষ রূপী ছিল

আগি চতুষ্পাদ ধর্ম্য ॥ তপোনিষ্ঠ মানস আছিল। সবার। ধ্যান নিষ্ঠা

বিনা কর্ম নাহি ছিল আর ॥ সত্যযুগে তাহারা যে নিষ্পাগ আছিল।

সে সব নিষ্পাগ জন ভাগা উপাসিল ॥

। ১০ ॥ ত্রেতাযুগে মহাভাগ প্রাণান্যে হনয়ামসী ।

বিন্য। প্রাদুরভূতন্যাং অহমাসং ত্রিযুগাথঃ ॥

শুন মহাভাগ যদি ত্রেতা যুগ হৈল। নমপ্রাণ হৈতে ত্রী বিদ্যা উপজিল ॥

যজ্ঞ রূপ কর্ম্য সেই ইথে প্রবর্তিত। উদ্ভাতা অশ্রুয়া হোতা ভিনে যজ্ঞ

হৈল ॥ যজ্ঞ রূপে আমারে পূজিত নরগণ। অন্য রূপে আমার না ছিল

আরাধন ॥

। ১১ ॥ বিপ্রকত্রিবিংশীশূদ্রাস্থধরাহরুপাদজাঃ ।

বৈরাজাং পুরুষাজ্জাত্যস্বাচারলক্ষণাঃ ॥

বিরাটের মুখ বাঁহ উরু পদ হৈতে। বিপ্র কত্র বৈশ্য শূদ্র জন্মিলা জনেতে ॥

যে বাহার স্বধর্ম্য করিত ব্যবহার। তাহাতে যাইত জানা কিবা জাতি তার ॥

। ১২ । গৃহাশ্রমোজঘনভোব্রহ্মচর্য্যং কনৌমম ।

বন্ধঃস্থলাবনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি হিতঃ ॥

আমার জঘন হৈতে হৈল গৃহাশ্রম । হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্যের জনম ।
বন্ধঃস্থল হইতে জন্মিল বনেবাস । আগার মস্তক হৈতে জন্মিল সন্ন্যাস ॥

। ১৩ । বর্গাশ্রম জগদ্বৃষি স্বভাবানুসারে । উত্তম নখ্যম নীচ হৈল ব্যবহারে ॥

আসন প্রকৃতয়োন্নয়ঃ নীচনীচোত্তমোত্তমাঃ ॥

বর্গাশ্রম জগদ্বৃষি স্বভাবানুসারে । উত্তম নখ্যম নীচ হৈল ব্যবহারে ॥

। ১৪ । শনৌদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরাজবৎ ।

মন্তুজিহ্ব দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়ত্নিনাঃ ॥

গম দম তপঃ শৌচং সন্তোষ ঋজুতা । ক্ষমা মন ভক্তি দয়া আর সত্য কথা ॥
বিপ্রেয় স্বভাব ধর্ম্ম বলিলু শ্রেমারে । ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলি শাস্ত্র অনুসারে ॥

। ১৫ । তেজোবসং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যদ্যদ্যমঃ ।

ঐশ্বর্য্যং ব্রহ্মণ্যমঐশ্বর্য্যং ক্রতুপ্রকৃতয়ত্নিনাঃ ॥

আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদন্তোব্রহ্মসেবনং ।

অতু ঐরর্থোপচরে বৈশ্যপ্রকৃতয়ত্নিনাঃ ॥

স্বশ্রবণং দ্বিজগনাং দেবানাঞ্চাপ্যনাময়রা ।

তত্র লকেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়ত্নিনাঃ ॥

তেজ বল ধৃতি শৌর্য্য তিতিক্ষা উদার্য্য । উদ্যম ব্রহ্মণ্য ঐশ্বর্য্য পরম ঐশ্বর্য্য ॥
কত্রিয় স্বভাব এই ধর্ম্ম আচরণ । বৈশ্য ধর্ম্ম বলি শুন শ্রিত করি মন ॥
আস্তিক্য দানেতে নিষ্ঠা সদা দন্তুহীন । বিপ্রসেবা ধনাজ্ঞানে পরিতোষ
হীন ॥ বৈশ্যের স্বভাব ধর্ম্ম এইত সকল । শূদ্র ধর্ম্ম শুন ইবে হয়ে অচ-
ঞ্চল ॥ দ্বিজের গোত্রের সেবা করে অনুক্ষণ । অন্যায়্য সদা করে দেবের
সেবন ॥ সেবা লক্ষ ধনেতে সর্ব্বদা পরিতোষ । শূদ্রের স্বভাব ধর্ম্ম জানিহ
নির্দোষ ।

। ১৬ । অশৌচনন্তং স্তেরং নাস্তিক্যং শুকবিগ্রহঃ ।

বানঃ ক্রোধ চ তর্হ্ষচ স্বভাবোহস্ত্যাবসারিনাং ॥

অশৌচ বচন মিথ্যা চৌর্য্য কল্মষ রত । নাস্তিক্য সে আচরণ করে অবিরত ॥
যেইত কলহে নাগ সমুলেতে হয় । সেই রূপ পরস্পর কলহ করয় ॥
কান ক্রোধ ভূষণ স্বভাব জাত্যন্ত্যজেতে । ক্রমেতে বলিলু ইহা তব গোচ-
রেতে ॥

। ১৭ । অহিংসা সত্যং অকামক্ৰোধলোভতা ।

ভূতপ্রিয়হিতৈহা চ ধর্মোহয়ং সার্ববর্ণিকঃ ॥

অহিংসা অর্চোঁর্য্য সত্য অকাম অক্ৰোধ । লোভহীন ভূতে প্রিয় হিতে উপরোধ ॥ এই সব ধর্ম জ্ঞান সকল বর্ণেতে । স্বধর্মে থাকিলে লোক তরে সংসারেতে ॥

। ১৮ । দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্য্য জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ ।

বসন গুরুকূলে দান্তোব্রহ্মাধীযীত চাহতঃ ॥

ব্রহ্মচারি ধর্ম ইবে শুন সদাশয় । শাস্ত্র মতে ব্রহ্মচারি দুই রূপ হয় ॥ উপকূর্সানক আদ্য নৈষ্ঠিক দ্বিতীয়ে । আদ্যের শুনহ ধর্ম তোমা'রে বলিয়ে ॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতি । দ্বিজ বলি এই তিন বর্ণের খেয়াতি ॥ গর্ত্তাধান আদি করি যত সংস্কার । যথা ক্রমে বেদ মতে করে ব্যবহার ॥ হৈলে উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম হয় । অঊএব বলি দ্বিজ শূত্রের এ নয় ॥ গায়ত্রী গ্রহণ হৈলে ব্রহ্মচার্য্য ধরে । গুরুর কূলেতে বৈসে বেদ পাঠ করে ॥ আর কিছু কহি আমি গোচরে তোমার । গুরুর কূলেতে করে বেদার্থ বিচার ॥ গুরু সে ডাকিয়া তারে এসব করান । নিশ্চয় জানিহ ইহা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

। ১৯ । মেখলাজিনদণ্ডাকব্রহ্মসূত্রকমণ্ডলুং ।

জটিলোবৌতদম্বাসোহরজুপীঠঃ কুশান্ দধৎ ॥

দণ্ড কমণ্ডলু ধরে মেখলা অজিন । ব্রহ্ম সূত্র অক্ষ মালা ধরে অমুদিন ॥ জটিল অধৌত দন্ত বসন ধরয় । কুশ ধারি রক্ত হীন আসন করয় ॥

। ২০ । স্নানভোজনহোমেষু জপোচ্চারে চ বাগ্‌যতঃ ।

ন দ্বিন্দ্যাধখরোমাপি বন্ধোপহৃগতান্যপি ॥

স্নান হোম জপ আর শয়ন ভোজন । মল মুত্রত্যাগ কালে মৌন ভাবে রণ ॥ নখ সৌম কদাচিৎ না করে ছেদন । কক্ষ উপস্থের রোম করয়ে ধারণ ॥

। ২১ । রেতোন বিকিরেক্ষাত্তু ব্রহ্মব্রতধরঃ সয়ং ।

অবকীর্বেহবগাহ্যাপ্ন যতাসুদ্বিপদাং জপেৎ ॥

বুদ্ধি পূর্ককেতে রেত ত্যাগ না করয় । গৃহস্থের ধর্ম চিন্তে কভু নাহি লয় ॥ আপলি যদ্যপি রেত হয়ত ক্ষরণ । জল মধ্যে গিয়ে করে সে অবগাহন ॥ প্রাণায়াম করিয়া সোধিত করে মন । গায়ত্রীর জপ তার প্রায়শ্চিত্ত হন ॥

। ২২ । অগ্নির্ভাগ্যগোবিপ্রগুরুবৃদ্ধসুরান সৃষ্টিঃ ।

সমাহিতউপাসীত সন্ধ্যে বে যতবাগ্জপন ॥

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎবমন্যেত কহিচিৎ ।

ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাহরেত সৰ্বদেবময়োগুরুঃ ॥

অগ্নিরবি আচার্য্য গো বিপ্র গুরু জনে । ব্রহ্ম দেবগণে পূজে সমাহিত মনে ॥
উভয় সঙ্ঘাতে যৌন হয়ে সঙ্ঘা করে । মধ্যাহ্ন সঙ্ঘাহ বিধি মতে সমাদরে ॥
ত্রিশঙ্খায় গায়ত্রীর করে উপাসন । কায় মন থাকে করে আচার্য্য সেবন ॥
আমারে আচার্য্য বলে জানয়ে নিশ্চয় । আচার্য্যেরে অবজ্ঞা কদাপি না
করয় ॥ মর্ত্য বুদ্ধে আচার্য্যে অসুয়া নাহি করে । সৰ্বদেবময় গুরু জানয়ে
অন্তরে ॥ ✕

। ২৩ । সাযং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তন্মৈ নিবেদয়েৎ ।

যজান্যদপ্যরুজাতমুপযুক্তীত সংযতঃ ॥

প্রভাতে ও সাযংকালে ভিক্ষা গিয়া করে । ভক্ষ্যাদ্রব্য সমর্পণ করয়ে
গুরুরে ॥ অন্য আর যাহা পায় ব্রহ্মচারি জন । তাহাও গুরুকে সেহ করে
সমর্পণ ॥ কিছু অন্নভোগ করে গুরুর আজ্ঞায় । যাহা দেন গুরু সে সংযত
হয়ে থায় ॥

। ২৪ । শুশ্রূষমাণ আচার্য্যং সদোপাসীত নীচবৎ ।

যানশয্যাসনস্থানৈর্নান্নিত্যদূরে কৃতাজ্জলিঃ ॥

অনুক্ষণ আচার্য্যের করে শুশ্রূষণ । দাস সম আচার্য্যের করয়ে সেবন ॥
জানা দি চাপিয়া গুরু চলেন যখন । তার পাছে পাছে শিষ্য করয়ে গমন ॥
শয়ন করেন যদি প্রসন্ন হইয়া । তাঁহার সমীপে তবে থাকেন গুয়িয়া ॥
যদি সে গুরুর কোনরূপে শ্রম হয় । চরণ সেবাদি করি নিকটে থাকিয় ॥
নিকটে আসনে যদি থাকেন বসিয়া । তবে কৃতাজ্জলি হইয়া থাকে দাণ্ডাইয়া ॥

। ২৫ । এবং বৃত্তোগুরুকূলে বসেন্দ্রোগবিবর্জিতা ।

বিদ্যা সমাপ্যতে যাবদ্বিত্তদ্রুতমখণ্ডিতং ॥

এই বৃত্তি করয়ে গুরু কূলেতে বসয় । রেদের অভ্যাস করে ভোগ বিবর্জয় ॥
যাবৎ বিদ্যার নাহি হয় সমাপন । তাবৎ অখণ্ড ব্রত করে আচরণ ॥

। ২৩। যস্যসৌ হৃদয়াং লোকানরোক্ষান্ ব্রহ্মপিটিপং ।

গুরুবে বিন্যাসেদেহং স্বাধ্যায়ার্থং বৃহদ্রতঃ ॥

উপকূর্ষ'ণের ধর্ম বলিভু হোমারে। নৈষ্ঠিকের ধর্ম শুন শাস্ত্র অনুসারে॥
মহাল্লোকে যেতে যদি সেহত ইচ্ছয়। তার পরে ব্রহ্মলোকে বসতি বাঞ্ছয়॥
গুরুরে আপন'দেহ করে সমর্পণ। পঠনার্থ বৃহদ্রত করয়ে ধারণ ॥

। ২৭। অগ্নৌ গুরবান্নি চ সর্বভূতেষু নাং পরং ।

অপৃথ্বীকৃণাশীতে ব্রহ্মবর্জস্যকন্ময়ঃ ॥

অগ্নিতে গুরুতে আর আপন আত্মায়। সকল ভূতেতে নিত্য দেখয়ে
আনয় ॥ ভেদ বুদ্ধি ত্যাগ করো আনাতে বঞ্চয়। নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্ম
তেজেরে ধরয় ॥

। ২৮। স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শনংলাপকেনমাদিকং ।

প্রাণিনোমিথুনীভূতানহগৃহস্থোহিত্ত্যজ্ঞেৎ ॥

সেই ব্রহ্মচারী যদি বাণশ্রু হয়। অথবা বৈরাগ্য বলে সম্যাস করয় ॥
দুই আশ্রমের ধর্ম শুন মন দিয়া। যে ধর্ম হইতে জীব যায়ত তরিয়া ॥
যুবতী গণেরে নাহি করে নিরীক্ষণ। কদাচিত্ত তা সব্বারে না করে স্পর্শন ॥
আলাপ না করে নারী গণের সহিত। পরিহাস বাক্য নাহি কহে কদাচিত্ত ॥
মিথুন ভাবেতে যত প্রাণিগণ থাকে। অগৃহস্থ কদাচিত্ত নাহি চাহে তাকে ॥

। ২৯। শৌচমাচমনং স্নানং সঙ্কেতপাশ্চির্মার্জনং ।

তীর্থসেবাজপোহস্পৃশ্যভক্ষ্যাসংভাহ্য বর্জনং ॥

সর্বশমনপ্রযুক্তোহিত্ত্য নিয়মঃ কুলনন্দন ।

মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু ননোবাকব্যাসংযমঃ ॥

শৌচ আচমন স্নান সঙ্কেত উপাসন। আনার অর্চনা করে ব্রহ্মচারি জন ॥
আর যাহা করে সেহ করি বিবরণ। কুটির ত্যজিয়া তীর্থ সেবে অনুক্ষণ ॥
জপনিষ্ঠ হয় সে অস্পৃশ্য না পরশে। অভক্ষ্য না খায় নিন্দ্য কভূ না সম্ভায়ে ॥
এইত নিয়ম সর্ব অশ্রম সম্মত। সর্বভূতে সম ভাবে দেখে অবিরত ॥
মন আদি সংযমন করে সেই জন। এই সব জ্ঞান ওহে কুলের নন্দন ॥

। ৩০। এবং বৃহদ্রতধরো ব্রাহ্মণোহগ্নিরিব জলন্ ।

মন্তুভস্তুব্রতপসা দক্ষকর্ম্মাশোহমলং ॥

এই রূপ ব্রহ্মচারী বৃহদ্রত ধরে। অগ্নি সম তেজ হয় তাহার শরীরে ॥

যদি ভীত তপস্তায় নিক্রাম সে হয় । তবে দাহ করে সব কৰ্ম্মের আশয় ॥
এই রূপ হৈলে তবে মম ভক্ত হয় । কহিলাম আমি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥

। ৩১ । অখানন্তরমাবেক্ষ্যন যথা ক্রিজ্ঞানিতাগমঃ ।

প্তরবে দক্ষিণাং দক্ষা যারাদ্ধৰ্ম্মনুমোদিতাঃ ।

এই ব্রতে থাকি বেদ অর্থ সে বিচারে । গৃহস্থ হইতে সেহ ইচ্ছা যদি করে ॥
গুরুরে দক্ষিণা দিয়া তাঁর আজ্ঞা লয় । স্নান সমাবৰ্ত্ত বিধিগতে সমাপয় ॥

। ৩২ । গৃহবনং বা অবিশেষঃ প্রব্রজেদ্বা বিজ্ঞাতমঃ ।

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেষান্যথা মৎপরশ্চরেৎ ।

গৃহ করে কিবা যদি নিবসে কানন । অথবা সন্ন্যাস করে ব্রাহ্মণ যে জন ॥
আশ্রম হইতে যায় অন্য আশ্রমেতে । ইহাই নিশ্চয় জ্ঞান হয় বিধিমতে ॥
কদাচিৎ অনাশ্রমী না হয় পণ্ডিত । বিলোম আশ্রম নাহি করে কদাচিৎ ॥
আমার একান্ত ভক্ত হয় যেই জন । তাহার আশ্রম নিষ্ঠা নাহি কদাচন ॥

। ৩৩ । গৃহাশী সদৃশীং ভার্য্যাম্বহেদহঙ্কুণ্ডপুসিতাং ।

যবীয়সীন্ত বয়সা যাং সর্বধামনুক্রমাৎ ।

গৃহস্থের ধৰ্ম্ম শুন শাস্ত্র অনুসারে । আপন সদৃশী ভার্য্যা বুঝে বিভাকরে ॥
রূপ গুণ শীলেতে যে হয় অনিন্দিতা । বয়সে কনিষ্ঠা হয় সৰ্ব্ব গুণাযিতা ॥
হেন কন্তা বিভাকরি গৃহ ধৰ্ম্ম করে । বিবাহ বিষয়ে জ্যেতক্রম সমাদরে ॥

। ৩৪ । ইজ্যধ্যয়নদানানি সৰ্ব্বেষাঞ্চ বিজ্ঞাননাং ।

প্রতিগ্রহোধ্যাপনঞ্চ ব্রাহ্মণৈস্যব যাজনং ।

দেবতা আদির পূজা গৃহী সে আচরে । বেদজ্ঞান অধ্যয়ন যথা বিধি করে ॥
ব্রাহ্মণ ক্রত্বিয় বৈশ্ণো এ ধৰ্ম্ম সমান । ইহাই নিশ্চয় জ্ঞেয় তুমি-বুদ্ধিমান ॥
প্রতিগ্রহ অধ্যাপন আর সে যাজন । এই তিন কৰ্ম্ম করে কেবল ব্রাহ্মণ ॥

। ৩৫ । প্রতিগ্রহং মন্যমানস্তপন্তেজোযশোব্রুহৎ ।

অন্যাত্ম্যানেব জীবত শিলৈর্কা দোষদৃক্তয়োঃ ।

প্রতিগ্রহ কৰ্ম্ম দেখ সব নিন্দাময় । তপ তেজ যশ হানি অবশ্য করয় ॥
অতএব প্রতিগ্রহ তাজয়ে ব্রাহ্মণ । অধ্যাপন যাজনেতে করয়ে ভরণ ॥
এ দুই ধৰ্ম্মেতে যদি দোষ দর্শী হয় । শিলোহু বৃত্তিতে তবে শরীর শোষণ ॥

। ৩৬ । ব্রাহ্মণস্য হি দেহোষং ক্ষুদ্রকাম্যি নেষ্যতে ।

ব্রহ্মায় তপসে চেহ প্রেত্যামিত্যনুধ্যায় চ ।

ব্রাহ্মণের দেহ ক্ষুদ্র কাম্যহেতু নয় । ইহকালে তপ করো কথোঁতে বাঁচয় ॥
পরেতে অনন্ত সুখ লভয়ে ব্রাহ্মণ । অশেষ ব্রাহ্মণ মম অতি প্রিয় হন ॥

। ৩৭ । শিলোহু বৃত্ত্য পরিভুটচিহ্নোদ্বর্ষং মহাস্তং বিরজং কুহাণঃ ।

মহ্যর্গিতাক্ষা গৃহএব তিষ্ঠমাতিপ্রসক্তঃ সমুপৈতি শান্তিং ।

শিলোহু বৃত্তিতে হৈলে পরিতুষ্ট চিত্ত । তুষ্ট হুয়া আতিথ্যাদি ধর্ম
করে নিত্য ॥ সর্ব কর্ম করো করে আমাতে অর্পণ । অর্পিয়া আমাতে
আয়া গৃহেতেই রন ॥ আমা লভে অনাসক্ত বিপ্র অকিঞ্চন । অনন্তর
শুন কিছু করি বিবরণ ॥

। ৩৮ । সমুদ্ররক্তি যে বিপ্রঃ সীদন্তং মত্পরায়ণং ।

ভানুকরিষ্য নচিরাদাপদ্যো নৌরিবার্হবাৎ ।

সধন ব্রাহ্মণ যদি হয় হে উদ্ধব । তার ধর্ম এই যদি থাকয়ে বিভব ॥
ব্রাহ্মণ মরেন যদি দারিদ্র আলায় । অথবা আমার ভক্ত অতি ক্লেশ পায় ॥
নিজ ধন দিয়া করে দারিদ্র খণ্ডন । তার পুণ্য কদাচিৎ না হয় গণন ॥
বিপত্তি হইতে তারে করিলে উদ্ধার । নৌকায় বসিয়া যেন সিদ্ধ হয় পার ॥

। ৩৯ । সর্বাঃ সমুদ্রেরাজা পিভেব ব্যসনাৎ প্রজাঃ ।

আত্মানমান্বনা ধীরোবধা গজপতিগর্জান্ ।

এবং বিধোনরপতিবিমানেনাকর্ষত্সা ।

বিধুয়েহাস্তভং কৃৎসদিক্ষেণ সহ যোদতে ।

আবশ্যক কর্ম এই নৃপতির হয় । বিপত্তি সকল হৈতে প্রজারে রাখয় ॥
পিতার সমান প্রজাগণে রক্ষা করে । আমার সমোষ হয় সেইত রাজারে ॥
অপনারে আপনি নৃপতি রক্ষা করে । গজপতি রাখে যেন অপর গজেরে ॥
এইরূপ ধর্ম যেই রাজা অচরয় । ইহ লোকে কিছু তার অন্ত না হয় ॥
পরলোকে অর্ক বর্চ বিমানে বসিয়া । ইন্দ্র সহ জীড়া করে আনন্দিত হৈয়া ॥

। ৪০ । সীদন্তিপ্রোবণিবৃত্ত্য পিণ্যেরেবাপদং তরেৎ ।

খলোন বা পদাক্রান্তোনবৃত্ত্য কথকন ।

সুস্থ কালে নিজ ধর্ম করে যে বাহার । বিপত্তি কালেতে ধর্ম শুনহ সবার ॥

বিপত্তি কালেতে যদি ব্রাহ্মণ পড়য় । তবে সে ব্রাহ্মণ সুখে বাণিজ্য করয় ॥
সূর্য্য লুণ বিনা ক্রয়বিক্রয়াদি করে । যাবৎ বিপত্তি হৈতে ব্রাহ্মণ না তরে ॥
তত্রাপি আগদাক্রান্ত যদ্যপি থাকয় । তাহাতে কর্তব্য বাহা শুন সদাশয় ॥
কত্রিয় বৃত্তিতে তবে আপদ তরিবে । ব্রাহ্মণ নীচের সেবা কহু না করিবে ॥

। ১১ । বৈশ্যবৃত্ত্যা তু রাজন্যোজীবেন্মগয়মাগমি ।

চরেৎবা বিপ্ররূপেণ ন শ্ববৃত্ত্যা কথকন ।

রাজার আগদ ধর্ম্ম শুন সদাশয় । রাজ্য দুঃখমৈলে বৈশ্য বৃত্তি আচরয় ॥
মুগয়া করিয়া কিছা করয়ে পোষণ । অথবা বিপ্রের কর্ম্ম করে অধ্যাপন ॥
নীচ সেবা কদাচিত্ নৃপতি না করে । এসব বৃত্তান্ত আমি বলিহু তোমারে ॥

। ১২ । শূদ্রবৃত্তিং চৈকৈবৈশ্যঃ শূদ্রঃ কারুকটক্রিয়াং ।

কৃষ্ণান্মুকোন গর্হেৎগ বৃত্তিং লিপেত কর্ম্মণা ॥

বৈশ্যাদি বিপত্তি ধর্ম্ম শুন অতঃপর । তুমিহ শুনিলে ধর্ম্ম ইহবে প্রচার ॥
শূদ্র বৃত্তি করে বৈশ্য বিপত্তে গড়িয়া । বিপত্তিতে শূদ্র করে কারুকট
ক্রিয়া ॥ দুঃখ ধর্ম্ম বলিহু যে বিপ্রাদি সবার । দুঃখ গেলে নিন্দ্য কর্ম্ম
নাহি করে আর ॥

। ১৩ । বেদাধ্যায়স্বধাবাহাবল্যাদ্যাদৈর্যধোদয়ং ।

দেবধিপিভূতানি মজ্জগাণ্যস্বং বজ্রং ॥

গৃহস্থের ধর্ম্ম ইবে শুন সদাশয় । আবশ্যক কর্ম্ম এই গৃহস্থের হয় ॥
বেদ অধ্যয়নে হয় ঋষিরা পুজিত । স্বধাকারে পিতৃগণ হন আরাধিত ॥
স্বাহাকারে দেবতার হয়ত পূজন । মাসভক্ত বলি দিয়া অর্চো ভূতগণ ॥
অন্ন জলাদিতে মশুষ্যে তুষ্ট করে । আমার সমান দেখে দেবাদি সবারে ॥
এই পঞ্চ যজ্ঞ করে বিভবানুসারে । গৃহস্থের নিত্য কর্ম্ম বলি যে ইহারে ॥

। ১৪ । বহুচ্ছয়োপপন্নেন স্বক্লেনোপার্জিতেন বা ।

ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান ন্যারে নৈবাহরেৎ ক্রতুন ॥

বিনা উদ্যমেতে যদি প্রাপ্তি হয় ধন । অথবা সুবৃত্তি হৈতে হয় উপার্জন ॥
অন্ন আচ্ছাদনে পোষ্যগণেরে পোষয় । অন্ন উপার্জিত ধনে যাগাদি করয় ॥

। ১৫ । কুটুম্বেন ন সজ্জত নঐমাদেৎ কুটুম্বাপি ।

বিপটিত্বশ্চরং পশ্যেদ্বৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥

কুটুম্বেষু আসক্ত না থাকে কদাচিত্। ঈশ্বর নিষ্ঠায় নিত্য হয় সমাহিত্॥
অদৃষ্টে অর্ধেরে দৃষ্ট প্রায় বিচারয় ॥ নখর সংসার এই পণ্ডিত দেখয় ॥

। ৪৬। পুত্রদারাপ্তবন্ধুনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।

অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বধোনিজানুগোষথা ॥

পুত্র দারা আপ্ত বন্ধু সঙ্গেতে মিলয়। প্রপাতে পথিক যেন একত্রে ঘটয়॥
শরীর সহিত কুটুম্বের নাশ হয়। নিজা ভক্ত হৈলে যেন স্বপ্ন নাহি পায় ॥

। ৪৭। ইধং পরিশ্রুশ্ব ন্য যুক্তোগৃহেবতিথিবচসন্।

ন গৃহৈরনুবধ্যত নির্মমোনিরহঙ্কৃতঃ ॥

যুক্তিতে এ সব কথা গৃহী বিচারয়। অতিথি প্রায় নিত্য গৃহেতে থাকয়॥
অহং মম ভাব নিত্য শরীরে না করে। এসংসারে গৃহ তারে বন্ধ নাহি করে ॥

। ৪৮। কর্মভিগৃহমেধীযৈরিক্টা মামেব ভক্তিমান্।

তিষ্ঠেঘনং বোগবিশেৎ প্রজ্ঞাবান বা পরিত্রজেৎ ॥

গৃহ কর্ম করি গৃহী ভক্তি যুক্ত হৈয়া। আমারে পূজয় নিত্য প্রজ্ঞা সে
করিয়া ॥ গৃহেতে থাকয় কিম্বা বানপ্রস্থ হয়। কিম্বা পুত্রবান হৈলে
সম্মান করয় ॥

। ৪৯। যন্তাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তবর্ণাতুরঃ।

ঐক্ষণঃ কৃপণধীর্দোষমাহমিতি বধ্যতে ॥

যেই গৃহী জন গৃহে আসক্তিরে পান। পুত্র বিত্ত উপার্জনে আতুর পরাণ॥
ভার্যাবশ হৈয়া নিত্য হয়ত কৃপণ। সে সুচের নাহি ঘুচে সংসার বন্ধন ॥
অহং মম ভাবে অমুক্ষণ বদ্ধ হয়। অতএব তার কত চিন্তা যে ঘটয় ॥

। ৫০। অহোমে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্যাবালান্নজান্নজাঃ।

অনাথামাহুতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥

এ কিহে আশ্চর্য্য হৈল দুর্দ্দৈব উদয়। বৃদ্ধ পিতা মাতা মম কি রূপে
বাঁচয় ॥ ভার্য্যা আর শিশু গুলি কি রূপে পুষিব। আমি মৈলে শিশু
গুলি কিরূপে বাঁচিব ॥ অনাথ হইলে এরা অতি দীন হবে। দুঃখেতে
পড়িলে তবে কি রূপে বাঁচিবে ॥

। ৫ । এবং গৃহান্নয়িকপুং হৃদরোমুচবীরয়ং ।

অতুগুবাননুধ্যায়ম্বুতোহকং বিশতেভমঃ ।

ইতি শ্রীভগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তব সংবাদে বর্ণাশ্রম বিভাগো নাম
সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥

এই রূপে মুক্ত বুদ্ধি এই গৃহাশ্রয় । এহেতু বিক্ষিপ্ত চিত্ত সেজনের হয় ॥
ভার্যাদি ভাবনা করি আকাঙ্ক্ষা না যায় । ভাবিয়া ভাবিয়া মনে কত
সুখপায় ॥ কালের বশেতে গৃহী জভয়ে মরণ । শেষেষ করে যোর নরক
ভোজন ॥ একাদশ স্কন্ধে এই সতেরো অধ্যায় । বর্ণাশ্রম ধর্ম ভাষা হুন্দে
হৈল সায ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়ের আভাস ।

অষ্টাদশেশু বদধর্মং বনস্থযতিগোচরং ।

অধিকারবিশেষেণ বিশেষকপি তদ্রাতং ॥

বানপ্রস্থ এবং যতির ধর্ম আর অধিকারী বিশেষে উক্ত ধর্মের বিশেষ
অষ্টাদশ অধ্যায়ে কহিয়াছেন ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ১ । বনং বিবিধুঃ পুণ্ড্রেষু ভার্য্যাং ন্যন্য সট্ঠব বা ।

বনএব বসেচ্ছান্তস্তৃতীয়ং ভাগমায়ুধঃ ॥

ভগবান কহিছেন শুনহে উক্তব । বানপ্রস্থ জাতি ধর্ম কহিতেছি সব ॥
গৃহ ধর্ম ত্যজি যদি ইচ্ছে বন যেতে । ভার্য্যা সমর্পণ করে আপন পুস্ত্রেতে ॥
অথবা ভার্য্যার সহ নিবসয়ে বনে । আয়ুর তৃতীয় ভাগ পায় শান্ত মনে ॥

। ২ । কন্দমূলফলৈর্বৈন্যর্মৈর্দৈধ্যবৃত্তিঃ প্রকপেদ্রেয়ং ।

বসীত বল্কলং বাস জুগুপ্ণা জিনানি বা ॥

কন্দ মূল ফল বনে যজ্জীয় যে হয় । তাহাতে দেহের বৃত্তি নির্বাহ করয় ॥
বল্কল বা তুণ পর্ণ অজিন সে পরে । বস্ত্র অলঙ্কার আদি কিছুই না ধরে ॥

। ৩ । কেশলোমমখশ্মকমলানি বিভ্রাম্যতঃ ।

নধারেন্দ্রপ্প মচ্ছেক্ত ত্রিকালং স্থণ্ডিলেশয়ঃ ॥

কেশ রোমন্থনং শ্রাণ্ডং শৃণু ন না করে । শুন বিবীরয়্যাহি আর যে আচরে ॥
শরীরের মলা কতু না করে মার্জন । কদাচিত্ নাহি করে দন্তের ধাবন ॥
তিন কাল জলেতে ঘোষল স্নান করে । স্নুখেতে শয়ন করে ভূমির উপরে ॥

। ৪ । গ্রীষ্মে তপ্যেত পঞ্চাঙ্গীন্ বর্ষাঋতুসারবাচ্ছলে ।

আকণ্ঠমগ্নঃ শিশিরএবং বৃত্তপশ্চরেৎ ॥

গ্রীষ্ম কালে পঞ্চ তপা করয়ে তাপণ । বর্ষাতে জলের ধারা করয়ে সহন ॥
শিশিরে আকণ্ঠ মগ্ন জলেন্নু ভিতরে । এইত প্রকারে তপ বানপ্রস্থ করে ॥

। ৫ । অগ্নিপকং সমদ্বীয়াৎ কালপকমধাপিবা ।

উলুখলাশ্বকুটোবা দন্তোদুখলএব বা ॥

ফল আদি অগ্নি পক করিয়া ভুঞ্জয় । কিম্বা কালে পক ফল ভোজন করয় ॥
ধাত্মাদি লভিলে উদ্বাখলেতে কুটয় । অথবা পাষণে কুটে তণ্ডুল করয় ॥
কিম্বা উদ্বাখল করে আপন দন্তেরে । এইরূপে দেহ বৃদ্ধি বানপ্রস্থ করে ॥

। ৬ । স্বয়ং সংচিনুয়াৎ সৰ্ব্বমাত্মনোবৃত্তিকারণং ।

দেশকালবলাভিজ্ঞানাদদীভান্যদাহতং ॥

আপনি সঞ্চয় করে বৃত্তির লাগিয়া । দেশ কাল জল পাত্র সকল বুঝিয়া ॥
নবীন পাইলে ত্যাগ করে পুরাতন । তাহার সঞ্চয় নাহি করে কদাচন ॥

। ৭ । বটেন্যশ্চরুপুরোডাশৈর্নির্কপেৎ কালচোদিতান ।

নতু শ্রোতেন পশুন। মাং যজ্ঞেত বনাশ্রমী ॥

অগ্রহায়ণাদি পুরোডাসাদি যে হয় । বন্য দ্রব্য বেদ বিধি মতে নির্কপয় ॥
শ্রুতযুক্ত পশুর ঘাতে বনাশ্রমী জন । যজ্ঞেতে আমার কতু না করে যজন ॥

। ৮ । অগ্নিহোত্রক দর্শশ্চ পৌর্নমাসশ্চ পূৰ্ণবৎ ।

চাতুর্মাস্যানি চ মুনেরাষ্টাতানি চ টৈনগটমঃ ॥

অগ্নিহোত্র দর্শ পৌর্নমাস যাগ করে । চাতুর্মাস্ত্র যাগ পূৰ্ণ মতে সমাদরে ॥
দেখে যত বেদবাদী আছে মুনিগণ । বেদোক্ত কৰ্ম্মেতে তারা করয়ে অর্চন ॥

। ৯ । এবং চীর্বেন তপসা স্থনির্মমনি সন্ততঃ ।

মাং তপোময়মারাদ্য ঋষিলোকানুগৈতি মাং ॥

এইরূপে মুনি নিত্য তপস্ত্রা করয় । শিরে ব্যাপ্ত হয় বপু অস্থি চর্ম্ম রয় ॥
আমি তপোময় আমি করে আরাধন । মহর্লোক ক্রমে যায় আমার তবন ॥

। ১০ । বহুতৎ কৃষ্ণতর্কীর্নং তপোনিঃশ্রেয়সং মহৎ ।

কামার্য্যাপ্যসে দুষ্কৃত্যবানিশঃ কোহপনুততঃ ।

নানা কণ্ঠে মুনিগণ তপস্তা করয় । যাহা হৈতে মোক্ষফল তাহার লভয় ॥
তুচ্ছ কাম হেতু ইহা যেই জন করে । তাহা হৈতে মুখ্য নাকি আহুয়ে
সংসারে ॥

। ১১ । বদাসৌ নিয়মেহকম্পোজরয়া জাতবেপথুঃ ।

আত্মন্যায়ীন সমারোপ্য মজ্জিতোহমিৎ সমাবিশেৎ ॥

যবে বনাশ্রমী ইথে অসমর্থ হয় । জরাবন্ধু হৈতে দেহ সতত কাঁপয় ॥
তবে অগ্নি আপনাতে আরোপ করিয়া । অগ্নি প্রবেশিবে চিত্ত আমার
অর্পিয়া ॥

। ১২ । বদা ধর্ম্মবিপাকৈবু লোকেবু নিরয়াত্মসু ।

বিরাগোজায়তে সম্যজন্যস্তায়িঃ প্রব্রজেততঃ ॥

সন্ন্যাসের ধর্ম্ম ইবে শুন সদাশয় । বিষয় ভোগেতে যদি বৈরাগ্য জন্ময় ॥
ভোগস্থান সকলেতে হয়ত নিরাশ । অগ্নি সমাধান করি করয়ে সন্ন্যাস ॥

। ১৩ । ইকৌ যথোপদেশং মাং দত্ত্বা সর্কস্বহৃদ্বিজৈঃ ।

অয়ীন স্বপ্রাণআবেশ্য নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ ॥

বিধি মতে তবে সম করয়ে পুজন । সর্কস্ব ঋত্বিকগণে করে সমর্পণ ॥
তিন অগ্নি আপন প্রাণেতে আরোপয় । নিরপেক্ষ হয়ে স্নেহে সংসারে
ভ্রময় ॥

। ১৪ । বিপ্রস্য বৈসদ্যসভোদেবাদারাদিরূপিণিঃ ।

বিস্বং কুর্কৃত্যয়জুমানাক্রম্য সমিয়াৎ পরং ॥

শুনহে সন্ন্যাস করে যেইত ব্রাহ্মণ । নারী আদি রূপ ধরি যত দেবগণ ॥
ভার বিষয় করিবারে নানা মায়া করে । কত রূপে মায়া করে কে বর্ণিতে
পারে ॥ এহ ব্রহ্মলোকে যাবে আমা উল্লজিয়া । এইরূপে দেবগণ হৃদয়ে
ভাবিয়া ॥ সন্ন্যাসী বশেতে যদি রাখে ইন্দ্రిয়েরে । যত বিষয় হয় তাতে
তুচ্ছবুদ্ধি করে ॥ তবেত পরম পদ করে আরোহণ । ইন্দ্రిয়ের বশ হৈলে
নরকে গমন ॥

। ১৫ । বিভূষাক্তানুনির্কাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরং ।

ত্যক্তং ন দণ্ডপাত্রাত্যাহন্যৎ কিঞ্চিদনাপি ॥

সন্ন্যাসী যদ্যপি বজ্র পরিতে ইচ্ছয় । কটিতে কোপীন আচ্ছাদন মান লয়
দণ্ড কমণ্ডলু বিনা অস্ত্র নাহি ধরে । দেহাদি পৌড়ন টেলে অস্ত্র বা আদরে

। ১৬ । দৃষ্টিপুতং ন্যসেৎ পাদং বজ্রপুতং জলং পিবেৎ ।

নত্যপুতং বদেৎ কাব্যং মনঃপুতং সমাচরেৎ ॥

দৃষ্টিপুত স্থলে পাদ করে আরোপন । জলপান করে বস্ত্রে করিয়া সৌধন
নত্যপুত করি নিত্য বলয়ে বচন । মনের বিচারে স্নেহ করে আচরণ ॥

। ১৭ । মৌনান্ধ্রানিলাযামাদতাবাগেহচেতনাং ।

নহোতে মস্যস জ্ঞান বেণুভিন্ন ভবেচ্ছতিঃ ॥

মৌন কাম্যকর্মত্যাগ প্রাণায়াম করে । বাগেহ চিত্তের দণ্ড বলয়ে ইহারে ॥
এই ভিন দণ্ড যার নাহিক সংপ্রতি । বেণু দণ্ড ধরে নাকি বলায় সে যতি ॥

। ১৮ । তিক্ষাং চতুর্ভু বর্ধেবু বিগর্হ্যান বর্জ্যং চরেৎ ॥

সপ্তাংগাবানসংকুপ্তাংস্ত্রযোন্মন্বেন তাবত ॥

প্রতিগ্রহ অধ্যয়ন যাজন যে করে । আর উচ্ছলিত বৃত্তি যেইবা আচরে ॥
এই রূপ চতুর্ভু ব্রাহ্মণের ঘরে । প্রত্যহ গ্রামাদি মধ্যে তিক্ষা গিয়া করে ॥
সপ্ত গৃহে তিক্ষা করে বর্জিয়া গতিত । অভিগুপ্ত অসংকুপ্ত তাহাও
বর্জিত ॥ যাহা পায় তাহাতে সে করয়ে পীরিত । লুপ্ত দ্রব্যে অসন্তুষ্ট
নহে কদাচিত ॥

। ১৯ । বহির্জলাশয়ং গম্বা তত্রোপস্থায় বাগ্ধ্যতঃ ।

বিতদ্য পারিতং শেষং তুষ্ণীতাশেষমাহতঃ ॥

গ্রামের বাহিরে যথা থাকে জলাশয় । আচমন করি জলে বাগ্ধ্যত হয় ॥
সলিলেতে তিক্ষা অন্ন করয়ে শ্রোক্ষণ । আর কিছু শুন অহে করি বিবরণ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু সূর্য্য আর ভূত গণে দিয়া । ভোজন করেন শেষ সেই দ্রব্য
লৈয়া ॥ পরিমিত আহরণ সেই জন করে । অধিক সে দ্রব্য কভু নাহিত
আহরে ॥

। ২০ । একশতের অহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেজ্রিয়ঃ ।

আত্মকীড় আত্মরত আত্মবান সমদর্শনঃ ॥

একাকী ভুবনে ভ্রমে নিঃসঙ্গ হইয়া । সংযত ইন্দ্রিয় চিত্তে চাঞ্চল্য ত্যজিয়া ॥
আত্মাতে বিহার করে আত্মরতি হয় । সমদর্শীভাবে ভ্রমে ধীর রূপে রয় ॥

। ২১ । বিবিজ্ঞকেশশরণোমস্তাববিমলাশয়ঃ ।

আত্মানং চিত্তয়েদেকমভেদেন যমা মুনিঃ ।

নির্জ্ঞান নির্ভয় স্থান করয়ে আশ্রয় । আমার ভাবেতে সেই শুদ্ধ চিত্ত হয় ॥
আত্মায় আমাকে নিত্য একতাব করে। আনন্দেতে মুনি জন্মে ভুবন তিতয়ে ॥

। ২২ । অধীক্ষেতাস্তনোবন্ধং মোক্ষঞ্চ জ্ঞাননিষ্ঠয়া ।

বন্ধইঞ্জিয়বিক্ষেপোমোক্ষএবাঞ্চ সংযমঃ ।

তন্মাদ্বিষয়স্য বভূর্নং মন্ত্রাবেন চক্রেচ্ছ্রুনিঃ ।

বিরক্তঃ সূত্রকামেভ্যোলকাস্মিন স্মৃৎ মহৎ ।

আত্ম বন্ধু মোক্ষ দেখে জ্ঞানের নিষ্ঠায় । মোক্ষ পথে থাকে বন্ধ নিকটে
না যায় ॥ ইঞ্জিয় চাঞ্চল্য হৈতে বন্ধনে পড়য় । ইঞ্জিয় সংযমে মোক্ষ
বিচারে বুঝয় ॥ সেহেতু ইঞ্জিয়গণে নিয়ম করিয়া । অল্প স্মৃৎ ভোগ
হৈতে বিরক্ত হইয়া ॥ আত্মাতে মহৎ স্মৃৎ লভিয়া সে জন । আবার
ভাবেতে মুনি জন্মে ভুবন ॥

। ২৩ । পুরগ্রামব্রজান্ সার্থান্ ভিক্ষার্থং প্রবিশংসরেৎ ।

পুণ্যদেশসরিষ্টৈলবনাশ্রমবতীং মহীং ।

পুর ব্রজ গ্রাম যথা থাকে সত্ত্ব জন । সে স্থানে প্রবেশ করে ভিক্ষার কারণ ॥
পুণ্য দেশ সরিৎ শৈল বনাশ্রমবতী । মহীতে জমণ করে শুদ্ধ সত্ত্ব অতি ॥

। ২৪ । বানপ্রস্থপ্রাশ্রমপদেবভীক্লং ভৈক্ষমাচরেৎ ।

সংসিধ্যত্যাশ্রমসম্মোহঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ শিলাক্সা ।

বানপ্রস্থ প্রাশ্রমেতে যমা ভিক্ষাকরোশীলবৃন্তি লক্স অমে ভোজন আচরে ॥
এইরূপে শুদ্ধ সত্ত্ব গত মোহ হয় । অবিলম্বে সম্যাসী উত্তম সিদ্ধি লয় ॥

। ২৫ । নৈতৎস্বত্বয়া পশ্যেদৃশ্যমানং বিনশ্যতি ।

অশক্তচিত্তোবিরমেদিহাসুত্র চিকীর্ষিতাৎ ।

উত্তম ভক্তের লাগি ব্যাপার না করে। দৃশ্যমান অদ্রব্য মিথ্যা মনেতে বিচারে ॥
যেই হেতু দৃশ্যমান অদ্রব্যের বিনাশ । অতএব মিথ্যা সেই হয়ত প্রকাশ ॥
ইহ পর বিষয়ে আসক্ত চিত্ত নয় । সর্বত্র বৈরাগ্য ভাব ব্যাপার ত্যজয় ॥

। ২৬ । যদেতদাস্মিন জগন্মনোবাকপ্রাণসংহিতং ।

সর্বং মায়েতি তর্কেণ স্বহৃদ্যজ্ঞা নতৎসরেৎ ।

এই দেহ মন বাক্য প্রাণের সহিত । অপন্ন সংসার যত আত্মায় কলিত ॥

এইত সকল মায়া সত্য কভু নয় । স্বপ্ন সম বিতর্কিয়া সকল ভ্যজয় ॥

আত্মনিষ্ঠ হয়ে ইহা পুনঃ না স্মরয় । কহিলাম ইহা তুমি জানিবে নিশ্চয় ॥

। ২৭ । আত্মনিষ্ঠেবিরক্তোবা মত্তজোবাহনপেককঃ ।

সঙ্গিনাশাংসাত্যক্তা চরেদবিধিগোচরঃ ॥

এ ধর্ম কহিল বহুদকাদি আসির । পরম হংসের ধর্ম শুন ইবে ধীর ॥

অত্যন্ত বৈরাগ্য কিবা জ্ঞাননিষ্ঠ হয় । অথবা আমার তজ্জি বশেতে থাকয় ॥

সে যোগী আশ্রম লিঙ্গ সঁকল ভ্যজয় । অবিধি গোচর ইহা সমস্ত জময় ॥

আর কিছু অপেকা না করে সেই জন । দেখে সে পরম সুখে করয়ে জমণ ॥

। ২৮ । বুধোবালকবতক্রীড়েৎ কুশলৌজ্জবচ্চরেৎ ।

বদেদুশ্মন্তবসিমান গোচর্য্যাং স্নানগম্যচ্চরেৎ ॥

আপনি পণ্ডিত শিশু সমান বেড়'য় । সমস্ত কার্যোতে দক্ষ থাকে জড় প্রায় ॥

আপনি বিদ্বান কহে উন্মত্ত সমান । বেদার্থে নিপুণ হয় অমাচার বান ॥

। ২৯ । বেদবাদরজোন স্যাদ পাশাণী ন টৈতুকঃ ।

শুদ্ধবাদবিবাদেন কক্লিৎপক্ষং সমাহযেৎ ॥

কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যানেতে নিষ্ঠা না করয় । ঐতি স্মৃতি বিরুদ্ধ ধর্মেতে না

থাকয় ॥ কেবল তর্কেতে নিষ্ঠা কভু নাহি করে । শুদ্ধ বাদ বিবাদেতে

পক্ষ নাহি ধরে ॥

। ৩০ । নোভিজ্ঞেত জনাকীরোজনকোষেজয়েদ তু ।

অতিবাদান্তিকিতে নাবমন্যেত কখন ।

দেহমুচ্ছিশ্য পশুবৈষয়ং কুর্য্যাদ কেনচিত্ ॥

জোকেরে দেখিলে কভু উদ্ভিন্ন না হয় । কদাচিত্ লোকে উদ্বেগ না করয় ॥

অনের দ্বিকৃতি কদাচিত্ নাহি বলে । অপমান নাহি কবে মানব সকলে ॥

সকল ভুতের আত্মা দৃষ্টি মিত্য করৈ । পশু মন বৈরিভাব কভু না আচরে ॥

। ৩১ । একএষ পরোহাক্সা ভূতেশাংন্যবহিতঃ ।

বথেন্দুরূদপাক্রেষু ভুতান্যেকাশ্চকানি চ ॥

এক আত্মা এই সব ভুতেতে আছয় । চক্ষু বিষ যেন সব জলপাক্রে রয় ॥

পঞ্চভূতে সর্ব দেহা'হয়েছে নির্মাণ । বৈরিভাব ইথে করে যেইত অজ্ঞান ॥

। ৩২ । অলঙ্কা নবীবিনেত কালে কালেহ্মনং কচিৎ ।

নক্সা নহব্যোন্নতিমানুভয়ং দৈবতজ্জিতং ।

কালে কালে কদাচিৎ অন্ন না মিলয় । তথাপি বিদ্বান ইথে কতু না করয় ॥
পাইলে অত্যন্ত ভুন্ট নহে সন্তোষান । দৈব বেশে লাভালাভ বুঝে জামবান ॥

। ৩৩ । আহারার্থং নদীহেতু বুদ্ধং তৎপ্রাণধারণং ।

তত্ত্বং বিদ্বদ্ব্যতে তেন তত্ত্বজ্ঞায় বিদ্বদ্ব্যতে ।

আহার নিমিত্তে যদি ব্যাপার করয় । যেহেতু জাহার বিনা প্রাণ নাহি রয় ॥
প্রাণ না থাকিলে নহে তত্ত্ব বিমর্ষণ । বিনা তত্ত্ববিজ্ঞাতে না হয় বিমোচন ॥

। ৩৪ । যদুচ্ছয়োপপাদ্যমান্যাদ্ধে ষ্ঠতাপরং ।

তথা বাসস্তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজেন্মনিঃ ।

যদুচ্ছয় যেই অন্ন উপস্থিত হয় । সেই অন্ন অতি সুখে ভোজন করয় ॥
যথাবস্ত্র যথারূপে শয্যা যোগী পায় । তাহে কাল কাটাইয়া সুখেতে বেড়ায় ॥

। ৩৫ । শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনযাচরৎ ।

অন্যাস্তচ নিয়মান জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ ।

শৌচ আচমন স্নান অপব নিয়ম । বিধি বা অবিধি তারে নাহি করে ভ্রম ॥
আমি যেন লীলা করি ঈশ্বর সবার । তেনে জ্ঞানী বিধিযতে না করে বিচার ॥

। ৩৬ । নহি তস্য বিকম্পাখ্যা যা চ মদীক্যা ততঃ ।

আদেহাত্মা কচিৎ খ্যাতিস্ততঃ সম্পদ্যতে মহা ।

ভেদবুদ্ধি জ্ঞানীবা না থাকে কদাচিৎ । যেই থাকে সেই ব্যবহারেতে প্রভীত ॥
জ্ঞান হৈলে ভেদ বুদ্ধি কতু নাহি রয় । যদি থাকে সেই দেহে অস্তেতে
যুচয় ॥ তাব পর সেই যোগী অতি শুদ্ধ হয় । আমার সমান সাক্ষি
সম্পত্তি লভয় ॥

। ৩৭ । দুঃখোদর্কেষু কামেষু জ্ঞাননির্বেদ আত্মবান ।

অজিহাসিতমদর্শোহুনিঃ পুরুষপব্রজেৎ ।

কেবল বৈরাগ্য যার দেহে উপজয় । শেষে দুঃখ সর্ব ভোগে বৈরাগ্য করয় ॥
আত্মবান সেই যোগী ইহা সে জানিবে । নচেৎ ভাহার কেন বৈরাগ্য
ঘটিবে ॥ যদ্যপি আমার ধর্ম জেবে না থাকয় । তবে করে মুনি রূপ
গুরুরে আশ্রয় ॥

। ৩৮ । তাবৎ পরিতরেত্ব্য শ্রদ্ধাবাননহয়কঃ ।

যাবৎক বিজানীয়াস্মামেব গুরুমাদৃতঃ ।

আমার সমান করি গুরুরে চিন্তয় । তাবৎ শ্রদ্ধায় তাঁর চরণ সেবয় ॥

ভজিতে তাঁহারে সেবে অস্থয়া না করে । গুরুর চরণ গল্প পুজে সমাদরে ॥

যাবৎ না হয় ব্রহ্মরূপ পরিচয় । ব্রহ্মজানী হৈলে স্থখে একাকী ভ্রময় ॥

। ৩৯ । যদ্বসংযতযতুর্গঃ প্রচণ্ডেজিয়মারিষিঃ ।

জ্ঞানট্রেরাগ্যরহিতক্ষিদগমুপজীবতি ।

যে জন যতুর্গ নাহি করে পরাজয় । অভ্যস্ত আসক্ত বুদ্ধি সে জনের হয় ॥

সদা হয় রহিত বৈরাগ্য আরাধ্যানে । দণ্ড করে কায় মন বাক্য এই তিনে ॥

। ৪০ । সুরানামানমাশ্বং নিক্ষুভে মাঞ্চ ধর্মহা ।

অবিপকং কষায়োহুস্মাদমুখ্যচ্চ বিহীতে ।

দেবতারে আপনে আমারে আপনারে । প্রতারিয়া ধর্ম হস্তা বেড়ায়

সংসারে ॥ নির্মল হৃদয় তার কদাচিত্ নয় । ইহ পরলোক হইতে সে

জন পড়য় ॥

। ৪১ । তিক্ষোর্থর্মঃ শমেহিংসা তপঈক্ষাবনৌকসঃ ।

গৃহিণোভুতরক্ষেজ্যাবিজস্যচার্য্যসেবনং ।

তিক্ষকের ধর্ম সম আর অহিংসন । বনাশ্রমী করে তপঃ যজ্ঞেতে যজন ॥

গৃহস্থের ধর্ম যজ্ঞ ভূত রক্ষা করে । দ্বিজ সে আচার্য্য সেবা সর্বদা আচরে ॥

। ৪২ । ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষোভুতমৌহনং ।

গৃহস্থস্যাপ্যভৌ গন্তঃ সর্কেষাং মদুপাসনং ।

গৃহস্থের ধর্ম শুন বলি যে বিশেষ । ঋতুতে নারীয়ে ভজে ভ্যজে ভূতদ্বেষ ॥

ব্রহ্মচর্য্য তপঃ শৌচ সন্তোষ সতত । আমার চরণ সেবা সর্ব অতিমত ॥

। ৪৩ । ইতি মাং যঃ স্বধর্মেণ ভজেরিত্যমনন্যভাব ।

সর্বভুতেষু বদ্যাবোমহত্ত্বিং বিদতে দৃঢ়াং ।

এই রূপে যেই জন অনন্য ভাবেতে । আমার চরণ ভজে আপন ধর্মেতে ॥

সকল ভূতেতে নিত্য আমারে দেখয় । অচিরে আমার দৃঢ়া ভক্তি সে লভয় ॥

। ৪৪ । ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্য সর্বলোকমহেশ্বরং ।

সর্কোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং নোপয়াতি সঃ ।

শুনহে উদ্ধব বার দৃঢ়া ভক্তি হৈল । অবিলম্বে সেই জন আমারে পাইল ॥

সর্ব লোক মহেশ্বর আমি সদাশয় । আমা হৈতে সবাঁকার উৎপত্তি প্রলয় ॥
আমি ব্রহ্মপ্রকৃত্যাদি সবার কারণ । আমারে ভজয়ে নিত্য মম ভক্ত জন ॥

। ৪৫ । ইতি স্বধর্মনির্নিকসম্বোধিনির্জাতমদমতিঃ ।

জানবিজ্ঞানসম্পদোবিবর্ত্তঃ সমুৎপত্তি মাং ॥

একুপে স্বধর্মে শুদ্ধ সত্ত্ব যদি হয় । আমার ঐশ্বর্য্য সেই নিশ্চয় জানয় ॥
জ্ঞান বিজ্ঞানেতে নিত্য পরিপূর্ণ হয় । বৈরাগ্য হইলে জীব আমারে লভয় ॥

। ৪৬ । বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্মএষ আচারনুষ্ঠানঃ ।

সএব মন্ত্রকিয়ুতোনিশ্চেষসকরঃ ॥

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এই বলিহু তোমায় । এহ আচারেতে জীব দিব্য গীত পায় ॥
এই ধর্ম্ম যদি মম ভক্তিয়ুক্ত হয় । তবে সে আমার গদ অচিরে লভয় ॥

। ৪৭ । এতত্তেহুতিহিতং সাধো তবান পৃচ্ছতি যত্র মাং ।

তথা স্বধর্ম্ম সংযুক্তোভক্তোমাং সমিয়াৎ পরং ॥

ইতি ভীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ভীভগবদুচ্চব সংবাদে যতি ধর্ম্ম

নির্বয়োহুটীদশোহধ্যায়ঃ ।

শুনহে উদ্ধব তব প্রশ্ন অল্পসারে । বিবরিয়া বলিলাম সকল তোমারে ॥
যে রূপেতে স্বধর্মে থাকিয়া জীব গণ । ভক্তিয়ুক্ত হৈলে পায় আমার চরণ ॥
একাদশ স্কন্ধে হৈল আঠার অধ্যায় । যতি ধর্ম্ম সনাতন রচিল ভাষায় ॥

একোনবিংশতি অধ্যায়ের আভাস ।

জ্ঞানাদের্নির্নয়ঃ পূর্কং কৃতোহ্যশ্রমধর্ম্মতঃ ।

একোনবিংশতিতমে জ্ঞানাদেস্ত্যাগউচ্যতে ॥

আশ্রম ধর্ম্মতো জ্ঞানাদির নির্ণয় পূর্বেতে করিয়া একোনবিংশতিত-
মাধ্যায়ে জ্ঞানাদির ত্যাগ কহিতেছেন ॥

ভীভগবানুবাচ । ১ । যোবিধান ঐতসম্পাদঃ আশ্রমাদানুমানিকঃ ।

মায়ামাত্রমিদং জ্ঞান জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ ॥

তগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব । আশ্রম পরিচয় সে লভয়ে যেই সব ॥

যেই সদাশয় আত্ম তত্ত্ব সে লভয় । কেবল পরোক জ্ঞান যার নাহি হয় ॥
সেই জন মায়া যাত্র ব্রহ্মাণ্ড দেখয় । জিভুবনে সভ্য বুদ্ধি কভু না কবয় ॥
তত্ত্বজ্ঞানী হৈলে জ্ঞান আমি সমর্পয় । বিদ্বৎ সন্ন্যাসী বলি ইহারে বলয় ॥

। ৩ । জ্ঞানিন্দ্রহমেবেতঃ স্বার্থোহেতু কসম্মতঃ ।

স্বর্গৈশ্চ বাপবর্গৈশ্চ নান্যোহর্থো মদূতে-প্রিয়ঃ ॥

আমি সে জ্ঞানীর ইষ্ট আমি কর্ম ফল । আমি তার অভিজ্ঞ সাধন সকল ॥
আমি স্বর্গ আমি ত সে অণবর্গ হই । অন্ম কিছুর প্রিয় তার নাহি আমি বই ॥

। ৩ । জ্ঞানবিজ্ঞানসম্বন্ধাঃ পদং শ্রেষ্ঠং বিদূর্মম ।

জ্ঞানী প্রিয়তমোহতোনে জ্ঞানেনান্যৌ বিতর্জিমাং ॥

জ্ঞান বিজ্ঞানেতে যেই সম্পন্ন হইল । আমার উত্তম পদ জ্ঞানী সে লভিল ॥
অতএব জ্ঞানী মম প্রিয়তম হয় । জ্ঞান বলে জ্ঞানী মিত্য আমারে ধরয় ॥

। ৪ । তপস্তীর্থং জপোদ্যানং পবিত্রাণীতরানি চ ।

নালং কুর্যন্তি তাং শুদ্ধিং বা জ্ঞানকলয়া কৃত্য ॥

জ্ঞান কলা গাত্রেতে যেমন শুদ্ধি হয় । তপঃ তর্ক আদি তেন শুদ্ধিনাকরয় ॥

। ৫ । তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞান্বা স্বান্মান যুদ্ধব ।

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নোত্তম মাং ভক্তিভাবিতঃ ॥

সেহেতু উদ্ধব তুমি জ্ঞানের সহিত । আমারে জানিয়া হও আত্ম পরিচিত ॥
পরিপূর্ণ হও তুমি জ্ঞান বিজ্ঞানেতে । আমারে ভজ্য হ নিত্য ভক্তি-ভাব মতে ॥

। ৬ । জ্ঞানবিজ্ঞানবজ্জেন মামিষ্টান্মানমাত্মনি ।

সর্বযজ্ঞপতিং মাং টৈব সংসিদ্ধিং দুর্নয়োহগমম ॥

জ্ঞান আর বিজ্ঞান যজ্ঞেতে মুনিগণ । সর্ব যজ্ঞপতি আমি করে আরাধন ॥
আত্মাতে আত্মারে তারা যজন করিয়া । পরম আনন্দেগেলা সংসার তরিয়া ॥

। ৭ । স্বদ্যুত্বাশ্রয়তি যজ্ঞিবিধৌবিকারো

মায়াস্তরাপততি নাদ্যপনুর্গয়োর্থং ।

জন্মাদয়োহস্য যদমী তব তস্য কিং স্ত্য-

রাদ্যস্তয়োর্থদসতোহস্তি তদেব মথ্যে ॥

গুনহ উদ্ধব বলি শাস্ত্রার্থ বিশেষ । সংক্ষেপে কহিব তোমার জ্ঞান উপদেশ ॥
তোমাতে আত্ম যেই জীবিত্ত বিকার । দেহাদি বলিয়া যারে কর ব্যবহার ॥
এ সকল জানিহ কেবল মায়াময় । নিশ্চয় করিয়া বুঝ বাস্তবার্থ নয় ॥

যে হেতু মধ্যোতে সব আরোপিত হয় । রজ্জুতে সর্পের ভ্রম যেন উপজয় ॥
আদ্যোতে দেহাদি এই না ছিল তোমার । অস্ত্রেতে না থাকিবেক করহ
বিচার ॥ যদি এই শরীরের জন্ম আদি হয় । তুমি অধিষ্ঠান তব জন্মাদি
সে নয় ॥ বস্তুত সে বিকারের জন্ম আদি নাই । যেই হেতু বিচারে দেহাদি
থাকে নাই ॥ সর্পাদি ভ্রমের আদ্য অস্ত্রে যেই ছিল । মধ্যোতেহ সেই
রজ্জু সর্প না রহিল ॥ সেই রূপে দেহ আদি বিকার যে হয় । কেবল সে
ভ্রম মাত্র সত্য কভু নয় ॥ আদ্য যেই মধ্যে যেই অস্ত্রে সেই রয় । দেহাদি
বিকার যত সত্য সেই নয় ॥ নিরিকার ব্রহ্ম তুমি জান আপনায় । দেহাদি
প্রপঞ্চ যত কেবল মায়ায় ॥

ঐউদ্ধবউবাচ । ৮ । জ্ঞানং বিশ্বকং বিপুলং ষট্শতবৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং

পুরাণং । আখ্যাতি বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে ভ্রমক্ৰিয়োগক মহাবিশ্বগুণ্যং ॥

উদ্ধব বলেন শুন প্রভু দামোদর । বিশ্বের ঐশ্বর তুমি বিশ্ব মূর্ত্তিধর ॥
যেই জ্ঞান মম লাগি कहিলে গোমাত্রেী । বিবরিয়া বল তাহা বুঝিতব ঠাত্রেী ॥
বৈরাগ্য বিজ্ঞান যুত জ্ঞান পুরাতন । বিশুদ্ধ নিশ্চিত যথা এই জ্ঞান হন ॥
তব প্রেম ভক্তি প্রভু কি উপায় হয় । চতুর্মুখ আদি দেব যাহা অশেষয় ॥
এ সব বিশেষ করি বল নারায়ণ । তোমার চরণে মম এই নিবেদন ॥

। ৯ । তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবানুশীশ ।

পশ্যামি নান্যদ্রৱণং ভবাজ্জিবম্মাতপত্রাদহতাভিবর্ষাৎ ॥

এইত সংসার মার্গ অতি ঘোরতর । তাপত্রয়ে অভিহত জন নিরন্তর ॥
ইহাতে পড়িয়া দেখ সদা তপ্যমান । ঐশ্বর আপনি ইথে হও দয়াবান ॥
তব পদ দ্বন্দ্ব আতপত্র সুবিমল । অমুকণ বৃষ্টি করে সুধা সম জল ॥
হেন পদ বিনা অন্য না দেখি স্মরণ । তব তাপ হৈতে প্রভু কর উদ্ধারণ ॥

। ১০ । দষ্টং জনং সংগতিং বিলেহ্মিন কালাহিনীকুলসুখোক্তর্ষং ।

সমুদ্রতৈরণং কৃপয়াপবর্গ্যৈর্বচোক্তিরাসিক মহানুভাবঃ ॥

এইত সংসার গর্ত্তে আছয়ে পড়িয়া । কালসর্প ইথে জনে দংশিছে বেড়িয়া ॥
কুদ্র সুখ হেতু বড় তৃষ্ণা অমুকণ । বিষয় বিষের জ্বালা করিছে দহন ॥
অপবর্গ বোধ দেন যেইত বচন । সে বাক্য অমৃত জ্বলে করহ সেচন ॥
কৃপায় বচনামৃতে সিঞ্চিত হইবে । ইহা না করিলে প্রভু কলঙ্ক ঘটবে ॥
শ্রোত্র যে ঐশ্বর্য্য তব সকল সম্ভবে । তবে কেন দীনহীনে কৃপা না করিবে ॥

ঐতগবানুবচ। ১১। ইধমেতৎ পুরা রাজা ভীষ্মঃ ধর্মভূতাশ্রয়ঃ।

অজাতশত্রুঃ পঞ্চাঙ্ঘ সর্কেষাং নোহনু শৃণুতাং।

নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে স্মৃহ্মিধনবিস্কলঃ।

ঋত্বা ধর্মান বহুং পশ্চাত্মোক্ষধর্মানপৃচ্ছত।

ভগবান বলিছেন শুন হে উদ্ধব। তব অতিপ্রায় আমি বুঝিলাম সব ॥

জিজ্ঞাসা করিলে তুমি যে রূপে আগারে। ধর্ম পুত্র জিজ্ঞাসিলা একপে
ভীষ্মেরে ॥ ধর্ম পালকের শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মহাশয়। ধর্ম স্মৃত বিনয়েতে
তঁারে জিজ্ঞাসয় ॥ আমরা তা শুনিলাম সভার ভিতর। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞা
সিলা অহে সাধুবর ॥ বিষম ভারত যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলা। স্মৃহ্ম নিধন
শোক রাজারে বাধিলা ॥ শুনিয়া অনেক ধর্ম ভীষ্ম দেব হৈতে। মোক্ষ
ধর্ম জিজ্ঞাসিলা সবার সাক্ষাতে ॥

। ১২। তানহং তেহভিগাম্যামি দেবব্রতমুখাচ্ছতান।

জ্ঞানবিজ্ঞানবৈরাগ্যশ্রদ্ধাভক্ত্যুপবৃংহিতান।

দেবব্রত মুখ হৈতে শুনেছি যে ধর্ম। বিবরিয়া সে জ্ঞান কহিব শুন মর্ম
বৈরাগ্য বিজ্ঞান জ্ঞান শ্রদ্ধা ভক্তিযুত। সকল শুনহ তুনি হইয়া সংযত ॥

। ১৩। নবৈকাদশপঞ্চদশ ভাবান ভূতেষু যেন বৈ।

ঐক্ষেতাতৈককন্যেযু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতং ॥

প্রথমতে জ্ঞান বলি শুন দিয়া মন। যে কথা শুনিলে প্রাণী তজ্জ্ঞানহন ॥
প্রকৃতি পুরুষ দুই মহদহঙ্কার। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চ আর ॥
একাদশ ইন্দ্রিয় আর পঞ্চ মহাভূত। সত্ত্ব রজস্তমঃ তিন করহ সংযুত ॥
আটাইশ তত্ত্ব এই আছে সর্বভূতে। ব্রহ্মা আদি স্বাবরাস্ত সকল কায়েতে ॥
অনুগত হয়ে আছে এই তত্ত্বগণ। যেই জ্ঞানে এই সব করে নিরীক্ষণ ॥
এক পরমাত্মা এই কার্য্য কারণেতে। অনুগত হয়ে আছে চৈতন্য রূপেতে ॥
কর্ম্ম আর কারণ স্বরূপ ত্রিজগৎ। আমি হৈতে ভিন্ন নহে দেখয়ে সতত ॥
ইহা যে বিচারে দেখে তারে বলি জ্ঞান। জ্ঞানহীন যেই সেই পশুর সমান ॥

। ১৪। এতদেব হি বিজ্ঞানং নততৈকেন যেন যৎ।

অতঃপর বলি শুন বিজ্ঞান লক্ষণ। যাহা হৈতে সংসারেতে বন্ধনহে জন ॥
প্রকৃতি পুরুষ আদি পদার্থ সে যত। ব্রহ্ম হৈতে ভিন্ন নাহি দেখয়ে তাবত ॥

যখন এইত রূপ আর না দেখয় । কেবল সে ব্রহ্ম দৃষ্টি সর্বদা করয় ॥
তখন সেইত জানে বিজ্ঞান বলয় । ইহাতে সন্দেহ নাই জানিবে নিশ্চয় ॥

। ১৫ । স্থিত্যৎপত্যগ্যমান পশ্যেদ্ধাবানং ত্রিস্তণাঅনং ।

আদ্যবস্তে চ মধ্যে চ স্থজ্যাং স্থজ্যাং যদস্থিয়াং ।

পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যজ্ঞিষ্যোত্তদেবসত্ ।

সাবয়ব যত আছে পদার্থ জগতে । জন্ম স্থিতি জয় দেখে এই সকলেতে ॥
আদ্যমধ্য আর অন্তে সৃজ্য বস্তু হৈতে । পশ্চাৎ চলেন যৌহ অন্ম সে সৃজ্যেতে ॥
সৃজ্যের প্রলয়ে পুনঃ শেষেতে থাকয় । তেঁহ মাত্র সদ বস্তু ইহাই নিশ্চয় ॥

। ১৬ । ক্রতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্মনুমানং চতুর্ভুজং ।

প্রমাণেঘনবন্ধুনাগ্নিকল্যাণং সবিরজ্যতে ॥

বেদেতে বলেন নানা রূপ মিথ্যা নয় । আচারে সর্বদা সত্য সেই বেদে কয় ॥
পট আদি কার্য যত প্রত্যক্ষ দেখয় । তন্তু বিনা পট নাহি কদাচিত্ হয় ॥
সেকরূপ এ সব বিশ্ব চৈতন্ত্য বিহনে । ব্যবহার হয় নাকি অচৈতন্ত্য সনে ॥
সহাজন জানী যত আছিল পূর্বেতে । তারা কেহ বিষয়না কৈল এ জগতে ॥
মিথ্যা বলি সংসারেতে না করিলা রতি । কেবল আমার পদে স্থির কৈলা
মতি ॥ শুনহে উদ্ধব আর বলি অমুমান । শুক্লি খণ্ডে হয় যেন রজতের
জান ॥ তেন এ যাবৎ দৃশ্য সব মিথ্যা নয় । অহং মম ভাব ইথে বুঝিয়া ত্যজয় ॥

। ১৭ । কর্মণাং পরিণামিহাদাবিরিক্যান্দমঙ্গলং ।

বিপশ্চিমম্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥

কাম্য কর্ম পরিণত যত হে অনিত্য । ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যে এহেতু অসত্য ॥
অদৃষ্টও সেই সুখ দুঃখ রূপ হয় । দৃষ্ট দুঃখ সম তাহা জানিহ নিশ্চয় ॥
নম্বরও সেই সুখ নিত্য কভু নয় । এইরূপ জানী জন অবশ্য দেখয় ॥

। ১৮ । ভক্তিযোগঃ পুটৈর্বোক্তঃ প্রীয়মাণ্য তেহনঘ ।

পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মন্তকৈঃ কারণং পরং ॥

ভক্তি যোগ পূর্বে আমি বলেছি তোমায় । পরম কারণ সহ কব পুনরায় ॥
অপাপ তুমিহ অহে পাইয়াছি শ্রীত । তোমারে কহিব পুনঃ হবে আন-
ন্দিত ॥ ভক্তির কারণ আর ভক্তিসে আমার । উভয় কহিব আমি করিয়া
বিস্তার ॥

। ১৯। অক্ষায়তকথ্যায়ং মে শঙ্খান্দনুকীৰ্ত্তমং ।

পরিমিতা চ পূজ্যায়ং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ।

আদরঃ পরিচর্য্যায়ং সৰ্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং ।

মন্তুতপূজাত্যাধিকা সৰ্ব্বলোকেষু মমতা ॥

আমার অমৃত কথা শুনে আদরে। শুনিয়া সে কথা ব্যাখ্যা করে অন্তরে ॥
আমার পূজায় নিষ্ঠা থাকে অলুক্ষণ । স্তব পাঠ করয়ে মম করয়ে স্তবন ॥
আমার সেবায় নিত্য থাকয়ে আদর । অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পূজার অন্তর ॥
আমার ভক্তের পূজা অধিক করয় । সকল ভূতেতে দেখ আমারে দেখায় ॥

। ২০। মদর্থে বজ্রচেটা চ বচসা মঙ্গলৈরণং ।

ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সৰ্ব্বকামবিবৰ্জনং ॥

লৌকিক ব্যাপার যত ভক্তগণ করে । সে সব ব্যাপার নিত্য সমর্পে আমারে ॥
বাক্যেতে আমার গুণ করয়ে কীর্ত্তন । আমাতে আপন চিত্ত করে সমর্পণ ॥
কাম্য কর্ম্ম সকল করয়ে বিসর্জন । যে কাণ্য কর্ম্মেতে হয় সংসার বন্ধন ॥

। ২১। মদর্থে হর্ষপরিভ্যাগোভোগস্য চ মুখস্য চ ।

ইচ্ছং দত্তং হৃতং জপ্তং মদর্থে যদ্বৃত্তং তপঃ ॥

অতঃপর শুন কিছু করি বিনয়নে । অর্থ সব ভাগ করে আমার কারণে ॥
চন্দনাদি উপভোগে আদর না করে । হর্ষ মনে ভোগ দ্রব্য দেয়ত আমারে ॥
পুত্রের পালন আদি না করে আশ্রয় । পুত্র সম পালনাদি কবয়ে আশ্রয় ॥
ইচ্ছ দত্ত হৃত জপ্ত মদর্থে করয় । ব্রত পুজা আদি করি আমা সমর্পয় ॥

। ২২। এবং ধর্মে মনুষ্যাণামুচ্চবান্ধনিবেদনং ।

ময়ি সং জায়তে ভক্তিঃ কোহন্যোহর্থোহস্যাবশিষ্যতে ॥

এই সব ধর্ম্ম করো শুনহ উদ্ধব । আমা সমর্পণ করে যে মনুষ্য সব ॥
সে প্রেম লক্ষণ ভক্তি ভাসবার হয় । আমাতে হইলে তাহা সর্ব্বার্থ জন্মায় ॥
কোন্ অন্য অর্থ ভঞ্জে অবশিষ্ট হয় । তোমারে কহিলু আমি জানিবে নিশ্চয় ॥

। ২৩। যদান্যন্যর্পিতং চিত্তং শাস্তং সন্তোষং হিতং ।

ধর্ম্মং জ্ঞানং সর্বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যাকাংক্ষাদিপদ্যতে ॥

সন্তোষে তার চিত্ত শাস্ত ভাব হৈল । সে চিত্ত আমারে যদি সমর্পণ কৈল ॥
সেই সে বৈরাগ্য জ্ঞান আর ধর্ম্ম পায় । সকল ঐশ্বর্য্য ভক্ত লভয়ে হেলায় ॥

। ২৪ । যদপি তং তদ্বিকল্প ইন্দ্রিয়ৈঃ পরিধাবতি ।

রজস্বলকাসমিষ্ঠং চিত্তং বিদ্ধি বিপর্যয়ং ॥

সেই চিত্ত যদি দেহ গৃহ এতি ধায় । অল্পগ ইন্দ্রিয়গণ তার। পাছু যায় ॥
রজোগুণ বৃদ্ধি হৈয়া দুটপথে চলে । অধর্মাদি করে নিত্যরজোগুণ বলে ॥

। ২৫ । ধর্মোন্নতজিহ্বং প্রোক্তোজ্ঞানকৈকাগ্রদর্শনং ।

শুভেদ্বসনো বৈরাগ্যমৈশ্বর্যকাণিমানয়ঃ ॥

তারে ধর্ম বলি যাতে মম ভক্তি হয় । তারে, জ্ঞান বলি যাতে আনন্ডে
দেখয় ॥ সেই সে বৈরাগ্য যেই বিষয় ছাড়য় । সেই সে ঐশ্বর্য যাতে
অনিমাদি হয় ॥

শ্রী উদ্ধবউবাচ । ২৬ । যমঃ কতিবিধঃ প্রোক্তোনিয়মো বারিকর্ষণ ।

কঃ শমঃ কৌদরঃ কৃষ্ণকা তিতিক্কা মূতিঃ প্রভো ॥

উদ্ধব বলেন শুন অরিবিকর্ষণ । ধর্মাদিরে কেহ কেহ আন করি কন ॥
অতেব জিজ্ঞাসা করি ধর্মাদি বিষয় । নিষ্ঠা করি বল যাতে খণ্ডিবে সংশয় ॥
যম বলি বলে যারে সে কত প্রকার । নিয়ম বা কত হয় কিরূপ তাহার ॥
শন বা কাহারে বলি কারে বলি দম । তিতিকা কি মূতি বা কি বল বদুস্তম ॥
আপনি সমর্থ হও সকল বলিতে । কৃপাকরি কহ কৃষ্ণ এই অল্পগতে ॥

। ২৭ । কিং দানং কিং তপঃ শৌর্য্যং কিং সত্যমুতমুচ্যতে ।

কন্ত্যাগঃ কিং ধনং চেচ্ছং কোষস্তঃ কাচ দক্ষিণা ॥

দান কারে বলি তপ শৌর্য্য কিবা হয় । কি সত্য কি ঋত তাহা বল মহাশয় ॥
কারে ত্যাগ বলি কহ ইচ্ছা কোন ধন । যজ্ঞ কি দক্ষিণা কিবা বল নারায়ণ ॥

। ২৮ । পুংসঃ কিং শিৱলং শ্রীমদ্ভয়া লাভশ্চ কেশব ।

কা বিদ্যা ত্রীঃ পরা কা শ্রীঃ কিং সুখং দুঃখমেব বা ॥

কঃ পণ্ডিতঃ কঃ মুখ্যঃ কঃ পহা উৎপথশ্চ কঃ ।

কঃ স্বর্গোন্নরকঃ কশ্চ কোবদ্বরুত কিং গৃহং ॥

পুরুষের বল কিবা দয়ালাভ কিবা । পরাবিদ্যা কিবা সেহ সেই লজ্জা
কিবা ॥ কিবা সে পরমা গোভা কি দুঃখ কি সুখ । শ্রীকেশব কহ যদি
যুচে তবে দুঃখ ॥ কি পণ্ডিত কিবা মুখ্য কারে বলি পথ । বিবরিয়া বস
কারে বলয়ে উৎপথ ॥ কারে স্বর্গ বলহয় নরক বলি কারে । কিবা বলি
বন্ধু জন গৃহ হে কাহারে ॥

। ২০ । কআচ্যঃ কোদরিজোবা কৃপণঃ কঃ কদম্বরঃ ।

এতান প্রমথান্ মম ব্রহ্মি বিপরীতাংশ্চ সত্পতে ॥

কেবা আচ্য মহিতে দরিদ্র কোন জন । কারে বা কদম্বর বলি কৃপণ কে হন ॥
এই সব প্রমথ মম কহিতে হইবে । প্রমথ বিপরীত কিবা সত্পতি কহিবে ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ৩০ । অহিংসা সত্যমশ্বেয়মসঙ্কোহীরসঞ্চয়ঃ ।

অস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মোনং শৈবর্য্যঞ্চ মা ভয়ং ॥

ভগবান বলিছেন শুন সদাশয় । ভোগার উত্তর ক্রমে বলিব নিশ্চয় ॥
অহিংসা সে সত্য আর অচৌর্য্যাচরণ । সঙ্গত্যাগ লঙ্ঘনা আর সঞ্চয় ত্যজন ॥
ধর্ম্মেতে বিশ্বাস ব্রহ্মচর্য্য মোন আর । শৈবর্য্য ক্রমা ভয় সে কহিছে প্রচার ॥

। ৩১ । শৌচং জপস্তপোহোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চনং ।

তীর্থাটনং পরার্থেহি তু ইরাচার্য্যসেবনং ॥

বাহু অভ্যস্তর ভেদে শৌচ দুই মত । জপ তপ হোম শ্রদ্ধা ধর্ম্মে অভিরত ॥
আতিথ্য আগার পূজা তীর্থের অটন । মম অর্থে চেষ্টা তুমি আচার্য্য সেবন ॥

। ৩২ । এতে বনাঃ সন্যাসাউভয়োর্দ্বাদশমৃতাঃ ।

পুংসামুপাসিতান্তাত যথাকামং দুহন্তি হি ॥

পূর্বেতে হইল উক্ত দ্বাদশ সে যম । পরেতে হইল উক্ত দ্বাদশ নিয়ম ॥
ইহা যদি পুরুষেরা করে আচরণ । যাহা যাহা বাঞ্ছা করে হয়ত পূরণ ॥
অহে ভাত ইহা আমি কহিছে নিশ্চয় । অবশ্য জানিবে ইহা নাহিক সংশয় ॥

। ৩৩ । শমোমনিষ্ঠতাবুদ্ধেদমইন্দ্রিয়সংযমঃ ।

তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষোজিহ্বোপহৃজয়োদৃতিঃ ॥

আমার বিষয়ে যেহ বুদ্ধিনিষ্ঠ হয় । তাহারে বলি যে শম বুঝ সদাশয় ॥
সাবধান হয়ে করে ইন্দ্রিয় সংযম । উদ্ধব নিশ্চয় বুঝ তারে বলি দম ॥
তিতিক্ষা জানিহ যেই দুঃখের সহন । জিহ্বা উপস্থের জয় ধৃতি নাম হন ॥

। ৩৪ । দত্তব্যাসপুং দানং কামত্যাগস্তপঃ শূভং ।

স্বভাববিজয়ঃ শৌর্য্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনং ॥

ভূত হিংসা ত্যাগ করা তারে বলি দান । পরম সে দান হয় করিছে ব্যাখ্যান ॥
ভোগ অভিমান ত্যজে তপে বলি তারে । শৌর্য্য বলি স্বভাবেরে যাহা
জয় করে ॥ ব্রহ্ম দর্শনেরে সত্য বলি সদাশয় । সত্য বাক্য মাত্র কভু সত্য

নাহি হয় ॥ ব্রহ্ম দেখা সত্য বাক্য ইহা সত্য হয় । বলিহু তোমারে আমি
জানিহু নিশ্চয় ॥

। ৩৫ । অন্যচ্চ স্তুতা বাণী কবিত্তিঃ পরিকীৰ্ত্তিতা ।

কৰ্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সদ্যাসউচ্যতে ॥

ধৃতি বলি কমনীয় বাক্য যে বলয় । কবিগন সৰ্ব্ব ভাবে এইরূপ কয় ॥
কৰ্ম্মে অনাসক্ত যেই শৌচ বলি তারে । ত্যাগ পদে জানিহু সম্যাস যেই করে ॥

। ৩৬ । ধৰ্ম্মইচ্ছং ধনং নুনাং যজ্ঞোহহং জগৎতমঃ ।

দক্ষিণা জ্ঞানসম্বেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলং ॥

ধৰ্ম্মেরে জানিহু মনুষ্যের ইচ্ছা ধন । আমার যজন যজ্ঞ অতি বিলক্ষণ ॥
দক্ষিণা জানিহু যেই জ্ঞান উদ্গদেশ । বল্ বলি জ্ঞান প্রাণায়াম সবিশেষ ॥

। ৩৭ । ভগোমৰ্শ্বশ্চরোলাবোলাভোনিভুক্তিরুত্তমঃ ।

বিদ্যাস্মি ভিদ্দা বাধোজুগুপ্সা হ্রীরকৰ্ম্মসু ॥

ভাগ্য জ্ঞান আমাতে যে ঈশ্বরতা ভাব । আমার যে ভক্তি হয় সে উত্তম
স্বভাব ॥ বিদ্যা বলি আপনাতে ভেদ বুদ্ধি তোজে । অকৰ্ম্মেতে নিন্দা যেই
তারে বলি লাজে ॥

। ৩৮ । শ্রীশ্রুগাটনরপেক্ষাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্ময়ঃ ।

দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতোবক্ষ্যমাকবিৎ ॥

পুরুষের মণ্ডন উত্তম গুণ হয় । নৈরপেক্ষ আদি করি যাহারে কহয় ॥
মুকুটাদি অলঙ্কার শোভা না করয় । বিবরিয়া কহিলাম জানিহু নিশ্চয় ॥
দুঃখ সুখ ত্যাগ যেই তারে বলি সুখ । কাম সুখ অপেক্ষায় জ্ঞান বড়
দুঃখ ॥ বন্ধ মোক্ষ যেই জানে সেই সেই পণ্ডিত । বুঝ উদ্ধব তুমি ইহা
সুনিশ্চিত ॥

। ৩৯ । মূৰ্খোদেহাদ্যহবুদ্ধিঃ পশ্চাৎ মরিগমঃ স্মৃতঃ ।

উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বৰ্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ ॥

দেহাদিতে অহংবুদ্ধি যেই জন করে । সেই জন মূৰ্খ হয় জগত ভিতরে ॥
নিবৃত্তি মার্গের পথ বঁজিহে উদ্ধব । উৎপথ প্রবৃত্তি মার্গ যাতে দুঃখ সব ॥
সেই স্বৰ্গ নাহি বলি স্বৰ্গ সে তাহারে । সত্ত্ব গুণোদয় যেই স্বৰ্গ বলি তারে ॥

। ৪০। নরকন্তমউদ্ধাহোবন্ধুগুরুরহং সখ্যে।

গৃহং শরীরমানুষ্যং গুণাঢ্যোহ্যাত্যউচ্যতে।

নরক জানিহ তম গুণের বৃদ্ধিরে। নরক নাহিক কহি তামিশ্র আদিরে॥
গুরুরে পরম বন্ধু জানিহ নিশ্চয়। অহে সখা গুরু আমি নাকর সংশয়॥
জানিহ উত্তম গৃহ গমুয্য শরীর। গুণাঢ্যেরে আত্য বলি শুনহ সুধীর॥

। ৪১। দরিদ্রোযবুসংভুক্তঃ কৃপণোযোহজিতেন্দ্রিয়ঃ।

গুণেবশক্তধীরীশোগুণসম্ভোবিপর্যায়ঃ॥

দরিদ্র জানিহ যেই অসম্ভুক্ত জন। ইন্দ্রিয়েরা যারে জিনে সেইত কৃপণ॥
বিষয়েতে অনাসক্ত যেই জন হয়। তাহারে ঈশ্বর বলি রাজা আদি নয়॥
বিষয়ের সঙ্গী যেই সেই অনীশ্বর। সর্বত্র জানিহ তারে না হয় ঈশ্বর॥

। ৪২। এত উক্লব তে প্রশ্নাঃ সর্বের সাধুনিকৃপিতাঃ॥

যত প্রশ্ন কৈলে তুমি আমার অগ্রেতে। নিরুপিয়া দিহু তাহা মুক্তি
উপায়েতে॥

। ৪৩। কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।

গুণদোষদুর্শিদোষোগুণস্তূভয়বর্জিতঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদু্কব সংবাদে শ্রেয়ভেদ নির্ণয়ে।

নাম একোনবিংশোহধ্যায়ঃ॥

তুমি জিজ্ঞাসিলে দোষ গুণের লক্ষণ। সংক্ষেপে বলিব তাহা শুন দিয়া মন॥
কথার বাহুল্য কিছু নাহি প্রয়োজন। ইহারে জানিহ দোষ গুণের লক্ষণ॥
গুণ দোষ ভেদ করি করে দরশন। ইহারে বলি যে দোষ গুণে দেহ মন॥
গুণ দোষ উভয় দর্শনেতে বর্জিত। তাহারে বলি যে গুণ সবার এ রীত্॥
একাদশ স্কন্ধে উনবিংশতি অধ্যায়। সনাতন বিরচিত প্রাকৃত ভাষায়॥

বিংশতি অধ্যায়ের আভাস।

বিংশে যোগত্রয়ং প্রোক্তং ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াস্বকং।

গুণদোষব্যবস্থার্থমধিকারিবিভাগতঃ॥

অধিকারি বিভাগ হেতু গুণ দোষ ব্যবস্থার নিগিষ্ঠে ভক্তিয়োগ জান-
যোগ এবং ক্রিয়াযোগ এই যোগত্রয় বিংশাধ্যায়ে কহিয়াছেন॥

ঐউদ্ধবউবাচ । ১ । বিধিচ্চ অভিষেক্ষচ্চ নিগমোহীশ্বরস্য তে ।

অবেক্ষতেহুর্বিন্দাক্ষ গুণদোষক কৰ্মণাং ॥

উদ্ধব বলেন শুন কৃষ্ণ মহাশয় । তোমার বচনে অতি জন্মিল সংশয় ॥
তব আজ্ঞা রূপ বেদ ইথে নাহি আন । তাহাতে লিখয় বিধি নিষেধ বিধান ॥
কর্তব্য কর্মের গুণ সমস্ত বলয় । করিলে নিষেধ কর্ম দোষ উপজয় ॥

। ২ । বর্ণাশ্রমবিকল্পেচ্চ প্রতিলোমানুলোমজং ।

দ্রব্যদেশবয়ঃ কালান্ স্বর্গং নরকমেব চ ॥

উত্তম অধম ভাবে অধিকারী হয় । চারি বর্ণ আশ্রমেতে ভেদ সে আছয় ॥
প্রতিলোম অনুলোম জাতি ভেদ হয় । ইহাতেহ গুণ দোষ বিচার আছয় ॥
দ্রব্য দেশ বয়ঃ কাল স্বর্গ যে নরক । গুণদোষ এ সকলে ভেদ নিয়ামক ॥

। ৩ । গুণদোষভিত্তা দৃষ্টিমন্তরেণ বচন্তব ।

নিঃশ্রেয়সং কথং নুণাং নিষেধবিমলক্লণং ॥

গুণ দোষ ভেদ দৃষ্টি বিনা মহাশয় । তব বাক্য বেদে বিধি নিষেধ লিখয় ॥
বেদের বচনে মনুষ্যের ব্যবহার । বেদ ছাড়া কর্ম কৈলে কি রূপে নিস্তার ॥

। ৪ । পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর ।

শ্রেয়স্তনুপলক্ষেহুর্থে সাধ্যসাধনয়োঃ পি ॥

পিতৃ দেব অনুষ্ঠাদি যত দেখ জন । তোমার বচন বেদ সবার লোচন ॥
কৃষ্ণ সন্দেশ্বর প্রভো শ্রীযত্ন নন্দন । বেদ বাক্য তাহাদের শ্রেষ্ঠ সে নয়ন ॥
স্বর্গ অপবর্গ দুই বেদ মতে হয় । বেদ হৈতে সর্বাশ্রয় মনুষ্য লভয় ॥
সাধ্য আর সাধন এ দুই বেদ মতে । বেদ বাক্য বিনা লোক জানিবে কি মতে ॥

। ৫ । গুণদোষভিত্তা দৃষ্টি নিগমাতেন হি স্বভঃ ।

নিগমে নাপবাদশ্চ ভিদিয়া ইতি হ্রস্বঃ ॥

গুণ দোষ ভেদ দৃষ্টি বেদ হৈতে হয় । তোমার নিগম হতে অবশ্য ঘটয় ॥
আপন ইচ্ছায় ভেদ দৃষ্টি নাহি হয় । আর কিছু বিবরিয়া কহি মহাশয় ॥
ভেদ দৃষ্টি বেদে কহে ইহাত জানয় । কি রূপেতে বেদ শাস্ত্র তাহা নিবারণ ॥
এই ভ্রম অহে প্রভু ঘুচাও আমার । যে রূপেতে ভেদ ভ্রম নাহি হয় আর ॥

ঐভগবানুবাচ । ৬ । যোগাক্ষয়োময়া প্রোক্তানুণাং শ্রেয়োবিধিঃ সয়া ।

জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যেহস্তি কুত্রচিৎ ॥

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব । যুচাইয়া দিব তব এ সংশয় সব ॥
মনুষ্য সবার মোক্ষ সাধন ইচ্ছায় । তিন যোগ আমি বলিয়াছি সে উপায় ॥

জ্ঞানযোগ কর্মযোগ আর ভক্তিযোগ। ইহা বিনা আর নাহি আমার
নিয়োগ ॥ নিস্তারের পথ ইহা হৈতে অন্য আর। কোথায় নাহিক অহে
কহিলাম সার ॥ অধিকারি ভেদে এই তিন যোগ হয়। কিন্তু সব এক-
ত্রেতে তিন না করয় ॥

। ৭। নির্বিগ্নাণং জ্ঞানযোগো ন্যান্যাদিনামিহ কর্মসু ।

ভেদনির্বিগ্নচিত্তাণং কর্মযোগশ্চ কামিনাং ॥

কর্মাকর্ম ফলেতে বিরক্ত যারা হন। তাসবার জ্ঞানযোগ কৈল নিরূপণ ॥
কর্মাকর্ম ফলে যারা আনন্দিত হন। কর্মযোগ করে তারা যারা কামীজন ॥

। ৮। যদৃচ্ছা মৎকথানৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্ ।

ন নির্বিগ্নো নাতিশক্তো ভক্তিযোগস্য সিদ্ধিদঃ ॥

কোনহ ভাগ্যেতে যদি আমার কথাতে। জাতশ্রদ্ধ হয় নর ভক্তি শাস্ত্র পথে ॥
অত্যন্ত আসক্ত নহে বিষয়ভোগেতে। বিরাগ নাহিক কর্মফলেতে কর্মেতে ॥
হেন জন ভক্তিযোগে অধিকারি হয়। সর্ব সিদ্ধি ভক্তিযোগ হইতে লভয় ॥

। ৯। তাবৎ কর্মানি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবত।

মৎকথাশ্রবণানৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করয়ে তাবৎ। বিষয় নির্বিগ্ন তাব না হয় যাবৎ ॥
আমার কথায় শ্রদ্ধা না হয় যাবৎ। বৈদিকাদি সর্ব কর্ম করয়ে তাবৎ ॥

। ১০। স্বধর্মহোষজন যটঙ্করনাশীঃ কামউদ্ধব ।

ন য়তি অর্গনরকৌ যদ্যন্যত্র সমাচরেৎ ॥

শুনহে উদ্ধব যেই স্বধর্মসু জন। অকামেতে যজ্ঞে যোরে করয়ে যজন ॥
নিষিদ্ধের আচরণ যদি না করয়। তবেত সে স্বর্গ আর নরক না হয় ॥

। ১১। অস্মিল্লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মহোহনযঃ শুচি ।

জ্ঞানং বিশুদ্ধমাখোতি মদুজ্জিৎ বা যদৃচ্ছায়াং ॥

এই নরদেহে করয়ে স্বধর্মাচরণ। নিষিদ্ধের ত্যাগী হয় শুচি হয় মন ॥
সে জন বিশুদ্ধ জ্ঞান অবিলম্বে পায়। অথবা আমার ভক্তি লভে যদৃচ্ছায় ॥

। ১২। স্বর্গিণোহপ্যেতন্নিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িস্তথা ।

সাধকং জ্ঞানভক্তিত্যাগুভয়ং তদনাবকং ॥

স্বর্গী জন এই নর দেহেরে বাঞ্ছয়। নরকস্থ জীব যেন এ দেহ ইচ্ছয় ॥

জ্ঞান ভক্তি নরদেহ উভয় সাধয় । জ্ঞান ভক্তি হৈতে নাহি প্রমাদে পড়য় ॥
নারকীর দেহ আর স্বর্গীর শরীর । জ্ঞান ভক্তি নাহি সাধে শুন অহে ধীর ॥

। ১৩ । ন নরঃ স্বর্গতিং কাঙ্ক্ষমারকীক বিচক্ষণঃ ।

নেমং লোকঞ্চ কাঙ্ক্ষত দেহাবেশাং প্রমাদ্যতি ॥

স্বর্গতির হেতু কর্ম কভু না করয়ে । নিষিদ্ধ না করে যেন নরকের ভয়ে ॥
আকাঙ্ক্ষ নারকী পুনঃ এ দেহ পাইতে । দেহ হৈতে পুনঃ নর পড়ে
প্রমাদেতে ॥

। ১৪ । এতদ্বিদ্বান্ পুরা যুতোরভবায় যতেত সঃ ।

অপ্রমত্তইদং জ্ঞান্ মর্ত্যমপ্যর্থসিক্তিদং ॥

এদেহে সাধন হয় ভক্তি আর জ্ঞান । এ কথা নিশ্চয় বোধ করয়ে বিদ্বান্ ॥
এদেহের মৃত্যু আছে এই করে জ্ঞান । মৃত্যুর পূর্বেতে হতে হয় সাবধান ॥
মোক্ষ হেতু যত্ন করে অপ্রমত্ত হয়ে । এই দেহে সিদ্ধি হয় যে করে বুঝিয়ে ॥

। ১৫ । ছিদ্যমানং যট্মরৈতৈঃ কৃতনীডং বনস্পতিং ।

খগঃ স্বকৈতমুৎসৃজ্য ক্ষেমং যাতি হ্রলম্পটঃ ॥

হা হে সখা দেখ যেন এক বনস্পতি । তাহাতে আছয়ে খগ করিয়া বসতি ॥
সে বৃক্ষ ছেদনে লোক যমের সমান । সেই খগ তাহে যদি হয় সাবধান ॥
নিশ্চয় কল্যাণে তবে বাসা ছেড়ে যায় । সতর্ক হইলে হয় ইহার উপায় ॥

। ১৬ । অহোরাত্রৈচ্ছিদ্যমানং বুদ্ধায়ুর্ভয়বেপথুঃ ।

মুক্তসঙ্গঃ পরং বুদ্ধা নিরীহউপশাম্যতি ॥

ভেন দেখ জীবের যে পরমায়ু হয় । অহো রাত্রি গণ তারে ছেদন করয় ॥
ক্ষীণ আয়ু বুঝে জীব ভয়েতে কাঁপয় । বুঝিয়ে সেজন যদি সজ্জকে ভ্যজয় ॥
তবে সে নিরীহ হয়ে সংসার তরয় । এই হেতু সাবধান উপায় সে হয় ॥

। ১৭ । নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুলভং প্লবং সুকল্যাং গুরুকর্ণধারং ।

ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাক্ষিঃ ন তরেৎ সআক্সহা ॥

এইত মনুষ্য দেহ বড়ই দুর্লভ । অনেক ভাগ্যেতে দেহ হয়ত সুলভ ॥
ইহারে করয়ে প্লব সুদুর্লভ থাকিতে । গুরুরে করয়ে জীব কর্ণধার ইতে ॥
সকল কর্মের ফলে এদেহে সে মূল ॥ আমি বায়ু রূপে তাহে হই অমুকুল ॥
ইহাতে না যায় যদি ভবাক্ষির পার । আত্মঘাতী কেবা আছে তাহা
বিনে আর ॥

। ১৮। যদারম্ভেযু নির্ঝিন্নোবিরক্তঃ সংযতেজস্রিঃ ।

অভ্যাসেনান্ধনোযোগী ধারয়েদচলং মনঃ ॥

শুনহ উক্তব অতি বিরক্ত যে জন । জ্ঞানযোগ অধিকারী গগনে সে হন ॥
জ্ঞানের পূর্বেতে তার যে কর্ম উচিত । বর্জনীয় যেবা শুন করিব বিদিত ॥
কর্ম আরম্ভেতে যে উদ্বিগ্ন চিত্ত হয় । দুঃখ দেখে সে কর্ম করিতে না
ইচ্ছয় ॥ তখন ইন্দ্রিয় গণে সংযত রাখয় । আত্ম অভ্যাসেতে মন নিশ্চল
ধরয় ॥

। ১৯। ধার্যমাণং মনোযহি জ্ঞান্যদাশ্বনবহিতং ।

অতজ্জিতোহনুরোধেন মার্গেণান্ধবশং নয়ৎ ॥

ধরিতে ধরিতে যবে শীঘ্র স্থির নয় । চঞ্চল তাবেতে মন বিষয়ে ভ্রময় ॥
তখন অলস তাজি আত্মবশে রাখে । বিষয় সূত্রেণ লাগী না ছাড়ে তাহা-
কে ॥ আত্মাভ্যাস পথ করি এক্রুপে রাখয় । বিষয় পথেতে মন কভু না
প্রেরয় ॥

। ২০। মনোগতিং ন বিন্ধুজ্জিহ্বাতপ্রাণোজ্জিতেশ্রিয়ঃ ।

সত্ত্বসম্পন্নয়া বুদ্ধ্যা মনোআশ্ববশং নয়ৎ ॥

প্রাণায়াম মনোগতি কভু না ছাড়য় । দশ ইন্দ্রিয়েরে অভিযয় করে জয় ॥
সত্ত্ব গুণে পরিপূর্ণ করয়ে বুদ্ধিরে । মনে আত্ম বশে রাখে এতেক প্রকাবো ॥

। ২১। এবটৈব পরমোযোগোমনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ ।

হৃদয়স্তত্ত্বমখিচ্ছন্ দম্যাস্যেবার্কতোমুহঃ ॥

ইহারে পরম যোগ বলি সদাশয় । মনেরে আপন বশে সর্বদা রাখয় ॥
মন বশ হৈল বলি না কর বিশ্বাস । বিচলিত হৈলে চিত্ত করে সর্বনাশ ॥
ইহার দৃষ্টান্ত বলি শুন সদাশয় । অত্যন্ত চঞ্চল বলবান অশ্ব হয় ॥
তাহার হৃদয় যেই অস্বারোহী জানে । বারম্বার রাখে তারে যথার্থ গমনে ॥
অশ্ব মুখরজ্জু নাহি ছাড়ে কদাচিত্ ॥ বিশ্বাস করিলে তারে করে বিপরীত ॥
সেইরূপ মনেরে বিশ্বাস নাহি করি । অলসে ছাড়িয়া দিলে ধরিতে না
পারি ॥

। ২২। সাংখ্যেন সর্বভাবানিঃ প্রতিলোমানুলোমতঃ ।

স্তবাণ্যাববুধ্যায়েন্দ্রানোষাবৎ অনীদতি ॥

অল্প মাত্র বশীভূত হয়ে থাকে মন । দৃঢ় বশ করিবার শুনহ সাধন ॥

মহত্ত্ব আদি করি যত ভক্ত হয় । সেই তত্ত্ব হৈতে পুনঃ শরীর জন্ময় ॥
অমূল্যক্রমে করে উৎপত্তি বিচার । প্রতিলোম ক্রমে পুনঃ বিচার
সংহার ॥ সাংখ্যেতে করিয়া ইহা করয়ে বিচার । যে সাংখ্যেতে সৰ্ব্ব তত্ত্ব
বিবেক প্রচার ॥ এই বিচারেতে মন রাখে অস্থকণ । যাবৎ নিশ্চল হয়ে
নাহি রহে মন ॥

। ২০ । নির্বিশ্রাম্য বিরক্তস্য পুরুষস্যোক্তবেদিনঃ ।

মনস্ত্যজতি দৌরাশ্রয়ং চিন্তিতস্যাব্ৰহ্মত্বম্ ॥

উৎপত্তি বিনাশ এই রূপেতে বুঝয় । দৃঢ় বোধ হৈলে মনে বৈরাগ্য জন্ময় ॥
গুরু উপদেশ বাক্য সতত বিচারে । পুনঃ পুনঃ সেই কথা স্মরণে অন্তরে ॥
তবেত ত্যজয়ে দেহ আদি অভিমান । আমার বিষয়ে মন হয় সাবধান ॥

। ২১ । যমাদিত্তির্যোগপটংরাশীক্ষিক্য চ বিদ্যায়া ।

মমার্জোপাসনাভির্ক্সা নাট্যৈর্যোগ্যং স্মরেদ্রমণঃ ॥

যম সে নিয়ম আদি যেই যোগ হয় । বিচারেতে দুই তত্ত্ব শোধন করয় ॥
কিছা মম উপাসনা আমার পূজন । এই পথে মন করে আমার স্মরণ ॥
ইহা বিনা অন্য চেষ্টা যদ্যপি করয় । তবে পুনঃ সংসারেতে জন্মিয়া মরয় ॥

। ২২ । যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কৰ্ম্ম বিগর্হিতং ।

যোগেনেব দধেদংঘোনাণ্যন্তত্ৰ কদাচন ॥

কোনই প্রমাদে যদি যোগী যেই জন । কদাচিত্ পাপ কৰ্ম্ম করে আচরণ ॥
যোগ বলে সেই পাপ করয়ে দাহন । অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাহি করে কদাচন ॥
মম ভক্ত জন বাহা কীৰ্ত্তনাদি করে । তাহাতে ভক্তের পাপ পলায় কাতরে ॥

। ২৩ । য়ে য়েহিধিকারে য়া নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

কৰ্ম্মণাং জাত্যন্তজ্ঞানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ ।

গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যজনেচ্ছয়া ॥

নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা আছে । সেই নিষ্ঠা গুণ তার শাস্ত্রেতে
লিখয় ॥ গুণ কৰ্ম্ম সকলের নিয়ম আছে । গুণ দোষ বিচারিয়া তাহা সে
করয় ॥ উৎপত্তি স্বাত্মেতে কৰ্ম্ম যে অশুদ্ধ হয় । তার সৰ্ব্ব ত্যাগেছায়
তাহা না করয় ॥

। ২৭। জাতশ্রদ্ধোমতকথাসু নির্বিগ্নঃ সৰ্বকৰ্মসু ।

বেদ দুঃখাশ্রয়ান্ কামান্ পরিত্যাগেহুপ্যনীযরঃ

ভক্তিযোগে অধিকারী হয় যেই জন। ভক্তিযোগ ক্রম তার গুন দিয়া মন॥
আমার কথায় যেই জাতশ্রদ্ধ হয়। সকল কর্ম্মেতে তার উদ্বিগ্ন জন্ময় ॥
কাম্য কর্ম্ম দুঃখ বলি বুঝয় বিচারে। অথচ সে সব কর্ম্ম ছাড়িতে না
পারে ॥

। ২৮। ততোভজত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

জুষ্মাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥

সে জন সন্তুষ্ট তাবে আমারে ভজয়। শ্রদ্ধা যুক্ত হয়ে নিত্য দৃঢ় চিত্ত হয়॥
কাণ্ড কর্ম্ম করিলে পশ্চাৎ দুঃখ হয়। সে কর্ম্ম নিন্দিয়া নিত্য আমারে ভজয়॥

। ২৯। প্রোক্তেন ভক্তিয়োগেন ভজতোমাং সঙ্খ্যুনেঃ ।

কামা হৃদযা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥

ভক্তিযোগ ক্রম যেই শাস্ত্রেতে লিখয়। পুনঃ পুনঃ ভক্তিযোগে আমারে
ভজয় ॥ সে ভক্তের হৃদয়েতে আমি নিত্য বসি। তাহার হৃদিস্থ কাম
সকল বিনাশি ॥

। ৩০। ভিধ্যতে হৃদয়গ্রহিষ্টিদ্যন্তে সর্ব্বসং শয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেগিলাশ্রয়ি ॥

যে ভক্ত আমারে নিত্য হৃদয়ে দেখয়। তাহার হৃদয় গ্রহিষ্টি সকল ঘুচয় ॥
সংশয় সকল তার হয়ত থাওন। ক্ষীণ হয় সর্ব্ব কর্ম্ম না করে বজ্রন ॥

। ৩১। তস্মান্নভক্তিয়ুক্তস্য যোগিনোবৈ মদাত্মনঃ ।

ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়োভবেদহ ॥

অতএব ভক্তিয়ুক্ত হয় যেই জন। আমাতে নিশ্চল করি রাখিল যে মন॥
জ্ঞান বৈরাগ্যেতে তার কিছু নাহি করে। ভক্তিযোগে আনন্দেতে সংসার
বিহরে ॥

। ৩২। যঃ কর্ম্মভিত্তিপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।

যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥

কর্ম্ম তপ জ্ঞান আর বৈরাগ্য মতেতে। যোগ দান ধর্ম্ম শ্রেয় হয় সাধনেতে ॥

। ৩৩ । সৰ্ব্বং মন্ত্ৰজিযোগেন মন্ত্ৰকৌলভতেহঞ্জসা ।

সৰ্গাপবৰ্গং মন্ত্ৰান কথঞ্চিদপি বাহতি ॥

এ সৰ্বল কৰ্ম্মেতে যেইত ফল হয় । ভক্তিযোগে সেই ফল ভঞ্জেৱা লভয় ॥
সৰ্গ অপবৰ্গ কিবা আমার নিলয় । কোন রূপ ইচ্ছা হৈলে হেলায় লভয় ॥

। ৩৪ । ন কিকিৎ সাধবোধীরাভক্ত্যা হৈকান্তিনোমম ।

বাহন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনৰ্ভবং ॥

আমার একান্ত ভক্ত যত জন হয় । কোনহ বিষয়ে বাঞ্ছা তাসবার নয় ॥
কৈবল্য অপুনৰ্ভব যদি আমি দেই । তথাপি তাদের নাহি রুচে ভক্তি বই ॥
সাধু ধীর ভক্ত জন অন্ত নাহি লয় । বাঞ্ছয়ে কেবল ভক্তি ইহা সুনিশ্চয় ॥

। ৩৫ । নৈরপেক্ষ্যং পূৰ্ণং গ্রাহ নিঃশ্রেয়সমন্যপেক্ষং ।

তন্মাদ্ভিরাশিষোভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ ॥

নৈরপেক্ষ্য উৎকৃষ্ট বড়ই সুফল । ইহাই কহিয়াছেন ঋষিরা সকল ॥
অভেব যে নিরপেক্ষ প্রার্থনা বিহীন । সেইত আমার ভক্তি পায় অনুদিন ॥

। ৩৬ । ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ধবাগুণাঃ ।

সাধুনাং সমচিন্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়মাং ॥

গুণ দোষ হৈতে যেই পাপ পুণ্য হয় । আমার একান্ত ভক্তে তাহা না বাধয় ॥
সম চিন্ত হন যেই যেই সাধুগণ । বুদ্ধির পরেতে যারা পান দরশন ॥
গুণ দোষ ভেদ বুদ্ধি নাহি তাসবার । সুখ দুঃখে করে তারা সম ব্যবহার ॥

। ৩৭ । এবমেতান্ময়াদিষ্ঠানহনুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ ।

ক্ষেমং বিন্ধন্তি মৎস্থানং যদ্রুপ পরমং বিদুঃ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তং সংবাদে

বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

যেই যেই মার্গ আমি কৈল নিরূপণ । এই পথ অনুষ্ঠান করে যেই জন ॥
তাসবার কল্যাণ উভয় লোকে হয় । অবহেলে ব্রহ্ম পদ তাহারা অভয় ॥
একাদশ স্কন্ধে এই বিংশতি অধ্যায় । সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায় ॥

একবিংশতি অধ্যায়ের আভাস ।

একবিংশে ক্রিয়াজ্ঞানভক্তিবনধিকারিণাং ।

কামিনাং দ্রব্যদেশাদি গুণদোষাঃ প্রপঞ্চিতাঃ ॥

একবিংশতি অধ্যায়ে ক্রিয়া জ্ঞান এবং ভক্তিতে অনধিকারি কামী
দিগের দ্রব্য দেশাদিতে গুণ দোষ বিস্তার করিয়াছেন ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ১ । যএতান্ মৎপথোহিত্বা ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াক্তান্ ।

ক্ষুদ্রান্ কামাংশ্চটৈঃ আর্শৈর্জুৰ্বস্তঃ সংসরন্তি তে ॥

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব । ভক্তি জ্ঞান ক্রিয়া যোগ বলিহু যে সব ॥
এ পথ ছাড়িয়া যারা চঞ্চল ইন্দ্রিয়ে । ক্ষুদ্র কাম সেবা করে সুখের লাগিয়ে ॥
তাহাদের সংসার সে অবশ্য ঘটয় । কীট আদি নানা যোনি জন্মণ করয় ॥

২ । স্বে স্বে হৃদিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ ।

বিপর্যয়ন্ত দোষঃ স্যাদুত্তমোরেবনির্ণয়ঃ ॥

নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা আছয় । তাহা আচরিলে তার সেই গুণ হয় ॥
বিপরীত কৈলে তবে দোষ কহে তারে । দোষ গুণ নিরূপণ বলিহু তোমারে ॥

৩ । শুদ্ধ্যশুদ্ধী বিধীয়েতে সমানেষপি বস্তবু ।

দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ ।

ধর্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ ॥

শুদ্ধি আর অশুদ্ধি যে দ্রব্যের বিচার । যোগ্য আর অযোগ্য করিতে
ব্যবহার ॥ যোগ্য দ্রব্যে কর্ম কৈলে গুণ সেই হয় । অযোগ্য দ্রবেতে
কৈলে দোষ উপজয় ॥ গুণেতে মঙ্গল হয় দোষে অমঙ্গল । ধর্ম পথে
ব্যবহারে জানিহ সকল ॥ গুণ দোষ বুঝি করে শরীর পোষণ । নারহে
বিপত্তি কালে নিয়ম কখন ॥ তুমিহ অপাপ ওহে শুনহ উদ্ধব । তোমার
গোচরে ইহা বিস্তারিহু সব ॥

৪ । দর্শিতোহয়ং সুয়াচারো ধর্মমুখবহতাংধুরং ।

ধর্ম ভার বহিতেছে যেই মহাজন । তাঁসবার আচার করিহু নিরূপণ ॥

সমান দ্রব্যেতে শুদ্ধি অশুদ্ধি বিচার । গুণ দোষ বুঝি লোক করে ব্যবহার ॥

। ৫ । ভূম্যস্থদ্যানিলাকাশাদুতানাং পঞ্চধাতবঃ ।

অত্রৈকস্বাবরাদীনাম্ শরীরাক্সসংযুতাঃ ।

ভূমি জল বহি আর অনিল গগন । এই পঞ্চ ধাতুতে সকল দেহ হন ॥
অত্রৈক স্বাবর আদি সকল সমান । এক আত্মা ইহাতে করেন অধিষ্ঠান ॥

। ৬ । বেদেন নামরূপানি বিষয়ানি সমেষপি ।

ধাতুস্বক্ৰবকল্যন্তে এতেষাং স্বার্থসিদ্ধয়ে ।

শুনহে উদ্ধব এই সমান শরীরে । নাম রূপ ভিন্ন করো বেদে ভেদ করে ॥
প্রবৃত্তি নিয়ম দ্বারে প্রাণী সবাকার । পুরুষার্থ সিদ্ধি হেতু বুঝ ব্যবহার ॥

। ৭ । দেশকালাদিভাবানাং বভূনাং মম সত্তম ।

গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কৰ্ম্মণাং ।

দেশ কাল আদি যত আছে যে বিষয় । ব্রীহি আদি দ্রব্য যাতে কর্ম্মসিদ্ধি হয় ॥
কর্ম্মের নিয়ম হেতু গুণ দোষ ধরি । শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারিয়া তবে কর্ম্ম করি ॥

। ৮ । অকৃষ্ণসারোদেশানামব্রক্ষণ্যোহুশ্চির্ভবেৎ ।

কৃষ্ণসারোপ্যসৌ বীর কীকটাসংস্কৃতেরিণং ।

দেশ মধ্যে ভাল মন্দ শুন সদাশয় । দোষ গুণ বিচারিয়া বাসাদি করয় ॥
যেই দেশ কৃষ্ণসার হরিণ রহিত । সেই দেশ বিশুদ্ধ না হয় কদাচিত্ ॥
তাহে যদি বিশুদ্ধগণ নাহি থাকে । অত্যন্ত অশুদ্ধ মধ্যে গণি যে তাহাকে ॥
কৃষ্ণসার থাকে সুপুরুষ না থাকয় । জানিহ সে দেশ তবে বাসযোগ্য নয় ॥
কীকট দেশেতে যদি থাকে কৃষ্ণসার । যদ্যপি সজ্জন তাহে করে ব্যবহার ॥
তবে সে বিকট দেশ শুদ্ধ মধ্যে গণি । নতুবা সে দেশে নাহি থাকে ভব্য প্রাণী ॥
যেই স্থান হয় নিত্য মার্জনা দি হীন । অথবা স্লেচ্ছগণ বৈসে অল্পদিন ॥
সেই স্থল কর্ম্ম যোগ্য নহে কদাচিত্ । উষর ধরনি কর্ম্মে না হয় গৃহীত ॥

। ৯ । কর্ম্মণ্যোগুণবান্ কালোদ্রব্যতঃ স্বভাববান্ ।

যতোনিবর্ততে কর্ম্ম সদোষৌহকর্ম্মকঃ স্মৃতঃ ।

শুদ্ধাশুদ্ধ কাল যত শুন সদাশয় । পূর্বাভাদি কাল শুদ্ধ স্বভাবত হয় ॥
মধ্যাহ্নাদি কালে দ্রব্য লাভে কর্ম্ম করে । সেই কাল গুণবান্ জান ব্যবহারে ॥
দ্রব্যের অলাভ কালে কর্ম্ম নির্বর্ত্তয় । রাত্রের বিশ্রব কালে সেই রূপ হয় ॥

সূতকাদি হৈলে দুই হয় দশ দিন। অশৌচেতে হয় সঙ্ক্যা আদি কর্ম হীন॥
অশুদ্ধ মধ্যেতে সেই কালেরে গণয়। যেহেতু কোনহ কর্ম প্রচার না হয়॥

। ১০। দ্রব্যস্য শুদ্ধাশুদ্ধী চ দ্রব্যেণ বচনেন চ ।

সংস্কারেণাথ কালেন মহত্বান্পত্যথাবা ॥

দ্রব্য শুদ্ধ অশুদ্ধ শুনহ সদাশয়। দ্রব্য আর বচনেতে শুদ্ধাশুদ্ধ হয় ॥
জলাদি সংযোগ হৈলে দ্রব্য শুদ্ধ হয়। যুতাদি পরশে দ্রব্য শুদ্ধ কতু নয়॥
সন্দেহ যদ্যপি হয় শুদ্ধ অশুদ্ধেতে। শুদ্ধি নিরূপণ হয় ত্রাক্ষণ বাক্যেতে॥
শুদ্ধেরে ত্রাক্ষণ যদি অশুদ্ধ বলয়। তবে সেই দ্রব্য কতু কর্মযোগ্য নয়॥
প্রক্ষালন করিলে পুষ্পাদি শুদ্ধ হয়। পুষ্প আদি অবজ্ঞাণে অশুদ্ধি তজয়॥
নবোদক আদি শুদ্ধি দশাহাদি কালে। অন্নাদি অশুদ্ধ হয় পর্যুষিত
হৈলে ॥ তভাগ আদিতে যেই সলিল থাকয়। অস্ত্রাজ আদিতে যেই
উপহত হয় ॥ অনেক সলিল হৈলে ব্যবহার হয়। অল্প হৈলে কদাচিত
ব্যবহার নয় ॥

। ১১। শক্ত্যাশক্ত্যাথবাবুদ্ধ্য। সমুদ্যচ যদাঅনে ।

অঘং কুর্কন্তি হি যথা দেশাবস্থানুসারতঃ ॥

সূর্য্য উপরাগাদিতে সূতকান্ন যেই। শক্ত লোক প্রতি দুই হয় অন্ন সেই॥
অশক্ত লোকেসেই অন্ন শুদ্ধ হয়। তাহাতে পুরুষ কতু পাপ ভাগী নয়॥
পুত্ৰাদি জন্মিলে দশ দিন শুদ্ধ নয়। দশ দিন পরে তাহা যদ্যপি শুনয়॥
তবে সেই দশ দিন অশুদ্ধ না হয়। দশ দিন মধ্যে হৈলে অশৌচ বাধয়॥
পুরাতন বস্ত্র আর গলিন বসন। ধনবান জন প্রতি শুদ্ধ কতু নন ॥
দরিদ্র জনের প্রতি অশুদ্ধ না হয়। সেই বস্ত্রে বেদ উক্ত কর্মাদি করয়॥
বিশেষে তাহার মধ্যে শুনহে উদ্ধব। কহিহু যে দ্রব্য বচনাদি যত সব ॥
দেশ অবস্থানুসারে করয়ে ব্যবস্থা। সমান না হয় সর্বকাল সর্বাবস্থা ॥
তথাপি নির্ভয় দেশে সর্ব কর্ম করি। চৌর আদি উপদ্রবে কর্ম না আচরি॥
রোগাদি রহিতে উক্ত অশুদ্ধি ঘটয়। বিধিমেতে ব্যবহার শিশু না করয়॥

। ১২। ধান্যদার্কহিতত্ত্বনাং রসতৈজসচর্মণাং ।

কালবায়ুহিতোইয়ং পার্থিবানাং যুতায়ুতৈঃ ॥

ধাতু দারু অস্থি তন্তু তৈল আদি রস। চর্ম্ম আর স্বর্ণ আদি যতেক তৈজস॥
কাল বায়ু অগ্নি আর মৃত্তিকা সলিলোমিলিতে পৃথকে শুদ্ধ পার্থিব সকলে॥

। ১০। অমেধালিগ্নং যক্ষেন গন্ধং লেপং ব্যাপোহতি ।

ভজতে প্রকৃতিং তস্য তচ্ছোচং যাবদিদৃষ্যতে ॥

অমেধা লাগিয়া থাকে যেহিত পাত্রেতে। দুর্গন্ধ বিনাশে তার যে কোন
দ্রব্যোতে ॥ যাবৎ থাকে গন্ধ তাৎ মার্জয় । মার্জিত হইলে দ্রব্য
শুদ্ধিকে ভজয় ॥

। ১১। হানদানতপোহবস্থাবীৰ্য্যসংস্কারকর্মভিঃ ।

মৎস্যত্যা চান্নানঃ শৌচং শুদ্ধঃ কৰ্ম্মাচরেদ্বিজঃ ॥

আপনার দেহ শুদ্ধি যে রূপেতে হয়। বিবরিয়া তাহা বলি শুন নদাশয় ॥
হান দান তপঃ আদি কালেতে করয়। কৌমারাদি অবস্থায় কর্ম যোগ্য
হয় ॥ দুর্জলে ব্যবস্থানাহি হয় বলবানে। সংস্কারে শুদ্ধি হয় শাস্ত্রের প্রমাণে ॥
মস্ত্য বন্দনাদি আর মন্ত্র দীক্ষা করে। এসব কর্মেতে দেহ শুদ্ধতা আচরে ॥
আমারে স্মরণ কৈলে সর্ব শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সবে কর্মে প্রবর্তয় ॥
ব্যবহার হেতু শুদ্ধি নহে কদাচিৎ। কর্ম অধিকার অর্থে শাস্ত্র প্রকাশিত ॥

। ১২। মত্স্য চ পরিজ্ঞানং কর্মশুদ্ধির্মদর্পণং ।

ধর্মঃ সম্পাদ্যতে ষড়্ভিরধর্মস্ত্ব বিপর্য্যয়ঃ ॥

গুরুর মুখেতে এই করে মন্ত্র জ্ঞান। তবে সে সকল মন্ত্র সিদ্ধি ভাব পান ॥
কর্ম শুদ্ধি হয় কৈলে আমাতে অর্পণ। অন্তথা করিলে হয় কর্মেতে বন্ধন ॥
দেশ কাল দ্রব্য মন্ত্র কর্তা কর্ম হয়। এই ছয় শুদ্ধ হৈলে ধর্ম উপজয় ॥
ইহা বিপরীত হৈলে অধর্ম জন্ময়। অধর্ম হইতে পুনঃ অধোগতি হয় ॥

। ১৩। কচিকাগোহপি দোষঃ স্যাদ্দোষোহপি বিধিনা গুণঃ ।

গুণদোষার্থনিয়মস্তদ্বিদামেব বাধতে ॥

গুণ দোষ বিভাগ যা বলিলাগ আমি। ইহা বাস্তবার্থ নহে বুঝ নিষ্ঠা তুমি ॥
কোথাও যে গুণ সেই দোষেরে ভজয়। কোথাও যে দোষ সেই গুণ রূপ হয় ॥
বিপত্তিতে প্রতিগ্রহ গুণ মধ্যে হয়। অন্যপদে সেই পুনঃ দোষেরে ভজয় ॥
যার ধর্ম তার সেই গুণেতে গণিয়ে। অন্তজন কৈলে সেই দোষেরে লিখিয়ে ॥
গুণ দোষ নিয়ম যো শাস্ত্রেতে লিখয়। সেই কথা ভেদ হৈলে শাস্ত্রেতে বাধয় ॥

। ১৪। সমানকর্ম্মাচরণং পতিতানাং ন পাতকং ।

ওৎপত্তিকৌশলঃ সর্জন শয়ানঃ পতত্যাধঃ ॥

অপতিতে সুরাপান আদি যদি করে। সে জন পতিত হয় জগৎ তিতরে ॥

পতিত হইয়া যে পাতিত্য কর্ম করে। সেইত পাতক নাহি বাধয়ে তাহারে॥
যতির যে সঙ্গ দোষ শাস্ত্রেতে লিখয়। গৃহস্থাশ্রমে সে সঙ্গ দোষ না ঘটয়॥
প্রথমেতে ভলেতে যে করিল শয়ন। তার কদাচিৎ নাহি হয়ত পর্তন ॥

। ১৮ । যতোযতোনিবর্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ ।

এষধর্মো নৃণাং ক্লেমঃ শৌকমোহভয়াপহঃ ॥

প্রবৃত্তি শাস্ত্রের মত এই ধর্ম সব। বিবরিয়া কহিলাম তোমারে উদ্ধব ॥
যত যত ইহাতে নিবৃত্তি ভাব হয়। তত তত বন্ধ ভাখ জীবের যুচয় ॥
এই ধর্ম শুভ করে সমুদয় সবারে। শৌক মোহ ভয় যুচে থাকে নির্ধিকারে ॥

। ১৯ । বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততোভবেৎ ।

সঙ্গাত্তত্র ভবেৎ কামঃ কামান্দেব কলিনৃণাং ॥

গুণের অধ্যাস যদি বিষয়েতে করে। তবে আসি সেই সঙ্গ মিলে পুরুষেরে॥
সঙ্গ হৈতে কাম হয় কামেতে কলহ। অনর্থের হেতু এই অবশ্য জানিহ ॥

। ২০ । কালদূর্বিসহঃ ক্রোধস্তমস্তমনুবর্ততে ।

তমসী এস্যাতে পুংসশ্চেতনাব্যাপিনী কৃতং ॥

তারপর যাহা হয় তাহাও শুনহ। কলহ হইতে ক্রোধ উপজে ছঃসহ ॥
ক্রোধ হৈতে তমো গুণ আসি প্রবর্তয়। তমো গুণ আশু তার চেতন হয়য় ॥

। ২১ । তয়া চরহিতঃ সোধো জন্তুঃ শূন্যায় কণ্ঠাতে ।

ততোহস্য স্বার্থবিজ্ঞংশো মুচ্ছিতস্য মৃতস্য চ ॥

চেতনা হরিলে জীব শূন্য ভাব হয়। মৃত তুল্য হয়ে সে মুচ্ছিত ভাবে রয় ॥
স্বার্থ নষ্ট হৈল অহে অচেতন্য হৈতে। এতেক অনর্থ হয় বিষয় ধ্যানোভেতে ॥

। ২২ । বিষয়াভিনিবেশেন নান্মানং বেদ নাপরং ।

বৃক্ষজীবিকয়া জীবান্ ব্যর্থং ভিক্ষেব যঃ স্বমন ॥

বিষয়াভিনিবেশেতে আছে যেই নর। আপনা না চিনে সেই না চিনে
অপর ॥ মুচ্ছিত সমান হয়ে জিয়ে সেই জন। বৃক্ষের সমান তার জানিহ
জীবন ॥ যদি বল তার দেহে আছয়ে নিশ্বাস। ভজ্ঞা হৈতে বাহির কি
না হয় বাতাস ॥

। ২৩ । কলশ্চতিরিয়ং নৃণাং ন ঐয়ো রোচনং পুরং ।

ঐয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তা যথাভৈষজ্যরোচনং ॥

প্রবৃত্তিতে দেখ যেই স্বর্ণ ভোগ ফল। কুচির কারণ তাহা জানিহ কেবল ॥

তাহা কভু নাহি হয় শ্রেয়ের স্বরূপ । শ্রেয়ঃ সে কবার হেতু কহে সেইরূপ ॥
ঔষধ স্থাইতে যেন শিশু সবাকারে । পিতা মাতা খণ্ড লাড়ু দেখায় তাহারে ॥

। ২৪ । উৎপত্ত্যব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ ।

আসক্তমনসোমর্ত্যা আনোহনর্থহেতুযু ॥

শুনহে উদ্ধব আমি বলি যে তোমায় । কেহ না বুঝিতে পারে বেদ অভিপ্রায়
প্রবৃত্তি মার্গে বেদ করিল প্রচার । যেহেতু তা বলি শুন বচন আমার ॥
স্বভাবেতে জীবগণ সুখেতে বাঞ্ছয় । তাহার লাগিয়া নিত্য বিকর্ম করয় ॥
বিকর্ম হইতে ভবে ভ্রমিয়া বেড়ায় । আপনার নিস্তারের পথ নাহি পায় ॥
এ হেতু প্রবৃত্তি মার্গ বেদ দেখাইলা । রুচির কারণ ফলশ্রুতি বিচারিলা ॥
সেই ফল লুক্ক হয়ে প্রাণী কর্ম করে । কর্মফল ভোগ শেষে ভ্রমে সংসারে ॥
পশু প্রাণ আয়ু ও ইন্দ্রিয় পুত্রাদিতে । স্বভাবে আসক্ত মন অনর্থ হেতুতে ॥
মনের আসক্তি কর্যে মত্ত এসকলে । আর কিছু কহি আমি শুন অচঞ্চলে ॥

। ২৫ । ন তানবিষঃ স্বার্থঃ নাম্যতো দুঃখিনাঙ্গমি ।

কথং যুজ্যাত্য পুনস্তেষু তান্তমোবিশতোবুধঃ ॥

বেদোক্ত কর্ম সে করে পশ্বাদি কাম্যেতে । পুত্রাদি কাম্যেতে কর্ম করে
বেদ মতে ॥ সে সব কর্ম্মেতে শেষে নানা ক্লেশ হয় । কাম লোভে প্রাণী
ইহা বুঝিতে নারয় ॥ দেব আদি স্তাবরাস্ত নানা যোনি পায় । দেখ জীব
ভোগ পথে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ স্বয়ং বেদ কি প্রকার সেই জীব গণে ।
ভোগের পথেতে পুনঃ করয়ে প্রেরণে ॥

। ২৬ । এবং ব্যবসিতক্কেচিদিবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ ।

ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞাবদন্তি হি ॥

কুবুদ্ধি যাদের আছে সেই সব জন । বেদ অভিপ্রায় নাহি জানে কদাচন ॥
তাহা না জানিয়া তারা ফলশ্রুতি কয় । পুষ্প সগ আপাতত রতি যাতে
হয় ॥ কিন্তু যারা বেদ অর্থ উত্তম জানয় । এইরূপ ফলশ্রুতি তারা নাহি কয় ॥

। ২৭ । কামিনঃ কুপণায়ুকাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ ।

অগ্নিশুদ্ধাধূমতাস্থাঃ সং লোকং ন বিদন্তি তে ॥

কাম লোভে কামিগণ হইয়া কুপণ । ফলশ্রুতি হইতে লোভিত হয় মন ॥
অগ্নি সাধ্যো কর্ম্মে অভিনিবেশ করিয়া । ধূম মার্গে ভ্রমে নিত্য অজ্ঞান ॥

হইয়া ॥ না জানেন নিজ লোক ভ্রান্ত অতি মন । কাগ ভোগে মত্ত হয়ে
করেন ভ্রমণ ॥

২৮ । ন তে মামক জানন্তি হৃদিস্থং যইদং যতঃ ।

উক্শস্বাক্ষসু হৃপা যথানীহারচক্ষুঃ ॥

সকল জীবের আমি নিজ লোক হই। আগারে না জানে যেই মুঢ় তারে কই ॥
আজ্ঞা রূপ আগি হই সবার হৃদয়ে । কর্ম্ম মার্গে মত্ত হয়ে আমি না চিনয়ে ॥
যতেক জগৎ দেখ স্বরূপ আমার । আমি হৈতে হইয়াছে সকল সংসার ॥
প্রাণ প্রতিপালনে অধর্ম্ম করি মরে । নিকটে আছি যে আমি না চিনে
আমারে ॥ নীহারে পড়িয়া যেন চক্ষু অন্ধ হয় । নিকটে থাকিলে দ্রব্য
যেন না দেখয় ॥

২৯ । তে মে মতমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিষয়াক্ষকাঃ ।

হিংসায়ং যদি রাগঃ স্যাদ্ব্যজ্ঞএব ন চোদনাঃ ॥

শুনহ আমার মত কভু ব্যক্ত নয় । এহেতু বিষয় লোক বুঝিতে নারয় ॥
নাংসের ভোজন আর স্বর্গাদির তরে । পশুর হিংসায় যদি অহুরাগ করে ॥
তবে অভ্যুজ্ঞা মাত্রে পরিসংখ্যা হয় । অবশ্য জানিবে সে অপূর্ব্ব বিধি নয় ॥

৩০ । হিংসানিহারাহ্যালকৈঃ পশুভিঃ স্বসুখেচ্ছয়া ।

যজ্ঞন্তে দৈবতায়জ্ঞৈঃ পিতৃভূতপতিন্ খলাঃ ॥

হিংসায় বিহার করে যেই খল জন । পশু মারি দেবতায় করয়ে অর্চন ॥
আপনার সুখহেতু যজ্ঞে পশু মারে । পিতৃভূত পতিগণে যজ্ঞে পূজা করে ॥

৩১ । স্বপ্নোপমমমুং লোকমসন্তং অবণপ্রিয়ং ।

আশিষোহদি সঙ্কপ্য ত্যজন্ত্যর্থান্ যথা বণিক্ ॥

স্বপ্নের সমান স্বর্গ আদি লোক হয় । সত্য নহে সুন্দর শুনিতে অতিশয় ॥
ইহলোকে নানা সুখ পাবার লাগিয়া । কাগ্য কর্ম্মে মত্ত হয় আমি ত্যাগিয়া ॥
দুই লোকে নিত্য সুখ কভু নাহি পায় । পরিশ্রম পায়্য মাত্র সংসারে
বেড়ায় ॥ ব্যাপারী যেমন কাছে ব্যাপার ত্যজিয়া । অতি ধন লোভে যায়
সমুদ্রে তরিয়া ॥ দুইত ব্যাপার তার হয় যে বিফল । গতায়াত কর্যে শ্রম
লভয় কেবল ॥ এইরূপে আমি ভাজি অন্য দেব তজ্জে । কোথাহ না পায়
সুখ দুই মতে মজে ॥

। ৩২ । রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ ।

উপাসতে ইন্দ্রমুখ্যান দেবাদীহ যথৈব মাং ॥

রজঃ সত্ত্ব তমো গুণে অধীন হইয়া । তিন গুণাধীন ইন্দ্র আদিরে ভাবিয়া ॥
তক্তি ভাবে যেন তাসবার পূজা করে । তেমন রূপেতে মম পূজা না আচরে ॥

। ৩৩ । ইন্দ্ৰেহ দেবতাস্যৈজর্গত্বা রংস্যামহে দিদি ।

তস্যাস্তু ইহ ভূয়ান্ম মতাশালা মহাকুনাঃ ॥

কামিরা হৃদয়ে এই সঙ্কল্প করয় । হেথা যজ্ঞে দেবগুণে অবশ্য পূজয় ॥
পরলোকে গিয়া নানা বিহার করিব । তদন্তরে পৃথিবীতে পুনশ্চ জন্মিব ॥
হইব কুলীন বড় মহা গৃহবান । পুনশ্চ করিব স্তুত্বে যজ্ঞ অহুষ্ঠান ॥

। ৩৪ । এবং পুষ্পিতম্ব বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাং ।

মানিনাকাতিস্তকানাং মঘার্ভাপি ন রোচতে ॥

এরূপে পুষ্পিত বাক্যে ব্যাকুল হইয়া । কাব্য কর্ম করে নিত্য আদর করিয়া ॥
স্তব আর অভিমানী সেই সব জন । আমার বাক্যেতে রুচি না করে কখন ॥
তাসবারে মম বাক্য কভু না রুচয় । কদাচিৎ সংসারের ক্লেশ না যুচয় ॥

। ৩৫ । বেদা ব্রহ্মা অবিষয়াক্ষিকীণবিষয়া ইমে ।

পরোক্ষবাদাশ্চ ময়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ং ॥

ব্রহ্ম যিনি তিনি আত্মা বেদ অভিপ্রায় । সংসারি বলিয়া বেদ না বলে
তাহায় ॥ ত্রিকাণ্ড প্রকাশ বেদ করেন প্রকাশ । রুচি হেতু ফলপ্রতি দেখান
বিশ্বাস ॥ মন্ত্রগণ দেখ যে পরোক্ষ বাদী হন । পরোক্ষ বাদেতে শ্রীতি
পাই অমুক্তন ॥

। ৩৬ । শব্দব্রহ্ম সূদূর্বোদ্যং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ং ।

অনন্তপারং গভীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ॥

শব্দ ব্রহ্ম বড়ই সে সূদূর্বোদ্য হন । সূন সূক্ষ্ম দুই রূপ তাঁর নিরূপণ ॥
প্রথম স্বরূপ তিনি হন প্রাণময় । পরোক্ষ সে রূপ বলি বেদবাদি কয় ॥
দ্বিতীয় স্বরূপ তিনি হন মনোময় । পশ্চান্তি তাঁহার নাম জানিহ নিশ্চয় ॥
তৃতীয় ইন্দ্রিয় ভাব সেই বেদ হন । অধ্যাত্ম বলিয়া তাঁরে বেদবাদি কন ॥
এমত বেদের অন্ত কেহ নাহি পায় । অত্যন্ত গভীর বুদ্ধি তাঁথে নাহি যায় ॥
সমুদ্র সমান নাহি হয় বিগাহন । বেদের অর্থেতে বুদ্ধি প্রবেশ না হন ॥

। ৩৭ । ময়োপবৃংহিতং তুম্মা ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা ।

ভূতেষু যোষরূপেণ বিশেষূর্নৈব লক্ষ্যতে ॥

ব্রহ্মরূপ আমি সে অনন্ত শক্তি ধরি । সূক্ষ্ম রূপে সর্ব ভূতে আমি স্থিতি
করি ॥ যোষনাদ রূপে আমি হইত বিদিত । মৃগালেতে তন্তু যেন হয়ত
প্রতীত ॥

। ৩৮ । যথোর্বনাভিহৃদদাদূর্নামুদমতে সুখাৎ ।

আকাশাদেষ্ণাবান্ প্রাণোমনসা স্পর্শরূপিণা ॥

ছন্দোনিয়োহুযতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ ।

প্রণবাস্যজ্জিতস্পর্শস্বতোদ্যন্তস্বভূমিতাং ॥

বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুতটৈঃ ॥

অনন্তপারাং বৃহতীং স্বজত্যাঙ্কিপতে স্বয়ং ॥

সূক্ষ্ম এই তিন রূপ বেদের কথন । শূন্য রূপ ইবে শুন যে রূপে জনন ॥
উর্গনাভি যেন নিজ হৃদয় হইতে । উর্গারে বমন করে বদনের পথে ॥
আকাশ হইতে যোষ বান এই প্রাণ । স্পর্শ রূপে মনের সহিত বর্তমান ॥
বৈখরী রূপেতে শব্দ হন বেদময় । অমৃত স্বরূপ তারে বেদবানী কয় ॥
নানা মার্গে নানা গত স্বরূপ হইল । হৃদ্যত প্রণব হৈতে বর্ণ উপজিল ॥
উরঃ কণ্ঠ আদি করি অষ্ট যেই স্থান । তাহাতে সকল বর্ণ ব্যক্তভাব পান ॥
স্পর্শ নাম ককারাদি মকার পর্য্যন্ত । অকারাদি যোল স্বর ত্র্যম্ব দীর্ঘ বন্ত ॥
উদ্ভাবলি শ ষ স হ এচারি বর্ণেরে । অন্ত্যস্থ বলি যে য র ল ব এচারিরে ॥
এইত পঞ্চাশ বর্ণে বেদরূপ হৈল ॥ বৈদিক লৌকিক ভাষা অনেক জন্মিল ॥
নানা ছন্দ নানা শাস্ত্র নানা তন্ত্র হৈল । অতেব বেদের অন্ত কেহ না
পাইল ॥ চারি চারি অক্ষর অধিক পরে পরে । গায়ত্র্যাদি ছন্দ হয়
বলিষু তোমাতে ॥ একরূপে বৃহদ্বাক্য বৈখরী জন্ময় । ইহারে স্বয়ং প্রভু
সংহার করয় ॥

। ৩৯ । গায়ত্র্যক্ষিপথানুষ্ঠুববৃহতী পংক্তিরেব চ ।

ত্রিষ্টুপ্ জগত্যতিশ্চন্দ্রোহুত্যাতিজগদ্বিরাট ॥

গায়ত্রী উষ্ণিক আর অনুষ্টুপ হয় । বৃহতী পঞ্চমে পংক্তি ত্রিষ্টুপ এ ছয় ॥
সপ্তমে জগতী ছন্দ অত্যন্তি অষ্টমে । অতিজগতীচ অতিবিরাট দশমে ॥

। ৪০। কিং বিধতে কিমচষ্টে কিমদুদ্য বিকল্পেয়ং ।

ইত্যস্যাহুদয়ং লোকে নান্যে মধেদ কশ্চন ॥

বেদের স্বরূপ নাহি হয় নিরূপণ । অতএব দুর্বোধ বেদ বলে করিগণ ॥
এইত বেদের অর্থ দুর্জয় সে হয় । কর্ম কাণ্ডে বিধি বাক্যে বিবেক করয় ॥
দেবতা কাণ্ডেতে নানা মন্ত্র রূপ হৈয়ে । প্রকাশ করয়ে কিবা বোধ্য নহে
ধিয়ে ॥ জ্ঞান কাণ্ডে পুনঃ বিধি জ্ঞানে নিষেধয় । আমা বিনা বেদ অর্থ
কেহ না বুঝয় ॥

। ৪১। মাং বিধতে হুতিধতে মাং বিকল্প্যাপোহুতে হহং ॥

উদ্ধব বলেন প্রভু যদি তুমি জান । কৃপা করি মম অগ্রে আপনি বাখান ॥
ভগবান বলেন শুনই সদাশয় । যজ্ঞের স্বরূপ বেদ আগারে কল্পয় ॥
আমার রূপেরে ইন্দ্র আদি নাম বলে । যজ্ঞ ভোক্তা আমি সেই রূপেতে
ভুতলে ॥ আমা হৈতে ভিন্ন নহে কেহ এ সংসারে । বেদ অভিপ্রায় এই
বলিহু তোমারে ॥ আকাশাদি করি যত প্রপঞ্চ সকল । আমা হৈতে
ভিন্ন নহে আমি সে কেবল ॥

। ৪২। এতাবান সৰ্ববেদার্থঃ শব্দআহ্বায় মাং ভিদাং ।

মায়ামাত্রমদুদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ভব সংবাদে একবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥
এই বেদের অর্থ বলিহু তোমারে । আমা আস্থা করি বেদ কল্পয়ে গায়ারে ॥
পশ্চাৎ প্রবৃন্তি মার্গে নিষেধ করিয়া । জীবেরে নিস্তার করে নিবৃন্তি
কল্পিয়া ॥ স্বভাবতে নিত্য মুক্ত যেই নারায়ণ । সৰ্ব বেদ বক্তা সৰ্ব
বেদকর্তা হন ॥ আত্ম পর জ্ঞানদাতা যেই মহাশয় । গুরু রূপ যিনি তাঁরে
আমার বিনয় ॥ একাদশ স্কন্ধে এক বিংশতি অধ্যায় । বিপ্র গনাতন রচে
প্রাকৃত ভাষায় ॥

দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের আভাস ।

দ্বাবিংশে তত্ত্বসংখ্যানামবিরোধবিধোচ্যতে ।

পুংপ্রকৃত্যোর্বিবেক্ষত জন্মমৃত্যুবিধাদি চ ।

তত্ত্ব সংখ্যা সকলের অবিরোধ প্রকার প্রকৃতি পুরুষ বিবেক এবং
জন্ম মৃত্যু প্রকারাদি দ্বাবিংশাধ্যায়ে কহিতেছেন ।

শ্রী উদ্ধব উবাচ । ১ । কতিতত্ত্বানি দেবেশ সংখ্যান্যনুযিতিঃ প্রভো ।

নটবকাদশপঞ্চদ্বীণ্যথ স্মৃতিশ্চ শ্রুতমঃ ॥

কেচিৎ ষড়বিংশতিং প্রাহুঃ পরে পঞ্চবিংশতিং ।

সপ্তশ্লোকে নবষট্কেচিচ্চদ্বার্ষ্যেকাদশাপরে ॥

কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শশ্লোকে ত্রয়োদশ ।

উদ্ধব বলেন প্রভু কর অবধান । ঋষিগণ তত্ত্ব সংখ্যা বেদ কত কন ॥

আপনি বলেছ আমি শুনিয়াছি কাণে । নব একাদশ পঞ্চ তিন পরিমাণে ॥

কেহ কেহ ছয় বিংশতত্ত্বের গণয় । কেহ কেহ মুনিগণ পঞ্চ বিংশ কয় ॥

কেহ সাত্বে কেহ নয় কেহ ছয় । কেহ কেহ চারি সংখ্যা তত্ত্বের গণয় ॥

কেহ বৈ সপ্তদশ কেহ বা ষোড়শ । কেহ কেহ তত্ত্ব সংখ্যা বলে ত্রয়োদশ ॥

২ । এতাবদ্ব্যং হি সংখ্যানামৃষয়োমদ্বিবক্ষয়া ।

গায়ন্তি পৃথগায়ুদ্ব্যম্বিদং নো বক্তুমহসি ॥

এত রূপ তত্ত্ব সংখ্যা বলে ঋষিগণ । ভিন্ন ভিন্ন বলে কেন কিবা প্রয়োজন ॥

ইহা বিবরিয়া বলি ঋগ্বেদ সংশয় । তবে সে আগার চিত্ত পরিভোষ হয় ॥

শ্রী ভগবানুবাচ । ৩ । যুক্তঞ্চ সন্তি সর্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা ।

মায়াম্ নদীয়ায়দ্গৃহ বদন্ত্যং কিং নু দুর্ঘটং ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন ইহার বিধান । ব্রাহ্মণেরা যত বলে সকলি প্রমাণ ॥

মায়ার মায়ার বল করিয়া গ্রহণ । ব্রাহ্মণের বাদ ইথে নহে দুর্ঘটন ॥

মায়ায় মোহিত হয়ে ব্রাহ্মণ সকল । পরস্পর অবিরত করয়ে কন্দল ॥

। ৪। নৈতদেবং যথার্থং স্বং যদহং বচি তত্তথা ।

এবং বিবদতাং হেতুং শক্ত্যগোমে দুরত্যয়াঃ ॥

তুমি যাহা বল এ প্রমাণ কিছু নয়। আমি যাহা বলি এই যথার্থ নিশ্চয় ॥
এইরূপে হেতু দ্বন্দ্ব করে বিপ্রগণ। আমার মায়ার শক্তি বুঝে কোন জন ॥

। ৫। যাসাং ব্যতিকরাদাসীদিকল্পোবদতাং পদং ।

প্রাপ্তে শমদনেহুপ্যতি বানন্তমনুশাম্যতি ॥

যে সব আমার শক্তি বিকার হইতে। এতেক বিকল্প জন্মিয়াছে এ জগতে ॥
বাদি সবাকার যাহা বাদের বিষয়। রূচি অমুসারে বাদী বিকল্প করয় ॥

শমদগ শরীরেতে যখন জন্ময়। সকল বিকল্প ভ্রম তখন ঘুচয় ॥

ভেদবুদ্ধি গেলে বাদ-আপনি পলায়। ব্রহ্মরূপ হয়। জীব শান্ত ভাব পায় ॥

। ৬। পরস্পরানুৎক্রবশাত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ ।

পৌর্যাপর্য্যপ্রসংখ্যানাং যথা বক্তৃবিবক্ষিতং ॥

বক্তার বলিতে ইচ্ছা যেই রূপ হয়। পরস্পর প্রবেশেতে তত্ত্ব সংখ্যা কয় ॥

পূর্যাপর তত্ত্ব সংখ্যা করয়ে গণনা। অতএব তত্ত্ব সংখ্যা হয়ত ঘটনা ॥

শুনহে পুরুষ শ্রেষ্ঠ কহিহু নিশ্চয়। নিজ নিজ অভিমতে সংখ্যা সে ঘটয় ॥

। ৭। একস্মিনপি দৃশ্যস্তে অবিস্টানীতরাণি চ ।

পূর্নস্মিন বা পরস্মিন বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্বশঃ ॥

পূর্বেতে কারণরূপে যে তত্ত্ব থাকয়। কার্য্যতত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে তাহাতে আচ্ছয় ॥

মৃত্তিকাতে সূক্ষ্মরূপে যেন থাকে ঘট। কারণেতে কার্য্য তেন থাকে

অপ্রকট ॥ এ রূপে কারণ তত্ত্ব কার্য্য অমুস্মাত। ঘটতে মৃত্তিকা যেন

বুঝ মম মত ॥

। ৮। পৌর্যাপর্য্যমতোহমীষাং প্রসংখ্যানমভীপ্সতাং ।

যথা বিবিক্তং যদুক্তং গৃহীমৌযুক্তিসম্ভবাৎ ॥

ইহাতে বিরোধ কিছু নাহি হে উদ্ধব। যুক্তি অমুসারে তত্ত্বগণে বাদি সব ॥

পূর্যাপর ভেদের না গণ বিচারিয়া। স্যুনাধিক করে বাদী যুক্তি বাদ দিয়া ॥

যে রূপ কহিতে যার মুখ প্রবর্তয়। তাহাও গ্রহণ করি করিয়া নিশ্চয় ॥

আগরাহ যুক্তি করি তত্ত্ব সংখ্যা লই। এ সব বিকল্প তত্ত্ব নহে মায়ী বই ॥

। ৯। অনাদ্যবিদ্যায়ুক্তস্য পুরুষস্যাস্ববেদনং ।

স্বভোন সত্ত্ববেদন্যস্তত্ত্বজ্ঞানদোভবেৎ ॥

উদ্ধব বলেন প্রভু শুন মহাশয়। বক্তার ইচ্ছায় তত্ত্ব স্যুনাধিক হয় ॥

ইহাতে বিরোধ নাহি তত্ত্ব বুঝাগেল। ইহার মধ্যেতে পুনঃ সন্দেহ হইল।
 জীব ঈশ্বরের বেক্রপেতে ভেদভেদ। বাদিরা করয় ইথে মোর হৈল খেদ।
 কেহ বলে ছাশিশ পঁচিশ বলে হে। এই ভেদভেদ মোরে বুঝাইয়া
 দেহ ॥ ভগবান বলেন শুনহ সদাশয়। আত্মরূপে কতু এ সম্ভব নাহি হয়।
 এবে শুন সেইরূপ যে রূপে ঘটয়। অনাদি অবিদ্যা যুক্ত যে পুরুষ হয় ॥
 তাঁহা হৈতে আত্মা যিনি তিনিত ঈশ্বর। তিনি সে তত্ত্বজ্ঞান দেন জ্ঞানবর।
 চক্ষিণ তত্ত্বের এই রূপেতে গুণন। পঞ্চবিংশ তত্ত্ব পক্ষ শুন দিয়ে মন ॥

। ১০। পুরুষেশ্বরয়োরত্র নৈবলক্ষণ্যমণ্ডপি ।

তদন্যকস্পনাপার্থা জ্ঞানঞ্চ প্রকৃতেশ্চরণঃ ॥

পুরুষ ঈশ্বর দুই চিত্তরূপ হন। ভিন্ন বলি দোহারে না জান কদাচন।
 দোহার অনন্যত্ব কল্পনা ব্যর্থ করে। পঞ্চবিংশ পক্ষ হয় এইত প্রকারে ॥
 আমার প্রসাদ হৈতে লভে যেই জ্ঞান। তাহারে পৃথক করি করে অল্পমান।
 চক্ষিণ পঁচিশ পক্ষ জ্ঞানে না ঘটয়। জ্ঞান বল্যে ভিন্ন তত্ত্ব নাহি সদাশয় ॥
 জ্ঞানে প্রকৃতি মধ্যে করিয়া গণনা। শূদ্ধ তত্ত্বগয় জ্ঞান করহ ভাবনা ॥

। ১১। প্রকৃতিশ্চরণস্যাম্যং নৈব প্রকৃতের্নাজ্ঞানোপগমঃ ।

সত্ত্বং রজস্তমইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ ॥

গুণসাম্য যেই তারে প্রকৃতি বলয়। প্রকৃতির ধর্ম গুণ আত্ম ধর্ম নয় ॥
 সত্ত্ব রজস্তম যারে বল সদাশয়। তিন হৈতে হয় সৃষ্টি পালন প্রলয় ॥

। ১২। সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম তমোহজ্ঞানমিহোচ্যতে ।

গুণব্যতিকরঃ কালঃ স্বভাবঃ স্ত্রুতম্বেব চ ॥

সত্ত্ব গুণ যিনি তিনি জ্ঞান রূপ হন। রজো গুণ হৈতে হয় কর্ম আচরণ ॥
 তমোগুণ যিনি তিনি করেন অজ্ঞান। যাহা হৈতে জীবগণ শোক মোহ
 পান ॥ কাল হৈতে জানিহ গুণের ক্ষোভ হয়। স্বরূপ অন্তর নিত্য স্বভাব
 করয় ॥ প্রকৃতি হইতে শূন মহৎ এ হন। যাহার অন্তরে আছে এ চৌদ্দ
 ভুবন ॥

। ১৩। পুরুষঃ প্রকৃতিব্যাক্তমহঙ্কারো নভোহনিলঃ ।

জ্যোতির্যাপঃ কিতিক্রিতি তদ্ব্যাবৃজ্যানি মে নব ॥

সত্ত্ব রজস্তমঃ তিন তিন তত্ত্ব গণি। পঞ্চবিংশ তত্ত্ব আর শুনহ আপনি ॥
 প্রকৃতি পুরুষ মহত্ত্ব অহঙ্কার। আকাশ পবন বহি আর তত্ত্ব বার ॥

পৃথিবী সহিত করি তত্ত্বগণনয় । একাদশ তত্ত্ব আর শুন সদাশয় ॥

। ১৪ । শ্রোত্রং স্বগদর্শনং হ্রাণং জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ ।

বাক্পাণ্যগ্ন্যায়ুজিহ্বা কৰ্ম্মাণ্যকৌন্তরং মনঃ ॥

শ্রোত্র স্বগদর্শন হ্রাণ অপর রসনা । জ্ঞানেন্দ্রিয় এই পাঁচ করহ গণনা ॥
বাক পাদ পায়ু পানি উপস্থ এ পঞ্চ । কৰ্ম্মেন্দ্রিয় মধ্যে গণ এ পাঁচ প্রপঞ্চ ॥
জ্ঞান কৰ্ম্ম ইন্দ্রিয় স্বরূপ হন মন । একাদশ ইন্দ্রিয় এক্রপেতে গণন ॥

। ১৫ । শব্দস্পর্শৌ রসোগন্ধোক্তপঞ্চৈত্বার্থজাতয়ঃ ।

গত্যক্যুৎসর্গশিন্ধোনি কৰ্ম্মায়তনসিদ্ধয়ঃ ॥

শব্দ স্পর্শরূপ রস গন্ধ পঞ্চ যেই । বিষয় জনেতে তত্ত্ব মধ্যে আইসে সেই ॥
বচন আদান গতি বিসর্গ আনন্দ । কৰ্ম্ম ইন্দ্রিয়েতে এই ফল অমূল্য ॥
ফলক্রমে এ পাঁচেরে তত্ত্ব নাই গণি । ইহা ছাড়ি পঞ্চবিংশ গণহ আপনি ॥

। ১৬ । সর্গাদৌ প্রকৃতির্হ্যদ্য কার্য্যকারণরূপিণী ।

সত্ত্বাদিতিস্তৃৎপৈধর্মে পুরুষোহব্যক্তদৈবতে ॥

এইত প্রকৃতি কার্য্য কারণ রূপিণী । সত্ত্বাদি গুণেতে সৃষ্টি বিধান কারিণী ॥
পুরুষ অব্যক্ত রূপ থাকেন কেবল । জ্ঞান রূপে দেখিছেন এ বিশ্ব সকল ॥
পুরুষ প্রকৃতি হৈতে ভিন্ন রূপ হন । প্রকৃতি কার্য্যের রূপ পুরুষ কারণ ॥

। ১৭ । ব্যক্ত্যাদয়োনিবুদ্ধীনাধাতবঃ পুরুষক্ষমা ।

লব্ধবীৰ্য্যাঃ সৃজন্ত্যণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতের্লব্ধাঃ ॥

মহাদাদি ধাতু যেই বলিহু ভোমায় । লব্ধবীৰ্য্য হৈলা তারা পুরুষ ঈক্ষায় ॥
মিলিত হইয়া তারা প্রকৃতি আশ্রিত । সৃজন করিলা অণ্ড ভুবনে বিদিত ॥

। ১৮ । সপ্তৈব ধাতব ইতি তত্রার্গাঃ পঞ্চ খাদয়ঃ ।

জ্ঞানমাক্ষোভয়াধারন্ততোদেহেইন্দ্রিয়াসবঃ ॥

সপ্ত তত্ত্ব বলে যারা করে নিরূপণ । সেই মত শুনহ উদ্ধব দিয়া মন ॥
জীব আয়া দুই আকাশাদি পঞ্চ ভূত । দেহেইন্দ্রিয় প্রাণ এই সাভেতে
উদ্ভূত ॥ আকার বিশেষ কিছু করিহে প্রচার । ঐক্য দৃশ্য উভয়ের ঐহিত
আধার ॥

। ১৯ । ষড়্ভিত্ত্যাপি ভূতানি পঞ্চষষ্ঠঃ পরঃ পুমান্ ।

তৈর্দেহজ্ঞানসমুদ্ভূতৈঃ স্বেদৈঃ সমুপাধিশত্ ॥

ছয় তত্ত্ব বলে যারা শুন যে প্রকার । পঞ্চভূত তার মধ্যে আত্মা ছয় তারা ॥

আত্মা হৈতে যেই পঞ্চ ভূতের জনন । তাহাদের যোগে বিশ্ব করিল।
সৃজন ॥ পঞ্চভূতে সৃষ্টি কর্যে আত্মা প্রবেশয় । একুপেতে বিশ্বের উৎপত্তি
আদি হয় ॥

। ২০। চত্বার্ব্যেবেতি তত্রাপি তেজস্বাপোহুন্নমানঃ ।

জাতানি তৈরিদং জাতং জন্মাবয়বিনঃ খলু ॥

চারি তত্ত্ব বলিয়া যে ইতরাদি বলে । সে মত বলিব আমি শুন কুতূহলে ॥
অগ্নি জল পৃথিবীরে করিয়া সৃজন । আত্মা জীবরূপ হয়ে তাহাতে গমন ॥
নিশ্চয় দেখহ অগ্নি আদি যারা হয় । তাথে করি বিশ্ব কার্য্য সকলি জন্ময় ॥

। ২১। সংখ্যানে সপ্তদশকে ভূতমাত্রৈশ্রিয়াগিচ ।

পঞ্চপট্টকমনসা আত্মা সপ্তদশঃ স্মৃতঃ ॥

সপ্তদশ তত্ত্ব বলি যারা যারা বলে । সেই মত বিবরিয়া বলি কুতূহলে ॥
ভূত মাত্র ইন্দ্রিয়েরে পোনের লিখয় । মন সহ আত্মা ইথে সপ্তদশ হয় ॥

। ২২। তদ্বৎ ষোড়শসংখ্যানে আত্মৈব মনউচ্যতে ।

ভূতৈশ্রিয়াগি পট্টকব মনআত্মা ত্রয়োদশ ॥

ষোড়শ পক্ষেতে মন আত্মা এক কর্যে । পূরোক্ত পোনের দিয়া ষোড়শ
বিচারে ॥ ত্রয়োদশ পক্ষেতে ইন্দ্রিয় ভূত দশ । মন জীব পরমাত্মা এই
ত্রয়োদশ ॥

। ২৩। ইতি নানাংসংখ্যানং তদ্বানাদৃষিভিঃ কৃতং ।

সৰ্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্বাবিদুযাং কিমশৌভনং ॥

এইরূপে তত্ত্ব সংখ্যা নানা মত হয় । যুক্তি করি বুঝ ইথে অন্যায় এ নয় ॥
ঋষিগণ কৈল এই তত্ত্বের গণন । বুঝিয়া করিবে ইথে সন্দেহ খণ্ডন ॥
পণ্ডিত গণেরে এই সব শোভা পায় । অজ্ঞানিরা ইহার নিকটে নাহি যায় ॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ । ২৪। প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চাত্তৌ যদ্যপ্যাত্মবিলক্ষণৌ ।

অন্যোহন্যাপাশ্রয়াৎ কৃষ্ণ দৃশ্যতে ন ভিদ্ভা তয়োঃ ॥

উদ্ধব বলেন শুন কৃষ্ণ দয়াময় । আমার হৃদয়ে এই জন্মিল সংশয় ॥
প্রকৃতি পুরুষরূপে যেইত উভয় । জড়াজড় স্বভাবেতে বিলক্ষণ হয় ॥
পরস্পর আশ্রয়েতে ভেদ না দেখিয়ে । ব্যাকুল হয়েচ্ছে চিত্ত সন্দেহ
বিষয়ে ॥

। ২৫। প্রকৃতৌ লক্ষ্যতে হ্যাত্মা প্রকৃতিশ্চ তথাহ্মনি ॥

প্রকৃতির কার্য্য দেহ দেখ উপজয় । চিদংশরূপেতে আত্মা ইহাতে আছয় ॥
আত্মায় আছেন পুনঃ এইত প্রকৃতি । উভয় মিলনে হয় অহংভাব মতি ॥
শরীর আত্মার কিছু ভেদ নাহি লখি । কতই সন্দেহ হয় স্থির নাহি থাকি ॥

। ২৬। এবং মে পুণ্ডরীকাক্ষ মহাস্তং সংশয়ং হৃদি ।

ছেতুর্মহসি সৰ্ব্বজ্ঞ বচোভিনয়নৈনপুণৈঃ ॥

এইত সন্দেহ মম ঘুটাও গোসাঞী । তোমা বিনা ইথে মম আর গতি নাই ॥
দেখহে পুণ্ডরীকাক্ষ বড়ই সংশয় । জন্মেছে হৃদয়ে মম পাই বড় ভয় ॥
সংশয় রজ্জুর ছেদে যোগ্য হও তুমি । সকল জানহ প্রভু কি কহিব আমি ॥
যুক্তিতে নিপুণ নিজ বাক্যের দ্বারেতে । সংশয় ছেদন কর মম হৃদয়েতে ॥

। ২৭। ত্বম্বোজ্জানং হি জীবানাং প্রমোষন্তেহত্র শক্তিতঃ ।

ত্বমেব হ্যাত্মায়াগতিং বেধ ন চাপরঃ ॥

তোমা হৈতে সকল জীবের জ্ঞান হয় । তব শক্তি নায়াজ্ঞান খণ্ডন করয় ॥
আত্মা মায়াগতি প্রভু তুমি সে জ্ঞানহ তোমা বিনা এই তত্ত্ব নাহি জানে কেহ ॥

ভীতগবানুবচ । ২৮। প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুষবর্ষভ ।

এষ বৈকারিকঃ সর্গোপপত্তিকরাঙ্করঃ ॥

ভগবান বলিছেন শুন সদাশয় । প্রকৃতি পুরুষ ভেদ আছে অতিশয় ॥
প্রকৃতি হইতে এই দেহাদি সকল । সবিকার অতিশয় নখর কেবল ॥
কাল বশে গুণ ক্ষোভ হয়ত যখন । মহাদাদি তত্ত্ব হৈতে দেহাদি সৃজন ॥

। ২৯। অমাক্ষমায়াগুণময্যনেকথা বিকল্পবুদ্ধীশ্চ গুণৈববিধত্তে ।

বৈকারিককিঞ্চিদিদোহ্যাত্মানেকনথাষিদ্ধুতমধিদৈবমনাত্ম ॥

শুনহে আমার নায়া হয় গুণবতী । অনেক প্রকার ভেদ উপজয় তথি ॥
বৈকারিক যিনি তিনি তিন মত হন । অধিভূত অধ্যাত্ম আর অধিদেবগণ ॥

। ৩০। দৃগ্ পমার্কং বস্পুরত্র রক্তে পরস্পরং সিধ্যতি যঃ যতঃ খে ।

আত্মা যদেহামপরোষাদাভ্যঃ স্বয়ানুভূত্যা হি খিলসিকসিকিঃ ॥

প্রতিনের কার্য্য দেখ এই শরীরেতে । চক্ষুরহ গোলকে বলি যে অধিভূতে ॥
তাহাতে অধ্যাত্ম চক্ষু ইন্দ্রিয় অনুভূত । নিশ্চয় জানিহ তুমি হয়ে শুদ্ধ চিত্তে ॥
তপনের অংশ তাহে অধিদৈব হয় । এ তিন নহিলে রূপ প্রকা-

শিত নয় ॥ পরস্পর স্বাপেক্ষয় দেহে এই তিন। এ তিন নহিলে হয় বিষয়
বিহীন ॥ আকাশে আছেন য়েঁহ মণ্ডলাত্মা অর্ক। স্বতঃ সিদ্ধ হন তিনি
নাহি তাতে তর্ক ॥ বিকারের আদ্যে যেই অনাদি কারণ। তাঁহারে বলি
যে আত্মা এক রূপ হন ॥ অধ্যাত্মাদি সবাকার তিনি প্রকাশক। স্বপ্রকাশ
তিনি ভিন্ন আছেন একক ॥

। ৩১। এবং স্বগাদি অবগাদি চক্ষুর্জিহ্বাদি নাসাদি চ চিত্তযুক্তং ॥

চক্ষু ইন্দ্রিয়ের যেই রূপ বিবরণ। অপর ইন্দ্রিয়গণে জানিহ তেমন ॥
দৃগিন্দ্রিয় স্পর্শ বায়ু শ্রোত্র শব্দাদিক। জিহ্বায় জানিহ রস বরুণ দৈবিক ॥
নাসায় জানিহ গন্ধ অশ্বিনী কুমার। চিত্তেতে যে চৈতন্যদেব বাস্তবদেব তার ॥
মনেতে মন্তব্য দেব চন্দ্র আছে তায়। বুদ্ধিতে বোদ্ধব্য দেব জানিবে
ব্রহ্মায় ॥ অহঙ্কারে যেই রূপ শুন বিবরণ। অহঙ্কর্তব্য তাথে দেবতা রুদ্র হন ॥

। ৩২। যো হ সৌ গুণকোভকৃতোবিকারঃ প্রধানমূলান্মহতঃ প্রসূতঃ ।

অহং ত্রিরূপোহবিকাপহেতুর্বেকারিকস্তামসঃপ্রিয়শ্চ ॥

গুণকোভ কর্তা যেই কাল মহাশয়। তাহা হৈতে প্রধানেতে মহত্ত্ব হয় ॥
মহত্ত্ব হইতে হইল অহঙ্কার। বিবিধ করিল। তেঁহ আপন আকার ॥
তাঁহাকে জানিবে মোহ বিকল্প কারণ। অতঃপর শুনহে ত্রিবিধ বিবরণ ॥
বৈকারিক প্রথমেতে দ্বিতীয়ে তৈজস। তৃতীয় প্রকাশ তাঁর হইল তামস ॥

। ৩৩। আত্মাপরিত্তানময়োবিবাদোহস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ ।

ব্যর্থোহপি নৈবোপরমেত পুংসাং মতঃ পরাবৃত্তিবিঘ্নঃ স্বলোকাৎ ॥

ইহাতে আছেন আত্মা পরিজ্ঞানময়। অস্তি নাস্তি বলি বাদী বিবাদ করয় ॥
ব্যর্থ ভেদ করয়ে অজ্ঞানী যেই জন। আমাদের না জেনে ভেদ করে অকারণ ॥
আমিহ স্বরূপ ভূত দেখেহে গোচরে। আমাদের বিমুখ হয়ে ভেদ বুদ্ধি করে ॥
আমারে বিমুখ যারা তারা ভেদ করে। ভেদ বুদ্ধি তার যুচে যে চিনে
আমারে ॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ। ৩৪। স্বতঃ পরাবৃত্তিধিয়ঃ স্বকৃতৈঃ কর্মভিঃ প্রোক্তা ।

উচ্চাবচান্ যথা দেহান্ গৃহন্তি বিশ্বজন্তি চ ॥

উদ্ধব বলেন কৃষ্ণ শুন মহাশয়। তাঁমারে বিমুখ সেই প্রাণিগণ হয় ॥
নিজ কর্ম হৈতে তারা এইত সংসারে। উচ্চাবচ দেহ ধরে কর্ম অমুসারে ॥
পুনশ্চ ছাড়য়ে পুনঃ করয়ে গ্রহণ। যদি তব ইচ্ছা হয় কর বিবরণ ॥

। ৩৫ । তন্মমাখ্যাহি গোবিন্দ দুর্বিভাব্যমনাজ্জিতিঃ ।

ন হ্রেতৎ প্রায়শোলোকে বিঘ্নাংসঃ সন্তি বক্তিতাঃ ।

গোবিন্দ এ কথা তুমি বুঝহ আপনে । বুঝিতে আমার বড় বাঞ্ছা আছে মনে ॥ অজ্ঞানিরা এই কথা বুঝিতে নাঃরয় । অতিশয় দুর্বিভাব্য তাহা-
দের হয় ॥ ইহা প্রায় কোন জন নাহিত জানয় । যেহেতু মায়ায় তারা
মোহিত আছয় ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ৩৬ । মনঃ কৰ্ম্মময়ং নৃণামিঞ্জিরৈঃ পঞ্চভিযুক্তং ।

লোকাল্লোকং প্রায়াতন্যাত্মা তদনুবর্ততে ।

ভগবান বলিছেন শুন সদাশয় । মনুষ্য সবার কৰ্ম্ম মন মন হয় ॥
ইঞ্জিয় গণেতে মন মিলিত হইয়া । দেহ হৈতে দেহান্তর প্রবেশয় গিয়া ॥
দেহভিন্ন আত্মা যিনি আছয়ে ইহাতে । দেহান্তর যান তিনি মনের পশ্চাতে ।

। ৩৭ । ধ্যায়ন্ননোহনুবিষয়ান্ দৃষ্টান বাসুস্তানহথ ।

উদ্যত্ সীদত্ কৰ্ম্মভঙ্গং স্মৃতিস্তদনুশাশ্র্যতি ।

কৰ্ম্মের অধীন মন স্ববশ না হন । দৃষ্ট শ্রুত বিষয়েরে ধ্যায় অলক্ষণ ॥
পূৰ্ব দেহ বিষয় সকলি লীন হয় । ভাবী দেহ বিষয় সকল সে দেখয় ॥
কৰ্ম্ম বশে প্রবেশ করয়ে অন্য দেহে । পূৰ্বাপর স্মৃতি তবে কিছু নাহি
রহে ॥

। ৩৮ । বিষয়াভিনিবেশেন নাক্সানং যৎস্মরেৎ পুনঃ ।

জন্তোর্বৈকস্যাচিক্ষেতোহুত্ব্যরত্যস্তবিস্মৃতিঃ ।

কৰ্ম্ম বশে দেবাদি শরীর যেই পায় । সেই বিষয়েরে ধ্যান করে সৰ্বদায় ॥
পূৰ্বদেহ হর্ব শোক সকলি পাসরে । জন্ম মৃত্যু শরীরের জীব নাহি মরে ॥
কোন হেতু পূৰ্ব দেহে অভ্যস্ত বিস্মৃতি । দেহির মরণ সেই করিবেহে স্মৃতি ॥

। ৩৯ । জন্ম জ্ঞানতয়া পুংসঃ সৰ্বভাবেন ভূরিদ ।

বিষয়স্বীকৃতিং প্রাহ্বৰ্থথা স্বপ্নমনোরথঃ ।

সৰ্ব ভাবে শরীরের করে অভিনান । কদাচিৎ দেহেরে না করে ভিন্ন জ্ঞান ॥
ইহারে বলেন জন্ম সৰ্ব শাস্ত্র মতে । ইহার দৃষ্টান্ত জ্যেন স্বপ্ন মনোরথে ॥

। ৪০ । স্বপ্নং মনোরথক্ষেপং প্রাজ্ঞনং ন স্মরত্যনৌ ।

তত্র পূৰ্ব্মিবাঙ্গানমপূৰ্ব্বেকানুপশ্যতি ।

স্বপ্নে যেন পূৰ্ব দেহ না হয় স্মরণ । বর্তমান নানা রূপ করয়ে কল্পন ॥

স্বপ্নকালে সেই জন পূৰ্ণ সিদ্ধ দেহে। অদ্যজ্ঞাতরূপে দেখে আপনার মোহে।

। ৪১। ইঞ্জিয়ায় স্ট্যেদং ত্রৈবিধ্যং ভাতি বস্তনি।

বহিরন্তর্ভিদা হেতুর্জনোহসজ্জনকৃৎক্ষা।

অভিমান সেই মন তিন রূপ ধরে। উত্তম মধ্যম নীচ হয় ব্যবহারে।

অভিমাণে মন সে বস্তুতে তিন রূপ। উত্তমাদি হয় যেহ দেহাদি স্বরূপ।

আত্মা কিন্তু বাহির ও অন্তরে সমান। ব্যবহারমত মাত্র হয় ভেদ জ্ঞান।

যেমন পুঞ্জিতে পিতা শত্রু বুদ্ধি করে। সুপুত্র হইলে মিত্র ভাব ব্যবহারে।

এইরূপে জন্ম মৃত্যু দেহের নিশ্চয়। কদাচিত্ জন্ম মৃত্যু আত্মা স্বৰ্ণ নয়।

। ৪২। নিত্যদাহুস্ত্র ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।

কালেনানলক্ষ্যবেগেন স্থল্মস্বাত্ত্বং দৃশ্যতে।

উৎপত্তি বিনাশ নিত্য শরীরের হয়। অলক্ষিত বেগে কাল এ ছুই করয়।

অতি সূক্ষ্ম ক্রম ইহা কেহ না দেখয়। অবিবেকী জন ইহা কভু না বুঝয়।

। ৪৩। যথাক্ষিমাং শ্রোতসাক্ষ কলানান্য বনস্পতেঃ।

তথৈব সর্কভূতানাং বয়োবহ্নাদয়ঃ কৃতঃ।

জন্ম মৃত্যু ছুই যেই কাল বশে হয়। দৃষ্টান্তের অহুমানে বুঝ সদাশয়।

প্রদীপের শিখা যেন বুঝি পরিণামে। প্রবাহের ত্রাস বুদ্ধি হয় তার ক্রমে।

বৃক্ষের ফলের যেন পাকাদিতে জানি। তেন সব শরীরের বয়োবহ্না গনি।

। ৪৪। সোয়ং দীপোহক্ষিমাং যদং শ্রোতসং তদ্বদং জলং।

সোহং পুমানিতি নৃণাং যথা গীর্ভীম্বায়ুযাং।

তাহাতে প্রত্যভিজ্ঞান সাদৃশ্যেতে হয়। এই সেই দীপাবলি শিখারে কল্পয়।

সেই জল এই বলি বুঝয়ে শ্রোতসে। এই সে পুরুষ বলি জানয়ে উদ্দেশে।

এইরূপ নানাবিধ ব্যর্থ সে ভাষয়। ব্যর্থ পরমায়ু তার ব্যর্থ বুদ্ধি হয়।

। ৪৫। মানসস্য কর্মবীজেন জায়তে সোহপায়ং পুমান্।

ত্রিযতে চামরোক্তান্ত্য। যথ্যগ্নির্দারুসংস্থিতঃ।

অনাদিপুরুষ আত্মা জন্ম মৃত্যু হীন। অবিবেকী ইহা ভ্রমে কল্পে অহুদিন।

যেন তেজোরূপ বহি আকল্প আছয়। দারু যোগ বিয়োগেতে জন্মাদি কল্পয়।

। ৪৬। নিবেকগর্ভজন্মানি বাল্যকৌমারযৌবনং।

বয়োমধ্যং জরামৃত্যুরিত্যবস্থান্তানর্দনং।

নিবেক গর্ভের জন্ম বাল্য যে কৌমার। যৌবন বয়স মধ্য জরা মৃত্যু আর।

এই নয় অবস্থা দেহের ধর্ম হয় । নিষেক আদির ব্যাখ্যা শুন সদাশয় ॥
নিষেক বলিহে যেই উদরে প্রবেশ । গত্র বলি তাতে হয় বৃদ্ধি যে বিশেষ ॥
জন্ম বলি জান যেই ভূমিতে পড়য় । পঞ্চ বর্ষ অবধি যে বাল্যাবস্থা হয় ॥
ষোড়শ বৎসরাবধি বলি যে কুমার । চল্লিশ বৎসরাবধি যৌবন ব্যাপার ॥
এ ষাটি বৎসরাবধি বয়ঃ মধ্য হয় । তার পরে জরাবস্থা যাবৎ মরয় ॥

। ৪৭ । এতানোরথমীহান্যস্যোচ্চাবচাস্তমঃ ।

শৃণু সঙ্গাদুপাদত্তে কচিৎ কচ্চিচ্ছ্রুতি চ ॥

উচ্চাবচ অবস্থা এ শরীরের হয় । সত্য নহে জানিহ এ মনোরথ ময় ॥
শৃণু সঙ্গ হৈতে জীব করেন গ্রহণ । ঈশ্বরানুগৃহী বন্ধ নহে কদাচন ॥

। ৪৮ । আত্মনঃ পিতৃপুত্রাত্মানমনুনেয়ো ভবাপ্যয়ো ।

ন ভবাপ্যয়নতুনামভিজোদ্বয়লক্ষণঃ ॥

পিতা পুত্র হৈতে জন্ম মৃত্যু আপনার । অমুনানে বুঝে লোক করিয়া
বিচার ॥ জন্ম আর মৃত্যু শরীরের যে দেখয় । কদাচিত্ তার নাহি হয়
ভবাপ্যয় ॥

। ৪৯ । তরোর্বীজবিপাকাত্যাং যোবিদ্বান জন্মসংযমো ।

তরোর্বিলক্ষণোদৃষ্টএবং দ্রষ্টা তনোঃ পৃথক ॥

তরু আদি উদ্ভিজ্জ যে হয় জাতিগণ । ইহারে দৃষ্টান্ত বলি শুনহ আপন ॥
উদ্ভিজ্জের জন্ম মৃত্যু বীজ ফল পাকে । নিশ্চয় করিয়া ইহা যেই জন দেখে ॥
তরু হৈতে সেই জন হয় বিলক্ষণ । এ রূপে শরীর হৈতে দ্রষ্টা ভিন্ন হন ॥

। ৫০ । প্রকৃতেঃ প্রবমানানমবিবিচ্যাবুধঃ পুনান ।

তত্ত্বেন স্পর্শসংস্কৃৎ সংসারং প্রতিপদ্যতে ॥

এ রূপেতে প্রকৃতির বিকার হইতে । আত্মা ভিন্ন হন ইহা না বুঝে ভ্রান্তে ॥
দেহ অভিযানে সেই মূঢ় অতিশয় । সংসার চক্রেতে পড়ে মতত ভ্রময় ॥

। ৫১ । সত্ত্বসঙ্গাদৃশীন দেবানুজসাসুরমানুষান ।

তমস ভূততির্য্যক্সং জামিতোবাতি কর্মভিঃ ॥

সত্ত্ব সঙ্গ হৈতে যে সাত্ত্বিক কর্ম করেন সে কর্ম হইতে দেব ঋষি দেহ ধরে ॥
রাজসিক কর্মেতে অসুর নর হয় । তমোগুণে ভূত পশু দেহেতে ভ্রময় ॥

। ৫২ । নৃত্যভোগায়তঃ পশ্যন যৎকথানুকরোতি তান ।

এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্ননীহোহপ্যনুকার্যতে ॥

সর্ব দেহে আত্মা যিনি কর্তা কর্তৃ নন । তথাপি কর্তার সম দেখি আচরণ ॥
ইহার দৃষ্টান্ত শুন বলিব তোমায় । যুচিবে সকল ভ্রম জিনিবে আশ্রয় ॥
কৌতুক করিয়া নাচে করয়ে গায়ন । তাহার সমান যেন করে অন্ত জন ॥
এ রূপে বুদ্ধির কর্ম করিবার প্রায় । না করেন ভূত তাহা দেখিয়া আশ্রয় ॥

। ৫৩ । যথাস্তম্ভাঃ প্রচলতাঃ তরবোহপি চলাইব ।

চক্ষুযা জাম্যমাণেন দৃশ্যতে জাম্যতীব ভূঃ ॥

যেন পবনাদি বেগে সলিল চলয় । প্রতিবিম্ব তরু যেন সে রূপ ভ্রময় ।
নয়ন ঘুরিলে যেন ধরনি ঘূরয় । এই রূপে দেহধর্ম আশ্রয় দেখয় ॥

। ৫৪ । যথা মনোরথযিযোবিষয়াবুত্তবোমুখা ।

স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশাহঁতথা সংসারআজ্ঞনঃ ॥

যেন মনোরথে বুদ্ধি বিষয় ভুঞ্জয় । স্বপ্ন দৃষ্ট সম মিথ্যা সেই সদাশয় ॥
এরূপ জানিহ মিথ্যা মায়া'র সংসার । কদাচিত্ জীবের এ না ঘুচে ব্যাপার ॥
দাস যোগ্য হও তুমি শুনহে উদ্ধব । অতএব বিবরিয়া কহিতেছি সব ॥

। ৫৫ । অর্থোহবিদ্যমানেনপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে ।

ধ্যায়তোবিষয়ানস্য স্বপ্নেনার্থাগমোযথা ॥

যদ্যপি সংসার সব মিথ্যা মায়া'ময় । তথাপি সংসার গতি তারে না ছাড়য় ॥
যেহেতু বিষয় ধ্যান করে অনুক্ষণ । স্বপ্নেতে অনর্থ যেন করয়ে দর্শন ॥

। ৫৬ । তস্মাদুদ্বব মাভুজ্জ্ব বিষয়ানহঁসদ্বিজ্রিযৈঃ ।

আত্মাগ্রহণনির্ভাতং পশ্য টৈকল্পিকং ভ্রমং ॥

অন্তেব উদ্ধব শুন আমার বচন । বিষয় ভোগের ইচ্ছা ত্যজহ আপন ॥
সতত ইন্দ্রিয়গণ অনর্থ করয় । মিথ্যা বিষয়ে'রে ভোগ সন্তত বাঞ্ছয় ॥
তত্ত্ব বিচারেতে কর আত্মার গ্রহণ । যুচিবে বিকল্প ভ্রম যে রূপ স্বপন ॥

। ৫৭ । ক্লিপ্তোহবমানিতোহসদ্বিঃ প্রলকোহহয়িতোহথবা ।

তাড়িতঃ সন্ধিরুদ্ধোবা বৃন্ত্য বা পল্লিহাপিতঃ ॥

বিষয় উদ্যম যেন জানিরা ছাড়য় । দুঃখ প্রতীকার যে জানিরা করয় ॥
কেহবা আক্ষেপ করে কেহ অপমান । দুর্জনেরা উপহাস শুনে দোষাখ্যান ॥

কেহ বা ভাঙন করে কেহ বা বাঁধায়। বৃষ্টি যে থাকয় তাহা কেহ হরি লয়॥

। ৫৮ । নিষ্ঠ্যতোমুদ্রিতোবাক্তবহুধৈবং প্রকম্পিতঃ ।

শ্রেয়স্কামঃ কৃষ্ণগতআত্মনাআনমুদরেৎ ॥

কোন বা অজ্ঞানী দেহে ধুতকুড়ি দেয়। কেহ কেহ হাসিয়ামুতিয়া দেয় গায়॥
ঐশ্বরেতে নিষ্ঠা যেই থাকয়ে মনেতে । দুর্জ্ঞান বহুত মতে না দেয় করিতে॥
এইরূপে নানা ক্লেশ পায় জ্ঞানী জন । শ্রেয় কামে এত দুঃখ না করে গণন॥
এইরূপে আপনারে আপনি উদ্ধারে । অভিমানী হৈলে ভ্রমে এইত
সংসারে ॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ । ৫৯ । যথৈবমনুবুধ্যোয়ং বদনোবদতাংবর ।

শুনিয়া কৃষ্ণের কথা বলেন উদ্ধব । যেই রূপে এই কথা বুঝি হে মাধব ॥
সেই রূপে আমাদেরি কহ দয়া করে । তুমি সে বজ্রার শ্রেষ্ঠ পৃথিবী
ভিতরে ॥

। ৬০ । স্তুদুঃসহশিমং মন্যে আত্মন্যসদতিক্রমং ।

বিদুষামপি বিশ্বাত্মান্ প্রকৃতির্হি বলীয়সী ॥

ঋতে ত্বদ্বর্মান্নিরতান শাস্তাংস্তে চরণাশ্রয়ান্ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সম্বাদে দ্বাবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

বড়ই অসহ্য আত্মপরাভব করে । পরে পরাভব কৈলে কেবা সহ করে ॥
ইহা সহিবার প্রভু করহ উপায় । অগতের পরাভব সহ্য নাহি যায় ॥
পুরুষের স্বভাব বড়ই বলবান । অন্তের কি দায় নাহি ছাড়য়ে বিদ্বান ॥
তব ধর্মে নিরত হয়েন যেই জন । আশ্রয় করেন যাতে তোমার চরণ ॥
তাসবার শান্তচিত্ত সর্বদাই হয় । তারা দিনা পরাভব কেহ নাহি সয় ॥
আপনি বিশ্বের আত্মা প্রভু নারায়ণ । রূপা করি কহ মোরে কমল জোচন॥
একাদশ স্কন্ধে এই দ্বাবিংশ অধ্যায় । সনাতন বিরচিত প্রাকৃত ভাষায় ॥

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের আভাস ।

ত্রয়োবিংশে তিরস্কারসহনোপায়ঈর্যতে ।

ভিক্ষুগীতাপ্রকারেণ মনসঃ সংযমোথিয়া ॥

দুর্জনোপদ্রবোবুৎ দুঃ সহোপি মহীয়সাং ।

অতশ্চতুর্ভির্দুখ্যায়ৈঃ সহনোপায়বর্ণনং ॥

ভিক্ষু গীতায়সারে বুদ্ধির দ্বারা মনসের সংযমরূপ তিরস্কার সহনের উপায় ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে কহিতেছেন ও দুর্জনের উপদ্রব নিশ্চয় দুঃসহ অতএব ক্রমশঃ অধ্যায় চতুষ্টয়ে তাহার উপায় বর্ণন করিতেছেন ।

শ্রীশুকউবাচ । ১ । স এবমাশংসিত উদ্ধবেন ভাগবতমুখ্যেন দাশাহর্ষভেন ।

সত্যজয়ন ভূত্যবচোমুকুন্দমাবভাবে অবণীয়বীৰ্য্যঃ ॥

শুক বলে শুন অহে রাজা পরীক্ষিৎ । বিবরিয়া কহি কিছু স্থির কর চিত ॥ দাস যোগ্য শ্রেষ্ঠ সেহ ভাগবত মুখ্য । উদ্ধব প্রার্থনাকৈল মুকুন্দ সমক্ষ ॥ তেঁহ সে পার্থনা যদি এক্রুপে করিলা । ভূত্য বাক্য প্রশংসিয়া কহিতে লাগিলা ॥ অবণীয় বীৰ্য্য প্রভু সেই কৃষ্ণচন্দ্র । কৃপা করি কহিলেন শুনেন ভক্ত ইন্দ্র ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ২ । বাহিষ্ণত্য সনাত্ত্যত্র সাধুর্বে দুর্জনেরিটৈঃ ।

দুর্কলৈর্ভিন্নিমাআনং যঃ সমাধাতুমীশ্বরঃ ॥

ভগবান কহিছেন শুনহ উদ্ধব । শ্রবণে ঘুচিবে তব সন্দেহ সে সব ॥ শুন আশ্রিতস শিষ্য ভাল জিজ্ঞাসিলে । এমন না দেখি সাধু অবনী মণ্ডলে ॥ যেই সাধু দুষ্ট বাক্য বাণে বিদ্ধ মন । সমাধান করি তাহে ক্রুদ্ধ নাহি হন ॥

। ৩ । ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান বাগৈস্ত মর্ম্মগৈঃ ।

যথা ভুদন্তি মর্ম্মস্থান্হাসতাঃ পরুষেষবঃ ॥

অশ্রু বাণ যদি আসি মর্ম্মভেদ করে । ভাহাতে তেমন তাপ না হয় অন্তরে ॥

অসতের বাক্য যেনিষ্টুর তীক্ষ্ণবাণে । যেন পীড়া দেয় তাহা সহে কারপ্রাণে ॥

। ৪ । কথয়ন্তি মহং পুণ্যমিতিহাসনিহোন্ধব ।

তমহং বর্নয়িষ্যামি নিবোধ স্তুসমাহিতঃ ॥

কেনচিচ্চিকুণা গীতং পরিভূতেন দুর্জ্ঞৈনঃ ।

স্মরতা ধৃত্যুক্তেন বিপাকং নিজকর্মণাং ॥

শুনহ উদ্ধব এ বিষয়ে ইতিহাস । মহাপুণ্য কথা জ্ঞান করয়ে প্রকাশ ॥

সেই ইতিহাস আমি বলিব তোমারে । সমাহিত হয়ে শুন মানস স্থস্থিরে ॥

। ৫ । অবস্তিস্থিঃ বিজ্ঞঃ কশ্চিদাসীদাত্মতমঃ শ্রিয়া ।

বার্তাহৃতিঃ কদর্য্যস্ত কামী লুকোহতিকোপনঃ ॥

কোনহ তিস্কুক এক ধৈর্য্যগত ছিল । দুর্জ্ঞন সকলে ভারে বহু দুঃখ দিল ॥

কর্ম ধেয়াইয়া তাহে না মানিল দুঃখ । গিরি সমধৈর্য্য হৈল এ বড় কোঁতুক ॥

অবস্তি নগরে এক আছিল ব্রাহ্মণ । সঞ্চয় করিল সেই বহু রত্ন ধন ॥

কৃষিকর্ম করি নিত্য বাণিজ্য করয় । বড়ই কদর্য্য কিছু নাহি করে ব্যয় ॥

অতি লোভী ছিল সদা কামে অচেতন । নিষ্ঠুর বচন বলে সদা কোপ মন ॥

। ৬ । জাতয়োহতিথয়ন্তস্য বাজ্রাজ্ঞোপি নাক্ষিতাঃ ।

শূন্যাবসথআত্মাপি কালে কামৈরনর্জিতঃ ॥

দুঃশীলস্য কদর্য্যস্য অহংস্তে পুত্রবান্ধবাঃ ।

দারাদুহিতরোভৃত্যাবিশ্লানচরন্ প্রিয়ং ॥

জাতিগণ অতিথেরা গৃহে যদি আইসে । থাকুক দিবার দায় বাক্যে না

সম্ভাষে ॥ ধর্ম্ম কাম শূন্য গেহে আপনি থাকয় । যথা কালে কাম ভোগে

দেহ না পোষয় ॥ দুঃশীল কদর্য্য হয় যেইত গৃহস্থ । তারে জোহ করে

পুত্র বান্ধব সমস্ত ॥ দারা কন্যা ভৃত্যগণ বিষয় থাকয় । তার প্রিয় কদা-

চিৎ কেহ না করয় ॥

। ৭ । তস্মৈবৎ যক্ষবিস্তস্য চ্যুতস্যোভয়লোকতঃ ।

ধর্ম্মকামবিহীনস্য চ্যুতস্য পঞ্চভাগিনঃ ॥

যক্ষরূপে বিস্ত রাখে এক্রূপে ব্রাহ্মণ । উভয়লোকেতে তার হইল পতন ॥

সেই বিপ্র দেখ কাম বিহীন হইল । পঞ্চ যজ্ঞ দেবগণ তারে ক্রোধ কৈল ॥

। ৮ । তদবধানবিশ্রস্তপুণ্যকক্ষস্য ভুরিদ ।

অর্থোহপ্যগচ্ছন্নিধনং বহুয়াসপরিশ্রমঃ ॥

দেবতার অনাদরে পুণ্য হৈল নাশ । দিনে দিনে অর্থ লাভ হইল নৈরাশ ॥

সঙ্কিত যতেক অর্থ হৈল তার ক্ষয়। বহুত প্রয়াস পরিশ্রম মাত্র হয় ॥

১০। জাতয়োজগৃহঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদস্যবউদ্ধব।

দৈবতঃ কালতঃ কিঞ্চিদ্ভুক্তবকোহুপার্ধিবাৎ ॥

সএবং ত্রবিণে নষ্টে ধর্মকামবিবর্জিতঃ।

উপেক্ষিতশ্চ স্বল্পনৈশ্চিন্ত্যামাপ দূরত্যাং ॥

জ্ঞাতিগণ বিরোধ করিয়া কিছু লৈল। দস্যুগণ বেড়ি ধন বস্ত্রাদি লুটিল।
গৃহ দাহাদিতে ধন গেল নানা মতে। পোতা ধন পুড়ে গেল কালের বলেতে।
রাজা দণ্ড করি লৈল কত লৈল চোর। সর্বস্ব মজিল সে বিপত্তি হৈল
ঘোর ॥ এ রূপেতে ধন গেল সকল তাহার। যথা তথা ভ্রমে সেই করে
হাহাকার ॥ ধর্ম কাম বিবর্জিত হৈল সে ব্রাহ্মণ। যেরে হৈতে দূর করি
দিল বন্ধু জন ॥ অভ্যন্ত চিন্তিত হয়ে চলিল ব্রাহ্মণ। সূহৃদ বান্ধবগণে
না করে যতন ॥

১০। তস্যৈবং ধ্যায়তোদীর্ঘং নষ্টরায়ন্তপস্বিনঃ।

খিদ্যতোবাপ্পকঠস্য নির্বেদঃ স্মহানভূৎ ॥

নষ্ট ধন হয়ে বিপ্র সদা করে ধ্যান। পৃথিবী ভ্রমণ করে তপস্বি সগান ॥
ধন শোকে উঠেঃস্বরে করয়ে রোদন। অল্পক্ষণ খেদ বাঞ্চে কঠরোধ
হন ॥ ভাবিতে ভাবিতে তার বৈরাগ্য জন্মিল। কহি বিবরিয়া তার পরে
যাহা হৈল ॥

১১। সচাহেদমহোকটং বৃথাআ মেনুতাপিতঃ।

ন ধর্মায় ন কামায় সম্যার্থ্যাসদ্বিশঃ ॥

এইরূপে চিন্তা করি বিরাগ পাইল। বিরক্ত হইয়া ইহা বলিতে লাগিল ॥
অহো এ কি কষ্ট বলি করে অনুতাপ। বৃথা আমি এতকাল অর্জিলাস
পাপ ॥ বৃথা আমি শরীরেতে তাপিত করিছি। বৃথা ধন উপায়েতে কাল
গোয়াইছি ॥ বৃথা আমি অর্থ লাগি করিছি প্রয়াস। ধর্ম লাগি না হইল
নাহি ভোগ আশ ॥

১২। প্রায়েণার্থঃ কদর্য্যাণাং ন সুখায় কদাচন।

ইহ চাক্সাপতাপায় যুতস্য নরকায় চ ॥

প্রায় কদর্য্যার্থ অর্থ সুখে নৈহা হয়। ইহলোকে অর্থ লাগি দেহে কষ্ট পায় ॥
ধাকিতে থাকিতে অর্থ ধর্ম নাহি করে। মরিলে অনাসে যায় ঘোর নরকে ॥

। ১৩। যশোযশস্বিনাং শুদ্ধং জাঘ্যাষে গুণিনাং গুণাঃ ।

লোভঃ স্বপ্নোপি তান হস্তি শিত্তোরুগমিবেন্দিতং ॥

অনেক থাকুক যদি অল্প লোভ হয় । অসম্ভব শুদ্ধ যশ লোভেতে নাশয় ॥
জাঘ্যা গুণ যথা থাকে গুণে সবাকার । লোভেতে সকল গুণ নাশে ভাসবার ॥
শ্বেত কুষ্ঠ হৈলে যেন রূপ নষ্ট হয় । তেন লোভ সবাকার গুণাদি নাশয় ॥

। ১৪। অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে ।

নাশোপভোগ আয়াস স্খাস্তি চিন্তা ভ্রমো নৃণাং ॥

অনেক সাধনে যদি অর্থ সিদ্ধি হয় । অর্থ বাড়াইতে পুনঃ আয়াস বাড়য় ॥
অর্থ রক্ষা হৈতে হয় সর্বদা কাতর । ব্যয় হৈলে সমাকুল হয়ত অন্তর ॥
নাশ হৈলে মহা চিন্তা চিতে হয় ভ্রম । উপভোগ কৈলে কহে বৃথা কৈলু শ্রম ॥

। ১৫। শ্রেয়ং হিংসানৃতং দম্বঃ কামঃ ক্রোধঃ অয়োমদঃ ।

ভেদো বৈরম বিশ্বাসঃ সংস্পর্শা ব্যসনানি চ ॥

এতে পঞ্চদশানর্থান্ হৃদয়লাভানৃণাং ।

তস্মাদনর্থমর্থাত্ম্যং শ্রেয়োহর্থী দূরতন্ত্যজেৎ ॥

চুরি হিংসা মিথ্যা দম্ব কাম ক্রোধ ছয় । মদ ভেদ বৈরিতাব অবিশ্বাস হয় ॥
স্পর্শা বাড়ি নারী বেড়ে দূত মদ্য পিয়ে । অনর্থ পোনের এই অর্থোত্তে
ঘটয়ে ॥ অর্থ নান যেই সেই অনর্থ করয় । শ্রেয় কামী নর অর্থ দূরেতে
ত্যাগয় ॥

। ১৬। ভিন্যস্তে ভ্রাতরো দারীঃ পিতরঃ স্নুহদন্তথা ।

একাম্বিকাঃ কাকিনিঃ সদ্যঃ সর্কেহুরয়ঃ কৃত্যঃ ॥

প্রাণ সগ ভাই সনে অর্থোত্তে ভেদ করে । অর্থ লাগি ছাড়ে দারা পিতা
স্নুহদেরে ॥ একচিত্ত একভাবে যদি থাকে জন । শত্রু সগ হয় এক কাকিনি
কারণ ॥

। ১৭। অর্থেনা পীয়াস ছেতে সংরক্ষাদীপ্তমনব্যঃ ।

তাজন্ত্যন্ত স্পৃধোয়ন্তি সহসোংহৃদ্য মৌহদং ॥

অল্প মাত্র ধন লাগি মহাক্রোধ হয় । মহা প্রীতি থাকিলেই ক্ষণেকে ত্যজয় ॥
মৌহদ্য ছাড়িয়া ক্রোধে প্রাণ হত্যা করে । ছার অর্থ লাগি প্রাণে সকল
পাসরে ॥

। ১৮। লক্ষ্মা জন্মামরার্থং মানুষ্যং তদ্বিজ্ঞাত্যতাং ।

তদনাদৃত্য যে স্বার্থং যন্তি যান্ত্যশুভাং গতিং ॥

ইহলোকে অর্থ লাগি মহানর্থ হয়। পরলোকে গেলেও অনর্থ না ঘুচয় ॥
এইত মনুষ্য দেহ দেবেরা প্রার্থয়। কদাচিত্ত ভাগ্য বশে যদি তা লভয় ॥
তার মধ্যে ব্রাহ্মণ শরীর যদি পায়। হেন দেহ পায়ো হতাদর করে তায় ॥
ইহাতে আপন হিত যদি করে নাশ। পরলোকে গেলে হয় নরকে নিবাস ॥

। ১৯। স্বর্গাপবর্ণয়োর্ধারং আপ্য লোকমিমং পুমান্ ।

অবিণে কোহনুষজ্জত মর্ত্যোহনর্থন্য ধামনি ॥

এই দেহ স্বর্গ অপবর্ণের যে দ্বার। এদেহে আপন হিত না করি বিচার ॥
অনর্থের ঘর অর্থে হেন কে পুমান। আসক্ত হইয়া ছাড়ে ঈশ্বরের ধ্যান ॥

। ২০। দেবর্ষিপিভূতানি জাতিবন্ধুংশ্চ ভাগিনঃ ।

অসং বিভজ্য চাত্মানং যক্ষবিতঃ পতত্যধঃ ॥

দেব ঋষি পিতৃ ভূতজাতি বন্ধু জন। বিভাগেতে এসবারে না করে তর্পণ ॥
আপনারে তার মধ্যে বঞ্চিত করয়। যক্ষ বিস্ত্র হয়ে শেষে নরকে পড়য় ॥

। ২১। ব্যর্থমার্থেহয়া বিত্তং প্রমত্তস্য বয়োবলং ।

কুশলাঘে ন সিধ্যন্তি জরষ্ঠঃ কিমু সাধয়েৎ ॥

অর্থব্যয় হৈলে পুনঃ অর্থের কারণ। ব্যর্থ চেষ্টা করে মত্ত হয়ে অহুক্ষণ ॥
বয়ঃ বল্ ধন গেল ইহা না বুঝিল। আপনার হিত যাহে বুঝিতে নারিল ॥
বিবেকিরা যাতে করে আপনা উদ্ধারে। হেন সব ঘুচাইল অসদ্ব্যয় করে ॥
বয়ঃ বল্ গেলে পুনঃ বৃদ্ধভাব হয়। অসমর্থ হয়ে কিছু করিতে নারয় ॥

। ২২। কস্মাৎ সংক্লিষ্যতে বিদ্বান্ ব্যর্থমার্থেহয়াহসকৃৎ ।

কস্যচিন্মায়য়া নুনং লোকোহয়ং সুবিনোহিতঃ ॥

অন্য যে বিদ্বান তারা কিসের কারণ। ব্যর্থ অর্থ চেষ্টায় ভ্রমেন্ অহুক্ষণ ॥
নিশ্চয় মায়ায় কারো মোহিত হইয়া। সংসারে ভ্রমিছে জীব আত্মা
পাসরিয়া ॥

। ২৩। কিং ধনৈর্ধনদৈর্ধর্ষ্যং কিং কাটৈর্ধর্ষ্যং কান্দৈর্ধর্ষ্যং ।

মৃত্যুনা প্রসম্যানস্য কর্মভিবোভ জন্মদৈঃ ॥

মৃত্যু যারে গ্রাস করিয়াছে অহুক্ষণ। তার কিবা করে ধন ধনদারাদন ॥

কামদাতা কাম কিবাতাহার করয় । জন্মদাতা কর্ম হৈতে পুনঃ কিবা হয় ॥

। ২৪ । নুনং মে ভগবান্‌স্তুষ্ঠঃ সর্বদেবময়োহরিঃ ।

যেন নীতোদশামেতাং নিবেদনচাত্মনঃ পবঃ ॥

যেই হরি সর্বেশ্বর সর্বদেবময় । সেই ভগবান্‌ তুষ্ট হইল। নিশ্চয় ॥

যে হরি এরূপ দশা আমার করিল। বৈরাগ্য স্বরূপভেলা আমালাগি দিল। ॥

। ২৫ । সৌহং কালাবশেষেণ শোষয়িষ্যেহুস্মাত্মনঃ ।

অপ্রমত্তোহস্থিলে স্বার্থে যদি স্যাৎ সিক্সাত্মনি ॥

যদি থাকে কাল শেষে তবেত আত্মাতে । তুষ্ট অপ্রমত্ত হয়ে সকল স্বার্থেতে ॥ সেই কাল আমি শেষে আপন কায়ায় । নিশ্চয় করিব শুদ্ধ করি তপস্তায় ॥

। ২৬ । তত্র মামব্রুমোদেবন দেবাক্ষিভুবনেশ্বরাঃ ।

মুহূর্ত্তেন ব্রহ্মলোকং খট্টাঙ্গঃ সমসাধয়ৎ ॥

যেই দেবগণ ত্রিভুবনের ঈশ্বর । তাঁরা অমুগ্রহ আমা করুন বিস্তর ॥

অমুগ্রহে শীঘ্র হব মুহূর্ত্তে কৃতার্থ । মুহূর্ত্তে খট্টাঙ্গরাজ্য সাধিলেন স্বার্থ ॥

মুহূর্ত্ত মাত্রাতে তেঁহ বৈকুণ্ঠ সাধিল। গম্বন করিয়া তথা হরিরে দেখিল। ॥

শ্রীভগবানুব্রাট । ২৭ । ইত্যভিপ্রেত্য মনসা আবস্ত্যোত্তিস্তমস্তমঃ ।

উন্মুচ্য হৃদয়গ্রন্থীন শাস্তোত্তিস্কুরভূমুনিঃ ॥

ভগবান্‌ কহিছেন শুন সদাশয় । এরূপে বৈরাগ্য তার হইল নিশ্চয় ॥

অহং মম তার যেই হৃদয়ে আছিল । বৈরাগ্য বলেতে সেই সকল ত্যজিল ॥

মুনিব্রত কৈল সেই তিস্কুক হইয়া । তার পর যাহা কৈল শুন বিবরিয়া ॥

। ২৮ । সচচার মহীমেতাং সংযতাত্মৈজিয়ানিলঃ ।

ভিক্ষার্থং নগরগ্রামানহসঙ্গোহলকিতোহবিশৎ ॥

আনন্দে বেড়ায় মোহ পৃথিবী দেখিয়া । কিছু তার চুঃখ নাহি সংসার

ত্যাগিয়া ॥ বশেতে রাখিল মন ইন্দ্রিয় গণেরে । প্রাণায়ামে বশ কৈল

প্রাণ পবনেরে ॥ ভ্রমে নগর গ্রাম ভিক্ষার কারণ । সজ্জনীন লক্ষিতে না

পারে কোন জন ॥

। ২৯ । তং হৈব প্রবয়সং তিস্কুমবধুতমসজ্জনাঃ ।

দৃষ্ট্বা পর্যভবন তত্র বহ্নীতিঃ পরিভূতিতিঃ ।

দেখিয়া তিস্কুক সেই বৃদ্ধ অবধুতে । দ্রুজনেরা তিরস্কার করে বহ্নমতে ॥

মঙ্গল স্বরূপ তুমি শুনহ উদ্ধব । তিরস্কারে ভার মান যুচাইল সব ॥

। ৩০ । কেচিদ্ধিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুং ।

পীঠকৈকেহুক্ষস্বত্রঞ্চ কহাধীরাণি কেচন ॥

কেহ কমণ্ডলু লয় দণ্ড লয় কেহ । কেহ স্বত্র স্বত্র লয় পীঠ লয় কেহ ॥

কেহ স্কন্ধে হৈতে কাঁপা লইয়া পলায় । কেহ চীর কাড়ি লয়া বিবস্ত্র করয় ॥

। ৩১ । ঐদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুমুনেঃ ॥

কেহ দ্রব্য লহ বলি ভিক্ষুকে দেখায় । হাতে দিয়া কাড়ি লয়া দূরেতে পলায় ॥

। ৩২ । অন্নঞ্চ ভৈক্ষসম্পন্নং তুজ্ঞানস্য সরিতটে ।

মুত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ জীবন্ত্যস্য চ মূর্খনি ॥

যতবাচং বাচয়ন্তি তাড়য়ন্তি ন বক্তিচেৎ ।

তর্জয়ন্ত্যগ্রে বাগ্ভিশ্চেনোহযমিতি বাদিনঃ ॥

বধুস্তি রজ্জ্বা তং কেচিদ্ধ্যতাং বধ্যতামিতি ॥

নদীতীরে খেতে বৈসে অন্ন ভিক্ষা করে । পাপিষ্ঠেরা মুত্র ত্যজে অগ্নের উপরে ॥ কোন জন ধুধুকরি মাথে শ্লেষ্মা দেয় । কথা না কহিলে মারে বচন বলায় ॥ না কলিলে বচন চুলেতে ধর্যে মারে । এই জন চোর বলে তর্জয়ে তাহারে ॥ কেহ কেহ রজ্জ্ব দিয়া করয়ে বন্ধন । মার মার বলে কেহ ডাকে অশুক্ষণ ॥

। ৩৩ । কিপন্ত্যেকেহ বজানস্তএষধর্মধ্বজঃ শঠঃ ।

ক্ষীণবিত্তইমাং বৃত্তিমগ্রহীৎ স্বজনোজ্জিহতঃ ॥

অবজ্ঞা করয়ে কেহ কেহবা নিন্দয় । এহ ধর্মধ্বজ লোকে বঞ্চনা করয় ॥

বন্ধু জনে ইহারে বাহির করি দিল । ধন হীন হয়ে এ বৃত্তি ধরিল ॥

। ৩৪ । অহো এষমহামারোগ্ভিমান গিরিরাড়িব ।

মৌনেন সাধয়ত্যর্থং বকবদ্ভূতনিশ্চয়ঃ ॥

আশ্চর্য্য দেখহ এহ বড় বলবান । ঠৈর্য্যবান দেখি গিরিরাড়ের সমান ॥

মৌন হয়ে আপনার কার্য্যে সাধয় । বকের সমান দৃঢ় নিশ্চয় করয় ॥

। ৩৫ । ইত্যেকে বিহসন্ত্যনমেকে দুর্জাণ্ডয়ন্তি চ ।

তং ববন্ধুনিরুন্ধুর্থাক্রীড়নকং যিজং ॥

ইহা বলে কেহ কেহ করে পরিহাস । কেহ কেহ দেহে করে পায়ুর বাতাস ॥

কেহ কেহ তারে ধর্যে করয়ে বন্ধন । কেহ কেহ কারাগারে করয়ে রোদন ॥
শুক সারিকারে যেন পিঞ্জরে রাখয় । তেন কারাগারে সেহ পড়িয়া থাকয় ॥

। ৩৬ । এবং সৌভিকং দুঃখং দৈহিকং দৈনিকঞ্চ যৎ ।

ভৌতব্যমাত্মনোদিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত ॥

এই মতে ভৌতিক দৈহিক দুঃখ যত । দৈবিক যতেক দুঃখ হয় অবিরত ॥
সকলি ভুঞ্জিতে হয় না হয় খণ্ডন । আপন অদৃষ্ট ইহা বুঝিল ব্রাহ্মণ ॥

। ৩৭ । গম্বিভূতইমাং গাথামগায়ত নরাবমৈঃ ।

পাতয়ন্তিঃ স্বধর্ম্মহোহুতিমাহায় সাত্বিকীং ॥

মনে করে এই যত নরাধম গণ । পরাতব আমারে করিছে অহুক্ষণ ॥
স্বধর্ম্মে পতিত করি ইহারা বধম ॥ ইথে কভু আমার মনের ভ্রম নয় ॥
এরূপে সাত্বিক ধৃতি ধরিয়া ব্রাহ্মণ । স্বধর্ম্মে থাকিয়া গাথা করিল গায়ন ॥
যেই গাথা সে ভিক্ষুক করিল গায়ন । সাবধানে সেই গাথা শুনয়ে সজ্জন ॥

। ৩৮ । নাশং জনোমে স্মৃৎদুঃখহেতুর্নদেবতাস্থাঃ গ্রহকর্ম্মকালারঃ ।

মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্তয়েচ্ছত ॥

এইত সংসারে যত গম্বুয়া আছয় । মম স্মৃৎ দুঃখ হেতু ইহারা না হয় ॥
স্মৃৎ দুঃখ নাহি হয় দেবতা ইহাতে । স্মৃৎ দুঃখ কারণ শরীর নহে ইথে ॥
গ্রহ কর্ম্ম কাল হৈতে স্মৃৎ দুঃখ নয় । স্মৃৎ দুঃখ ছই মন আপনি কলয় ॥
এইত সংসার চক্রে মন সে ফিরায়ে । তাহা বিনা অপর করেন নাহি তায় ॥

। ৩৯ । মনোগুণাটৈব স্ফুজতে বলীয়ন্ততশ্চ কর্ম্মাণি বিলক্ষণানি ।

শ্রুতানি কৃৎস্নান্যথ লোহিতানি তেভ্যঃ সর্বথাঃ স্ততয়োত্তবস্তি ॥

বলবৎ মন গুণবৃত্তিরে সৃজয় ॥ গুণে হৈতে বিলক্ষণ কর্ম্ম সে জন্ময় ॥
শুক্ল কৃষ্ণ লোহিত ভেদেতে কর্ম্ম হয় । কর্ম্ম অমুসারে গতি এজীব লভয় ॥
সাত্বিক কর্ম্মেতে জীব দেব ॥ যানি পায় । তামস কর্ম্মেতে পশু পক্ষ্যাদি
জন্ময় ॥ রাজস কর্ম্মেতে গম্বুয়াদি দেহ ধরে । মনে হৈতে এইরূপে এ
জীব বিহরে ॥

। ৪০ । অনীহাস্থাঃ মনসা সমীহতাঃ হিরণ্যয়োমৎসখউদ্বিচক্টে ।

মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহ্য কামান্ জুবমিবকোণ্ডগণসমভৌহসৌ ॥

চেষ্টমান মন সহ আত্মা সে রহেন । তথাপি নিশ্চেষ্ট রূপে আপনি থাকেন ॥

কোনহ কৰ্ম্মের সনে সজ নাহি তাঁর। হিরণ্য স্বৰূপ অতি নিৰ্ম্মল আকার॥
তিনি সে জীৱের সখা জানেন সকল। ইন্দ্ৰিয়েরা চেষ্টা করে পায়ে
তাঁর বল॥ মনেৱে লইয়া জীব বিষয় ভুঞ্জয়। গুণসজ হৈতে সেহ অতি-
বন্ধ হয় ॥

। ৪১। দানং স্বধৰ্ম্মানিয়মোযমশ্চ ক্ষুণ্ণকৰ্ম্মাণি চ সদ্ভূতানি।

সৰ্কে মনোনিগ্রহলক্ষণাভ্যঃ পরোহি যোগোমনসঃ সমাধিঃ ॥

নিত্য নৈমিত্তিক আদি স্বধৰ্ম্ম যে হয়। দান যম নিয়মাদি সকল সাধয়॥
জ্ঞান সাধনান। কৰ্ম্ম করে অক্ষুণ্ণ। একাদশী ব্রত আদি করে আচরণ॥
সকল সফল হয় মনের নিগ্রহে। মনের নিগ্রহ শ্ৰেষ্ঠ যোগ বলি তাহে ॥
মনোবশ হইলে নিৰ্ম্মল জ্ঞান হয়। জ্ঞান হৈলে এই প্রাণী সংসার তরয় ॥

। ৪২। সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যং।

অসংযতং যস্য মনোবিনশ্যদানাদিভিঃ চৈদগুরুং কিমেতিঃ ॥

যাহার প্রশান্ত মন বশীভূত হয়। বল তার দানাদিতে কি কার্য্য আছয়॥
অসংযত কিছা আলস্যাদিতে করিয়া। প্রকাশ না পায় মন লয়কে পাইয়া॥
তবে তার দান আদি কি কার্য্য করয়। দানাদি হইতে তার কিছুই না হয়॥

। ৪৩। মনোবশেহন্যে হৃতবন্দ্বে নন্দেবামনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।

ভীষোহি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুক্ত্যাশশং তং সহি দেবদেবঃ ॥

মনোবশ হইলে ইন্দ্ৰিয় বশে রয়। ইন্দ্ৰিয়ের বশে কভু মন না থাকয় ॥
মনোনাশ দেব যিনি বড় ভয়ঙ্কর। অন্যের কি দায় যোগি জনে করে ডর॥
বলবান মধ্যে সেই বড় বলবান। তারে যেই জিনিল সে দেৱের প্রধান ॥

। ৪৪। তং দুৰ্জয়ং শক্রমসহবেগমরুদ্ধদং তম বিজিত্য কেচিৎ।

কুৰ্জয়স্যসিগ্রহমেব মৰ্ত্ত্যমিত্রাণ্যাদানীনরিপূনং বিশ্বতাঃ ॥

বড়ই দুৰ্জয় শত্রু জানিহ মনেৱে। অসহ তাহার বেগ কে সহিতে পারে॥
গৰ্ভেৱে পৌড়য় গন জানিহ নিশ্চয়। হেন মন যেই ব্যক্তি নাহি করে জয়॥
অশ্রু মনুষ্যের সনে বৃথা বাদ করে। অস্থির মনেতে কভু জানিতে না পারে॥
শত্রু মিত্র উদাসীন তার বৃথা তার। বড় মুঢ় সেই মন বশে নাহি যার ॥

। ৪৫। দেহং মনোনাশ্রমিমাং গৃহীত্বা মহাহমিত্যকক্ষিয়ামনুষ্যঃ।

এবোহমন্যোহুমিতিজন্মেণ দুরন্তপারে তমসি ভ্রমতি ॥

মনোবিলসিত এই কলেবর ধরে। অন্ধ বুদ্ধি হয় অহং মম ভাব করে ॥

এই আমি অন্ত এই এইত ভ্রমেতে । দুরন্ত সংসারে পড়ো না পারে তরিতে ॥

। ৪৩ । জনন্ত হেতুঃ স্ত্রুখদুঃখয়োশ্চৎ কিমাত্মনস্তত্র হি ভৌময়োস্তৎ ।

জিহ্বাং কচিৎ সন্দশতি বদন্তিভেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ ॥

জনে হৈতে জন যদি স্ত্রুখ দুঃখ পায় । বল দেখি আত্মার সহস্ক কিবা ভায় ॥
স্ত্রুখ দুঃখ দুই ভৌম দেহে হৈতে হৈল । দেহে হৈতে ভিন্ন আত্মা বুঝিয়া
দেখিল ॥ আগনি আপন জিহ্বা কাগড়ে দশুতে । কারে করিবেক ক্রোধ
সেই বেদনাতে ॥

। ৪৭ । দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবভাষ্ণা কিমাত্মনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ ।

যদঙ্গমঙ্গেন নিহন্যতে কচিৎ ক্রুধ্যত কটম্য পুরুষঃ স্বদেহে ॥

দুঃখ হেতু যদি দেহে দেবভাষ্ণা হন । আত্মার কি ভাতে তাহা জানে
দেবগণ ॥ অঙ্গ বেজ্যে অঙ্গ যদি বেদনা জন্ময় । ক্রোধের বিষয় তাহে
বল কে আছয় ॥

। ৪৮ । আত্মা যদি স্যাৎ স্ত্রুখদুঃখহেতুঃ কিমন্যতস্তত্র নিজস্বভাবঃ ।

ন হ্যাঅনোহিন্যকদি ভৃগ্বা স্যাৎ ক্রুধ্যত কটম্য স্ত্রুখং ন দুখং ॥

যদি আত্মা আছে স্ত্রুখ দুঃখের কারণ । অন্য হৈতে নহে নিজ স্বভাবে
সে হন ॥ আত্মা হৈতে অন্য কিছু নাহিক সংসারে । যদি আছে সব
মিথ্যা জানিহ তাহারে ॥ স্ত্রুখ দুঃখ দুই মিথ্যা জানিহ নিশ্চয় । বুঝে দেখ
কেহ নাহি কোণের বিষয় ॥

। ৪৯ । গ্রহানিমিত্তং স্ত্রুখদুঃখয়োশ্চৎ কিমাত্মনোহি জস্য জনস্য তে টেব ।

এতৈগ্রহৈস্যেব বদন্তি পীড়াং ক্রুধ্যত কটম্য পুরুষস্ততোহন্যঃ ॥

গ্রহগণ যদি স্ত্রুখ দুঃখের কারণ । দেহে স্ত্রুখ দুঃখ তারি করে অশুকন ॥
আর কিছু কহি অহে শুন বিবরণ । গ্রহেরা গ্রহের পীড়া করে অশুকন ॥
আত্মা সব হৈতে ভিন্ন বুঝি নিশ্চয় । ক্রোধের বিষয় আর বল কে আছয় ॥

। ৫০ । কর্মাস্ত হেতুঃ স্ত্রুখদুঃখয়োশ্চৎ কিমাত্মনস্তত্র জড়াজড়ত্বে ।

দেহস্তুচিৎ পুরুষোহয়ং স্ত্রুগর্ভঃ ক্রুধ্যত কটম্য ন হি কর্মমূলং ॥

কর্ম হেতু যদি বল স্ত্রুখ দুঃখ প্রতি । আত্মার কি দায়ক বলাহ সং প্রতি ॥
এক বস্ত্র জড়াজড়ে কর্ম সে সম্ভবে । জড় দেহ চিত্ত আত্মা কর্ম কেন হবে ॥

সুখ দুঃখ মূল কর্ম সেহ কই আছে। জীব কারে ক্রোধ করে বলি ভব কাছে॥

। ৫১। কালস্থ হেতুঃ সুখদুঃখমোক্ষেৎ কিমান্ননন্তর উদ্যাকোহসৌ ।

নাথে হি ভাপোন হি মস্য তৎ স্যাৎ ক্রোধেত কন্মৈ ন পরস্য স্বখঃ ।

সুখ দুঃখ প্রতি যদি কাল হেতু হন। সে কাল আত্মার অংশ ভিন্ন তিনি নন॥
আপনার গীতা নাকি আপনাকে হয়। অনলের তাপ নাকি জ্বালারে
তাপয় ॥ জ্বালার বিনাশ নাকি দাহ শক্তি করে। হিমগত শৈত্য নাকি
নাশয়ে ডুবারে ॥ সবাকার আত্মা পর তার দ্বন্দ্ব নাই। কাহারে করিব
ক্রোধ বল দেখি তাই ॥

। ৫২। ন কেনচিৎ কাপি কথঞ্চনাস্য স্বন্দোপরাগঃ পরতঃ পরস্য ।

যথাহমঃ সংশ্রিতরূপিণঃ স্যাদেবং ঋতুচ্ছোন বিভেতি ভূতৈঃ ।

প্রকৃতির পর আত্মা লিপ্ত কভু নন। দ্বন্দ্ব কার সহ কভু না হয় ঘটন ॥
অহঙ্কার কার্য্য দেহে সংসার ঘটয়। একথা বুঝিল যেই তার গেল ভয় ॥

। ৫৩। এতাং সআত্মায় পরান্ননিষ্ঠামধ্যাদিতাং পূৰ্ব্বতৈমমহর্ষিভিঃ ।

অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমোমুকুন্ডাজ্জিনিষেবৈয়েব ।

পূর্বে মহাঋষিগণ এ নিষ্ঠা করিয়া। হেলায় গেলেন ভব সমুদ্র তরিয়া ॥
আগিহ মুকুন্দ পদ সেবার বলেতে। এই আত্মনিষ্ঠা দৃঢ় করিয়াছি চিন্তে॥
আগিহ সংসার সিদ্ধি হেলায় তরিব। দ্বস্তর সংসার কূপে আর না পড়িব ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ৫৪। নির্বিদ্য নষ্টব্রহ্মবিণোগতক্রমঃ প্রব্রজ্য গাং পর্য্যটমানইখং ।

নিরাকৃতোহসত্তিরপি স্বধর্মানকম্পিতোহস্থঃ স্থনিরাহ গাথাং ।

ভগবান বলিছেন শুন সদাশয়। এক্রপে বৈরাগ্য তার হইল উদয় ॥
নষ্টবৃত্তি হৈল তবু শ্রম নাহি মনে। পৃথিবী ভ্রমণ করে সুখাদি না গণে॥
ভূর্জনেরা সর্বদাই পরাভব করে। বিচলিত নহে নাহি ছাড়ে স্বধর্ম্মেরে ॥
সেই যুনি এই গাথা করয়ে গায়ন। আনন্দে ভিক্ষুক গাথা করহে শ্রবণ ॥

। ৫৫। সুখদুঃখপ্রদোনান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ ।

মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ ।

পুরুষের কেহ নাহি সুখ দুঃখ দাতা। সুখ দুঃখ সত্য নহে ভ্রম এ সর্বথা॥
মিত্র উদাসীনরিপু নাহি কদাচিত্। অজ্ঞানেতে এ সংসার হয়েচ্ছে বিদিত্ ॥

। ৫৩ । তস্মাৎ সৰ্বান্ননা তাত নিগৃহণমনোধিয়া ।

মম্যাবেশিতয়া যুক্তএতাবান্ যোগসংগ্রহঃ ।

অতএব উক্তব আমার বাক্য ধর । আমাতে আপন বুদ্ধি অতি স্থির কর ॥
সেইত বুদ্ধিতে করি মন জয় করে । যোগের সংগ্রহ মনে এই স্থির করে ॥
এইত ভিক্ষুক যোগ করহ গ্রহণ । তবে সে নিশ্চয় পাবে আমার চরণ ॥

। ৫৭ । যএতাং ভিক্ষুণা গীতাং ব্রহ্মনিষ্ঠাং সমাহিতাঃ ।

ধার্ম্মান্ আবয়ন্ শৃণু বৃষৈশ্বনৈবাত্তিভূয়তে ।

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তব সংবাদে ভিক্ষুগীতাং ত্রয়োবিংশ-
তিতমোহধ্যায়ঃ ।

যেইত ভিক্ষুক গাথা ব্রহ্মনিষ্ঠা হয় । সমাহিত চিত্তে ইহা যে জন ধরয় ॥
শ্রবণ করয় কিম্বা শ্রবণ করায় । অভিতব নাহি করে দ্বন্দ্ব ভাব তায় ॥
একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় । ভিক্ষু গীতা সনাতন রচিল ভাষায় ॥

চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের আভাস ।

চতুর্বিংশে তু সাংখ্যন মনোমোহানিবার্ধ্যতে ।

আজ্ঞানঃ সৰ্বভাবানামাগমাপ্যচিন্তয়া ॥

আজ্ঞার সকল পদার্থের উৎপত্তি এবং বিনাশ চিন্তা দ্বারা সাংখ্য যো-
গেতে করে মনের মোহ নিবারণ চতুর্বিংশাধ্যায়ে করিতেছেন ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ১ । অথ তে সংগ্রহক্যামি সাংখ্যং পুটৈর্বিবিশ্চিতং ।

যদ্বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যোজ্জ্বলৈষকল্পিকং ব্রহ্মং ।

ভগরান বলিছেন শুনহে উক্তব । অতঃপর বলি আমি সাংখ্য শাস্ত্র সব ॥
পুর্বে কপিলাদি করেছিলেন নিশ্চিত । সেই সাংখ্য তব অগ্রে করিব
বিদিত ॥ যে সাংখ্য জানিলে ঘুচে বৈকল্লিক ভ্রম । লভয় পুরুষ যাতে
পুরুষ উত্তম ॥

। ২ । আশীজ্ঞানমধোহুর্ধ্ব একমেবাবিকল্পিতং ।

যদা বিবেকনিপুণাআদৌ কৃতযুগেহযুগে ।

প্রলয়েতে ছিল এক সেই জ্ঞানময় । বিকল্প রহিত তিনি জানিহ নিশ্চয় ॥
দ্রব্য যত ছিল তাহে পাইয়া সে লয় । তখন বিভিন্ন কিছু প্রকাশনা হয় ॥
তার পরে কৃত যুগ হইল যখন । তাহাতেহ তেদ বুদ্ধি না জানিত জন ॥
বিবেক নিপুণ যবে পুরুষ সকল । ব্রহ্মরূপ নারায়ণ ভাবিত কেবল ॥

। ৩ । ভস্মায়াফলরূপেণ কেবলং নির্জিকল্পিতং ।

বাস্ত্বানোগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্ব্যত্ ।

সেই ব্রহ্ম কেবল বিকল্প হীন জানি । দৃশ্য দ্রব্যরূপে দুই হইলেন তিনি ॥
বাক্য মন দোঁহাকার গোচর হইল । বৃহৎ সে সত্য নিজে দ্বিভাগ করিল ॥

। ৪ । তয়োরেকতরোহুর্ধ্বঃ প্রকৃতিশ্চোভয়াশ্রিতা ।

জ্ঞানত্বন্যতমোভাবঃ পুরুষঃ সৌভিধীয়তে ।

তার এক অংশ যেই সে হৈল প্রকৃতি । সে দুই হইল কার্য্য কারণ আকৃতি ॥
অন্য অংশ পুরুষ হইল জ্ঞানময় । সকল কার্য্যেতে যার হৈল সমন্বয় ॥

। ৫ । তমোরজঃসত্ত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ ।

ময়া প্রকোভ্যমানায়াঃ পুরুষানুঃ তেন চ ।

তাহা হৈতে তমো রজঃ সত্ত্ব গুণ হৈল । শুন বিবরণ পরে যে রূপ ঘটিল ॥
আমার সংযোগে মায়া ক্ষোভ উপজিল । পুরুষের অনুমতে ইহা সে হইল ॥

। ৬ । ভেদ্যঃ সমভবৎ সূত্রং মহান্ সূত্রেন সংযুতঃ ।

ভতোবিকুর্বতোজাতোযোহহঙ্কারেবিমোহনঃ ।

তিন গুণ হৈতে পুনঃ মহন্তত্ব হৈল । জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি তাহাতে
আছিল ॥ ক্রিয়াশক্তি যুক্ত হৈতে সূত্র নাম কর । জ্ঞানশক্তি হৈতে
হৈল মহৎ আকার ॥ শক্তি ভাবে দুইরূপ মহন্তত্ব হন । চতুর্দশ ভুবনের
তিনি সে কারণ ॥ তার পর মহন্তত্ব হৈল সে বিকার । মহন্তত্ব হৈতে সে
হইল অহঙ্কার ॥ সকল জীবের তিনি করেন মোহন । যে মোহে পড়িয়া
জীব করেন জন্ম ॥

। ৭ । বৈকারিকতৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিভূত ।

তন্মাত্রৈশ্চিয়মনসাং কারিণং চিদচিন্ময়ঃ ।

সেই অহঙ্কার পুনঃ ত্রিবিধ হইল । বৈকারিক তৈজস তামস নাম ত্রি।

সেই অহঙ্কার চিৎ অচিন্ময় হন । তন্মাত্র ইন্দ্রিয় মন আদির কারণ ॥

। ৮ । অর্ধশতাব্যাক্রিক্ষজ্ঞে তামসাদিশ্চিয়ানি চ ।

তৈজসাদেবতাআসন্নৈকাদশ চ বৈকৃতাং ।

তামস রাজস আদি ভেদ উপজিল । তামস হইতে মহা পঞ্চ ভূত হৈল ॥

তৈজস হইতে হৈল ইন্দ্রিয় সকল । জ্ঞান কর্ম ভেদে দুই বিষয়ে প্রবল ॥

বৈকারিক অহঙ্কার হৈতে হৈল মন । ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা যত দেবগণ ॥

। ৯ । ময়া সংচোদিতাত্ত্বাঃ সর্বে সংহত্য কারিণঃ ।

অণ্ডমুৎপাদয়ামাস্মৈমমায়তনমুত্তমং ।

আমি যত মহাদাদি ভাবে কহিল । আমার বলেতে সবে মিলিত হইল ॥

তাহে অণ্ড হৈল যে সে মম আয়তন । অন্তর্যামী মম সেই শ্রেষ্ঠ স্থান হন ॥

। ১০ । তন্নিম্নহং সমস্তবমণ্ডে সলিলসংস্থিতৌ ।

মম নাভ্যামভূৎ পদ্মং বিশ্বাখ্যং তত্র চান্মভূৎ ।

বিরাট রূপেতে জলে করিল সে স্থিতি । নারায়ণ রূপে মম তাহাতে বসতি ॥

মম নাভি সর হৈতে পদ্ম উপজিল । বিশ্বাখ্য তাহারে জ্যোন যাতে

বিশ্ব হৈল ॥ জগতের কর্তা ব্রহ্ম তাহাতে জন্মিল । বিবরিয়া কহি তদ-

স্তুর যাহা হৈল ॥

। ১১ । সেইসৃজতপসা যুক্তোরজসা মদনুগ্রহাৎ ।

লোকান্ সপালান্ বিশ্বান্মা ভূত্ববঃ পরিত্তি ত্রিধা ।

বহুকাল ব্রহ্ম তাহে তপশ্রা করিল । মম অনুগ্রহে পুনঃ লোকের সৃজিল ॥

রজোগুণ নিয়োগিয়া ত্রিলোক সৃজিল । শুন বিবরিয়া ততঃ পর যাহা হৈল ॥

বিশ্বান্মা সৃজন কৈলা এ ভিন ভুবন । ক্রমেতে সৃজন কৈল লোক পালগণ ॥

। ১২ । দেবানামোকআদীন্মর্ত্যুর্ভূতানাঞ্চ ভুবঃ পদং ।

মর্ত্যানাদীঞ্চ ভুলোকঞ্চ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াং পরং ।

ঋগলোক কৈলা সর্গদেব আয়তন । অন্তরিক্ষ কৈলা যাতে রহে ভূতগণ ॥

ভুলোক কল্পিল মর্ত্য জনের বসতি । ত্রিলোকের পর সিদ্ধ সর্বার স্থিতি ॥

। ১৩। অঘোহসুরাণাং নাগানাং তুমোরোকোহস্জৎ প্রভুঃ ।

ত্রিলোক্যাং গভয়ঃ সর্কীঃ কর্ণগাং ত্রিগুণান্ননাং ।

পৃথিবীর তলে দৈত্য নাগের আলয়। ক্রমেতে সৃজিলা চতুর্মুখ মহাশয় ॥
কাম্য কর্ম করেন যতেক জীবগণ। ত্রিলোক মধ্যেতে তার। করয়ে জমণ ॥

। ১৪। যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গভয়োহমলাঃ ।

মহর্জনন্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মলাতিঃ ।

যোগনিষ্ঠ যারা। তাঁরা মহর্জোক পান। তপস্বীরা জন লোক মধ্যে করে স্থান ॥
সম্যাসিরা তপোলোকে করেন বসতি। মম ভক্ত সত্যলোক মধ্যে করে
স্থিতি ॥

। ১৫। ময়া কালান্মনা ধাতা কুর্মযুক্তমিদং জগৎ ।

গুণপ্রবাহএতন্মিস্মিন্মজ্জতি নিমজ্জতি ।

ধাতা আমি কালরূপে এ জীব সবারে। সকাম নিকাম কর্ম করাই
ব্যাপারে ॥ এই গুণ প্রবাহেতে এই জীবচয়। কর্ম বশে কেহ ভরে
কেহবা মজয় ॥

। ১৬। অণুবৃহৎ কৃশঃ স্থলোঘোঘোভাবঃ প্রসিধ্যতি ।

সর্কৌহ্যভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ।

স্থূল সূক্ষ্ম কৃশ বড় যে যে ভাব হয়। প্রকৃতি পুরুষযুক্ত হৈয়ে উপজয় ॥

। ১৭। যন্তু যস্যাদিরন্তুশ্চ সতৈব মধ্যক তস্য সহ ।

বিকারোব্যবহারার্থোযথাঐতজসপার্ধিবাঃ ।

যিনি যার আদ্য মধ্য তিনি অন্ত হন। ব্যভিচার নাই বলে তিনিহ সেরন ॥
যিনি আদ্যে তিনি মধ্যে তিনি অন্তে রন। বিকার সকল ব্যবহারের কারণ ॥
যেন কটকাদি কাঠের্য্য সুবর্ণ কারণ। সুবর্ণ হইতে কটকাদি ভিন্ন নন ॥

। ১৮। যদুপাদায় পূর্নস্ত ভাবোবিকুরুতে পরং ।

আদিরন্তোযদা যৎ স্যাড্ সত্যমভিধীয়তে ।

যে রূপ মূর্তিকা লৈয়া পিণ্ড সে কারণ। কার্য্যরূপ ঘটেরে সে করিলা
সৃজন ॥ সেইরূপ উপাদান পুরুষে লইয়া। মহাদাদি মহান সে দিলেন
সৃজিয়া ॥ সেইন্ত পুরুষ সত্য ইহাই জানিবে। অন্য আর সত্য বলি মনে
না আনিবে ॥ আদ্যন্ত যখন যেই তাঁরে সত্য কয়। অতএব মহাদাদি কড়
সত্য নয় ॥

। ১৯। প্রকৃতির্হাস্যোপাদানমাদারঃ পুরুষঃ পরঃ ।

সতোহুতিব্যঞ্জকঃ কালোব্রহ্ম তদ্বিতয়স্বহঃ ।

বিশ্বের প্রকৃতি যে হয়েন উপাদান । আদার তাহাতে হন পুরুষ প্রধান ॥
প্রকাশ করেন কার্য্য কাল যিনি হন । ব্রহ্ম আমি তিন রূপ করেছি ধারণ ॥

। ২০। সর্গঃ অবর্ত্ততে ভাবৎ পৌরুষাণ্যেণ নিত্যশঃ ।

মহান গুণবিসর্গার্থঃ স্থিত্যন্তোষাবদীক্ষণঃ ।

পিতৃ পুত্র ক্রমে নিত্য সৃষ্টি অবর্ত্তয় । জানিবে জীষের ভোগ হেতু সৃষ্টি হয় ॥
এ বিশ্বের স্থিতি অন্ত হয়ত ভাবৎ । ঈশ্বরের সৃষ্টি ইথে আছয়ে যাবৎ ॥
স্থিতি অন্তাবধি হয় সৃষ্টি অবর্ত্তন । অনেক সে সৃষ্টি হয় কে করে বর্ণন ॥

। ২১। বিরাম্যসাদ্যমানেনলোককল্পবিকল্পকঃ ।

পঞ্চদ্বায় বিশেষীয় কল্পতে ভুবটনঃ সহঃ ।

পূর্বেতে সৃষ্টির ক্রম বলিষু তোমারে । ইবে শুন লয় হয় যেইত প্রকারে ॥
এইত ব্রহ্মাণ্ডে আমি আপনি ব্যাপিয়া । লোক কল্প বিকল্প সে দিলাম রচিয়া ॥
পঞ্চদ্ব কল্পনা ইবে ভুবন সহিত । যে রূপে হইল তাহা করিব বিদিত ॥

। ২২। অগ্নে প্রলীয়তে নর্ত্যমহঃ ধানাম্ লীয়তে ।

ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমিগন্ধে প্রলীয়তে ।

নর্ত্য কলেবর অগ্নে হইলে হে লয় । অন্ন গিয়া বীজ মধ্যে প্রবেশ করয় ॥
বীজ গিয়া পৃথিবীতে লীন ভাব পান । গন্ধ গুণে পৃথিবী লভেন সমাধান ॥

। ২৩। অগ্নু প্রলীয়তে গন্ধাপচ বগুণে রসে ।

লীয়তে জ্যোতিষি রসোজ্যোতিরূপে প্রলীয়তে ।

গন্ধ গিয়া সলিলের মধ্যেতে মিলয় । নিম্ন গুণ রসে জল আসি প্রবেশয় ॥
রস গিয়া অনলেতে লীন ভাব পান । আগনার গুণ রূপে অনল মিশান ॥

। ২৪। রূপং বারৌ স চ স্পর্শে লীয়তে সৌহপি চাশ্বরে ।

অশ্বরং শব্দতন্মাত্রৈ ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু ।

রূপ গিয়া পবনেতে আপনি মিলয় । সেই বায়ু স্পর্শ গুণ প্রবেশ করয় ॥
সেই স্পর্শ গুণ গিয়া আক্রাশে মিলয় । বিবরিয়া শুন তদন্তর যাহা হয় ॥
তন্মাত্র শব্দেতে জ্ঞান আকাশ মিলেন । ইন্দ্রিয়েরা স্বযোনিতে প্রবেশ করেন ॥

। ২৫। যোনিবৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীধরে ।

শব্দোক্ত্যুভয়নিগোতি ভূতাদিমহতি প্রভুঃ ।

মনের সহিত অধিষ্ঠাতা দেবগণ। বৈকারিক অহঙ্কারে লীন হৈয়া রন ॥

শব্দ গিয়া মিলয় তামস অহঙ্কারে। অহঙ্কার মহত্ত্বে মিলন সে করে ॥

সেই অহঙ্কারে গোহ সবার জন্ময়। অতএব অহঙ্কার সর্ব প্রভু হয় ॥

। ২৬। সলীয়তে মহান্ শ্বেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ ।

তে হব্যক্তে সংপ্রলীয়ন্তে তৎকালে লীয়তেহব্যয়ে ।

সেই মহত্ত্ব পুনঃ ত্রিগুণেতে মিশে। গুণবৎ তম তারে জানিবে বিশেষে ॥

তিন গুণ প্রকৃতিতে অবশেষ রয়। সেইত প্রকৃতি পুনঃ কালে লীন হয় ॥

তখন সেইত কাল উপরন্ত হয়। তদন্তর বাহা হয় শুন সদাশয় ॥

। ২৭। কালোন্মায়াময়ে জীবে জীক্স্মান্নি মধ্যজে ।

আত্মা কেবল আত্মহোবিকল্পাপায়লক্ষণঃ ।

কাল যেহ সেহ জীবে এক ভাবে রয়। জীবের অবশ্য জ্ঞেয় সেহ জ্ঞানময় ॥

আত্মায় মিলয় জীব হয়ে অচঞ্চল। আত্মার সে লয় নাই জানিবে কেবল ॥

বিশ্বের উৎপত্তি আর প্রলয় যে হয়। তাহে অধিষ্ঠান আত্মা অবধিও হয় ॥

এ রূপে আত্মার জ্ঞান অবশ্য ঘটয়। অতএব তাঁর লয় নাহিত ঘটয় ॥

। ২৮। এবমসীক্ষমাণস্য কথং বৈকল্লিকোভ্রমঃ ।

মনসোহদি ভিটেত ব্যোমীবার্কৌদয়ে তমঃ ।

মন যদি এতরূপে করে অব্বেষণ। বৈকল্লিক ভ্রম নাকি তার কাছে রন ॥

এইরূপ অব্বেষণ মনে যদি রয়। কি প্রকারে হৃদয়ে বিকল্প ভ্রম হয় ॥

আকাশেতে যদি হয় অর্কের উদয়। তাহে নাকি অন্ধকার স্থির হয়ে রয় ॥

। ২৯। এষসাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রহিত্তেদনঃ ।

প্রতিলোমানুলোমাত্মাং পরাবরদৃশা ময়া ।

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুচ্চবসংবাদেসাংখ্য যোগোন্মায়-

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

এই সাংখ্য মত আমি কহিমু তোমাতে। সকল সংশয় গ্রহি ছেদন যে করে ॥

অনুলোম বিলোমে কহিমু এই মত। পূর্বাপর জানি আমি সকল সম্মত ॥

এই সাংখ্য মত চিন্তা কর অমূলক। সকল সংশয় গ্রহি হইবে ছেদন ॥

একাদশ স্কন্ধে চতুর্বিংশতি অধ্যায়। সাংখ্য যোগ সনাতন রচিল ভাষায় ॥

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের আভাস ।

পঞ্চবিংশে স্বনৈর্গুণ্যপ্রতিপত্তৌ নিরূপ্যতে ।

চিত্তপ্রভাবসম্বাদিগুণবৃত্তিরনেকবা ।

আত্মার নৈর্গুণ্য জ্ঞানের নিমিত্তে চিত্ত প্রভাব সম্বাদি গুণের অনেক প্রকার বৃত্তি নিরূপণ পঞ্চবিংশাধ্যায়ে করিতেছেন ।

শ্রীভগবানুবাচ । ১ । গুণানামসমিপ্রাণং পূমান্ যেন বখা ভবেৎ ।

তস্মৈ পুরুষবর্ষেদম্বুপধারয় শংসতঃ ।

ভগবান বলিছেন শুন সদাশয় । তোমাতে কহিব তিন গুণ বৃত্তি জয় ॥
সত্ত্ব রজস্তম ভেদে তিন গুণ হয় । অমিলিত ভাবে তারা যখন থাকয় ॥
যে গুণ হইতে পুরুষের বাহ্য হয় । তোমাতে বলিব তাহা শুনহ নিশ্চয় ॥
অহে পুরুষের প্রেষ্ঠ শুন মন দিয়া । এসব বৃত্তান্ত আমি কহি বিবরিয়া ॥

। ২ । শমোদমত্তিতিকেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ ।

তু কিত্যাগোহিন্দ্রা জ্ঞান জীর্ঘ্যাদিঃ স্বনিবৃত্তিঃ ।

শম দম তিতিক্ষা বিবেক পরিজ্ঞান । স্বধর্ম পালন পূর্ব পরার্থ সন্ধান ॥
যথা লাভে পরিতোষ ব্যয়শীল হয় । বিষয় বৈরাগ্য শ্রদ্ধা সত্য বারে কয় ॥
লজ্জা দয়া দান ঋজু বিনয়াদি হয় । আত্মরতি এই সত্ত্ব গুণেতে করয় ॥

। ৩ । কামজ্জহা মদন্তু কাত্তত আশীর্ভিদা স্মৃথং ।

মদোৎসাহোবশঃ প্রীতির্হাস্যং বীর্য্যং বালান্যমঃ ।

সদাই বিষয় ভোগ করে অভিলাষ । দর্প নাহি ছাড়়ে করে ব্যাপার প্রয়াস ॥
পরিতোষ নহে কভু ধনাদি সঞ্চয়ে । সর্বদাই গর্ব্ব করে সকল বিষয়ে ॥
দেবের প্রার্থনা করে ধনাদি কারণ । আত্ম পর ভেদ বুঝি করয়ে সঘন ॥
বিষয়ের ভোগ মদে যুদ্ধাদি নিবেশ । পরে স্তুতি কৈলে প্রীতি হয় সে বিশেষ ॥
সকলেরে অতুল্য করে উপহাস । আপনার প্রভাবেরে করয়ে প্রকাশ ॥
বলেতে উদ্যম যেন রাজ শত্রু সব । জ্বায়েতেই উদ্যময়ে সসাত্ত্বিক সব ॥

। ৫ । ক্রোধোলোভোহুভং হিংসা বাহ্যাদন্তঃ ক্রমঃ কলিঃ ।

শোকমোহৌ বিষাদার্জি নিত্যাশাতীরবুদ্যমঃ ।

ক্রোধবান হয় ব্যয়ে হয় পবানুধ । মিথ্যাবাদী হিংসার সর্বদা পায় সুখ ॥
যাচঞা করয়ে নিত্য দম্বযুক্ত হয় । পরিত্রাস্ত কলহেতে ত্রীতি অভিযয় ॥
শোক মোহ বিষাদার্জি তণু অনুক্ষণ । অহুদ্যম ভয়যুক্ত আশায়ুক্ত মন ॥

। ৬ । সত্ত্বস্য রজসটেষতাস্তমসচ্চানুপূৰ্ণশঃ ।

বৃত্তবোরবিত্তপ্রায়াঃ সন্নিপাতমধোগুণঃ ।

সত্ত্ব রজস্তমো বৃত্তি বর্ণিহু কমেতে । আর কিছু আছে ইহা জ্যেদ শাস্ত্রমতে ॥
পৃথক গুণের বৃত্তি হইল বর্ণিতে । মিশ্রিত গুণের বৃত্তি শুদ বিধি মতে ॥

। ৭ । সন্নিপাতবৃহিমিতি মমেত্তু কব যা মতিঃ ।

ব্যবহারঃ সন্নিপাতোমনোমাত্রৈজিয়াস্তুতিঃ ।

আগি শাস্ত্র আমি কামী আমি ক্রোধী হই । শাস্ত্রি কাম আদি কেবা আছে
আমি বই ॥ এই অহং মম বুদ্ধি মিশ্রগুণে হয় ॥ প্রাণৈজিয়াদিতে ব্যবহার
যে করয় ॥

। ৮ । ধৰ্ম্মে চার্ধে চ কামে চ বদানৌ পরিনিতিতঃ ।

গুণানাং সন্ধিকর্ষোহুৎ প্রকারভিধনাবহঃ ।

ধর্ম অর্থ কামে নিষ্ঠা হয়ত যখন । তিন গুণ বৃত্তি এই জানিহ তখন ॥
প্রক্কা রতি ধননিষ্ঠা যেই দেহে হয় । মিশ্রিত গুণের ধর্ম জানিহ নিশ্চয় ॥

। ৯ । অযুক্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ বর্হি গৃহাশ্রমে ।

অধর্ম্যে চানুভিষ্ঠেত গুণানাং সমিতিহি সা ।

কার্য্য কর্ম্ম পরিনিষ্ঠা করয়ে পুমান । অহুরাগে গৃহাশ্রমে করে অবস্থান ॥
নিত্য নৈমিত্তিক যাহা আছে সব কর্ম্ম । তাহা আচরণ করে আপনার ধর্ম্ম ॥
সমগুণ বৃত্তি বলি জানিহ ইহারে । গুণ বৃত্তি বিনা কিছু নাহিক সংসারে ॥

। ১০ । পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমবুদীয়াস্মাদিতিঃ ।

কামানিতীরক্রোধযুক্তং ক্রোধাদৈতদ্ভমসা যুতং ।

শব্দ দগ আদি ধর্ম্ম বাহাতে আছয় । সাত্ত্বিক পুরুষ তাহে জানিহ নিশ্চয় ॥
কাম দম্ব আদি আছে যাহার শরীরে । রাজসিক বলিয়া জানিহ সেই নরে ॥
ক্রোধ লোভ আদি ধর্ম্ম বাহাতে আছয় । তামসিক নর সেই বড় দুই হয় ॥

। ১০। বদা ভজ্যেত বাৎ তজ্জ্যা নিরুপেক্ষঃ স্বকর্মভিঃ ।

তৎ সত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষং জিহ্মবৈ বা ।

বদা স্থানিবাসাশ্য বাৎ ভজ্যেত স্বকর্মভিঃ ।

তৎ রজঃ প্রকৃতিং বিদ্যাচ্চিংসামাশ্য তামসং ।

কাম্য কর্মনিষ্ঠা ত্যজি স্বধর্ম্মেতে থাকে । তত্ত্বযুক্ত হয়ে নিত্য ভজয়ে
আমাকে ॥ এ সত্ব প্রকৃতি পুরুষের নিত্য হয় । নারীরেই জানিহ এ গুণ
যদি রয় ॥ ধনাদি কামেতে যেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠায় । তত্ত্ব যুক্ত হয়ে নিত্য
ভজয়ে আমার ॥ সে পুরুষে জানিহ যে রজস প্রকৃতি । তামস প্রকৃতি
যেই ভজে হিংসামতি ॥

। ১১। সত্বং রজস্তমইতি গুণাজীবস্য নৈব মে ।

চিত্তজাতৈশ্চন্দ্রতানাম্ সজ্জমানোনিবধ্যতে ।

সত্ব রজস্তম এই জীবের বিষয় । এই তিন গুণ মম নিকটে না রয় ॥

এগুণ সকল চিত্ত হইতে জন্ময় । যেই তিন গুণে নিত্য জীব বদ্ধ হয় ॥

জীবতে আশাতে জ্যেন অত্যন্ত বিশেষ । আমারে জানিলে সে জীবের
ঘচে ক্লেশ ॥

। ১২। যদেতরৌ জয়েৎ সত্বং তাত্বরং নিশদৎ শিবং ।

তদা দুঃখেন যুজ্যেত বর্ধ্জজানানিভিঃ পুমান্ ।

নির্ম্মল প্রশান্ত সত্ব বদা স্বপ্রকাশে । রজস্তমৌ গুণ সত্ব গুণেতে বিনাশে ॥

তখন পুরুষ লভে সুখ ধর্ম্ম জ্ঞান । আমার সেবায় নিত্য হয় সাবধান ॥

। ১৩। বদা জয়েত্মঃ সত্বং রজঃ সত্বং ভিদাচনং ।

তদা দুঃখেন যুজ্যেত কর্ম্মণা যশসা শ্রিবা ।

যখন শরীরে রজোগুণ বৃদ্ধি হয় । যে গুণেরে সজ আর ভেদ হেতু কর ॥

সেই গুণকার্য্য বাহা শুন সদাশয় । সত্বগুণ তমোগুণ সেহ করে জয় ॥

তখন পুরুষ নানাবিধ দুঃখ পায় । যেই হেতু ভেদ বৃদ্ধি না ছাড়়ে তাহায় ॥

নানা কর্ম্ম করয়ে যশ করয়ে উপায় । কদাচ সম্পত্তি নাহি ছাড়়য়ে তাহায় ॥

। ১৪। বদা জয়েত্জজঃ সত্বং তমোগুণং লয়ং জহৎ ।

যুজ্যেত শোকমোহাত্যাং নিত্রয়া হিংসয়াশযা ।

তমোগুণ সেই কে বিবেক নাশ করে । যেহেতুক আবরণ শক্তি সেই ধরে ॥

পুরুষের উদ্যম সকল যে নাশয় । হেন তমোগুণ দেহে হইলে উদয় ॥

সত্ত্ব রজো-গুণে সেই ভাবে করে জয় । শোক মোহ দুই আশি তাহারে ঘটয় ॥
অম্লক্ষণ রুচি তার থাকে যে নিজিয়া । হিংসার সর্বদা রুচি বাড়ায় আশায় ॥

। ১৫ । বদা চিত্তং অসীদেত ইজিয়াণাক নিবৃত্তিঃ ।

দেহাত্মকং মনোময়ং তৎ সত্ত্বং বুদ্ধি মৎপদং ॥

যখন জানিহ চিত্ত নির্মল হইল । ইজিয় সকল কর্মে উপস্থিতি পাইল ॥
দেহের অত্যন্ত হৈল মনের অসঙ্গ । বিষয়েতে নাহি করে মনের প্রসঙ্গ ॥
তখন জানিহ সত্ত্ব বাড়িল তাহার । সত্ত্ব বুদ্ধি হৈলে পদ লভয়ে আমার ॥

। ১৬ । বিকূর্ক্বন্ ক্রিয়য়া চাধীরনিবৃত্তিচ্চ চেতনাং ।

গাত্রায়াহ্যং মনোজাতং ব্রজএতেনিশাময় ॥

কোনহ বিকারে যদি বাড়ে রজোগুণ । সকল বিষয়ে হয় বুদ্ধি বিক্ষেপণ ॥
আর কিছুকহি আমি বিবরিয়া শুন । বুদ্ধীজিয়গণ কার্যো না হয় নিপুণ ॥
শরীরের স্বাস্থ্য সেই কভু নাহি পায় । মনের অমেতে নিত্য কাতরে বেড়ায় ॥
উৎকট হইলে রজ্ঞ এ সকল হয় । আমি ইহা কহিলাম জানিহ নিশ্চয় ॥

। ১৭ । সীদচ্চিত্তং বিলীড়্যত চেতসোগ্রহণেক্ষমং ।

মনোনীতং তমোগ্রানিস্তমন্তদুপধারয় ॥

তমোগুণ শরীরে উৎকট যদি হয় । তবে চিত্ত সেই গুণে পায় গিয়া লয় ॥
চিদাকার পরিণামে যোগ্যতাব লয় । লীনতাব হয়ে এই মন তবে রয় ॥
শরীরেতে উপস্থিত হয় সে অজ্ঞান । অম্লক্ষণ বিষাদেতে ব্যাকুল পুমান ॥
এইত প্রকারে তমোগুণ যে জানয় । সৎ পুরুষ হৈলে ইথে সাবধান হয় ॥

। ১৮ । এধমানে গুণে সত্ত্ব দেবানাং বলমেধতে ।

অম্লক্ষরাণাক রজসি তমস্কাঙ্কব রক্ষসাং ॥

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধে বল বাড়ে দেবতার । রজোগুণে বল বাড়ে অম্লর সবার ॥
তমোতে রাক্ষস বল বাড়ে অম্লক্ষণ । এই মতে গুণ বৃদ্ধি শুনহে সজ্জন ॥

। ১৯ । সত্ত্বাচ্ছানরগং বিদ্যাত্রজসঃ স্বপ্নমাদিশেৎ ।

প্রস্থাপং তমসা অকৌন্তরীয়ং ত্রিষু সত্ত্বতঃ ॥

সত্ত্বগুণ হইতে জানিহ জাগরণ । রজোগুণ হৈতে জীবন্তভয়ে স্বপন ॥
তমোগুণ হইতে সুস্থপ্তি দশা হয় । তুরীয়া এ তিনে নিত্য মিলিত থাকয় ॥

। ২০। উপন্যুগরি পদ্ধতি সন্তেন ব্রাহ্মণকথাঃ ।

ভ্রমসাধোঁধিয়া বৃথাক্রকসান্তরচাৰিণঃ ।

দেবনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সন্তুগ্ধ হৈতে । উপরি উপরি যায় ব্রহ্মলোক পথে ॥
তমোগ্ধ হৈতে জীব অধঃ অধঃ যায় । অথবা কর্ণের বশে স্থাবরতা পায় ॥
রজোগ্ধ হৈতে জীব নরদেহ ধরে । পৃথিবী মধ্যেতে শুভাশুভ ভোগ করে ॥

। ২১। সন্তু গমনীনাঃ স্বৰ্ঘাচ্চি নরলোকং রজোলয়াঃ ।

ভ্রম্যলয়াস্ত নিরয়ং যাতি মামেব নিগুণাঃ ।

সন্তুগ্ধ বৃদ্ধি কালে যদি জীব মরে । স্বর্গে গিয়া সেই জীব সুখেতে বিহরে ॥
রজোগ্ধ বৃদ্ধি কালে যদি লোক মরে । নরলোক মধ্যে গিয়া বিহার সেকবে ॥
তমোগ্ধ বৃদ্ধি কালে যদি মরে জন । নরকে পড়িয়া সেই করয়ে ভ্রমণ ॥
নিগুণ ভাবেতে যদি এ জীব মরয় । আমার অন্তর পদ সে জীব ভয় ॥
নিগুণ হইয়া যদি বাঁচিয়া থাকয় । তথাপি আমার পদ সেজন ভয় ॥

। ২২। মদর্পণং নিফলম্ সাংখ্যিকং নিজকর্ম তৎ ।

রাজসং ক্রাসংকল্পং হিংসাশ্রয়াদি তামসং ।

গম প্রীতি উদ্দেশেতে কর্ম আচরয় । কেবল দাম্ভ্য ভাবে অথবা করয় ॥
এইরূপে নিত্য আদি কর্ম বাহ্য করে । নিজ কর্ম যত আছে কহি হে
তোমাংরে ॥ সে কর্ম সাংখ্যিক বলি জানিহ নিশ্চয় । যে কর্ম হইতে জীব
বদ্ধ কতু নয় ॥ কলের উদ্দেশ করি যে কর্ম করয় । সে কর্মেরে রাজসিক
জান সদাশয় ॥ হিংসা শ্রয় আদি কর্ম শ্রাণী বাহ্য করে । তামসিক
বলি জান সেইত কর্মেরে ॥

। ২৩। ঐকবল্যং সাংখ্যিকং জ্ঞানং রজোবৈকল্যিকম্ বৎ ।

শ্রাক্তং তারসং জ্ঞানং বরিতং নিগুণং শূভং ।

দেহ আদি ভিন্ন আত্মবিষয়ে যে জ্ঞান । সেইত সাংখ্যিক জ্ঞান, জ্ঞানের প্রধান ॥
দেহ আদি বিষয়েতে যেই জ্ঞান হয় । রাজসিক জ্ঞান সেই জানিহ নিশ্চয় ॥
বালক মুকের সম হয় যেই জ্ঞান । তামসিক বলি তাঁরে কর অনুমান ॥
ময়িষ্ঠ যেইত জ্ঞান নিগুণ সে হয় । জ্ঞান ভেদ তোমাংরে বলিহু সদাশয় ॥

। ২৪। বদ্যন্ত সাংখ্যিকোবাঁসাশ্রমোন্নয়াজসউচ্যতে ।

তামসং দ্যুতসদনং বরিতম্ নিগুণং ।

জানিহ সাংখ্যিক বাস বনের নিবাসে । শ্রমের বসতি যেই সে হয় রাজসে ॥

দ্যুতের সদনে বাস নে হয় তামসে । নিগুণ বসতি যেই মম গৃহে বৈসে ॥

। ২৫ । সাত্ত্বিকঃ কারকোহুসঙ্গী রাগাক্ষোভাঙ্গনঃ স্মৃতঃ ।

তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টোনিগুণোমদপাশ্রয়ঃ ।

জানিহ সাত্ত্বিক কর্ত্তা অনাসক্ত যেই । বিষয়ে আসক্তি তাজি সুখি হয় সেই ॥

যে জন বিষয়াসক্ত সংসারে মোহিত । রাজসিক কর্ত্তা সেই হয়ত নিশ্চিত ॥

যে জন জানিহ অসুশুদ্ধান রহিত । তামসিক কর্ত্তা সেই করিষু বিদিত ॥

একান্তে আমারে যেই করিল আশ্রয় । নিগুণ পুরুষ সেই অহংহীন হয় ॥

। ২৬ । সাত্ত্বিকাদ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী ।

তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াক্ত নিগুণা ॥

অধ্যাত্ম বিষয়ে যেই শ্রদ্ধা উপজয় । তাহারে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা বলি সদাশয় ॥

কর্ম্মশ্রদ্ধা যেই তারে বলি রাজসিক । অর্থর্ম্ম বিষয় শ্রদ্ধা হয় তামসিক ॥

অধর্ম্মেতে ধর্ম্ম বল্যে শ্রদ্ধা যাহা করে । তামসিকী শ্রদ্ধা বলি জানিহ

তাহারে ॥ আমার সেবায় শ্রদ্ধা সেইত নিগুণ । শ্রদ্ধা বিবরণ ইহা সাব-

ধানে শুন ॥

। ২৭ । পথ্যং গৃতমনায়ত্তমাহার্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতং ।

রাজস্যকেশিরপ্রেষ্ঠং তামসকাত্তিদাশুচি ॥

পথ্য আর শুদ্ধ হয় লভে অনায়াসে । এই ভক্ষ্য ভোজ্যেরে সাত্ত্বিক বলি

ভাষে ॥ ইন্দ্রিয়ের প্রিয় যেই কটুস্ত লবণ । রাজসিক বলি জান এইত

ভোজন ॥ যেই দ্রব্য অশুদ্ধ খাইলে পীড়া হয় । তামস ভোজন সেই

জানিহ নিশ্চয় ॥ আমা নিবেদিয়া যেই যেই দ্রব্য খায় । সেই সে নিগুণ

ভক্ষ্য ক্লেশ নহে তার ॥

। ২৮ । সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোখং বিষয়োখন্ত রাজসং ।

তামসং মোহদৈন্যোখং নিগুণং মদপাশ্রয়ং ॥

সেই সে সাত্ত্বিক সুখ আত্মা হৈতে হয় । বিষয়েতে যেই সুখ সে রাজস কয় ॥

মোহদৈন্য হৈতে সুখ তামস বলায় । আমার আশ্রয় সুখ নিগুণ কহায় ॥

। ২৯ । দ্রব্যং দেশঃ কালঃ কালোজ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকঃ ।

শ্রদ্ধাবহ্নাকৃতিনিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্বএব হি ॥

দ্রব্য দেশ কাল কাল কর্ত্তা কর্ম্মজ্ঞান । শ্রদ্ধাবহ্নাকৃতি নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্য বিধান ॥

নিশ্চয় অবশ্য সব ত্রৈগুণ্য এ হয় । কহিলাম ইহা আমি জান সদাশয় ॥

। ৩০। সর্বৈ গুণমহাত্মাঃ পুরুষাব্যক্ত্যবিহিতাঃ ।

দৃষ্টং জ্ঞানমুখ্যাতং বুধ্যাং বা পুরুষবত ।

অব্যাদি সকল ভাব সবে গুণময় । প্রকৃতি পুরুষ অধিষ্ঠানে যাহা হয় ॥
যত দেহ যত শুন যত কর ধ্যান । বুদ্ধি যোগে যত কর বিষয় বিধান ॥
সকল জানিহ তিন গুণ হৈতে হয় । পুরুষের অধিষ্ঠানে প্রকৃতি জন্ময় ॥

। ৩১। এতাঃ সংহৃতয়ঃ পুংসোঃ গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ ।

বেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্য গুণাজীবেন চিত্তজাঃ ।

ভক্তিব্যোগেন মতিষ্ঠোনম্ভাবায়োপপদ্যতে ।

গুণকর্ম্ম নিবন্ধন এইত সকল । পুরুষের সংসারেতে হেতু এ কেবল ॥
মনের কল্পিত জ্ঞান এ সব বিষয় । ভক্তিব্যোগে ইহা যেই পুরুষ জিনয় ॥
নিশ্চল করিয়া মন আগাতে বেরাখে । জানিহ উদ্ধব সেই ভভয়ে আনাঝে ॥

। ৩২। তস্মাদ্বেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিস্তারনসম্ভবং ।

গুণসঙ্গং বিনির্ধুয় মাং ভজন্ত বিচক্ষণাঃ ॥

অতএব হেন দেহ পাইয়া পুমান । ইহাতে সম্ভব হয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান ॥
গুণ নঙ্গ ত্যজিয়া যেইত বিচক্ষণ । একান্তে ভজুক নিত্য আমার চরণ ॥

। ৩৩। নিঃসঙ্কেমাং ভজ্ঞেধিযানং প্রমত্তোক্তিতৈরিয়ং ।

রজন্তমশ্চাভিজ্ঞরেৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ ॥

জিনিয়া ইন্দ্রিয়গণ অপ্রমত্ত হৈয়া । আমারে বিদান ভজ্ঞে নঙ্গ তারাগিয়া ॥
সত্ত্বগুণনিষ্ঠ হয়ে রজন্তম জিনে । এইরূপ সেই মুনি ববে আচরণে ॥

। ৩৪। সত্ত্বাভিজ্ঞয়েন্বুক্তো নৈরগেক্ষণ শাস্ত্রধীঃ ।

সম্পাদ্যতে শ্রুতৈশ্চুজ্ঞোজীবোজীবং বিহার মাং ॥

তদন্তর যাহা হয় করি বিবরণে । শাস্ত্রভাবে যুক্ত হয়ে সত্ত্ব গুণে জিনে ॥
নিরপেক্ষ শাস্ত্রবুদ্ধি এ জীব নিশ্চয় । গুণলিপ্তদেহ ত্যজি আমারে লভয় ॥

। ৩৫। জীবোজীবেন নিম্নুক্তো শ্রুতৈশ্চাশয়সমুতৈঃ ।

মতৈব ব্রক্ষণা পুণৌন বহিনীন্তরং চরেৎ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুচ্চবনম্বাদে পঞ্চবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥
আশয় সম্ভব গুণ লিপ্তদেহ আর । ইহা মুক্ত হৈয়া জীব হয় পূর্ণাকার ॥
বাহির অন্তরে আর গতি না করয় । আমার সহিত সেই সর্বদা থাকয় ॥
একাদশ স্কন্ধে পঞ্চবিংশতি অধ্যায় । গুণ যশ সনাতন রচিত ভাষায় ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়ের আভাস।

ষড়্বিংশে যোগনিষ্ঠারবিধাভৌতুসঙ্গতঃ ।

সাধুসঙ্গেন মদ্বিতী পরাকাষ্ঠেতি বর্ণ্যতে ॥

যোগিনোযোগবিজ্ঞংশঃ সঙ্গতঃ সত্ত্ববৈদিত্তি

সর্বথা ভদ্রবৃত্ত্যর্থমৈলগীতং বিতন্যতে ॥

দুষ্টসঙ্গ দ্বারা যোগেতে নিষ্ঠার বিঘাত আর সাধুসঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা এই বর্ণন ষড়্বিংশাধ্যায়ে করিতেছেন। সঙ্গ দ্বারা যোগির যোগ বিজ্ঞংশ হয় অভাব সর্বার্থ সঙ্গ নিবারণের নিমিত্তে এল রাজার গীত বিস্তার করিতেছেন ॥

ভীষ্মবানুবচ ১। ১। মল্লক্ষণমিমং কায়ং লক্ষ্য মকর্ম্মআস্থিতঃ ।

আনন্দং পরমাত্মানমাত্মহং সমুপেতি মাং ।

ভগবান বলিছেন শুন সদাশয়। ভাগ্যে যদি নর দেহ এ জীব লভয় ॥

যে দেহে শ্রীরূপ মম হয়ত লক্ষিত। হেন দেহ মম ধর্ম্মে হয় স্নানিশ্চিত ॥

আমারেহ তবে সেই এ শরীরে পায়। সংসার দুর্দশা পথে আর না বেড়ায় ॥

২। গুণময্যা জীবযোন্যা বিশ্বজ্ঞোজ্ঞাননিষ্ঠয়া ।

গুণেষু মায়ামাত্রেষু দৃশ্যমানেষবস্ততঃ ।

বর্তমানোহপি ন পুমান যুক্ত্যতেহ বস্তুভির্ভেদৈঃ ।

এই জীবউপাধি কেবল গুণময়। জ্ঞান নিষ্ঠা হৈলে ইহা অবশ্য ঘুচয় ॥

মায়া মাত্র দেখ যত গুণ দৃশ্যমান। ইহাতে যদ্যপি জীব আছে বর্তমান ॥

তথাপিহ এ বিষয় যুক্ত নাহি হয়। বিষয়েতে বস্তু বুদ্ধি তার না থাকয় ॥

৩। সঙ্গং ন কুর্যাদ্ভসতাং শিষ্টোদরতৃপ্তাং কচিৎ ।

তস্যানুগন্তমস্যন্ধে পতন্ত্যকানুগাক্ষবৎ ॥

শিষ্টোদরপরায়ণ যে অসৎ গণ। কোথাহ সে সঙ্গ নাহি করে। কদাচন ॥

ভার সঙ্গ হৈলে ঘোর নরকে পড়য়। অন্ধ সঙ্কে অন্ধ যেন তরিতে নারয় ॥

সকল অসং সঙ্গ থাকুক ঘুরেতে । এক জন সঙ্গ হৈলে পড়ে নরকেতে ॥

। ৪ । ঐলঃ সত্ৰাডিম্যং গাংখামগায়ত বৃহস্প্রবাঃ ।

উর্কশীবিরহাস্মহুর্কির্কিঃ শোকসংযমে ।

এই বিষয়েতে শুন পূর্ব ইতিহাস । ঐল রাজা এই গাথা করিল প্রকাশ ॥
ঐল সে সত্ৰাট রাজা বড় কীর্তিযন্ত । উর্কশীর সঙ্গে প্রীতি করিল নিতান্ত ॥
উর্কশী ছাড়িয়া তারে চলিল যখন । তার্য্যার বিরহ শোকে হৈল অচেতন ॥

। ৫ । ত্যক্তদ্বান্নানং ব্রজস্তীভ্যং নমঃ উন্মত্তবহুপঃ ।

বিলপদ্বয়গাঙ্কায়ৈ ঘোরে তিষ্ঠেতি বিহ্বলঃ ।

পশ্চাৎ চলিল তার উন্মত্তের প্রায় । বিবস্ত্র খাইয়া যায় জ্ঞানহীন তায় ॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ অহে জায়া কিরে আশা চাও । বারেক ও চাঁদ মুখ অধর দেখাও ॥
ঘোরে সঙ্গ বলে কত বিহ্বল হইয়া । সঙ্গে সঙ্গে চল্যে যায় কান্দিয়া
কান্দিয়া ॥ এইরূপে বিলাপ করিল নরপতি । উর্কশী হরিল চিত্ত ধৈর্য্য
নহে মতি ॥

। ৬ । কামান হৃষ্টোবুজুবনু স্কুলকান বর্ধযামিনীঃ ।

নবেদ যাস্তীনায়াস্তীকুর্কশ্যাক্ষতেতনঃ ।

অনেক বৎসর তার সঙ্গেতে রহিল । কামভোগে নরপতি সন্তুষ্ট নহিল ॥
বৎসর যামিনী সব গতায়ত করে । তুচ্ছ কাম ভোগে তাহা জানিতে না
পারে ॥ আর কিছু কহি আশি শুন দিয়া মন । উর্কশী আকৃষ্টচিত্ত
হৈয়েছে সে জন ॥ অনেক কালেতে তার বৈরাগ্য জন্মিল । থিক থিক
বলি আপনারে সে নিন্দিল ॥

ঐলউবাচ । ৭ । অহোমে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ ।

দেব্যা গৃহীতকাম্য নায়ুঃ খণ্ডাইমে স্মৃতাঃ ॥

বলিতে লাগিল রাজা চেতন পাইয়া । বৃথা মম আয়ুগেল কামেতে
পড়িয়া ॥ কামেতে কশ্মল চিত্ত আমার হইল । মোহের বিস্তার মম
শরীরে জন্মিল ॥ পাণিষ্ঠা যুবতী মম গলায় ধরিল । অহোরাত্ররূপে কত
জ্ঞাস্থু খণ্ড গেল ॥ কিছু মাত্র ইহা মম স্মরণ নহিল । যুবতীর সঙ্গ করি
বৃথা কাল গেল ॥

। ৮। নাহং বেদান্তিনিবৃত্তঃ সূর্য্যোবাভ্যুদিতোমুখ্য।

স্বষিভোবর্ষপুণ্যানাং বতাহামি গতান্যত।

অহে দেখ কি প্রমাদ উর্ধ্বশীর সঙ্গে। রমণ করিহু আমি নানাবিধ রঙ্গে ॥
রমণ কালেতে আমি কিছুই না জানি। উদয় হইল কিবা অন্ত দিনমণি ॥
উর্ধ্বশী হইতে আমি বঞ্চিত হইহু। অনেক বৎসর দিবা রাত্রি না জানিহু ॥

। ৯। অহোমআত্মসংমোহোষেনাত্মা যোষিতাং কৃতঃ।

ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্তী নরদেবশিখামণিঃ।

আশ্চর্য্য দেখহ এই মোহ আপনার। হরিল আমার চিত্ত প্রায় নারী হার ॥
চক্রবর্তী নরদেব শিখামণি ধীর। হয়ে ক্রীড়া মৃগ আমি পাপিষ্ঠা নারীর ॥

। ১০। সগরিম্বদনাত্মানং হিত্বা ভৃগমিবেত্বরম্।

যাত্ত্বীং ক্ষিয়কায়গমং নম্যউন্মত্তবরুদন।

যখন চলিলা নারী কর্যে অভিমান। আমারে ছাড়িল যেন তুণের সনান ॥
রাজ্যের সহিত আমি হই রাজ্যেশ্বর। আমারে ছাড়িল সেহ হইয়া তৎপর ॥
বিবস্ত্র উন্মত্ত হয়ে কান্দিতে কান্দিতে। পশ্চাতে পশ্চাতে গেলাম তাহার
সহিতে ॥

। ১১। কুতস্তস্যানুভাবশ্চ তেজস্বিশিষ্মমেববা।

যৌশ্বগচ্ছংক্ষিয়ং যাত্ত্বীং খরবৎ পাদতদ্বিতঃ।

সেই আমি কোথা গেল আমার মহিমা। কোথা গেল তেজ বল্ কৈশিষ্ম
গরিমা ॥ ফিরিয়া সে নাটাইল ডাকিলাম বত। তথাপি পশ্চাতে যাই
হৈয়া জ্ঞান হত ॥ খর যেন খরীর নির্ভরনাথী খায়। তথাচ সে কামী
হৈয়া তার পাছু ধায় ॥

। ১২। কিং বিদ্যায়া কিং তপসা কিস্ত্যাগেন ক্ষতেন বা।

কিং বিবিক্তেন মৌনেন ক্রীড়িষ্য মৌহতং।

বিদ্যায় কি করে তার তপস্যা কি করে। ত্যাগ ক্ষত আদি কিছু করিতে
না পারে ॥ অপক্ষে যুবতী যার হয়ে লৈল মন। বিদ্যা তপ আদি তার
সব অকারণ

। ১৩। স্বার্থস্যাকৌরিদং দ্বিপ্রাং সুখং পণ্ডিতমানিনং।

” যোহহমীশ্বরতাং প্রাপ্য স্বীতিগেখরবজ্জিতঃ।

ধিক ধিক ধিক আমি পুনঃ পুনঃ ধিক। অতিশয় নীচ আমি অভ্যস্ত

বালীক ॥ পণ্ডিত বলিয়া মম বৃথা অভিমান । পৃথিবীতে মুর্থ নাহি আমার সমান ॥ যে আমি ঐশ্বর্য্য পায়ো স্বার্থ না বুঝিল । গোখর সমান আমি যুবতী জিনিল ॥

। ১৪ । সেবতোবর্ষপুণ্যায় উর্ধ্বশ্যা অধরাসবঃ ।

ন তৃপ্যত্যায়তুঃ কামোবহিরাহতিভির্থা ॥

উর্ধ্বশীর অধর আসব অশুকণ । অনেক বৎসর আমি করিত্ত সেবন ॥
তথাপি আমার কাম তৃপ্ত নাহি হয় । আছতিতে বহি যেন তৃষ্ণি না লভয় ॥
পুনঃ পুনঃ মম মনে কামের উদয় । না জানি আমার ভাগ্যে আর কিবা হয় ॥

। ১৫ । পুংশ্চল্যাপহৃতং চিত্তং কোষন্যোমোচিতুং ক্ষমঃ ।

আআরামেশ্বরমুতে ভগবন্তমধোকজং ॥

পুংশ্চলী আমার চিত্ত হরিল নিশ্চয় । এই চিত্ত ছাড়াইতে অন্য কে পারয় ॥
ভগবান বিনা ইহা আর কেবা পারে । আআরামেশ্বর অধোকজ কহে যারে ॥

। ১৬ । বোধিতম্যাপি দেব্যামে স্তম্ভবাক্যেন দুর্ম্মতেঃ ।

মনোগতোনহামোহোনাপষাত্যজিতান্নমঃ ॥

উর্ধ্বশী আগারে কত বেদ বচনেতে । অবিরত বুঝাইল নারিছ বুঝিতে ॥
আজিত ইন্দ্রিয় মম স্থির নহে চিত্ত । মহামোহ মনের না গেল কদাচিত্ত ॥

। ১৭ । কিমেতয়া নোহপকৃতং রজ্জ্বা বা সর্পচেতসঃ ।

দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবিদুষোষোহহং যদজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

সে উর্ধ্বশী আমার না কৈল অপকার । বুঝিলাম অপরাধ সকলি আমার ॥
রজ্জ্বুর স্বরূপ যেন বুঝিতে নারয় । রজ্জ্বু দেখি অহি বুদ্ধি তাহাতে করয় ॥
রজ্জ্বুর কি অপরাধ বল দেখি তার । আপন বুদ্ধির ভ্রম ইহাতে নিশ্চয় ॥
অজিত ইন্দ্রিয়ক্রমে দোষ আপনার । ইহাইত বোধ হয় মনেতে আমার ॥

। ১৮ । কায়ে মলীসমঃ কারোদোগন্ধান্যায়াকোহশুচিঃ ।

ক শৃণাঃ সৌমনস্যাদ্যাহধ্যাসোহিন্দ্রিয়া কৃতঃ ॥

অভ্যস্ত মলিন দেহ দুর্গন্ধ ইহাতে । স্বাভাবিক আর কত কে পারে বর্ণিতে ॥
অশুচিহ দেহাদেহ কথায় আছয় । শৃগন্ধাদি গুণ যত কোথা তার রয় ॥
দেহেতে স্নগন্ধ আদি স্নগন্ধ না হয় । অজ্ঞানে স্নগন্ধি আদি অধ্যাস ঘটয় ॥

। ১৯। পিত্রোঃ কিং স্বং নু ভাৰ্য্যায়াঃ স্বামিনোহ্মেঃ স্বগৃহ্ময়োঃ ।

কিমান্ননঃ কিং স্নুহদামিতি যোনাবসীয়েতে ॥

আর কিছু শুন তুমি কহি হে বিস্তার ভাৰ্য্যা বলে স্বামি দেহ হয়ত আমার ॥
স্বামি বলে ভাৰ্য্যা দেহ আমি কিনিয়াছি । অগ্নি বলে এই দেহ খেতে
আমি আছি ॥ কুকুর গুধিনী বলে পড়িলে খাইব আপনি বলয় ইথে
শুভাশুভ পাব ॥ স্নুহদেরা বলে এই শরীর হইতে । উপকার সবার অ-
নেক আছে ইথে ॥ অদ্যাপি ইহার নাহি নিশ্চয় হইল । আপনার বলি
ইথে বুঝা শ্রম টেকল ॥

। ২০। তস্মিন কলেবরেহ্মেধ্যে তুচ্ছনিষ্ঠে বিসঙ্কতে ।

অহো স্নুতত্রং স্নুনসং স্নুস্মিতক স্নুখং স্মিয়াঃ ॥

অপবিত্র হয় অতি এই কলেবর । নিষ্ঠা করি বুঝ গল মুত্রের এ ঘর ॥
অন্তে কুনি বিষ্ঠা তস্ম অবশ্য এ হয় । হেন ছার দেহে মুঢ় আগক্তি করয় ॥
একি দেখ জ্রীর মুখ বড়ই সুন্দর । সুন্দর নাসিকা হাস্য অপূৰ্ণ অধর ॥
এইরূপে মুঢ় জন কত প্রীতি করে । সৰ্বাংশে কদৰ্য্য হয় এই কলেবরে ॥

। ২১। তস্মাৎসকৃধিরস্মান্মুমেদোমজ্জাস্বিনংহতো ।

বিন্মুত্রপূয়ে রমতাং কুমীণাং কিম্নস্তুৱং ॥

চৰ্ম্ম মাংস রক্ত নাড়ী মেদ আদি যায় । বিষ্ঠা মুত্র পূরে রতি করে কিবা
পায় ॥ কুনিতে নরেতে কিছু না দেখি অনুর । দোহার সমান রতি সম
কলেবর ॥

। ২২। অথাপি নোপসঙ্কত স্ত্রীষুৈক্ষণেষু চার্ঘ্যবিতং ।

বিষয়েজ্রিয়সংযোগান্মনঃ স্নুভ্যতি নান্যথা ॥

এ ভব তরিতে যে জীবের আছে মন । স্ত্রৈণ আর জ্রীসঙ্গ না করে কদাচন ॥
বিষয় ইঞ্জিয় যোগে মন ক্ষোভ হয় । সচঞ্চল মন হৈলে ধৈর্য্য নাহি রয় ॥
ইহাতে অন্যথা নাই কহিছ নিশ্চয় । এরূপ হইলে সব অনর্থ ঘটয় ॥

। ২৩। অদৃষ্টাদশ্রুতান্ধাবান্ধবউপজায়তে ।

অসংপ্রযুক্তঃ প্রাণাশ্রাম্যতি স্তিমিতং মনঃ ॥

যে দ্রব্য না দেখে আর কাণে না শুনয় । কদাচিৎ নাহি তাহে ভাব উপজয় ॥
ইঞ্জিয়ের বিষয়েতে সঙ্গ না করিলে । মন উপরত হয় হইয়া নিশ্চলে ॥

। ২৪। তস্মাৎ সন্তোম কৰ্তব্যঃ ক্রীড়্যৈশ্চৈব চৈবৈশ্চৈবৈঃ ।

বিদুষ্যাপ্যবিদ্বজঃ স্বতর্গঃ কিম্ মাযুষাং ।

সেই হেতু জীর আর জৈণের সহিত। বচনেহ সঙ্গ না করিবে কদাচিৎ ॥
জানিরাহ কামাদিতে বিশ্বাস না করে। আমা সবার কথ্য গণনা না করে ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ২৫। এবং প্রগায়ম্বপদেবদেবঃ সউর্ধ্বশীলোকমধোবিহার ।

আত্মানমান্যবগম্য মাং বা উপারমজ্জ্ঞানবিধৃতমোহঃ ॥

ভগবান বলিছেন শুন সদাশয়। একপে জৈণের হৈল জ্ঞানের উদয় ॥
তাজিয়া উর্ধ্বশী লোক সূখেতে চলিল। আপনার হৃদয়েতে আমারে
রাখিল ॥ জ্ঞানেতে যুচিল মোহু ধিময় তাজিলা। পরম আনন্দ রূপে
আমারে পাইলা ॥

। ২৬। ততোদুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎস্ব সজ্জত বুদ্ধিমান ।

সন্তএবাস্য জিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গযুক্তিভিঃ ॥

অতএব দুঃসঙ্গ তাজিয়া সজ্জন। বুদ্ধিমান সাধুসঙ্গ করে অনুক্ষণ ॥
পুরুষের মনের ব্যাসঙ্গ যত থাকে। সতেরা কাটেন তাহা যুক্তি দিয়া থাকে ॥
হিত উপদেশ দিয়া তাহারে কাটয়। মনের ব্যাসঙ্গ যত পুরুষে থাকয় ॥

। ২৭। সন্তোমপেক্ষামজিতাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ।

নির্ম্মানিরহকারানির্ব্ধানিম্পরিগ্রহাঃ ॥

শুনহে উদ্ধব সাধু জন যাঁরা হন। তাঁসবার অপেক্ষা না থাকে কদাচন ॥
তাঁসবার আমাতে সর্বদা থাকে মন। অতএব শান্ত চিত্ত সর্বদাই হন ॥
সমদর্শী হন তাঁরা মমতা বিহীন। অহঙ্কার তাজিয়া বেড়ান অহুদিন ॥
দ্বন্দ্ব ভাব তাঁসবার নাহি কদাচিত্। পরিগ্রহ হীন তাঁরা অকিঞ্চন রীত ॥

। ২৮। তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মতকথাঃ ।

সন্তবন্তি হি তানুগাং জুষতাং প্রপুণন্ত্যঘং ॥

মহাভাগ্য সাধুগণ মম কথা কয়। সেই কথা অবিরত যে জন শুনয় ॥
তাঁসবার শরীরেতে যুচে সর্ব পাপ। কদাচিৎ বাধা নাহি করে তিন ভাপ ॥
মহাভাগ্য হও তুমি শুন হে উদ্ধব। এ সব ব্রহ্মাস্ত তেঁই কহিতেছি সব ॥

। ২৯। তাস্যে শূন্যত্বি গায়ত্ৰি হুতমোদতি চানুতঃ ।

সংগরাঃ প্রত্যাশাস্ত তক্তিং বিদতি তে ময়ি ।

তক্তিং লবতঃ সার্থোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে ।

সব্যনস্তপ্তে ব্রহ্মণ্যনিদানুভবান্মি ।

মম কথা সদা যেই করয়ে শ্রবণ আনন্দ চিত্তেতে মিতা করয়ে গায়ন ॥
করে অহুমোদন আদরে প্রজ্ঞাবান । আমাতে নিশ্চলী তক্তি তাঁরা নিভা
পান ॥ মত্পর হৈয়া বারা শ্রবণাদি করে । সে জন আমার তক্তি হৃদয়েতে
ধরে ॥ বল দেখি মম তক্তি যে সাধু পাইল । কিবা অল্প অংশেব তাহার
রহিল ॥ আমি যে অনন্ত গুণ পূর্ণ ব্রহ্মময় । আনন্দাহুতবরূপে যে কৈল
আশ্রয় ॥ তাহার না রহে কিছু প্রয়াস বিশেষ । কহিলাম আমি ইহা
জ্যেদ্যন সবিশেষ ॥

। ৩০। যথোপায়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবহুং ।

শীতং ভয়ং তমোপ্যতি সাধুঃ সংনেবতত্বা ।

আমাতে সাধুতে কিছু নাহি ভেদ লেশ । এ সিদ্ধান্ত হয় জ্যেদ্যন শাস্ত্রেতে
বিশেষ ॥ সাধুগণে সেবিবে হে অজ্ঞান যুচয় । ভাস্কর উদয়ে যেন যুচে
শীত ভয় ॥

। ৩১। নিমজ্জ্যাম্রজ্জতাং ঘোরৈ ভবাকৌ পরমায়ণং ।

সন্তোত্রকবিনঃ শাস্তা নৌর্দুরোপু সজ্জতাং ।

এই ঘোর ভবাক্রিতে যত জীবগণ । অবশেষে ডুবিছে উঠিছে অহুক্ষণ ॥
সাধু বিনা তারিতে না পারে এসবারে । জলেতে ডুবিবে জনে যেন
নৌকা তারে ॥ শাস্ত যুক্তি ব্রহ্মবিৎ সাধুগণ হন । তাগবার আছে শক্তি
করিতে তারণ ॥

। ৩২। অয়ং হি আগ্নিনাং আগ্নার্জানাম্ শরণং ত্বহং ।

ধর্মোবিত্তং নৃণাং প্রোত্য সন্তোর্বাহিত্যতোহরুণং ।

অয় যেম আগ্নি দেখ প্রাণি সবাকার । আর্তি জনে আমি যেন আশ্রয়
আকর ॥ পরলোকে এ জীবের ধর্ম জ্যেদ্যন ধন । তেন তব ভয়ে হত সাধু
য়েমরণ ॥ সংসারে পতিত হৈতে অভিযয় তয় । সাধুর চরণ পদ্ম ভয়-
জ্ঞান হয় ॥

। ৩৩ । সন্তোদিশন্তি চক্ষুঃবি বহির্কঃ সমুদিতঃ ।

দেবতা বাক্যবঃ সন্তঃ সন্তআজ্ঞাহমেব চ ।

সগুণ নিগুণ জ্ঞান দেন সাধুজন বাহ্যে জীবের হয় আত্ম দরশন ॥
উদয় হইলে সূর্য্য বাহ্যেতে প্রকাশে । বহিরন্ত অন্ধকার সজ্জন বিনাশে ॥
সাধু হন শান্ত জন দেবতা বান্ধব । সন্ত আত্মা সন্ত আমি জানিহ উদ্ধব ॥

। ৩৪ । ইবদসেন্দ্রকডোহগোবহুর্কশ্যালোকনিপ্প্ হঃ ।

মুক্তসঙ্কোবহীমেতানিআরামশ্চচার হঃ ।

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্বাসংবানে ঐলগীতং
ষড়বিংশোছধ্যায়ঃ ॥

সাধু সজ হৈতে আছে দেখ এইরূপে । উর্কশী লোকেতে স্পৃহা তাজে
ঐল ভূপে ॥ মুক্তসজ আআরামহয়ে নৃপবর । জমণ করেন সদা অবনি
ভিতর ॥ একাদশ স্কন্ধে হৈলা ছাশিশ অধ্যায় । ঐলগীতা সনাতন রচিত
ভাষায় ॥

সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের আভাস ।

সপ্তবিংশে ক্রিয়াযোগঃ সদ্যশ্চিত্তপ্রসাদকঃ ।

সর্ককামাপ্তি হেতুশ্চ সাকঃ প্রোকঃ সমাসতঃ ।

সদ্যঃ চিত্ত প্রসন্নতা কারক আর সর্ককাম প্রাপ্তির হেতু অঙ্গের সহিত
ক্রিয়া যোগের উক্তি সংক্ষেপেতে সপ্ত বিংশাধ্যায়ে করিয়াছেন ॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ । ১ । ক্রিয়াযোগঃ সমাচক্ষু ভবদারাদনংপ্রোতো ।

বস্মাস্ত্বাং যেযথার্জন্তি সাস্বতাঃ সাস্বতর্হতঃ ।

উদ্ধব বলেন প্রভু কর অবধান । আগারে বলহ ক্রিয়া যোগ অমুষ্ঠান ॥
যে রূপেতে হবে প্রভু ভব আরাধন । যে ভক্তেরা যে রূপেতে করে
আচরণ ।

। ২। এতদ্বদন্তি দুর্নরোদুর্নরিত্ত্বমিহং দুর্গাং ।

নারদোত্তমবান্ ব্যাসি আচাৰ্য্যো হুগিরসঃ সূতঃ ।

মহুযোর মঙ্গল ইহাতে অতি হয় । মুনিগণ এই পুনঃ পুনঃ যে সেবায় ॥

আপনি নারদ, আর ভগবান ব্যাস । বৃহৎশক্তি কন ইহা করিয়া বিশ্বাস ॥

। ৩। নিঃসূতং তে সুখাতোক্তাদ্যদাহ ভগবানমজঃ ।

পুত্রোভ্যাত্ত্বং সুখোভ্যোদ্যোদৈব্য চ ভগবানমজঃ ।

ব্রহ্মা শুনেহিমা তব মুখাষুজ হৈতে । কহিয়া ছিলেন ব্রহ্মা ভুগু আদি সূতঃ ॥
বলে ছিলেন উমারে ভগবান ভব । যে রূপেতে তব পুত্রা কৈলা বিধি সব ॥

। ৪। এতচ্চি সৰ্গবদীনাশ্রমাণাং সম্মতং ।

শ্রেয়সানুত্তমং মন্যে অশীশূজাণাং মানদ ॥

সকল বর্ণের আর আশ্রম সবার । তব পুত্রা বিধি এই সম্মত সবার ॥

সকল কল্যাণ হৈতে এ বড় কল্যাণ । নারী শূত্র আদি যারা করে অমুষ্ঠান ॥
তোমার চরণে প্রভু করি নিবেদন । উপদেশ করি কর মানের স্থাপন ॥

। ৫। এতৎকমলপদ্মাক্ষ কৰ্মবদ্ধবিমোক্ষণং ।

ভক্তার চানুরক্তার ক্রহি বিধেব্বরেশ্বর ।

অহে পদ্মপলাশ লোচন নারায়ণ । ইহা হৈতে হয় কৰ্ম বদ্ধ বিমোক্ষণ ॥
আমি ভক্ত অমুরক্ত সেবক তোমার । কৰ্মযোগ বলে আমি করহ উদ্ধার ॥
বিশ্বের ঈশ্বর যিনি তাঁহার ঈশ্বর । আপনি সে হও প্রভু অহে দামোদর ॥
কৃপা করি কহ হরি এ দীপের প্রতি । তোমা বিনা কেবা আর আছে মম গতি ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ৬। নহন্তোহনন্তপারস্য কৰ্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব ।

সংক্ষিপ্তং বৰ্ণয়িষ্যামি যথাবদনপূৰ্ণশঃ ।

ভগবান কহিছেন শুন সদাশয় । কৰ্মকাণ্ড এই যে অমন্ত পার হয় ॥

ইহার ঐশ্বের অন্ত নাহি কদাচিত্ । সংক্ষেপেতে কিছু আমি করিব বিদিত ॥

যেইরূপ হয় ইহা ক্রমেতে কহিব । তোমায় দ্বারেতে সব উদ্ধার করিব ॥

। ৭। টবদিকভাক্তিকোমিলইতিমে ত্রিবিধোমখঃ ।

ত্রয়াণামীপিতেনৈব বিধিমা মাং সমৰ্কয়েৎ ॥

বৈদিকভাক্তিকোমিলইতিমে ত্রিবিধোমখঃ ।

ত্রয়াণামীপিতেনৈব বিধিমা মাং সমৰ্কয়েৎ ॥

বৈদিকভাক্তিকোমিলইতিমে ত্রিবিধোমখঃ ।

। ৮ । যদা বসিগমনোক্তং বিজ্ঞানং আপ্য পুরুষঃ ।

অথা যজ্ঞেত মাং ভক্ত্যা জ্ঞাত্যৈতদ্বিবোধ মে ॥

অধিকারি জনে বিধি শুন দিয়া মন । ইহাতে হইবে তব সংশয় খণ্ডন ॥
দ্বিজ শব্দে বলি বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়ে । নিজ বেদ মতে উপনয়ন আচরে ॥
তবে অধিকার হয় আমার পুজায় । যে রূপে পুজয় তাহা বলি ব তোমায় ॥
ভক্তি প্রকাশিত হয়, যে রূপে পুজিকে । তাহার বৃত্তান্ত শুন সন্দেহ ঘুচিবে ॥

। ৯ । অর্চ্যায় হৃদিলে বাসৌ সূর্য্যে বাঙ্গু হৃদি দিষ্ণুঃ ।

ত্রব্যেণ ভক্তিবুক্তোহর্জ্যেণ বস্তুকং মান মাযয়া ॥

প্রতিমায় পুজে আমি অথবা মূর্ত্তিলে । জলে অনলেতে কিবা সূর্য্যে ব
মণ্ডলে ॥ হৃদয় মধ্যেতে পুজে অথবা ব্রাহ্মণে । ত্রব্য দিয়া পুজে ভক্তি
প্রকাশিত মনে । গুরুর ব্রহ্ম করি পুজয়ে আমার । শুনহ তাহার ক্রম
বলি ব তোমায় ॥

। ১০ । পূর্জং মানকং কুর্য্যত যৌতদন্তোহনন্তদ্বয়ে ।

উভযেরপি চ মানং মনৈষু নৃপুংসাদিভিঃ ॥

মৈত্রকর্ম্ম সারি দত্ত করয়ে ধাবন । অজ শুদ্ধি হেতু কবে মৃত্তিকা গ্রহণ ॥
বৈদিক তান্ত্রিক মন্ত্রে করে বিধি মান । তার পর করে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান ॥

। ১১ । সাক্ষ্যোপাস্ত্যাদিকর্ম্মানি বেদেনাচোদিতানি মে ।

পূজাং ইতঃ কল্পয়েৎ সম্যক্ সংকল্প্য কর্ম্মপাবনীং ॥

সাক্ষ্য উপাসনা আদি যার যে সঙ্গত । তার সহ মম পুজা করে শান্ত্র মত ॥
ঐশ্ববে সংকল্প ব্যর্থ কতু নাহি হয় । এ জীবের কর্ম্ম বন্ধ অবশ্য কাটয় ॥

। ১২ । শৈলী দাক্ষমণী লৌহী লেপ্যা লেখ্য চ সৈকতা ।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাকবিধা নৃতা ॥

আমার পুজার মূর্ত্তি যে যে মত হয় । সাবধানে শুন বলি তাহার নির্ণয় ॥
শিলা লৌহ সুবর্ণাদিময়ী মূর্ত্তি হয় । দাক্ষমণী বালুকার মূর্ত্তিকা কল্পয় ॥
কিবা মূর্ত্তিকাচন্দনে মম মূর্ত্তিকবে । মনোময়ী মণিময়ী হৃদয় কুহরে ॥
এই ঐক প্রকার আমার মূর্ত্তি হয় । তাহাতে সকল জন আমারে পুজয় ॥

। ১৩ । চলাচলেতি বিবিধা প্রতিমী জীবমন্দিরং ।

উদাসীবাধেন নমঃ স্থিরায়ানুভবার্জনে ॥

আমার মন্দির জ্যেদ প্রতিমা আমার । চলাচল কেহ হয় সে দুই প্রকার ॥

শুনহ উক্তব মম স্থির প্রতিমায়। আবাহন বিসর্জন নাহি করে তারে ॥

। ১৪। অধিরায়াং বিকণ্ঠঃ স্যাৎ স্থিতিলে তু ভবেদ্বয়ং
বগনস্থবিলেপ্যায়মব্যত্র গহ্নির্ভাজনং ॥

চল প্রতিমাতে দুই বিকল্প বিহরি। স্থাণ্ডিলেতে আবাহন বিসর্জন করি ॥
শিলাদি মূর্তিতে আচ্ছা করাবে স্বাগন। চিত্রাদি মূর্তিতে আচ্ছা করাবে
মার্জন ॥

। ১৫। অত্রৈবঃ প্রসিদ্ধৈর্মহায়াঃ প্রতিমাভিষেকাঃ।
ভক্তস্য চ বখালকৈঃ কৃদি ভাবেন চৈবহি ॥

প্রতিমা আদিতে যেই মম যাগ হয়। প্রসিদ্ধ অত্রৈবোক্তে প্রক্ষাপূর্বক করয় ॥
নিষ্কপট ভক্ত যেই তাঁরে বা মিলয়। সেই অত্রৈব আচার আনন্দ বড় হয় ॥
হৃদয় কমলে পুজে কেবল ভাবেতে। অত্রৈব সঙ্কর বিধি নাহি চাই ভাতে ॥

। ১৬। নানালঙ্করণং প্রেতমর্জ্যবাসেতদুদ্ভব।
স্থিতিলে তদ্ব্যবস্থাসোবহাবাক্যামৃতং হবিঃ।
স্বর্ঘ্যে চাক্ষর্যং প্রেতং সলিলে সলিলাদিতিঃ ॥

নান অলঙ্কার আদি শ্রিয় যেই হয়। উক্তব আচারে তাহা অর্চায় করয় ॥
স্থাণ্ডিলেতে যথা স্থানে অঙ্গ দেবতার। সেই সেই মন্ত্রে পূজা করে তাগবার ॥
আগ্নিতহবিঃপ্রৈব্য বহ্নিতে পুজয়। স্বর্ঘ্যেতে সলিলেতে সলিলাদিতে যজয় ॥

। ১৭। অকরোগজতং প্রেতং ভক্তেন মম বার্য্যসি।
তুর্য্যপ্যজস্বাবজতং ন মে ভোহার কপ্পতে।
সকৌমুদঃ স্তননসৌদীপোহুদ্যাদি কিং পুনঃ ॥

শুনহ উক্তব যিনি মম ভক্ত হন। প্রক্ষায় কেবল জল করে সমর্পণ ॥
তাহাতে আমার প্রীতি হয় অতিশয়। অতর্কে অধিক দিলে আমি না
রোচয় ॥ গন্ধ পুষ্প ধূপ নীপ অন্ন আদি করি। অপ্রক্ষায় দিলে আমি
গ্রহণ না করি ॥

। ১৮। শুচিঃ সজ্জতসংভারঃ প্রাগৈতঃ কলিতাসনঃ।
আলীনঃ প্রাক্ষদধার্কৈর্মর্জ্যায়াম্বসমুৎসবঃ ॥

উক্তব এখন শুন পূজার প্রকার। অঙ্গে করে পুষ্প আদি পূজার সজ্জার ॥
চরণ স্পর্শ করি শুদ্ধ চিত্ত হয়। পূর্বপ্রদর্ভেতে শুদ্ধ আসন করয় ॥

পূৰ্ণ মুখে অথবা উত্তর মুখে বৈসে । প্রতিমার সম্মুখেতে বৈসে সবিশেষে ।
এইরূপে বৈসে সে অর্চায় পূজা করে । আর কিছু শুন বাহা হয় তদন্তরে ॥

। ১১ । কৃতন্যাসঃ কৃতন্যাসাং মদর্চাং গাণিনা মৃজ্যেৎ ।

কলসং প্রোকণীয়কং যথাবদুপসাধয়েৎ ॥

আপনার দেহে আর্গে ত্রাস সে করয় । দেবের দেহেতে ত্রাস করিয়
মার্জন ॥ হস্তেতে করিয়া করে দেবের মার্জন । তদন্তর আর কিছু করি
বিকরণ ॥ প্রোকণার্থ জল কুড় করয়ে স্থাপনে । সংস্কার করে তার পুষ্পা-
দি চন্দনে ॥

। ১০ । তদভির্দেবযজ্ঞনং ত্রব্যাপ্যাত্মানমেব চ ।

প্রোক্য পাত্ৰানি ত্রিণ্যচি তৈত্তৈত্তৈবৈশ্যক সাধয়েৎ ॥

পাদ্যার্ঘ্যচমনীযার্থং ত্রিণিপাত্ৰানি দেশিকঃ ।

হৃদা শীর্ষাচ শিখয়া গায়ত্র্যা চাভিমুখয়েৎ ॥

সেই জলে পূজাস্থান করয়ে মার্জন । তদন্তর বাহা করে করি বিজ্ঞাপন ॥
পূজার সামগ্রী সব প্রোকণ করয় । দেহের প্রোকণ করে যথাবিধি হয় ॥
পাদ্যাদি পাত্ৰ জলে করয়ে পূরণ । তৈত্রী লবঙ্গাদি তাহে করয়ে শোধন ॥
তিন পাত্ৰ হয় পাদ্য অর্ঘ্য আচমন । হৃদয় তাহাতে পাত্ৰ বিধান প্রোকণ ॥
শিরোনত্রে প্রোকণীয়া করয়ে পূরণ । শিখামুখে সর্কু পাত্ৰেতে অবগুণ্ঠন ॥
গায়ত্রী পড়িয়া পাত্ৰ করয় মন্ত্রিত । গন্ধ পুষ্প দিয়া তাহা করয়ে শোধিত ॥

। ২১ । পিত্তে বাবুসিঃস্তম্বে হৃৎপদ্যহাং পরাং মম ।

অনীং জীবকলাং ধ্যামেদানাত্তে সিদ্ধতাদিতাং ॥

আপনার দেহে ভূতশুদ্ধি আচরয় । কোঠগত পবনেতে শোধিত করয় ॥
আধার অনলে দেহে দক্ষ করে ধীর । ললাট চক্রেতে মনে প্রারবে শরীর ॥
এমত শোধিয়া নিজ শরীর মধ্যেতে । মম জীবকলা মূর্তি ধ্যাম করে চিত্তে ॥
অকার উকার আর মকার তৃতীয়ে । নাদ বিন্দু এই পাঁচ স্বদন সকারে ॥
তার মধ্যে মম মূর্তি যোগী করে ধ্যাম । সে মূর্তি সাধক মনে করে ইষ্টজানি ॥

। ২২ । তদ্বাক্তুতরা পিত্তে ব্যাপ্তে সংপূজ্য তস্যসঃ ।

আবাহ্যার্জ্যাদিবু স্থাপ্য ন্যতাসং বাং অপূজয়েৎ ॥

সেই পরমাত্র চিত্তা ব্যাপিত দেহেতে । তাহাতে আদ্য পুণ্য হয় ॥

আনন্দিতে ॥ মানসোপচারে ভাহে করয়ে পূজন । আপনারে দেবদয়
করয়ে চিন্তন ॥ সেই মূর্ত্তি আনি পুনঃ স্থাপে প্রতিমায় । আবাহন আদি
মুদ্রা আমারে দেখায় ॥ আমার অঙ্গের স্ত্যাস করে প্রতিমায় । এইরূপ
করো তবে পূজিবে আমার ॥

। ২৩ । পাদ্যোপস্পর্শহৃদাদীনুপচারান্ একস্পর্শয়েৎ ।

ধর্মাদিত্তিষ্ঠ নবস্তিঃ কস্মিন্নিচ্ছাসনং মম ।

পদ্মমন্দিরং তত্রকর্ণিকাকেশরোজ্জ্বলং ।

উভাত্যং বেদতজ্জ্যোং মহৎ তুতরসিক্ষয়ে ।

ধর্ম আদি কর্যা মম করয়ে আসন । অষ্টদল পদ্ম ভাহে করয়ে কলন ॥
পদ্য অর্ঘ্য আচমন আদি উপহারে । আনন্দিতে আমাব পূজন সমাচারে ॥
ধর্ম আদি চারিপদ অগ্নি আদি কোণে । চারি দিকে অধর্মাদি চারি সে
আসনে ॥ রজ আদি তিন গুণে পাটিকা তাহার । পূর্বাদি মধ্যেতে নয়
শক্তি আছে তার ॥ প্রথমে বিমলা উৎকর্ষিণী তারপবে । জ্ঞান ক্রিয়া
যোগ প্রভো পূজহ বিচারে ॥ সত্যোশানামুগ্রহা যে ক্রমে শক্তি নয় । মম
আসনেতে নিত্য সেবায় আছয় ॥ তার মধ্যে আছে পদ্ম যেই অষ্ট দল ।
কর্ণিকাকেশরে পদ্ম বড়ই উজ্জ্বল ॥ এই পদ্মে আমি পূজে বেদতন্ত্র মতে ।
লভয় উভয় সিদ্ধি সাধক ইহাতে ॥ উভয় সিদ্ধির কিছু করি বিবরণ ।
ভোগ মুক্তি দুই হয় শাস্ত্রের লিখন ॥

। ২৪ । সূর্যশনং পাঞ্চজন্যং গদানীষুধবুর্জান্ ।

সুঘলং কৌন্তভং দ্বিজাং শ্রীবৎসং চানুপূজয়েৎ ॥

আয়ুধের পূজা শুন ক্রম বলি তার । সূর্যশন পাঞ্চজন্য গদা যে আমার ॥
ইহু ধনু হল আর কৌন্তভ মুঘল । বনমালী শ্রীবৎসেরে পূজয়ে সকল ॥

। ২৫ । নন্দং সূর্যশং গুরুভং প্রচণ্ডং চণ্ডমেব চ ।

মহাবলং বলশৈব কুরুদং কুম্ভদেবকং ॥

অষ্টদিকে পূজা করে পারিষদ গণে । নন্দ আর সুনন্দ প্রচণ্ড চণ্ড সনে ॥
কুম্ভদ কুম্ভদেবক বর্হাবল বল । বিনভা নন্দনে অগ্রে পূজয়ে কেবল ॥

২৬ । সূর্য্যং বিদ্রায়কং ব্যাসং বিশ্বকসেনং গুরুদ্বজরান্ ।

শ্বেতশ্চ হৃদৈন স্ততিস্থখান্ পূজয়েৎ প্রৌঢ়াণাদিভিঃ ।

সূর্য্যবিদ্রায়ক ব্যাস আর বিশ্বকসেন । চারিদিকে চারি জনে সমস্তে পূজেন ॥

হবন ॥ পুরুষ স্ত্রীভেদে কিবা মূল অষ্টাকরে । স্ত্রীর আহতি দিয়া
পুজয়ে আমারে ॥ বোড়শাচাঁবদামতে আহতি লইয়া । পুজন করয়ে
দেখ আমারে অর্পিয়া ॥

। ৩৮ । ধর্মাদিত্যোবখান্যায়ং মটজঃ বিশ্বিকৃতং বুধঃ ।

অভ্যর্চ্যাহ নমস্কৃত্য পার্শ্বদেভ্যাবনিং হরেৎ ॥

আহতিতে ধর্ম আদি সবারে পুজয় । বিশ্বিকৃতে বুধ সে আহতি সমপয় ॥
অগ্নি মধ্যে ভগবানে অর্চনা করিয়া । তদন্তর তাঁরে করে নমস্কার ক্রিয়া ॥
পারিষদগণে পরে বলি বিতরয় । পুজা উপহার যারে সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

। ৩৯ । মূলমন্ত্রং জপেদ্রুদ্রং স্মরণায়ণীমকং ।

মদ্বাচমনমুচ্ছেদ্যং বিশ্বকসেনায় কংপয়েৎ ॥

মূলমন্ত্র জপে নারায়ণেরে স্মরিয়া । জল সমর্পণ করে গুহাতি পড়িয়া ॥
শুন আচমন দিয়া যে রূপ করয় । নৈবেদ্যের শেষ বিশ্বকসেনেরে কল্পিয়া ॥
তাঁদের অমুজা লৈয়া আপনি ভূঞ্জিবে । অনশু এই জীব এইরূপ আচরিবে ॥

। ৪০ । সুখবাসং স্মরন্তিমতা বুলান্যমধাহর্যেৎ ।

কপূরাদি সুবাসিত ভাষুল অর্পয় । পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পরে অর্চন করয় ॥

। ৪১ । উপগায়ন্ গুণমৃত্যুন্ কর্মণ্যভিনয়মম ।

মত্কাং প্রাবয়ন্ শূণ্ শূর্ত্তং ক্ষণিকোভবেৎ ।

হরষিতে মম গুণ করায় গায়ন । আপনিহ সেই গুণ করয়ে কীর্তন ॥
নৃত্য করে সর্ব কর্ম করয়ে ক্ষুরণ । তদন্তর যাহা করে করি বিবরণ ॥
মম কথা শুনয়ে শুনায় আনন্দিত । কতরূপ আনন্দ সে কে পারে বর্ণিতে ॥
হুই দণ্ড অব্যাকুল সেই জন হয় । বৈকল্য ত্যজিয়া অবগন সে লভয় ॥

। ৪২ । তবৈকজাবটৈচ্ছোটৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি ।

স্তবন প্রসীদ ভগবদ্বিত্তি বন্দেত নশুবৎ ॥

স্তোত্র পাঠ করে পৌরাণিক প্রাকৃততে । যেইরূপ আছে শাস্ত্র আর লোক
মতে ॥ স্তব প্রসন্ন হও তুমি প্রভু ভগবান । ইহা বলি স্তুতি করে প্রণতি বিধান ॥

৪৩ । শিরোমণ্যপানয়েৎ কৃতা বাহ্য্যাক পরম্পরং ।

প্রণয়ং পাহি দামোশ জীতং মৃত্যুপ্রহারিবৎ ॥

মম পদে শির দিয়া করে প্রণিপাত । মম বাণ পদে দেয় নিজ বাণ হাত ॥

দক্ষিণ চরণে দেয় দক্ষিণ সে হাত । এইরূপে করয়ে আমার প্রণিপাত্ ॥
ভয়েতে শরণ লৈছ চরণে তোমার । মৃত্যু গ্রহসমুদ্র হইতে কর পার ॥

। ৪৪ । ইতি শেবাং ময়া মস্তাং শিরস্যাধায় সাদরং ।

উদাসয়েচ্চেন্দুবাণ্যং জ্যোতির্জ্যোতিষি তৎপুনঃ ।

এইরূপে পুনঃ পুনঃ জানায়্যা আমারে । নির্দাল্য মস্তকে ধরে অতি
সমাদরে ॥ আমি সে নির্দাল্য দিছ এই ধ্যান করি । নির্দাল্য ধারণ
করে মস্তক উপরি ॥ বিসর্জন যোগ্য হৈলে বিসর্জন করে । প্রতিমার
জ্যোতি রাখে হৃজ্যোতি তিস্তরে ॥

। ৪৫ । অর্চাদিহু যদা যত্র লক্ষা মাং তত্র চার্চয়েৎ ।

সর্বভূতেষাঅনিচ সর্ক্সান্নাহমবহিতঃ ।

যখন যেখানে মম অর্চাদি দেখয় । প্রক্ষায়ুক্ত হৈয়া তাতে আমারে পূজয় ॥
সর্বভূতে অবস্থিত দেখয়ে আমার । নিজ হৃদয়েতে আনা ভাবে সর্কদায় ॥

। ৪৬ । এবং ক্রিয়াযোগপথেঃ পুমান্ বৈদিকতাদ্রিকৈঃ ।

অর্চয়ন্তব্যতঃ সিদ্ধিং যতোবিন্দত্যতীপ্লিতাং ।

এইরূপে ক্রিয়াযোগ পথে যে পুমান্ । বৈদিক তাত্ত্বিক মতে হয় বর্তমান ॥
সে জন যে সব সিদ্ধি করে অভিপ্রায় । ইহলোকে পরলোকে আনা
হৈতে পার ॥

। ৪৭ । মনর্জাং সংপ্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্ধৃৎ ।

পুষ্পোদ্যানানি রম্যানি পূজাযাজ্ঞোৎসবালিতাম্ ।

পূজাদীনাং প্রবাহাৰ্থং মহাপর্কস্বখামহং ।

ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দৃষ্ট্বা মৎসাক্তিতামিযাত্ ।

সম্যক স্থাপন করি মম প্রতিমার । মন্দির করিয়া দেয় দৃঢ় সে আকৌর ॥
রম্য পুষ্পোদ্যান যাত্রা মহোৎসব করে । পূজাদির প্রবাহার্থে পর্কেতে
আচরে ॥ যাত্রাদি আচরে প্রেষ্ঠ সকল পর্কেতে । ভাগ্যবন্ত হৈলে নিত্য
করে বিধিমতে ॥ নানা দ্রব্যযুক্ত ক্ষেত্র করে সমর্পণ । পুর গ্রাম দোকান
করয়ে নিবেদন ॥ নানা প্রিয় দ্রব্য যেই আনা সমর্পয় । আমার সমান
আমার ঐশ্বর্য ঘটয় ॥

। ৪৮ । প্রতিষ্ঠয়া সার্বভৌমং সমম ভুবনত্রয়ং ।

পুজাদিমা ব্রহ্মলোকং ত্রিভুবৎসাম্যতামিমাং ।

আমার শ্রীমূর্তি করি প্রতিষ্ঠা যে করে । সার্বভৌম পদ আমি দেই তার
তরে ॥ বিস্ত্র অল্পসারে দেয় আমারে যে জন । তুষ্ট হয়ে তারে আমি
দেই ত্রিভুবন ॥ পুজাদি করিলে লোক ব্রহ্মলোক পায় । এই দিনে
আমার সমান ভাব পায় ॥

৪৯ । নামেব নৈরপেক্ষেন তজ্জিহোগেন-বিন্দতি ।

তজ্জিহোগং সলভতে এবং যঃ পুজয়েত মাং ।

নৈরপেক্ষ তজ্জিহোগে আমারে লভয়া আমার পূজন হৈতে তজ্জিহোগ হয় ॥

। ৫০ । যঃ স্বদভ্যং পশুর্দভ্যং হরেত সুরবিপ্রয়োঃ ।

বৃত্তিং সজায়তে বিভ্ৰুগ্ বর্ধাণামমুতামুতং ।

যীয় পর দভ্য বৃত্তি বিপ্র দেবতার । যেই ছুট জন হরে করে অবিচার ॥
অমুত অমুত বর্ষ সেইত পুণান । বিভ্রাতোগী জন্ম হয় এ কথা প্রমাণ ॥

। ৫১ । কর্তৃশ্চ সারথ্যেহেতোরনুমোদিতুরেব চ ।

কর্মণাং ভাগিনঃ প্রোত্য তুরোভুয়সি তৎ ফলং ।

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ভবসম্বাদে সপ্তবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

কর্তা যেইরূপে কর্ম ফলভাগী হয় । সহকারি সমভাগ সে রূপ লভয় ॥
প্রয়োগ করেন যিনি কর্ম করিবারে । সম কর্ম ফলভাগী জানহ তাহারে ॥
তাহে অনুমোদন করয়ে যেই জন । তিনিহ সমান কর্ম ফলভাগী হন ॥
পরলোকে গিয়া সম ফলভোগ করে । ফলভোগ হয় তার কর্ম অল্পসারে ॥
একাদশ স্কন্ধে সপ্ত বিংশতি অধ্যায় । কর্মযোগ সনাতন রচিত ভাষায় ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের আভাস ।

অষ্টাবিংশে ভূয়ঃ পূর্বে বিস্তরোণোপবর্ষিতঃ ।

জ্ঞানযোগঃ পুনশ্চানৌ সমাহৃত্য নিরূপ্যতে ॥

পূর্বেতে যে জ্ঞানযোগ বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, পুনর্বার তাহা অষ্টাবিংশাধ্যায়ে সংক্ষেপ করিয়া নিরূপণ করিতেছেন ।

শ্রীভগবানুবাচ । ১ । পরম্ভাবকর্মানি নপ্রশংসেন্ন গহয়েৎ ।

বিশ্বমেকাশ্বকং পশ্যন্ প্রকৃত্য পুরুষেন চ ॥

ভগবান বলিছেন শুনহ উক্তব । সংক্ষেপেতে জ্ঞানযোগ কহিব হে সব ॥ শান্ত আর মৃত ভেদে মম রূপ হয় । স্বভাবানুসারে তাঁরা কর্ম সে করয় ॥ সে সব কর্মের নিন্দা প্রশংসা না করি । যেহেতু এবিষদেখ সাক্ষাৎ শ্রীহরি ॥ প্রকৃতি পুরুষে বিশ্ব হয়েছে রচিত । এক আত্ম সর্ব ভূতে আছেন পুরিত ॥ অতএব কোন কর্মে না করি নিন্দন । ভাল কর্মবল্যে নাহি করয়ে বন্দন ॥

২ । পরম্ভাবকর্মানি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি ।

স আস্ত ব্রহ্মতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥

পরের স্বভাব কর্মে যে করে নিন্দন । অথবা উত্তম বল্যে করে প্রশংসন ॥ জ্ঞাননিষ্ঠা হৈতে সে পুরুষ ভ্রষ্ট হয় । যেহেতু মিথ্যায় অভিনিবেশ করয় ॥

৩ । ভৈরবে নিদ্রায়াপন্ন পিতৃস্থানকচেতনঃ ।

মায়্যাঃ প্রাণোতি মৃত্যুং বা তদ্বানার্থহৃৎ পুমান্ ॥

ইহার চুটান্ত শুম বলিব তোমায় । ইন্দ্রিয়েরা নিদ্রায় আবেশ ভাব পায় ॥ শরীরস্থ জীব তবে কেবল মনেতে । নানা স্বপ্ন রূপময় দেখয় সাক্ষাতে ॥ তাঁর পর যদি তাঁর মন পায় লয় । তবে জীব সে দশায় অচেতন হয় ॥

মৃত্যুকিবা মৃত্যুভূত্যা সুসুপ্তিরে পায় । চেতনা সমস্ত ব্যক্ত না থাকে তাহার ॥ এইরূপ ঐকান্ত্যে সিঁথি যে জন । না বুঝিয়া স্বতি নিন্দা করে অহংকণ ॥

১৪। কিং তত্রঃ কিমভ্যং বা টেষত্যাংবস্তমঃ কিং২।

বাচোদিতং তদ্ব্যতং মনসা ব্যাক্তমেব চ ।

যতঃকঃ প্রাপকঃ দেখ সত্য কভু নয় । মিথ্যার কৈ ভাল মন্দ বিচার করয় ॥
অহে দেখ অবস্তুর কিবা ভাল হয় । মিথ্যা বস্ত ভাল ইহা মনে নাহি লয় ॥
বচনে মানসে যত করহ কল্পনা । সকলি জানিহ মিথ্যা সত্য নহে নানা ॥
মরন আদির দৃষ্ট যত সব হয় । সকলি এ মিথ্যা হয় সত্য কভু নয় ॥

১৫। হায্য অত্যাচার্য্য ভাসা হসন্তোপার্ধ্যক্ষরিণঃ ।

এবং দেহান্যোভাবান্ধব্যা হুতুতাতয়ং ।

মিথ্যা দেখ প্রতিবিধে সত্য জন্ম হয় । সত্য সম প্রতি ধনি যেমত শুনয় ॥
শুক্লিতে রক্তত জ্ঞান যে রূপেতে হয় । শরীচিকা আদি যেন জন্ম সে বুঝয় ॥
এরূপে শরীর আদি যত ভাব হয় । মরণ অবধি জন্ম কভু না যুচয় ॥
জ্ঞান হৈলে শরীরাদি সব মিথ্যা দেখে । আর নাহি হুতু বল্যে ভয় তার থাকে ॥

১৬। আত্মৈব তদিনং বিশ্বং স্বক্যতে স্বকৃতি প্রভুঃ ।

জাগতে জাতি বিশ্বাঙ্গা ক্রীয়তে হরভীষরঃ ।

এইত বিশ্বেরে আত্মা করয়ে সৃজন । আপনি কৈশ্বর নিত্য করয়ে পালন ॥
অন্তে পুনঃ এ বিশ্বেরে করয়ে সংহার । আত্মা বিনা এ বিশ্বেরে অন্না নাহি আর ॥

১৭। তস্মাৎ ব্যাক্তনোহন্যাদান্যোভাবোনিরূপিতঃ ।

নিরূপিতেষং ত্রিবিধা নিহুলা ভাতিরাঅনি ।

অন্না হৈতে এ বিশ্ব নহেন নিরূপিত । আত্মরূপ হৈতে অন্না নহে কদাচিত ॥
অধ্যাত্মাদি তিন যেই দেখহ বিকার । এই আত্মা বিনা সেহ নহে অন্না আর ॥
অধ্যাত্মাদি যত দেখ নিরুপ্ত সকল । ইহার ভ্রমেতে জন্ম অত্যন্ত বিকল ॥

১৮। ইদং গুণমযং বিদ্ধি ত্রিবিধং মাযয়া কৃতং ।

অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ কেবল গুণময় । মায়ায় কল্পিত এই আনিহ নিশ্চয় ॥

১৯। এতদ্বিদ্ভাস্মমুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞানটেনপুণং ।

ন নিন্দুতি ন চ জোতি স্নোকে চরতি স্বর্গব্যবৎ ।

আমি যে कहিহু জ্ঞান সহিত বিজ্ঞান ইহাতে বিদ্বান হয় সেইন্ত পুমান ॥
সংসারে জন্মণ করে সমান তপন । কারেহ সে নাহি মিন্দে না করে স্তবনা ॥

। ১০। প্রত্যক্ষেনানুমানেন নিগমেদানুসংবিদা ।

আদ্যন্তবদসজ্জাস্তা নিঃসঙ্গোবিচরেদিহ ।

এই নিষ্ঠা জানিবার বলি ব উপায় । মিথ্যা কভু সত্য নহে বলিহু হৌঁয়ায় ॥
প্রত্যক্ষেতে দেখ ঘট আদি যত হয় । উৎপত্তি বিনাশ দুই সত্তা আছয় ॥
অনুমানে দেখ যেই সাবয়ব হয় । সে এই পৃথিবী আদি কভু সত্য নয় ॥
নিগমেহ আকাশাদি অসত্য লেখয় । স্বাভূতবে দেখ দৃশ্য সত্য কভু নয় ॥
এ কথা জানিয়া যিনি জ্ঞানবান্ হন । নিঃসঙ্গ হইয়া ইহ করেন জয়ণ ॥

ঐউদ্ধবউবাচ । ১১। নৈবাত্মনোনেদেহস্য সংসৃতি ঐক্য দৃশ্যযোগঃ ।

অনাত্মস্বদৃশোরীশ কস্য স্যাদুপলভ্যতে ॥

উদ্ধব বলেন প্রভু কর অবধান । সন্দেহ যুচায়ে ভূত্যে দেহ জ্ঞান দান ॥
আত্মার সংসার নাহি শরীরের নয় । অর্থা দৃশ্য এই দুই জানিহু নিশ্চয় ॥
দৃশ্য যিনি জড় তিনি আত্মা জানময় । সংসৃতি এ দৌহাকার কভু না ঘটয় ॥
অথচ সংসার বলি উপলভি হবে । সংসার কাহার হয় বল দেখি তবে ॥

। ১২। আত্মাব্যযোহুগুণঃ স্কন্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরনাত্মতঃ ।

অগ্নিবদাত্মবদচিদেকহঃ কস্যেহ সংসৃতিঃ ॥

আত্মা যিনি অব্যয় অগুণ শুদ্ধময় । স্বপ্রকাশ আবৃত সে কদাচিৎ নয় ॥
দেহ যিনি জড় তিনি না হন সংসারীকার হয় সংসার বুঝিতে নাহি পারি ॥
কাঠেতে অগ্নিতে যেন তেদবুদ্ধি নয় । তথাপি প্রকাশ্য প্রকাশক বুদ্ধি হয় ॥
এইরূপে দেহ আত্মা দৌহার বিচার । বুঝিতে না পারি ইহা সংসার কাহার ॥

ঐভগবানুবাচ । ১৩। যাবদেহেজ্জিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্ধিকৰ্ণণং ।

সংসারঃ ফলবাৎস্তাবদপার্থোহুপাবিবেকিনঃ ॥

ভগবান বলেন শুনহ সদাশয় । যুচাইয়া দিব ভব এইত সংশয় ॥
যাবৎ শরীর আর ইঞ্জিয় প্রাণেতে । আত্মা সেহ সম্বন্ধ করয় মোহমতে ॥
তাবৎ সংসার বলি অবিবেক বলে । অসত্য তথাপি স্কৃতি বিবেক নহিলে ॥

। ১৪। অর্থে হুবিদ্যমানেনপি সংসৃতির বিবর্ততে ।

ধ্যায়তোবিষয়ানন্য স্বপ্নেহনর্থীগমোষথা ॥

দেহাদি অসত্য তবু সংসার না যায় । যেহেতু বিষয় ধ্যান সর্বদা করয় ॥
অনুভূত অর্থ যেন দেখয়ে স্বপ্নেতে । তেন দেখি বর্তমান দেহী বিষয়েতে ॥

। ১৫ । যথাহুপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপোবদ্বনর্থভূত্ ।

সত্রবপ্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্যাণেত্ ।

নিদ্রা ভঙ্গ নাহি হয়্যে থাকয়ে যাবৎ । স্বপ্নেতে অনর্থ নানা দেখয়ে তাবৎ ॥
ঘুচয় সকল মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হৈলে । ঘুচয় সকল ভ্রম অজ্ঞান ঘুচিলে ॥

। ১৬ । শোকহর্ষভয়ক্রোধলোভমোহস্পৃহাদয়ঃ ।

অহঙ্কারস্য দৃশ্যস্তে জন্মমৃত্যুন চাত্মনঃ ।

শোক হর্ষ ভয় ক্রোধ লোভ মোহ স্পৃহা । জন্ম মৃত্যু আদি যত অহ-
ঙ্কারে ইহা ॥ আত্মার এ সব ধর্ম কদাচিত্ নয় । বিবেক বিহীন লোক
বুঝিতে নারয় ॥

। ১৭ । দেহেদ্রিয়প্রাণমনোভিমানোজীবোহন্তরাঙ্গা গুণকর্মমূর্তিঃ ।

সুত্রং মহানিত্যরূপৈব গীতঃ সংসারআধাবতি কালতন্ত্রঃ ।

দেহেদ্রিয় প্রাণ মনে করে অভিমান । দেহাদি মধ্যেতে জীব করে
অবস্থান ॥ গুণকর্মময়ী মূর্তিরূপেতে সংসারে । সুত্র মহন্তরূপে বহু নাম
ধরে ॥ ঈশ্বর অধীন হৈয়া এইত সংসারে । ধাবন করয়ে সেহ বুঝিতে
না পারে ॥

। ১৮ । অমূলমেতৎস্বরূপরূপিতং মনোবচঃ প্রাণশরীরকর্ম ।

জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেন দ্বিদ্ধামনির্মাং বিচরত্যভূষঃ ।

এইত সংসার বহু রূপেতে রূপিত । বুঝিলে ইহার মূল নাহি কদাচিত্ ॥
মন বাক্য প্রাণ দেহ কর্মরূপ হয় । সকলি অমূল এই সত্য কভু নয় ॥
গুরুর সেবায় যদি জ্ঞান অসি পায় । কাটিয়া সংসার তরু সুখেতে বেড়ায় ॥
জ্ঞান তীক্ষ্ণ অসিতে সংসার বৃক্ষ কেটে । বিষয় বাসনা তাজে না পড়ে
সঙ্কটে ॥

। ১৯ । জ্ঞানং বিবেকোনিগমস্তপশ্চ অত্যাক্ষমৈতিহুমথানুমানং ।

আদ্যন্তর্যোরস্য যদেব কেবলং কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মথ্যে ।

বিবেকের নাম জ্ঞান জানহ নিশ্চয় । ইহাতে দেখহ পাঁচ সাধন আছয় ॥
বেদ তপ স্বধর্ম ঐতিহ্য অমুমান । এই পঞ্চ সাধনেতে দৃঢ় হয় জ্ঞান ॥
জ্ঞানফল সাবধানে শুন সদাশয় । আপনা আপনি তাহা বিচার করয় ॥
এই জগতের দেখা আদ্য ছিল যেই । প্রলয় হইলে অবশেষে রহে সেই ॥
মথ্যে তেঁহ সেই নানারূপ প্রায় হয় । কাল আর কারণ যে সেই মাত্র রয় ॥

। ২০। যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাত্ত সর্বস্য হিরণ্ময়স্য ।

তদেব মধ্যে ব্যবহার্যমাণং নানাগদৈশৈরহমস্য তৎ৭ ॥

ইহার সৃষ্টান্ত বলি-শুন হে উদ্ধব। কণক কুণ্ডল আদি অলঙ্কার সব ॥
আদ্যেই স্ববর্ণ ছিল অন্তেই সে রয়। মধ্যে ব্যবহার লাগি নানারূপ হয় ॥
এরূপ বিশ্বের আমি আদ্যে মধ্যে শেষে। আমি বিনা কিছু নাহি বুঝে
বিশেষে ॥

। ২১। বিজ্ঞানমেতদ্রব্যবহুমলগুণত্রয়ং কারণকার্য্যকর্তৃ ।

সম্মুখেন ব্যতিরেকতস্ত যেনৈব তুর্য্যেণ তদেব সত্যং ॥

জাগ্রত স্বপন আদি স্রষ্টৃগুণি যে হয়। ইহার কারণ মন জানিহ নিশ্চয় ॥
দিন অবস্থার হেতু যেই গুণত্রয়। অধ্যাত্মাদি যত তিনরূপে সৃষ্টি হয় ॥
এ সকল তুরীয়ের সমন্বয় হৈতে। কিন্তু প্রকাশিত নানা ব্যাপার করিতে ॥
সমাধি কালেতে যিনি ব্যতিরেক রন। তিনি মাত্র সত্য ইথে সংসারে
কারণ ॥

। ২২। নহৎ পুরস্তাদুভয়মপশ্চান্মধ্যেচ তদ্রব্যপদেশমাত্রং ।

ভূতং প্রসিদ্ধঞ্চ পরেণ যদ্ব্যক্তদেব তৎস্যাদিতি মে মনীষা ॥

স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে যেই দুইরূপ হয়। সৃষ্টির পূর্বেতে তাহা কভু না থাকয় ॥
প্রলয়ের কালে দুই না থাকে পশ্চাতে। সৃষ্টি কালে প্রকাশিত হয়
অনিশ্চিত ॥ ব্যবহার লাগি তাহা হয়ত কল্পিত। কারণ হইতে সেহ হয়
প্রকাশিত ॥ স্বপ্রকাশ কারণ স্বরূপ ভগবান। মিথ্যা সত্য হয় তাঁর
হৈলে অধিষ্ঠান ॥ নামরূপ অগ্রেতে আছিল কদাচিত ॥ পশ্চাতে প্রলয়ে
নাহি হয়ত বিদিত ॥ মধ্যেতে প্রসিদ্ধ যেই হয় ভূতগণ। কারণ সম্বন্ধে
ব্যবহার যোগ্য হন ॥ নামরূপে কারণ সম্বন্ধ যদি নয়। কদাচিত কেহ
ব্যবহার না করয় ॥ যাঁদের প্রকাশ হৈল কারণ হইতে। কারণ হইতে
ভিন্ন নয় কদাচিত ॥ আমার এ বুদ্ধি হয় কহিছ তোমারে। নানা জনে
নানা কয় কে তাহা বিচারে ॥

। ২৩। অবিদ্যামানোহপ্যবভাসদ্য যো বৈকারিকোরা জসমগঃ ৭ ॥

ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতিরতোহযভাতি ব্রহ্মজিয়ার্থাঙ্কবিকারচিত্রং ॥

‘সৃষ্টির কারণ দেখে যতক বিকার। রজোগুণ হৈতে ব্রহ্মাধরিলা আকার ॥

যদ্যপি বিকার সব নহে বিদ্যমান । ব্রহ্মযোগ সত্য সম প্রকাশ কে পান ॥
ব্রহ্ম যিনি ভিনি জ্ঞান স্বয়ং জ্যোতির্ময় । কার্যের স্বরূপ সেই কারণ সে
হয় ॥ কার্যরূপে-তিনি ব্রহ্ম দশেন্দ্রিয় হন । অধিষ্ঠাতা রূপে তাহে হন
দেবগণ ॥ মনোরূপ হৈয়া তাহে প্রবৃত্ত করান । উন্মাদ সে পঞ্চ ভূত সেই
ভগবান ॥ বিচিত্র সংসার যেই দেখহ উদ্ধব । নিশ্চয় করিয়া বুঝ ব্রহ্ম
রূপ সব ॥

। ২৪ । এবং স্কটং ব্রহ্মবিবেকহেতুভিঃ পর্যাপবাদেন বিশাবদেন ।

হিত্বান্নসন্দেহমুপারমেত স্তানন্দভূতৌহখিলবাস্তবভ্যঃ ॥

বেদ তপ প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য অমুখ্যানে । ব্রহ্মের বিবেক হেতু এই চারি বিনে ॥
বেদ তপ উপদেশ প্রত্যক্ষ অমুখ্যানে । ব্রহ্মের বিবেক হেতু স্কট এবিধান ॥
নিপুণ গুরুর স্থানে পায়্যা উপদেশ । দেহাদিতে আত্ম জ্ঞান ত্যজে সবিশেষ ॥
আত্মাতে সন্দেহ কাটে জ্ঞান বিবেকেতে । নিঃশঙ্ক হইয়া ভ্রমে পবন
সুখেতে ॥

। ২৫ । নান্না বপুঃপার্শ্বমিচ্ছিয়ানি দেবান্নস্বর্বাযুজলং হতাশঃ ।

মনোহরমাত্রং বিষ্ণোচসত্ত্বমহকৃতিঃ খং ক্রিতিরর্থান্যং ॥

এই কলেবর দেখে আত্মা ইনি নন । কেবল পার্শ্ব ইনি ঘট সম হন ॥
ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতা দেবগণ । সত্ত্ব বুদ্ধি অহঙ্কার আর প্রাণ মন ॥
এ সব নহেন আত্মা বুঝ নিশ্চয় । পৃথিব্যাদি সকল জ্ঞানিহ অন্তরয় ॥
বায়ু জল হতাশন অপর আকাশ । পৃথিব্যাদি নন আত্মা মায়া বিলাস ॥
শব্দ আদি পঞ্চ যেহ সেই আত্মা নয় । জড় হেতু এই সব আত্মা নাহি হয় ॥

। ২৬ । সমাহিতৈঃ কঃ বরগৈশ্চনাশ্চতিগুণৈঃ সবেষ্যং স্তববিজ্ঞাঘাঘঃ ।

বিক্ৰিপ্যমটনরুতকিন্দুদৃশ্যং ঘটনরূপেতৈর্নিগণ্ডৈরবেঃ কিং ॥

এ রূপেতে যে হয় বিবেক জ্ঞানবান । মুক্ত বলি তাহারে করিহ অমুখ্যানে ॥
পরম আনন্দে মুক্ত জন বিহরয় । ইন্দ্রিয়েয়া তাঁর দোষ গুণ না করয় ॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন কিবা মেঘ না থাকয় । রবির ইহাতে যেন গুণ দোষ নয় ॥

। ২৭ । যথা নভোবাযুনলাবুভুগুণৈর্গতাগতৈর্জড়ৈর্গুণৈর্নসজ্জতে ।

তথাকরং সত্ত্বরজস্তমোমলৈরহমভেঃ সংসৃতিহেতুভিঃ পরং ॥

দেখ যদি কোন সজ্জ মুক্ত জনে হয় । দোষ গুণ তাঁর কিছু করিতে নাবয় ॥
শুনহে উদ্ধব ইথে দৃষ্টান্ত আকাশ । পবনাদি গুণ তারা না করে আঘাস ॥

স্পর্শন দহন আর ক্লেদন ধূসর । ইহাতে বাধিত যেন না হয় অধর ॥
 তেন অহমের পর পরব্রহ্ম যিনি । সত্ত্ব রজস্তমো গুণে যুক্ত নন তিনি ॥
 সংসারের হেতু সত্ত্ব গুণ আদি যিনি । তাহাতে পরম ব্রহ্ম যুক্ত নাহি গনি ॥
 । ২৮ । তথাপি সজ্ঞঃ পরিবর্তনীয়োগুণেষু মাযারচিতেষু তাবৎ ।

মহক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবজ্জ্ঞে নিরসেত্য মনঃ কষাঘঃ ॥

যদ্যপি জ্ঞানিরে সজ্ঞ বাধা না করয় । তথাপি বিষয় সজ্ঞ সজ্জনে ত্যজয় ॥
 বিষয়ানুরাগ যেই মনের কষায় । ভক্তিযোগে যাবত সে নাশ নাহি পায় ॥
 তাবৎ বিষয় সজ্ঞ জানী না করয় । বিষয়ের সজ্ঞ হৈলে বিপত্তি ঘটায় ॥

। ২৯ । যথাগম্যোহ সাধুচিকিত্তিতো নৃণাং পুনঃ পুনঃ সমুদতি প্ররোহন ।

এবং মনোহ পককষায়কর্ম কুযোগিনং বিধ্যতিসর্বসঙ্গং ॥

যেন রোগ বিবিমতে চিকিৎসিত নয় । পুনঃ পুনঃ সমুদতি প্ররোহন ॥
 তেন মন রাগাদিতে বাধিত থাকিলে । কুযোগিরে অংশ করে আপনার
 বলে ॥ ভক্তিযোগে যাবত মানস বশ নয় । তাবৎ বিষয় সজ্ঞ সজ্জনে ত্যজয় ॥

। ৩০ । কুযোগিনোযে বিহিতাভ্যাসৈর্মুন্মথ্যভূতৈশ্চিন্নশোপমুঠৈঃ ।

তে ঐক্যনাভ্যাসবলেন ভূয়ো যুক্তস্তি যোগং নতু কর্মভজ্ঞং ॥

কুযোগির যোগ বিনাশিতে দেবগণ । তার বন্ধুবর্গ জন করয়ে প্রেরণ ॥
 তার শিষ্য আদি জন প্রেরণ করিয়া । যোগ হৈতে জয় করে ছল আচরিয়া ॥
 সেই যোগী জন পুনঃ অভ্যাস বলেতে । যোগাভ্যাস করে নাহি চলে
 কর্ম পথে ॥

। ৩১ । কবোতিকর্ম ক্রিয়তে চ জন্তঃ কেনাপ্যমৌ চোদিতআনিপাতাৎ ।

ন তত্র বিদ্বান প্রকৃতৌ স্থিতোপি নিবৃত্তভৃক্ষঃ স্বস্থখানুভূত্যা ॥

বিদ্বান হইতে যেই অন্য দেহি গণ । পূর্ব কর্মবশে করে কর্ম আচরণ ॥
 দেহ পুষ্টি আদি জন্য ভোজনাদি করে । সে কর্ম বিকারে পুনঃ জন্ময়ে
 সংসারে ॥ পূর্ব সংস্কার বশে এসব আচরে । যাবত উভয় দেহ ত্যাগ
 নাহি করে ॥ বিদ্বান যদ্যপি দেহ করয়ে ধারণ । দেহেতে আসক্তি নাহি
 থাকে কদাচন ॥ সমস্ত বিষয় তৃষ্ণা না থাকে তাহার । ব্রহ্মানন্দ অমু-
 ভবে ত্যজেন ব্যাপারি ॥ অহঙ্কার বিষাদ হর্ষ আদি সে গ্রহিত । ভাসবার
 সংসার না হয় কদাচিৎ ॥

। ৩২ । তিষ্ঠত্বমাসীনমুত ব্রহ্মস্বং শয়ানমুজ্জ্বলমদমমঃ ।

স্বভাবমন্যং কিমপীহমানআত্মানমান্নাহমভির্ন বেদঃ ।

জ্ঞানী যিনি আত্মায় তঁহার হয় গতি । দেহে দেহঅভিমান না থাকে
সংপ্রতি ॥ বসিয়া থাকেন কিম্বা দাণ্ডাইয়া রণ । গমন করেন কিম্বা ক-
রেন শয়ন । মল মুত্র ত্যাগ হয় তাহে নাহি মন । যদৃচ্ছায় গেলো অম
করেন ভোজন ॥ ভাল মন্দ যে কিছু দেখেন নয়নেতে । দেখিলাম বলি
জ্ঞান না থাকে ভ্রাহাতে ॥ কেহ বা চন্দন আনি শিরেতে লেপয় । শরী-
রের ইত্যাদি অনেক চেষ্টা হয় ॥ কোনহ বিষয়ে নাহি থাকে অভিমান ।
আত্ম অমৃতবে সদা স্থখেতে রেড়ান ॥

। ৩৩ । যদি অ পশ্যত্যসদিস্মিয়ার্থজনানানুমানেন বিরুদ্ধমন্যং ।

ন মন্যতে বস্তুতয়া মনীষী স্বাধঃ স্বধোখ্যতিরোদধানং ॥

যদ্যপি দেখেন অসদিস্মিয় বিষয় । বস্তুবুদ্ধি তাহাতে জানিরা না করয় ॥
নানাবিধ এই সব সত্য কভু নয় । স্বপ্নের সমান ইহা মিথ্যাই সে হয় ॥
এইরূপ অমুখানে বাধিত করয় । আত্ম ভিন্ন বস্তু বুদ্ধি নাহি আচরয় ॥
ইহার দৃষ্টান্ত বলি শুন সদাশয় । স্বপ্নে যেন সত্য সগ দেখিতে থাকয় ॥
নিদ্রা ভঞ্জে সেই সব ক্ষুরেয়ে সংস্কারে । আপনা হইতে যায় না থাকে
ভৎপরে ॥ অতএব মিথ্যা হয় স্বপ্নের বিষয় । কভু সত্য নহে সেহ জানহ
নিশ্চয় ॥ এইরূপ অসং ইন্দ্রিয় বিষয়েতে । জ্ঞানী বস্তু বুদ্ধি নাহি করে
কদাচিত্তে ॥

। ৩৪ । পূৰ্ব্বং গৃহীতং গুণকর্ম্মচিহ্নমজ্ঞানমান্নান্যবিভক্তমক ।

নিবর্ততে তৎ পুনরীকৃত্যৈব ন গৃহ্যতে নাপি বিন্ধ্যজ্য আত্মা ॥

যত দিন বুদ্ধাবস্থা আত্মার আছিল । তত দিন দেহাদিতে আসক্তি করিল ॥
মিথ্যা বলে দেহাদিরে না করে বিচার । অজ্ঞানেতে সত্য সম করে ব্যব-
হার ॥ মুক্তাবস্থা হৈলে পুনঃ অজ্ঞান যুচয় । স্বপ্ন সম দেহ আদি সকল
দেখয় ॥ আত্মার বিকার কোন অবস্থাতে নাই । সকলে অলিপ্ত আত্মা
নির্মল সদাই ॥

। ৩৫ । যথাহি ভানোরুদ্ধয়েনৃচক্ষুষাং তমোনিহন্যাত্তমসধিতে ।

এবং সনীক্সানিপুণাসতীথে হন্যাত্তমিসং পুরুষস্য দ্রুক্ষেঃ ॥

যটাদি সকল দ্রব্য ঘরেতে থাকয় । অন্ধকার হেতু চক্ষে কেহ না দেখয় ॥

স্বর্ঘ্যের উদয় হইলে অন্ধকার নাশে। যটাদি সকল দ্রব্য দেখে অনায়াসে ॥
ভেন মম আত্মবিদ্যা হইলে প্রকাশ। পুরুষের বুদ্ধিতম করয়ে বিনাশ ॥
মম আত্মবিদ্যা যদি নিপুণ হইল। তবে পুরুষের বুদ্ধি তমো না রহিল ॥
পুরুষের বুদ্ধি যদি নির্মল হইল। সূত্রকাশরূপে তবে আত্মারে দেখিল ॥

। ৩৩। এবশ্বয়ং জ্যোতিরজোহ প্রমেয়োমহানুভূতিঃ সকলানুভূতিঃ ।

একোষিতিয়োবচসাং বিরামেষেনেষিতাবাগসবচ্চরন্তি ॥

এই আত্মা স্বয়ংজ্যোতি-জন্ম সে বিহীন। অপ্রমেয়ঃ মহা অল্পভূতিতে
প্রবীণ ॥ অল্পভব করিছেন সকল বিষয়। কোথায় নহেন লিপ্ত নির্মিকার
ময় ॥ অদ্বিতীয় এক তিনি পরিপূর্ণ কাম। বাক্য সব যাহা হৈতে পাইল
বিরাম ॥ যা হৈতে প্রেরিত হয় বাক্য আর প্রাণ। নিজ ব্যাপারেতে তিনি
হন সাবধান ॥

। ৩৭। এতাবানাক্সসম্মোহোষধিকপ্পস্ত কেবলে ।

আত্মন্যুতে অমান্নান্নমবলম্বোনযস্য হি ॥

শুনহ উদ্ধব বড় গোহ মনে এই। কেবল আত্মায় ভেদ আরোপয় ঘেই ॥
আত্মা বিনা সে ভেদের অবলম্ব নাই। শুক্তি বিনা রক্ততের ভ্রম নাহি পাই ॥

। ৩৮। যদ্যমাকৃতিভির্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণমবধিতং ।

ব্যবর্ণমাপ্যর্থবাদোহুয়ং স্বয়ং পণ্ডিতমানিনাং ॥

নাম রূপ ধরে পঞ্চভূত কলেবর। দ্বৈত আর যত দেখে প্রপঞ্চ বিস্তর ॥
সত্য বলি ইহারে যে করে সমাধান। তার মুখ করে দেহে পণ্ডিতাভিমান ॥

। ৩৯। যোগিনোহুপকৃষোগস্য মুঞ্জতঃ কায়উষিতৈঃ ।

উপসর্গবিহ্ন্যেত তত্রায়ং বিহিতোবিধিঃ ॥

অপক যোগিরা যোগ সাধে অকপটে। তামবার দেহে যদি উপদ্রব ঘটে ॥
তার প্রতীকার এই শুনহে উদ্ধব। বিবরিয়া কহি আমি বিহিত দেসব ॥

। ৪০। যোগধারণয়া কাংশ্চিদাসনৈর্দধারণাধিতৈঃ ।

তপোমজ্জোষধৈঃ কাংশ্চিদুপসর্গান্ বিনির্দহেৎ ॥

যোগের ধারণে নাশে উপদ্রব সব। প্রকাশে তাহার জ্ঞান যোগ সে বিভব ॥
আসন করিয়া দৃঢ় প্রাণায়াম সাধে। তবে তার দেহে নাকি রোগ আদি
বাধে ॥ তপ করে কিবা মন্ত্র ঔষধকরয়। তবে তার দেহে হৈতে রোগাদি
ঘুচয় ॥

। ৪১ । কাংশ্চিৎপুমানুধ্যানেন নামসংকীর্ণাদিভিঃ ।

যোগেশ্বরানুভূত্যা বা হন্যাদম্বতদান্ শটনঃ ॥

অথবা আমায়ে ধ্যান সত্তত করয়। তাহাতে কামাদি রোগ সকল যুচয়।
নাম সংকীর্ণ আদি করে আচরণ। তাতে উপদ্রব তার হয়ত খণ্ডন ॥
কিবা যোগেশ্বরেরে স্বরয়ে অম্বক্ষণ। ক্রমে দম্বমান আদি করয়ে খণ্ডন ॥

। ৪২ । কেচিদেহমিমং ধীরাঃ স্মৃকপ্পং বয়সি স্থিবেং ।

বিধায বিবিধোপাটয় রথোযুক্তভিঃ সিন্ধবে ॥

কোনকোনযোগিরা সাধনে হয় ধীর। নানা উপায়েতে দৃঢ় করেন শরীর।
জরাবস্থা নহে দেহে সাধনের বলে। চিরদিন যুবাভাবে থাকেন কুশলে ॥
তাঁরা অন্য সিদ্ধি জন্য আমায়ে ভজেন। জ্ঞাননিষ্ঠারূপ যোগ সকলে
তাজেন ॥

। ৪৩ । নহিতৎকুশলানুভূতং নচাযাসৌ হুপার্থকঃ ।

অস্তরভাস্তরীরস্য ফলস্যেব বনস্পতেঃ ॥

জ্ঞানবান্ ইথে নাহি করেন আদর। নশ্বর দেখেন তাঁরা এই কলেবর ॥
অবশ্য কালের বসে দেহ হয় নাশ। এ দেহ নিমিত্ত বৃথা করয়ে প্রয়াস ॥
বৃক্ষের ফলের সগ এই কলেবর। জন্ম হয়্যা খসে পুনঃ নহে স্থিরতর ॥

। ৪৪ । যোগং নিষেবতোনিত্যং কাংশ্চৈৎ কপ্পেভামিযাং ।

তদ্ভুদধ্যাদমতিমান যোগস্থৎস্বকৃত্য মহপরঃ ॥

যোগ সেবা অবিরত করিতে করিতে। কায় যদি সিদ্ধ হয় আপনার মতে ॥
যোগ ভাজি সিদ্ধ দেহে নাহি সমাদরে। আমার সেবায় চিত্ত থাকয়ে
তৎপরে ॥

। ৪৫ । যোগচর্য্যামিমাং যোগী বিচরন্মদগাশ্রয়ঃ ।

নাস্তরাষ্টবিহ্নেন্যত নিঃস্পৃহঃ স্বল্পগান্ধুঃ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে পরমার্থ নির্ণয়ো হৃষ্টাবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ॥
এই যোগচর্য্য যোগী করে আচরণ। ভক্তিযোগে নাহি ত্যজে আমাব চরণ ॥
সে যোগির যোগ বিষয় কেহ না করয়। নিঃস্পৃহ হইয়া স্বপ্নে সদা বিহরয় ॥
একাদশ স্কন্ধে অষ্টাবিংশতি অধ্যায়। পরমাত্মা নিরূপণ রচিল ভাষায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে মন করি আরোপিত। সনাতন বিরচিল ভাগবত গীত ॥

উনত্রিংশ অধ্যায়ের আভাস ।

উনত্রিংশে তু যঃ পূৰ্বে বিস্তরেণ নিরূপিতঃ ।

তত্ত্বিযোগন্তমেবাহ স্বভক্তায় সমাসতঃ ॥

পূৰ্বে যে তত্ত্বিযোগ -বিস্তার করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন তাহাই উনত্রিংশাধ্যায়ে স্বভক্তের নিমিত্তে সংক্ষেপে কহিতেছেন ॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ । ১ । সুদুশ্চরানিমাংসন্যে হোগচর্য্যামনাঅনঃ ।

যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যন্ত্যেনে ক্রহঞ্জসাত্যুত ॥

উদ্ধব বলেন প্রভু কর অবধান । বড়ই দুষ্কর দেখি যোগের বিধান ॥
যাহার বশেতে মন নাহি কদাচিত্ । তাহারে কি রূপে যোগ হইবে বিদিত্ ॥
এমন উপায় তুমি বল মহাশয় । অনায়াসে জীব যাহে সংসার তরয় ॥

। ২ । প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তোযোগিনোমনঃ ।

বিষীদন্ত্যসমাধানান্ননোনিগ্রহকর্ণিতাঃ ॥

নিবেদন করি শুন কমললোচন । যে যোগিরা যোগ নিত্য করেন সাধন ॥
না পারেন মনেরে করিতে সমাধান । প্রায় বুঝি যোগি গণ বড় ক্লেশ পান ॥
মনের নিগ্রহে চেষ্টা কোনরূপে করে । ক্লেশ পায়্যা মগ্ন হন শ্রমের
পাথারে ॥

। ৩ । যথাত আনন্দঘনং পদাযুক্তং হংসাঃ শরীরব্রবিন্দলোচন ।

সুখং নুবিশেষ্বর যোগকর্ম্মভি স্তম্ভাষযানী বিহতানমানিনঃ ॥

অতএব অহে প্রভু বিশেষ্বরেশ্বর । অরবিন্দনেত্র অহে শ্যাম কলেবর ॥
সারানার বিবেকে চতুর যাঁরা হন । আশ্রয় করেন সুখে তোমার চরণ ॥
এ বিষয়ে অহে প্রভু সন্দেহ না হয় । নিশ্চয় তোমার পদ করয়ে আশ্রয় ॥
যে পদ আশ্রয় কৈলে মহানন্দ হয় । তব মায়া তাঁসঘারে কতু না বাধয় ॥
যোগী কর্ম্মী বল্যে যারা করে অভিমান । যোগক্রিয়া করিতে সতত সাবধান ॥
মনেরে রাখিতে নারে আপন বশেতে । অতএব নাহি পারে সংসার তরিতে ॥

। ৪। কিং চিত্রমচ্যুতং তবৈভদ্রশেষবকো দাসেঘনন্যশরণেণু যদাভ্যাসাৎ ।

যোরোচয়ৎ সহ যুগেঃ স্বয়মীশ্বরাণাং শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ ।

যাঁরা নিত্য তব পদ করেন আশ্রয়। তাঁদের আভ্যাসং করা তব চিত্র নয়॥
দেখ নন্দ গোপী আর বলি প্রভুতিরে। আভ্যাসং করিয়াছ এসব ভঞ্জে॥
অস্ত্রাস্ত্র শরণ দাসে কর আপনার। সংসার তরিতে কিবা চিত্র তাঁসবার॥
অচ্যুত যেহেতু তুমি রাম অবতারে। সন্ধ্যাতাব কৈলে প্রীতে ঝঙ্ক বানরেরে॥
ব্রহ্মা আদি দেব শ্রীমৎকিরীট অগ্রেণ্ডে। যাহারহ পদপীঠ পীড়েন সভাতে॥
হেন প্রভু হৈয়ো হও ভক্তের অধীন। ভক্তের লাগিয়া ব্যগ্র থাক অমুদীন॥
অশেষের বন্ধু অহে শ্রীযত্ননন্দন। নিরন্তর তব রূপে থাকুক নয়ন ॥

। ৫। তৎ স্মারিতাভ্যদয়িতেশ্বরমাণ্ডিতানাং সর্কার্ধদং স্বকৃতবিবিস্বজ্ঞেত কোহনু ।

কোবা ভজ্ঞেৎ কিমপি বিন্মৃতযেনু ভূতৈঃ কিং বা ভবেন্ন তব পাদদ্বজ্জোজ্বলাং নমঃ

অখিল জীবের আত্মা তুমি প্রিয়তর। আশ্রিতে সর্কার্ধ দাতা সবার ঈশ্বর॥
হেন তুমি তোমারে ছাড়িয়া কোন জন। আপনার শুভ ত্যজে হয় বিচক্ষণ॥
বলি প্রভুতিতে উপকার মনে কর্যো। হেন কে আছে যে ইহ সেবে স্বর্গাদিরে॥
ইন্দ্রিয়ের স্মৃথ লাগি হেন কোন জন। তোমারে ত্যজিয়া করে স্বর্গাদি
ভজন ॥ হেন প্রভু ত্যজিয়া যে অন্তরে ভজিল। সংসার সমুদ্রে সেই
ডুবিয়া রহিল ॥

। ৬। নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়ন্তবেশং ব্রহ্মানুঘোহপি কৃতমুকমুদঃ স্মরন্তঃ ।

যোহন্তর্ক্সহিস্তনুভ্রাতামশুভং বিধুষ্মাচার্য্যচৈত্যবপুষা অগতিং ব্যনজি ॥

তুমি প্রভু জীবের যে কর উপকার। ইহা শুধিবারে আছে যোগ্যতা কাহার॥
বিধাতার আয়ু যদি পুরুষ লভয়। তথাপি তোমার গুণ শোধিত না হয় ॥
যে তুমি বাহিরে গুরু স্বরূপ হইয়া। জীবেরে উদ্ধার কর জ্ঞান জন্মাইয়া॥
অন্তর্যামি রূপে পুনঃ হৃদয়ে থাকিয়া। বিষয় বাসনা সব দেও ঘূচাইয়া ॥
নিজ রূপ দেহ তুমি ইহিয়া ভঞ্জে। বল এই উপকার কে শুধিতে পারে॥
তব কৃত উপকার করিয়া স্মরণ। প্রত্যুপকারেতে নাকি সে হয় ভাজন ॥
পরম আনন্দ পায় সেই সব জন। সে আনন্দে মগ্ন হয়। রহে অমুকণ ॥
শ্রীশুকউবাচ । ৭। ইত্যুক্তবেনাত্যনুরক্তেষুতসা পৃষ্ঠোজগত্ ক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ ।

গৃহীতমুর্তিত্রয়ঈশ্বরেশ্বরে জগাদ সশ্রেয়মমনোহরশিতঃ ॥

শ্রীশুক বলেন শুন রাজা পরীক্ষিৎ। উদ্ধব এ রূপে যদি করিল বিদিত ॥

কৃষ্ণের চরণে যার অলুচাণ মনে। সে উদ্ধর ক্রিষ্ণামিতা শ্রীযদ্বন্দনে ॥
 এইত জগৎ যার ক্রীড়োপকরণ। যিনি মুক্তি স্বশক্তিতে যে কৈল ধারণ ॥
 যেই প্রভু যত কৈশরের যে কৈশর। কৈশর হারিয়া দিতেছেন প্রভাতর ॥
 সশ্রেণ হাশ্রুতে মন করিয়া হরণ। উদ্ধরের প্রতি কন দেবকীনন্দন ॥

শ্রীভগবানুবাচ ৷ ৮ ৷ হস্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্যান্ সূমঙ্গলান্।

যান্ অক্ষয়চরিত্বর্তো। যত্নাৎ জয়তি দুর্জয়ং ॥

বলিছেন ভগবান শুনহে উদ্ধর। যে ধর্মেতে উদ্ধার পামেন প্রাণি সব ॥
 বড়ই আনন্দ ইথে পাইবে হে কুমি। সূমঙ্গল ধর্ম সব শুন কহি আমি ॥
 সূমঙ্গল সেই ধর্ম জানিহ আমার। বিবরিয়া বলি তাহা অশ্রেতে তোমার ॥
 প্রকায় যেসব ধর্ম কৈলে আচরণ। দুর্জয় সংসার জিনে গত্য এ বচন ॥

। ৯ ৷ কুর্য্যাৎ সর্কানি কর্ম্মানি মদর্থাৎ শনৈকৈঃ স্রবন্।

ময্যর্পিভমনশ্চিতো। মন্তর্মাশ্রমনোরতিঃ ॥

দৈবিক পৈতৃক আদি যত কর্ম গণ। আমার প্রীতের লাগি করে আচরণ ॥
 আমাকে স্রবণ কর্যে ধর্ম আচরয়। ক্রমেতে করেন কর্ম জন্ম নাহি হয় ॥
 আমাতে অর্পণ করে মন আর চিত্ত। মম ধর্মে চিত্ত গনো রতি হয় নিত্য ॥

। ১০ ৷ দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মন্তকৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।

দেবাস্ত্রমনুষ্যেযু মন্তজ্ঞাচরিতানিচ ॥

মন ভক্ত সাধু গণ থাকে যেই দেশে। সে দেশে নিবাস করে মনের হরিষে ॥
 দেবতা অস্তুর আর মনুষ্য মধ্যেতে। যেই যেই ভক্ত মম আছেন ইহাতে ॥
 তারা যেই যেই ধর্ম করে আচরণে। সেই সেই ধর্ম করে আনন্দিত মনে ॥

। ১১ ৷ পৃথকসত্রৈণ বা মন্তুং পর্জ্বাত্রাহোৎসবান্।

কারয়েচ্ছত্যাগীতান্যৈ মহারাজবিভূতিভিঃ ॥

আমার পর্ষেতে যাত্রা মহোৎসব করে। পৃথক পৃথক কিবা একত্র আচরো ॥
 গীত নৃত্য করে মহারাজ বিভূতিতে। পরম আনন্দ ভক্তি শ্রদ্ধা সমন্বিতে ॥

। ১২ ৷ মামেব সর্কভূতেষু বহিরন্তরপাত্তং।

ঈক্ষেতাশ্চানি চাত্মানং যথাধর্মমলাশয়ঃ ॥

গগন সমান আমি সকল ভূতেতে। পরিশূর্ণ ব্যাপিয়াছি বাহ্য আন্তরেতে ॥
 এইরূপে সর্ব ভূতে আর আপনাতে। শুদ্ধ মনে আমি দেখে আত্মা সে
 রূপেতে ॥

। ১৩ । ইতি সৰ্গানি ভুতানি মদ্ভাবেন মহাদুঃখে ।

সভাক্ষয়স্যন্যামো জ্ঞানং কেবলমগ্রিতঃ ।

অতি প্রাক হও তুনি বুকহ সকল । শ্বির হয়। শুন অহে না হও চক্ষুস ॥
উজ্জ্বলে সৰ্গ ভূতে আমার ভাবেতে। সভাজন করে নিত্য জ্ঞান আশ্রয়েতে ॥

। ১৪ । ব্রাহ্মণে পুঙ্কসে ভেনে ব্রহ্মণ্যহর্কে ক্ষুলিককে ।

অক্রুরে ক্রুরকে টৈব সমদৃক্ পণ্ডিতোমতঃ ।

ব্রাহ্মণে চণ্ডালে'যেহ দেখয়ে সমান । ব্রহ্মস্ব হরক আর বিপ্রের দেয় দান ॥
এদুই জীবেতে যেহ দেখে সমভাবে । অর্কে আর ক্ষুলি:জ্ঞতে সম দেখেযবে ॥
খল অখলেতে যেই সমান দেখয় । তারে সে পণ্ডিত বলি শুন সদাশয় ॥

। ১৫ । নরেশভীক্ষং মদ্ভাবং পুংসোভাবয়েত হি চিরাত্ ।

স্পর্গানুদ্যতিরক্ষাবাঃ সাহকারাবিষত্ত্বিহি ।

উত্তম মধ্যম হীন নরের শরীরে । আমার ভাবেতে পুজা করে বারম্বারে ॥
হেন যে পুরুষ তার ঘুচে অহঙ্কার । স্পর্জা স্পৃহা ঘুচে আর ঘুচে তিরস্কার ॥
এই সব শীঘ্রতার ঘুচে যায় দূরে । বিবরিয়া কহিলাম নিশ্চয় হোনারে ॥

। ১৬ । বিশ্বজ্য অয়মানান্ স্বাদ'দুশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীং ।

প্রণমেদ্রবতুর্মাথাংচাণালগোধরং ।

কুকুর চণ্ডাল আদি শরীর মধ্যেতে । আত্মারূপে ব্যাগিয়াছে সকল ভূতেতে ॥
ভূমিতে পড়িয়া নিত্য দণ্ডবৎ করে । একথা কহিতে লজ্জা ছাড়য়ে শরীরে ॥
উপহাস করে যারা ত্যজে ভাসবারে । আত্মীয় যে সখা গণ তাহে না
আদরে ॥ আমি উচ্চ অণু নীচ জ্ঞান না করয় । সৰ্ব্ব ঘণ্টে পরিপূর্ণ
আমারে দেখয় ॥

। ১৭ । যাবৎ সর্বৈষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে ।

তাবদেবমুপাসীত বাজ্ঞানঃ কারবৃত্তিভিঃ ।

সর্বভূতে যাবৎ আমার ভাব নয় । তারৎ আমার সেবা সাধন করয় ॥
কায় মনো বচনেতে করয়ে সেবন । সাধুসঙ্গ নাহি ছাড়ে সাধন কারণ ॥

। ১৮ । সর্বং ব্রহ্মজ্ঞকং তস্য বিদ্যায়া কামনীষয়া ।

পরিপশ্যতু পরমেত্ সর্বভোগভুজসংশয়ঃ ।

কায়মনোবাক্যে সেহ সকল ভূতেতে । পরিপূর্ণ আমারে দেখয় আনন্দিতে ॥

আপনার বুদ্ধি হৈতে আশ্ব বিদ্যা বলে। আশ্বারে দেখয় নিত্য এভূত সকলে।
সকল বিষয়ে তার ঘুচেয়ে সংশয়। পুনরপি সংসার চক্রেতে না পড়য় ॥

। ১১। অয়ং হিসৰ্ককম্পানং সন্নীচীনোমতোমম ।

মদ্ভাবঃ সৰ্কভূতেষু মনোবাক্যবৃত্তিভিঃ ।

যোগ আদি যত কল্প দেখেছি সংপ্রতি। তন্মধ্যে প্রথ কল্প এ সমীচীন
অতি ॥ কায়মনোবাক্যে দেখে সকল ভূতেতে। আমার ভাবনা করে
শ্রীকৃষ্ণ রূপেতে ॥

। ২০। নহ্মনোপক্রমে ধ্বংসো মক্ষ্মস্যোক্ষবাণুপি ।

ময়া ব্যবসিতঃ সম্যচ্ছিত্ত্বগদ্বাদনাশিষঃ ।

নিষ্কাম আমার ধৰ্ম্ম যে পর্য্যন্ত হয়। শুনহে, তাহার ধ্বংস কভু না ঘটয়।
আমি ইহা সম্যক্ সে করেছি নিশ্চয়। নিগুণ কারণ তারে বিয় না বাধয় ॥

। ২১। যোহোমরি পরে ধৰ্ম্মঃ কপ্তে নিষ্কলায় চেৎ ।

তদায়ামোনিরর্থঃ স্যাঙ্কিয়াদেদিব সত্তম ।

যেন ভয় আদি হেতু করে আচরণ। ক্রন্দনাদি ক্লেশ গলায়ন অনশন ॥
তেন ব্যর্থ যেই যেই লৌকিক আয়াস। সকল অর্পণ করে ছেড়ে ফলে আশ ॥
শ্রেষ্ঠ আমি যদ্যপি আমায় সমর্পয়। অহে সাধুতম সেহ ধৰ্ম্ম তরু হয় ॥
যথার্থ ধর্ম্মের কথা আর কি শুনিবে। বুখা শ্রম অর্পিলেও সেহ ধৰ্ম্ম হবে ॥

। ২২। এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিৰ্মনীষা চ মনীষিণাং ।

যৎ সত্যমনুভেনেহ মর্ভ্যনাশোতি মাযুতং ॥

ঋতসত্য আমি সে আমার লাভ করে। ইহ জন্মে অনিত্য এ বিনাশে
শরীরে ॥ মনীষি যতক আর বুদ্ধিমন্ত ভুরি। তাহাদের এই হয় বিবেক
চাতুরী ॥

। ২৩। এষতেহুতিহিতঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ ।

সমাসব্যাসবিধিনা দেবানামপি দুৰ্গমঃ ।

অভীক্লশস্তে গদিতং জ্ঞানং বিম্পষ্টযুক্তিমত্ ।

এতদ্বিজায় মুচ্যেত পুরুষো নক্টসংশয়ঃ ॥

শুনহে উদ্ধব এই ব্রহ্ম নিরূপণ। বিস্তার সংক্ষেপ রূপে করিছ বর্ণন ॥
অশ্রের কি দায় দেবগণ না ছায়। মম বাক্যে কভু তুমি না কর সংশয় ॥

এইরূপ জ্ঞান আমি দিলাম কহিয়া । পুনঃ পুনঃ কহিলাম স্পষ্ট মুক্তি
দিয়া ॥ যেই প্রাণী এই ব্রহ্মবাদেতে বুঝয় । মুক্তিপদ লভে সেই সংশয়
যুচয় ॥

। ২৪ । সুবিবিক্তং তব প্রমৎ যএতদপি ধারয়েৎ ।

সনাতনং ব্রহ্ম গৃহ্যং পরং ব্রহ্মাধিগম্যতি ॥

যে কিছু করিলে প্রমৎ আমার গোচর । ক্রমে আমি দিলাম তাহার
প্রত্যুত্তর ॥ এই কথা শ্রবণাদি যেজন করয় । বেদ গৃহ্য সনাতন ব্রহ্ম সে
লভয় ॥ এই পরব্রহ্ম আমি লভয়ে আমারে । ক্লেশ নাহি ঘটে তার
সংসার ভিতরে ॥

। ২৫ । যএতন্মম ভক্তেষু সংপ্রদদ্যাৎ সুপুঙ্কলং ।

তস্যাং ব্রহ্মদায়সীৎ দদাম্যানন্দমাশ্রয়নং ॥

যেইত এ ব্রহ্মজ্ঞান আমার ভক্তেরে । বোধ করাইয়া দেয় আনন্দ অন্তরে ॥
আপনার নিজরূপ দেই আমি তারে । পুনরপি নাহি ভ্রমে সংসার ভিতরে ॥

। ২৬ । যএতৎ সমধীযীত পবিত্রং পরমং শুচি ।

সপুণ্ড্রাহরহস্যং জ্ঞানদীপেন দর্শয়ন্ ॥

যএতচ্চক্ৰয়া নিত্যমব্যগ্রঃ শৃণুযাদ্ভরঃ ।

ময়ি ভক্তিং পরাং কুর্স্বন্ কৰ্ম্মভিন্নং সবধ্যতে ॥

এ অধ্যাত্মশাস্ত্র শুচি পরম পাবন । সমাদরে যেই করে উচ্চেতে পঠন ॥
প্রত্যহ করিলে পাঠ পবিত্র সে হয় । সুজ্ঞান দীপেতে নিত্য আগারে
দেখয় ॥ শ্রদ্ধাযুক্ত অব্যাগ্রেতে করয়ে শ্রবণ । আমাতে পরমা ভক্তি
করে যেই জন ॥ তার নাহি কৰ্ম্মবন্ধ ঘটে কদাচন । এহেতু সংসারে
নাহি করয়ে ভ্রমণ ॥

। ২৭ । অপূঙ্কব স্তয়া ব্রহ্ম সখে সম্বপধারিতং ।

অপি তে বিগতোমোহঃ শোকশালো মনোত্তরঃ ॥

ও উদ্ধব সখা তুমি করহ শ্রবণ । নিশ্চয় করিলা ব্রহ্ম সম্যক্ ধারণ ॥
নিশ্চয় করিল ভব মোহ পলায়ন । নিশ্চয় মনের শোক করিল গমন ॥

। ২৮ । নৈতদ্বয়া দান্তিকায় নান্তিকায় শঠায় চ ।

অশ্রদ্ধাঘোরভক্তায় দুর্জিনীতায় দীপ্যতাং ॥

উপদেশ জ্ঞান তুমি দান্তিকে না দিবে । নান্তিক বঞ্চক যেই তারে না

কহিবে ॥ এ কথা শুনিতে যার প্রজ্ঞা নাহি হয় । দুর্বিনীত অভক্তেরে না
দিবে নিশ্চয় ॥

। ২৯ । এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ ।

সাধবে শুচয়ে ক্রম্যন্তু ক্রিঃ স্যাম্ভূতবোধিতাং ॥

এই সব দোষ যার দেহে না থাকয় । ব্রাহ্মণ্য স্বভাব প্রিয় যেই জন হয় ॥
এই জ্ঞান দিবে সাধু শুচি যে তাহাকে । শূদ্র বোধিতেই দিবে ভক্তি
যদি থাকে ॥

। ৩০ । নৈতদ্বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসো জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ।

পীত্বা পীয়ুষমহুতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে ॥

এই ত বিশেষ জ্ঞান যাঁহার জন্মিল । জানিতে বিশেষ তার কিছু না রহিল ॥
অমৃত পীয়ুষ পান যে জন করয় । অন্য পান অবশেষে তার নাকি রয় ॥

। ৩১ । জ্ঞানে কর্মণি যোগেচ বার্তায়াং দণ্ডধারণে ।

যাবানর্থোহনুগাং তাত তাবাংস্তেহহং চতুর্বিধঃ ॥

মোক্ষ ধর্ম কাম আর অর্থ বাহা হয় । পুরুষের পুরুষার্থ এই চতুষ্টয় ॥
ইহা লভিবারে লোক জ্ঞানাদি করয় । অহে তাত আমি তব এই চতুষ্টয় ॥

। ৩২ । মর্ত্যোয়দা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।

তদাহুতত্ত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়া ত্রাতুয়ায় চ কপতে তৈব ॥

মর্ত্য যদি সর্ব কর্ম্ম ছুঁতে ত্যজয় । একান্ত ভাবেতে আত্মা আমা সমর্পয় ॥
বিশিষ্ট করিতে তবে বাড়িয়ে তাহারে । সন্তুষ্ট হইয়া মোক্ষ দেই তার পরে ॥
সে জন আমার সম ঐশ্বর্য্য লভিতে । অবশ্যই যোগ্য হয় জানিবে নিশ্চিত ॥
ঈশ্বর উবাচ । ৩৩ । স এবমাদর্শিতযোগমার্গ স্তদোত্তমমোকবচোনিশ্চয় ।

বহ্মাঞ্জলিঃ প্রত্যাগরুদ্রকণ্ঠো নকিসিদ্ধচেহং পরি পুতাক্ষঃ ॥

শুক বলে শুন রাজা হয়ে সাবধান । এত যদি উদ্ধবে কহিলা ভগবান ॥
যোগ মার্গে সন্দর্শিত হইয়া উদ্ধব । এক চিত্তে শুনিলা কৃষ্ণের বাক্য সব ॥
কৃতাজ্ঞলি হয়ে বাক্য শুনিতে শুনিতে । অশ্রুধারা পরিপ্লুত হইল চক্ষেতে ॥
প্রীতিভাবে কণ্ঠ তার উপরুদ্র হৈল । কিছুই বলিতে সেই সমর্থ নহিল ॥

। ৩৪ । বিকৃত্য চিত্তং প্রণয়াবসরং ধৈর্য্যেণ রাজন বহুমন্যমানঃ ।

কৃতাজ্ঞলিঃ প্রাহ যদুপ্রবীরং শীকর্ণশ্চ শং স্তজ্জরগারবিন্দং ॥

প্রণয়ে ঘূর্ণিত চিত্তে ধৈর্য্য করিল । স্থির মনে কৃতাজ্ঞলি চরণে পড়িল ॥

আপনাতে কৃতার্থতা মানিল আপনি । কৃষ্ণপদে কহিছেন সক্ররুণ বাণী॥
 ঐউকবউবাচ । ৩ । বিজ্ঞাবিতোমোহময়ো হক্কারো যআশ্রিতোমেতব সন্নিধানাৎ
 বিভাবসোঃ কিমু সমীপগম্য শীতং ভযোভীঃ অভবন্ত্যজাদ্য ॥

উদ্ধব বলেন শুন বচন আমার । বিজ্ঞাবিত হৈল মোহময় অন্ধকার ॥
 যেই মোহ পূর্বে আমি আশ্রয় করিল । তব সন্নিধান নাহি সে মোহ
 যুটিল ॥ স্বর্ঘ্যের নিকট গতে মনে শীত ভয় । অন্ধকার আর নাকি
 প্রভু তার হয় ॥ তুমিহ ব্রহ্মার পিতা শুন নিবেদন । স্বর্ঘ্যের নিকটে
 শীত আদি প্রভু নন ॥

। ৩৬ । প্রত্যর্পিতোমে ভবতানুকল্পিনা ভূতায় বিজ্ঞানময়প্রদীপঃ ।

হিহ্না কৃতজ্ঞস্তব পাদদ্বলং কোহন্যৎ সমীক্ষারণং তদীয়ং ॥

আমি ভূত মনপ্রতি হয়ে দয়াবান্ । বিজ্ঞান স্বরূপ দীপ দিলা ভগবান্॥
 হেন কে কৃতজ্ঞ আছে এ তিন ভুবনে । তব পদ ছাড়ি যায় অন্যের শরণে॥

। ৩৭ । বৃক্শচ নেমুহুদমেহপাশো দাশার্হবৃক্ষ্যককসাব্ধতেমু ।

প্রসারিতঃ সৃষ্টিবৃক্শয়ে স্ময়া স্বমায়য়া হ্যাবাস্থবোধহেতিনা ॥

দাশার্হ বংশেতে বৃক্ষি অন্ধক সাধ্বতে । স্নেহপাশ প্রসারিলা আপন
 মায়াতে ॥ আপন মায়ায় স্নেহ পাশ প্রসারিলা । সৃষ্টি বৃক্ষি অর্থে তুমি
 দৃঢ় তাহা কৈলা ॥ আত্মবোধ খজো তাহা আপনি কাটিলে । নিশ্চিন্ত
 রহিব ইবে তব পদ তলে ॥

। ৩৮ । নমোহস্ততে মহাযোগিন্ প্রপন্ন মনুশাধি মাং ।

যথাস্তরুণাশ্বোজে রতিঃ স্যাদনপারিনী ॥

আমার প্রণতি তব চরণ কমলে । প্রপন্ন বলিয়া যদি অহুগ্রহ কৈলে ॥
 তোমার চরণে রতি হউক আমার । অন্য বিষয়েতে যেন নাহি হয় আর॥
 সেই যতি মুক্তিকেও ব্যাপিয়া থাকিবে । কদাচিত্ সে রতির বিনাশ না হবে॥
 এইরূপে শিক্ষা দেও অহে মহাযোগী । কৃতজ্ঞ লিখুটে তব চরণেতে মাগি॥

শ্রীভগবানুবাচ । ৩৯ । গচ্ছাক্রব মচ্ছাদিন্টো বদর্য্যখ্যং মমাপ্রমং ।

তত্র মৎপাদভীর্খোদ্রানোপলম্পশ্চৈব । শুচিঃ ॥

ভগবান্ বলিছেন শুনহে উদ্ধব । তোমায়ে দিলাম আমি বিজ্ঞান বিভব॥
 মম আক্সা লয়ে যাহ বদরিকাশ্রম । আমার আশ্রম সেই অতি নিরুপম॥

সেখানে আমার পদ সলিল তীরেতে। স্নান আচমনে শুচি হবে বিধিমতে॥

। ৪০। ঈক্ষ্মালকনন্দায়া বিধূতামেষকলম্বঃ ।

বমানোবল্কলান্যত্র বন্যভুক্স্থখনিষ্পহঃ ॥

অলকনন্দার নিত্য কর দরশন। সকল কল্মষ তব হইবে খণ্ডন ॥

বৃক্ষের বাকল নিত্য কর পরিধান ॥ বন্য ফল মূলে কর আহার বিধান ॥

সুখের বাসনা ত্যাগ কর মানসেতে। অহে শ্রেষ্ঠ কহিলাম তব সাক্ষাতেতে॥

। ৪১। তিতিক্ষুর্ধ্বদ্রাণাং সুশীলঃ সংযতেজিরঃ ।

শাস্ত্রঃ সনাতনধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ॥

শীত উষ্ণ আদি দ্বন্দ্ব সহ শরীরেতে। তাহাতেহ কভু নাহি হবে অভিভূতে॥

সুশীল হইয়া জিত ইন্দ্রিয় গণেরে। শাস্ত্রশীল হও নিত্য ত্যজ অশাস্তিরে॥

আপনার বুদ্ধি যোগে হও সাবধান। আর দৃঢ় করয়ে সাধ জ্ঞান ও বিজ্ঞান॥

। ৪২। মতোনুশিক্ষিতং যতে বিবিজ্ঞমনুভাবয়ন্ ।

ময্যাবেশিতবাকচিত্তোমহর্ষ্মনিরতোভব ॥

আমা হৈতে শিক্ষা কৈলে যোগগণ যাহা। সুবিচার হইল ভাবনাকর তাহা॥

আমাতে আবেশ কর বাক্য আর চিত্ত। ভাগবত ধর্মেতে নিরত হও নিত্য॥

। ৪৩। অতিব্রজ্য গতীস্ত্রয়ো মামেষ্যসি ততঃ পরাং ॥

সাত্ত্বিকাদি তিন গতি জিনি সদাশয়। তার পরে মম পদ লভিবে নিশ্চয়॥

শ্রীশুকউবাচ । ৪৪। সএবমুক্তোহরিমেধসৌন্দব প্রদক্ষিণং তং পরিসৃত্যপাদমোঃ ।

শিরেনিধায়াকলভিরার্জীষী ন্যষিঞ্চদবন্দ পরোপ্যগক্রমে ॥

শুক বলে পরীক্ষিৎ শুন তার পরে। কৃষ্ণ এক হিলা হরিমেধা উদ্ধবেরে॥

কান্দিতে কান্দিতে সেই উদ্ধব উঠিল। শ্রীকৃষ্ণেরে সেহ তবে প্রদক্ষিণ

কৈলা ॥ পদদ্বয়ে শির দিয়া প্রণাম করিয়া। নয়মের অঙ্গ জলে শ্রীপদ

সিঞ্চিয়া ॥ সুখ দুঃখ ত্যক্ত ভবু গমন সময়। আদ্র হৃদয়েতে সেহ এরূপ

করয় ॥

। ৪৫। সূদুস্ত্যজস্নেহবিরোগকাতরোনশকুবৎস্তং পরিহাতুমাতুরঃ ।

কৃষ্ণং যযৌ সূর্নি ভর্তৃ পাদুকে বিভ্রমস্কৃত্য যযৌপুনঃপুনঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণেতে উদ্ধবের সূদুস্ত্যজস্নেহ। কৃষ্ণের বিরোগে বড় দুঃখ পায় সেহ॥

কৃষ্ণের বিচ্ছেদে বড় কাতর হইলা। আতুরেতে শ্রীকৃষ্ণেরে ছাড়িতে

নারিলা ॥ কৃষ্ণের পাছুকাঁড় ধরিয়া সন্তুকে । পুনঃ পুনঃ নমস্কার করেন
তঁাহাকে ॥ অনেক কষ্টেতে তথা হইতে চলিলা । বিবরিয়া শুন তার
পরে যাহা কৈলা ॥

। ৪৬ । ততস্তমস্তর্কমি সংনিবেশ্য গতোমহাভাগবতোবিশালাং ।

যথোপদিষ্টাং জগদেকবন্ধুনা তপঃসমাহ্বায় হরেরগা কাতিং ॥

তার পর হরিভক্তশ্রেষ্ঠ সে চলিলা । কৃষ্ণেরে হৃদয়ে করি বিশালাকে গেলা ॥
জগতের বন্ধু দিয়াছিল উপদেশ । সেই ক্রমে করিলেন তপস্যা বিশেষ ॥
তপ আচরণে সিদ্ধ উদ্ধব হইল । শরীর তাজিয়া কৃষ্ণ পদ সে লভিল ॥

। ৪৭ । যএতদানন্দসমুদ্রসংভূতং জ্ঞানায়তং ভাগবতায় ভাষিতং ।

কৃষ্ণেন যোগেশ্বরম্বেবিতাজিণা সম্ভ্রুত্বা সেব্যজগদ্বিস্মৃচ্যতে ॥

এইত আনন্দ সিদ্ধিময় জ্ঞানামৃতে । শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিল উদ্ধব শাস্তাতে ॥
যাঁহার চরণ পদ্ম যোগেশ্বর সেবে । সেই হরি এইরূপ কহিলা উদ্ধবে ॥
বিশ্বাসেতে অল্প ইহা যে করে শ্রবণ । সংসার হইতে তার হয়ত মোচন ॥

। ৪৮ । ভবভয়মুপহর্জুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং নিগমকুপজহ্নে ভৃঙ্গবদেদসারং ।

অমৃতমুদমিতশ্যাপায়য়দ্ভূত্যবর্গান পুরুষমুযভমাদ্যং কৃষ্ণ সঙ্গং নতোহস্মি ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে বদর্ঘ্যাক্রম প্রবেশ

একোনত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ॥

ভূত্য জনে ভব আর ভয় বিনাশিতে । জগতের গুণকৃষ্ণ ইচ্ছিল চিস্তেতে ॥
বেদকর্ত্তা ভগবান্ কৃপা পারাবার । জ্ঞান আর বিজ্ঞান এইত বেদ সার ॥
ভৃঙ্গ সম বেদ সিদ্ধ হইতে উদ্ধারিলা । জ্ঞান সূখা ভূত্যবর্গে পান করাইলা ॥
হেন যে পুরুষ আদ্য কৃষ্ণ মহাশয় । তাঁহার চরণে নম নতি সবিনয় ॥
একাদশ স্কন্ধে এই উত্ত্রিশ অধ্যায় । উদ্ধব প্রবেশ কৈলা বদর্ঘ্য সভায় ॥
প্রাকৃত ভাষায় দ্বিজ সনাতন ভণে । শ্রবণ করহ সূখে যত সাধু গণে ॥

ত্রিংশৎ অধ্যায়ের আভাস ।

ত্রিংশে তু প্রাপ্তপক্ষিপ্তমৌষলচ্ছলতোহরিঃ ।

স্বধাম গন্তুমন্নিচ্ছন্ সংজহার নিজং কুলং ॥

বিরাগায় পুরা ঘোরমুপক্ষিপ্তং হিমৌষলং ।

কথাবসানে ওষ্ট্রৈব বিশেষং পরিপৃচ্ছতি ॥

ত্রিকৃষ্ণ স্বীয়ধামে গমনেচ্ছু হইয়া প্রথমাধ্যায়ে উপক্ষিপ্ত মৌষল
লীলাচ্ছলে নিজ কুল সংহার করেন ইহা ত্রিংশাধ্যায়েও ঐশ্বক্য বর্ণন
করিয়াছেন ॥

ঐরাট্রোবাচ । ১ । ততোমহাভাগবতউক্লেব নির্গতে বনং ।

হারবত্যাং কিমকরোদ্ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥

পরীক্ষিৎ রাজা বলে শুন মুনিবর । উক্লেব বদরী গেলা হইয়া কাঁতর ॥

দ্বারকায় ভগবান কি কৈলা বিচার । সে কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়েছে আমার ॥

ভূত প্রকাশক কৃষ্ণ যে লীলা করয় । তাহার শ্রবণে বাঞ্ছা মনে বড় হয় ॥

২ । ব্রহ্মশাপোপসংহৃষ্টে স্বকুলে যাদববর্ষভঃ ।

প্রায়সীং সর্ক্ষনেন্দ্ৰাণাং ভবুং সকথমত্যজং ॥

সহজে ব্রাহ্মণ শাপে কুল হৈলা নাশ । আপনি কি রূপে গেলা বৈকুণ্ঠ

নিবাস ॥ সকল নয়ন প্রিয় যেই কলেবর । কি রূপে গোপন তাহা কৈলা

যদ্ববর ॥

৩ । প্রত্যাক্ষকুং নয়নমবলাযত্র লগ্নং নশেকুঃ

কর্ণাবিষ্টং নসরতি ততোযৎসতামান্নলগ্নং ।

যদ্বীর্বাচাং জনযত্তিরতিং কীর্ডমানাং কবীনাং

দৃষ্ট্বাক্ষিণ্যযু ধিরধগতং যচ্চতৎসাম্যমীযুঃ ॥

অবলা সবার চক্ষু যেকুপে পড়িলে । আদ্য না ফিরাতে পারে রহে অচঞ্চলে ॥

কর্ণরন্ধ্রে যেই রূপ করিলে শ্রবণ । মনেতে লাগিলে নাহি যুচে কদাচন ॥

যেকুপের শোভা করিগণ গান করে । অধিক বাড়য়ে রতি ছাড়িতে নাপারে ॥

সেইত ঈশ্বর শুন অহে মুনিবর । পার্থের সারথি হৈল। করি সমাদর ॥
যে রূপ দেখিয়া বীরগণে ভ্যজি প্রাণ । তাঁহার সমান হৈয়া গেলা দিব্যস্থান ॥

শ্রীঋষিরূবাচ । ৪ । দিবি ভুব্যস্তরীক্ষেচ মহোৎপাতান্ সমুত্তিতান্ ।

দৃষ্ট্বাসীনান্ সুধৰ্ম্মায়াং কৃষ্ণঃ প্রাহ যদুনিদং ॥

বলেন বাদরায়ণি শুনহে রাজন । বিবিধ উৎপাত পুরে হইল সঘন ॥
সূর্য্যের মণ্ডলে নিত্য হয় পরিবেশ । যাহা দেখি হৃদয়েতে উপজয় ক্লেশ ॥
উল্কাপাত ভূমিকম্প নির্যাত নিনাদ । যাহা দেখি হৃদয়েতে বাড়য়ে বিষাদ ॥
নানামত উপদ্রব দেখি প্রজাগণ । ভয়ে কম্পমান তহু স্ফুটিত মন ॥
সুধৰ্ম্মা সভায় যত যত্নগণ ছিল । সবাকারে কৃষ্ণ এই কহিতে আগিলা ॥

শ্রীভগবানুবাচ । ৫ । এতে যোদ্ধানহোৎপাতা দার্ক্যত্যাগ যনকেতবঃ ।

মুহূৰ্ত্তমপি নশ্বেষমত্র নোযদুপুংগবঃ ॥

ভগবান কহিছেন যে সব বচন । শুনহ তাহাই আমি করি বিবরণ ॥
ভগবান বলিছেন শুনহ সকলে । যাঁরা যাঁরা শ্রেষ্ঠ ভাছ এই যদুকুলে ॥
দ্বারকায় দেখ এই বোরত উৎপাত । মৃত্যুর সূচক এহ করিবে নিপাত ॥
মুহূর্ত্তেক ইহাতে রহিতে না জুয়ায় । শীঘ্রগতি হবে ইথে করহ উপায় ॥

। ৬ । দ্বিগোবালশচ বৃদ্ধাশ্চ শশোদ্ধিকারঃ ব্রহ্মব্রতঃ ।

বয়ং প্রভাসং যাদ্যামোষত্র প্রত্যক্ সনদতী ॥

বতেক বালক বৃদ্ধ যুবতী সহিতে । শশোদ্ধিকার যাহ হবে দারবতী হৈতে ॥
আনরা প্রভাসে গিয়া করিব বনতি । পশ্চিম বাহিনী যথা বহে সরস্বতী ॥

। ৭ । তত্রাভিষিচ্য শুচয় উপোষ্য সুসমাহিতাঃ ।

দেবতাঃ পূজয়িষ্যামঃ স্বপনালেপনাইথেঃ ॥

সেই তীর্থে সকলে করিব গিয়া স্নান । উপবাস করি হবে দিব নানা দান ॥
স্নান গন্ধ লেপন অর্চন বিধিতে । দেবতা সবার পূজা করিব তীর্থেতে ॥

। ৮ । ব্রাহ্মণাংস্ত মহাভাগান কৃতবন্ত্যয়নাবয়ং ।

গোভূমিরণ্যবানোত্তিগচ্ছাশ্বরথবেশ্যতিঃ ॥

শাস্ত্র অনুসারেতে করিব যজ্ঞায়ন । মহাভাগ ব্রাহ্মণেতে করাবো ভোজন ॥
গো ভূমি হিরণ্য বস্ত্র নানা অলঙ্কার । রথ অশ্ব গজ গৃহ দির পুরস্কার ॥

। ২। বিধিরেযহ্মরিষ্টমোমজ্জলয়নমুত্তমং ।

দেবদ্বিজগবাং পূজা ভূতেষু পরমোত্তমঃ ॥

এইসব বিধানে অরিষ্ট শান্তি হয়। উত্তম বিধান এই মজ্জল নিলয় ॥
দেবদ্বিজ গোয়ে পূজা বিধিগতে কৈলে। প্রাণির মজ্জল হয় ইহা আচরিলে ॥

শ্রীশকটবাচ । ১০। ইতি সর্ক্রে সমাকর্ষ্য যদুব্রহ্মা মধুবিষঃ ।

তথেষতি নৌতিরুত্তর্য্য প্রভাসং প্রময়ুরথৈঃ ॥

শুকদেব বলিছেন শুনহ রাজন। তারপর যাহা হয় করি বিবরণ ॥
এইরূপে কৃষ্ণ যদি বচন বলিল। শ্রবণ করিয়া সবে সাধুবাদ কৈলা ॥
সমুদ্র হইলা পার নৌকায় বসিয়া। প্রভাসে চলিলা সবে রথেষ্টে চাপিয়া ॥

। ১১। তস্মিন তগবতাদিষ্টং যদুদেবেন যাদবাঃ ।

চক্রুঃ পরময়া ভক্ত্যা সর্ক্রেশ্যোপনৃংহিতং ॥

সেইত প্রভাসে কৃষ্ণবাক্য অমুসারে। যাদবেরা অমুষ্ঠান করিলা সাদরে ॥
আনন্দিত হৈয়া সবে পরম ভক্তিতে। শ্রেয়ের সহিত আচরয় বিধিগতে ॥

। ১২। ততস্তস্মিন্মহাপানং পশুর্মৈরেষ্যকং মধু ।

দিষ্টবিস্তংশিতধিয়োযদুর্নৈব্যজ্ঞশ্যতে মতিঃ ॥

তারপর সভা করি সকলে বসিলা। পানগোষ্ঠী করি সবে মধুপান কৈলা ॥
মৈরেষ্য মধুর পানে দৈবের বশেষে। ভ্রষ্ট বুদ্ধি হৈল সবে মদিরা গুণেষে ॥

। ১৩। মহাপানাত্তিমভানাত্ত বীরগাং নম্বেচেতমাং ।

কৃষ্ণমায়াবিসৃঢ়ানাত্ত সংঘর্ষঃ স্তমহানভূৎ ॥

মৈরেষ্য পানেতে সবে মহামত্ত হৈল। ঈশ্বরের মায়া কেহ বুঝিতে নাশিল ॥
দৈবেতে নাশিল বুদ্ধি মদ্য পান হৈতে। ক্রোধ ভরে কেহ কারে নাশিল
চিন্তিতে ॥ মদ্য পানে মত্ত হৈয়া মহা বীরগণ। কৃষ্ণের মায়ায় সবে হৈল
অচেতন ॥ কথোপকথন হৈতে হৈল গালাগালি। হাত হাতি মারামারি
পরে চুলাচুলি ॥

। ১৪। যুযুধুঃ ক্রোধসংরক্তা বেলায়ামাততায়িনঃ ।

ধনুর্ভিরসিতিভলৈ গদাভিস্তোমরুতি ভিঃ ॥

আততায়ী হৈয়া সবে সমুদ্রের তীরে। ক্রোধেতে অবিষ্ট হৈয়া মহাযুদ্ধ
করে ॥ ধানুকিতে ধানুকিতে হইল সমর। অসিতে অসিতে যুদ্ধ নাহি

অত্র পর ॥ তল্ল তল্ল যুদ্ধ আর গদায় গদায় । তোমর ঋষ্টিতে মহা
যুদ্ধ হৈল ভায় ॥

। ১৫ । পতং পতাকৈরথকুঞ্জরাদিভিঃ খরোঽষ্ট গোভির্মহিষৈর্নরৈরপি ।

মিথঃ সমেতাস্থতরৈশ্চ দুর্মদা ন্যহঙ্কটৈর্দদ্বিবিব দ্বিগাবনে ॥

শত শত পতাকা শোণিত জলে ভাসে । রথ হস্তী কত পড়ে লেখা তারকিসে ॥
খর উষ্ট্র গো মহিষ পড়িল মানব । প্রলয় কালের সম হইল আঁহব ॥
পরস্পর অথ তরে চাপি বীরগণ । শরবৃষ্টি করি সবে হইল নিধন ॥
মহামত্ত হস্তী যেন বনের ভিতরে । দস্তে দস্তে মারামারি করে সবে মরে ॥
সেইরূপে দুর্মদ যতেক যদুবংশ । পরস্পর যুদ্ধ করি সবে হইল ধ্বংশ ॥

। ১৬ । প্রদ্যুম্নসাযৌ যুধি রুচমৎসরাবক্রুরভোজাবনিরুক্ষসাত্যকী ।

সুভদ্রসংগ্রামজিতৌ সূদারুণৌ গদৌ স্মিত্রাসুরথৌ সনীয়ভুঃ ॥

প্রদ্যুম্ন সাযেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর । যুদ্ধেতে দৌহার দেহে বাড়িল গৎসর ॥
অক্রুর ভোজেতে যুদ্ধ হৈল ঘোরতর । অনিরুদ্ধ সাত্যকিতে লাগিল সমর ॥
সুভদ্র সংগ্রামজিতে সগর দারুণ । পরস্পর দৌহে যুঝে হয়। নিদারুণ ॥
গদনামে কৃষ্ণের আছিল এক ভাই । আর গদ কৃষ্ণপুত্র আছিল তথাই ॥
দুই গদে মহাযুদ্ধ হইয়া নির্দয় । স্মিত্রা সুরথে যুদ্ধ তুলনা না হয় ॥

। ১৭ । অন্যে চ যে বৈ নিশঠোল্লুকাদয়ঃ সহস্রজিহ্বতজিহ্বানুসুখ্যঃ ।

অন্যান্যান্যানাদ্য মদাক্ষকারিতা জয়স্বকুন্ডেন বিমোহিতাভুশং ॥

অন্য যেই নিশঠ উল্লুক আদি করি । সহস্রজিহ্ব শতজিহ্ব ভাস্মুখধরি ॥
মদে মত্ত হয়। অতি যুঝে পরস্পর । মুকুন্দ মায়ায় সবে ত্যজে কলেবর ॥

। ১৮ । দাশাক্ষিকভোজাকবৃক্ষিসাত্ত্বতানপর্বদামাপুরশূরসেনাঃ ।

বিসর্জনাঃ কুকুরাঃ কুস্তরশ্চ নিখস্ব জয়ঃ স্ববিস্বজ্য সৌহদং ॥

দাশাক্ষিক আর ভোজ সাত্ত্বত বৃষ্টিতে । সৌহদ্য ছাড়িয়া সবে লাগিল
যুঝিতে ॥ মধু আর অব্রুদ মাথুর শূরসেন । বিসর্জন কুকুরেরা সগর করেন ॥
কুস্তিবংশ আদি করি যুঝিতে লাগিল । মায়ায় মোহিত হয়। সৌহদ্য
ছাড়িল ॥

। ১৯ । পুত্রাস্বমুখান্ পিতৃভির্ভাভুভিঃ স্বশ্রীয়দৌহিত্রপিতৃব্যমাতুলৈঃ ।

মিত্রানি মিত্রৈঃ সূহৃদঃ সূহৃদ্বি জ্ঞাতীংশ্চানু জাতয়ণ্ডব মৃদাঃ ॥

পুত্রেরা করয়ে যুদ্ধ পিতার সহিত । ভাই ভাই যুদ্ধ করে ক্রোধেতে

মোহিত ॥ ভাগিনা দৌহিত্র্য আর পিতৃব্য মাতুল । মৈত্র মৈত্র সহ যুদ্ধ
বাড়িল অভুল ॥ সুহৃদে সুহৃদে যুদ্ধ জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে । মদে মত্ত হৈয়া
নারে আপনা চিনিতে ॥

। ২০ । শরেষু হীযমানেষু ভজ্যমাণেষু ধ্বংস ॥

শক্বেষু ক্রীয়ামাণেষু মুক্তিভির্জ তুরেরকাঃ ॥

সব শর কুরাইল ধম্মক ভাঙ্গিল । ক্ষয় হৈয়া গেল যত অস্ত্র শস্ত্র ছিল ॥
এরকার বনে সবে প্রবিষ্ট হইলা । এরকার মুক্তি ধরি যুঝিতে লাগিলা ॥

। ২১ । তাবজ্জকপোহস্তবন্ পরিঘামুষ্টিনা ভূতাঃ ।

জয়ধ্বংসে কৃষ্ণেন বার্য্যমাণাশ্চ তঞ্চ তে ॥

প্রাত্যনীকং মন্যমানা বলভজ্ঞা মোহিতাঃ ।

হন্তং কৃতধিগোরাঙ্গমাপত্তমাততায়িনঃ ॥

বজ্রকল্প হৈল সেই এরকা সকল । এরকার মুষ্টি হৈল পরিঘ মুমল ॥
হইল প্রলয় যুদ্ধ এরকার বনে । কাটা কাটি করে কেহ করে নাহি চিনে ॥
রাম কৃষ্ণ দৌহে আইল নিবর্ত্ত করিতে । দৌহে প্রতিপক্ষ বুঝে ধাইল
নারিতে ॥ সকলে ধাইলা দুই ভাইকে মারিতে । মুখ আততায়ি তারা
অস্থির চিন্তিতে ॥

। ২২ । অথ তাবপি সংজ্ঞানাবুদ্যম্য কুরুনন্দন ।

এরকামুষ্টি পরিঘৌ চরন্তৌ জয়ভূর্য়ুধি ॥

তদন্তর যাহা হয় কহি তবাগ্রেতে । ক্রোধে পুনঃ দুই ভাই লাগিলা যুঝিতে ॥
এরকার মুষ্টিরূপ পরিঘ লইয়া । যুঝিতে লাগিলা যুদ্ধে সংক্রোধ হইয়া ॥
যুদ্ধ করি যুদ্ধে তাঁরা করেন ভ্রমণ । স্থির হৈয়া শুন অহে কুরুর নন্দন ॥

। ২৩ । ব্রহ্মশাপোপহৃষ্টানাং কৃষ্ণমায়ানুভান্ননাং ।

স্পর্ধাক্রোধঃ ক্ষয়ং নিত্যং বৈণবোহগ্নির্য়থা বনং ।

এবং নষ্টেষু সর্পেষু কুলেষু শ্বেষু কেশবঃ ।

অবতারিতোভুবোভার ইতিনেনৈববশেষিতঃ ॥

কৃষ্ণের মায়ায় সবে মোহিত হইল । সবে প্রায় ব্রহ্ম শাপে নষ্ট হৈয়াছিল ॥
সবাকার স্পর্ধাক্রোধ করিলেক ক্ষয় ; বৈণব অনলে যেন বন দগ্ধ হয় ॥
ক্ষণমাত্রে যছুকুল বিনাশ হইল । তখন কৃষ্ণের মনে আনন্দ জন্মিল ॥
সবে বিচারিলা পৃথিবীর গেল ভার । যাহার কারণ মম এই অবতার ॥

। ২৪ । রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমায়ায় পৌরুষং ।

তত্য়াজ্য লোকং মানুষ্যং সংযোজ্যাত্মানমানি ॥

যদ্ববংশং ক্ষয় দেখি প্রভু বজরাম । মনেতে ভাবিল আরোহিব নিজ ধাম ॥
সমুদ্র ভিতরে বসে ছিল। যোগাসনে । করিলা পৌরুষ ধ্যানসমাধি বিধানে ॥
আত্মায় আত্মারে লৈয়া সংযোগ করিলা । অপূৰ্ণ মানুষ্য নাম লীলায়
ভাজিলা ॥

। ২৫ । রামনির্ধানমালোক্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।

নিষসাদ ধরোগৈশ্বে ভূম্বীমাসদ্য পিপ্পলং ॥

বিভক্তভূভূজং রূপং আজিমুপ্রত্যশ্রয়া ।

দিশোবিভিমিরাঃ কুর্কন্ বিধুমইবপাবকঃ ॥

রামের নির্ধান দেখি দেবকী নন্দন । অশ্রুথাবলয়ে ভূমে করিলা আসন ॥
চতুর্ভূজ রূপ ধরিলেন ভগবান । আপনার ভেজেতে হইলা দীপ্তমান ॥
নিজ ভেজে দশ দিক করিলা প্রকাশ । বিধুম পাবক সম হইল আভাস ॥

। ২৬ । শ্রীবৎসাকং ঘনশ্যামং তপ্তহটিকবর্চ্চসং ।

কৌষেয়াধরযুগ্মেন পরিবীতং সূক্ষ্মলং ॥

সুন্দরশ্মিতবক্ত্রাজং নীলকুন্তলমণ্ডিতং ॥

মঞ্জল জলদ ছাতি জিনিয়া বরণ । বক্ষেতে শ্রীবৎসচিহ্ন হয় স্রশোভন ॥
উত্তপ্ত হাটক বর্চ কৌষেয় বসন । অতি সুমঞ্জল রূপ ভুবন মোহন ॥
কৌষেয় বসন যুগ্মে পরিবীত অঙ্গ । সহজ রূপেরে দেখি লজ্জিত অনঙ্গ ॥
সুন্দর স্রশ্মিত মুখবনজ বিরাজে । কুটিল রুচির নীল কুন্তলেতে সাজে ॥

। ২৭ । পুণ্ডরীকান্তিরামাখ্যং ক্ষুরম্মকরকুণ্ডলং ।

কটিস্থত্রব্রক্ষস্থত্রকিরীট কটকাস্তদৈঃ ।

হারনৃপুরমুদ্রাতিঃ কৌন্তুভেনবিরাজিতং ॥

পুণ্ডরীক অন্তিরাম নয়ন যুগল । ক্ষুরিছে শ্রবণ দেশে মকর কুণ্ডল ॥
কটিস্থত্র ব্রক্ষস্থত্র কিরীট সুন্দর । কটক অঙ্গদ হার শোভে মনোহর ॥
কনক স্রপুর মুদ্রা কৌন্তুভ বিরাজে । যেই মণিগণ রূপে পাইতেছে লীজো

। ২৮ । বনমালাপরীতাক্ষং যুর্জিমন্দির্নিজ। যুগৈঃ ।

কৃষ্ণোরৌ দক্ষিণেপাদমাসীনং পঙ্কজাকরণং ॥

বনমালা শোভা পায় হৃদয়ের মাঝে । সেই মালা সেই গলে সেইরূপে সাজে ॥

আয়ুধ সকল নিজ নিজ যুর্জি ধরি। বেড়িয়া আছেন সবে পুটাঞ্জলি করি ॥
বামপদ দক্ষিণ উরুতে আরোহিয়া। বীরাসনে ভগবান আছেন বসিয়া ॥
পঙ্কজের গভ্র সম অরুণ বরণ। পীতাম্বরে এইরূপ প্রকাশ সে হন ॥

। ২২। মুঘলাবশেষাঃ খণ্ডকৃতমুখুকোজরা।

মৃগাস্যাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্কয়া ॥

চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা সতৃপ্তকিঞ্চিৎ ॥

ভীতঃ পপাত শিরসা পদয়োঃ সুরবিষঃ ॥

অজ্ঞানভা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন।

কল্মষহঁসি পাপস্য উত্তমশ্লোকমেহনঘ ॥

যস্যানুস্মরণং নুগামজ্ঞানপ্রাপ্তনাশকং।

বদন্তি তস্যাত্তে বিষ্ণো ময়া সাধুকৃতং প্রভো ॥

তণ্মাস্তু জহি বৈকুণ্ঠে পাপানানং মৃগলুককং।

যথা পুনরহন্তে বৎ নকুর্য্যাং সদতিক্রমং ॥

মুঘলের অবশেষ খণ্ড যে আছিল। তাহাতে তীরের ফলা আক্ষুটী কল্লিল ॥
সেই তীর সহ জরা আইল সে স্থলে। মৃগ শঙ্কা হৈল তার কৃষ্ণ পদতলে ॥
সন্ধান পুরিয়া তীর বিঞ্চিল চরণে। পশ্চাতে দেখিল চতুর্ভুজ নারায়ণে ॥
অস্ত্রের ছেঁটা কৃষ্ণ তাঁর পদদ্বয়ে। মস্তক অর্পিয়া পড়ে সভয় হৃদয়ে ॥
অপরাধ কর্যে ভয়ে পড়ে পদতলে। না জানিয়া অপরাধ করিলাম হেলে ॥
অপরাধ কনা কর শ্রীমধুসূদন। সহজে পাপিষ্ঠ আমি আক্ষুটীক জন ॥
আপনি উত্তম শ্লোক গাপের নাশক। তোমা বিনা আর কেবা আছয়ে
রক্ষক ॥ যার নাম স্মরণেতে অজ্ঞান বিনাশে। হেন পদে অপরাধ টেকিল
অনায়াসে ॥ সহজে পাপিষ্ঠ আমি বড়ই অজ্ঞান। আপনি আমারে বধ
তবে হয় জ্ঞান ॥ হেন অপরাধ যেন পুনশ্চ না করি। শ্রীহস্তে আমারে
নাশ করহ শ্রীহরি ॥ অহে প্রভু ভগবান মোরে শীঘ্র মারো। বৈকুণ্ঠে
শ্রীহরি মৃগ লোভিরে উদ্ধারো ॥

। ৩০। যস্যাক্ষযোগ রচিতং নবিদুর্বিব্রিকো রুদ্রাদয়োহস্য তনয়াঃ পতয়োগিগ্নিরাং যো।

অন্যায়্যা বিহতদৃষ্টর এতদজ্ঞঃ কিস্তস্য তে বয়মসদাভযোগীমঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। মাভৈর্জরৈঃ স্মৃতিষ্ঠি কামএষকৃতোহিসে।

যাহিষ্যৎ মদনুজাতঃ স্বর্গং স্মৃতিনাং পদাং ॥

তব যোগমায়া বলকে বুঝিতে পারে। ব্রহ্মা রুদ্র আদিকরি বুঝিতেসে নারে ॥

তোমার মায়ায় সব মোহিত হইয়া সংসারে ভ্রমিছে জীব অজ্ঞানে পড়িয়া ॥
তর মধ্যে আমরা অসং জাতি অতি । আমরা কি জানি ভব যোগমায়া
গতি ॥ ভগবান বলেন না কর জরা ভয় । উঠ উঠ এ দোষ তোমার
নাহি হয় ॥ আগার অভীষ্ট এই তুমি যে করিলে । ভব অপরাধ ইথে
নাহি এক ভিলে ॥ লইয়া আমার আজ্ঞা চল স্বর্গ পুরে । পুণ্যবান লোক
সব সে স্থানে বিহরে ॥

। ৩১ । ইত্যাদিকৌভগবতা কৃষ্ণেনৈচ্ছাশরীরিণা ।

ত্রিঃ পরিক্রম্য তং নত্বা বিমানেন দিবং যযৌ ॥

দারুকঃ কৃষ্ণপদবীমস্থিচ্ছন্নধিগম্যতাং ।

বায়ুং তুলসিকামোদমাগ্নায়াভিমুখং যযৌ ॥

এত যদি আজ্ঞা তারে দিল নারায়ণ । আনন্দিতে জরা তাঁরে করিল বন্দন ॥
কৃষ্ণ ভগবান ইচ্ছাময় সে বিগ্রহ । ব্যাধে দয়াময় প্রভু কৈলা অমুগ্রহ ॥
তিন বার প্রদক্ষিণ কৈলা নারায়ণে । জরা স্বর্গপুরে গেলা বসিয়া বিমানে ॥
দারুক সারথী সেই প্রলয় সমরে । কৃষ্ণ অঘোষিয়া সেহ কাতর অন্তরে ॥
তুলসী আমোদ বায়ু আত্মাণ পাইয়া । কৃষ্ণের সম্মুখে গেলা ব্যাকুল
হইয়া ॥

। ৩২ । তন্ত্রত্ৰিগুদ্যুতিমাযুর্ধৈবৃ তমখস্থলে কৃতকেতনং পতিং ।

স্বেহমুভাঙ্গা নিপপাত পাদয়ো রুখাদবমৃত্যু সৰ্বাস্পলোচনঃ ।

“ অগশ্যতস্থচরণামুজং প্রোক্তোদৃষ্টিঃ প্রণষ্টা তমসি প্রবিষ্টা ।

দিশোন জানেন ন লভেচ শান্তিং যথানিশায়ায়ুর্ভূপে প্রণষ্টে ॥ ।

কৃষ্ণেরে দেখিলা গিয়া অস্থখের মূলে । বসিয়া আছেন প্রভু কেবল ভূতলে ॥
মূর্ত্তিগন্ত আয়ুর্ধেরা আছেন বেড়িয়া । কৃষ্ণ পদতলে পড়ে কাতর হইয়া ॥
অশ্রুধারা নয়নে ভেব হিছে সঘন । প্রেমভেদে আকুল চিত্ত না ক্ষুরে বচন ॥
অনেক প্রকারে মন ধৈর্য্য করিলা । গদ গদ বাক্যে কিছু কহিতে নাগিলা ॥
না দেখিয়া প্রভু তর চরণ কমল । দৃষ্টি মম হৈল নষ্ট কান্দিয়ে বিকল ॥
সকল সংসার দেখি অন্ধকারময় । দিগভ্রম হৈল নাথ কি করি উপায় ॥
মনের নাহিক শান্তি প্রাণধৈর্য্য নয় । চন্দ্র অন্তে নিশা যেন অন্ধকার হয় ॥

। ৩৩। ইতি ক্রবতি সূতে বৈ রথোগুরুভাঙ্গনঃ।

ধ্বংসপাত রাজেন্দ্র সাধুধ্বজউদীকিতঃ।

তমধ্বগচ্ছৎ দিব্যানি বিষ্ণুপ্রহরণনিচ।

ভেনাতিবিস্মিতান্নানং সূতমাহ জনাৰ্দ্দনঃ।

এরূপে সারথি কথা বলিতে বলিতে। গুরুড় সঞ্চর রথ উড়ে গগনেতে ॥

ধ্বজ বাজি সহ রথ আকাশে চলিল। উর্ধ্বমুখ হৈয়া সূত চাহিয়া রহিল ॥

তার পাছে গেলা দিব্য বিষ্ণুপ্রহরণ। ইহা দেখি সূত হৈলা বিস্মিত বদন ॥

শ্রীভগবানুবাচ। ৩৪। গচ্ছ দ্বারবতীং সূত জ্ঞাতীনাং নিধনং মিথঃ।

সঙ্কর্ষণস্য নির্বাণং বন্ধুভ্যোক্রুহি মদশাং।

দ্বারকায়াঞ্চ নহেয়ং ভবন্তিচ সবন্ধুভিঃ।

ময়া ত্যক্তাং যদুপুরীং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি।

দারুকেরে চাহিয়া বলেন ভগবান। শীঘ্র দ্বারবতী তুমি করহ প্রয়াণ ॥

পরম্পর জ্ঞাতিগণ নিধন লভিলা। যোগমার্গে বলদেব গমন করিলা ॥

বন্ধুগণে বল গিয়া আমার এ দশা। দ্বারবতী নিবাসের ত্যক্ত হবে আশা ॥

দ্বারকায় তোমরা না থেকো কদাচিৎ। আমি গেলে পুরী হবে সমুদ্রে প্লাবিত্ ॥

। ৩৫। স্বং স্বং পরিগ্রহং সর্কে অঙ্গদায় পিতরৌ চনঃ।

অর্জুনেনাবিতাঃ সর্কে ইন্দ্রগ্রহং গমিষ্যথ।

নিজ নিজ পরিগ্রহ সংহতি করিয়া। পিতা মাতা আমার দৌহারে সঙ্গে

লৈয়া ॥ অর্জুন সংহতি করি ইন্দ্রগ্রহে যাও। আপনার মঙ্গল সকলে

যদি চাও ॥

। ৩৬। ত্বত্ত্ব মনুর্জমায়ায় জ্ঞাননিষ্ঠউপেক্ষকঃ।

মধ্যায়রচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ।

তুমি হে দারুক মম ধর্ম আস্থাকারী। জ্ঞাননিষ্ঠ হবে তুমি মায়া পরিহরি ॥

মায়ায় এ সংসার কভু সত্য নয়। আমার চরণে রতি করহ নিশ্চয় ॥

। ৩৭। ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ।

তৎপাদৌ শীর্ষণ্যাধায় দুর্শ্বনাঃ অথযৌ পুরীং।

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে মৌষলেকুলক্ষ্যোনাম ত্রিংশোধ্যায়ঃ।

এত শুনি সূত বড় হইল কাভর। কৃষ্ণপদে প্রণিপাত করিল বিস্তর ॥

দুর্শ্বনা হইয়া তাঁরে করি প্রদক্ষিণ । বারম্বার প্রণাম করিল অতি দীন ॥
কৃষ্ণপদ শিরে ধরি দ্বারবতী গেলা । বসুদেব প্রভূতিরে বৃত্তান্ত কহিলা ॥
একাদশ স্কন্ধে এই ত্রিংশৎ অধ্যায় । বিপ্র হুত সনাতন রচিল ভাষায় ॥

একত্রিংশৎ অধ্যায়ের আভাস ।

একত্রিংশে স্কন্ধে ধাম জগাম ভগবান্নিতঃ ।

ভবেনানুগমুঃ প্রীত্য বসুদেবাননন্ততঃ ॥

দেবান্ যদুন্ বিধায়াদৌ ভূয়োদেবান্ বিধায়তান্ ।

শ্রীকৃষ্ণঃ বেদ্বয়া ধাম স্ততশ্চৈবসমাবিশত্ ॥

ভূমণ্ডল হইতে ভগবান্ স্বীয় ধাম গমন করেন তদন্তর বসুদেবাদি
তাঁহার পশ্চাৎ প্রীতিযুক্ত হইয়া গমন করেন প্রথমে দেবগণের অংশকে
যদুগণরূপে অবতীর্ণ করিয়া পুনর্বার সেই অংশ সকলকে দেবগণে মিলন
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছায় স্বীয় দেহের সহিত স্বীয় ধামে প্রবেশ করেন
ইহা একত্রিংশাধ্যায়ে গ্রন্থকার বর্ণন করিয়াছেন ॥

শ্রীশকটবাহ । ১ । অথ তত্রাগমব্রহ্মা ভবান্যচি সমং ভবঃ ।

মহেজ্জপ্রমুখাদেবান্ননয়ঃ সপ্রজেশ্বরঃ ॥

শুক বলে শুন রাজা কহি হেতোয়ায় । দারুক দ্বারকা গেলা কৃষ্ণের আজায় ॥
তার পর ব্রহ্মা তথা আইলা আপনাদেব ত্রিলোচন আইলা সহিতভবানী ॥
মহেজ্জাদি দেবগণ সকলে আইলা । প্রজাপতিগণ মুনিগণ প্রবেশিলা ॥

১২ । পিতরঃ দিক্ গন্ধর্ষা বিদ্যাধর মহোরগাঃ ।

চরণাযক্ষরক্ষাং দি ক্রিষরাপরসোষিজাঃ ॥

পিতৃ দিক্ গন্ধর্ষ উরগ বিদ্যাধর । চারণ রাক্ষস যক্ষ অপ্সরা কিমর ॥

বিমানের রহিলা সবে শূন্যে করি ভর । প্রকাশিত শূন্য পথ বর্ণনে বিস্তর ॥
গরুড় লোকেতে থেকেন যত পক্ষিগণ । মৈত্রেয় প্রভূতি আইলা সকল ব্রাহ্মণ ॥

। ৩ । ত্রুটুকামাভগবতো নির্বাণং পরমোৎসুকাঃ ।

গায়ন্তশ্চ গৃণন্তশ্চ শৌর্যে কৰ্ম্মাণি জনাচ ॥

বসবুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিমানাবলিভিন্নভঃ ।

কুর্ষভঃ সংকুলং রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥

কৃষ্ণের নির্বাণ সবে দেখিবার ভরে । কৃষ্ণেরে দেখেন সবে পরম আদরে ॥
কৃষ্ণ জন্ম কৰ্ম্ম সবে করেন গায়ন । সকলে করেন কৃষ্ণ কথোপকথন ॥
বিমানা বলিতে নভে আছেন বসিয়া । পুষ্পবৃষ্টি করিছেন আনন্দিত হৈয়া ॥

। ৪ । ভগবান্ পিতামহং বীক্ষ্য বিভূতীরাক্ষনোভিঃ ।

সংযোজ্যান্মনি চাক্ষানং পরমৈরে ন্যমীলয়ৎ ॥

ভগবান দেখিলেন পিতামহ আইলা । ইন্দ্রগণ আপনার বিভূতি দেখিলা ॥
ভগবান দেখিলেন এই দেবগণ । নিজ নিজ স্থানে লৈতে সবাকার মন ॥
আত্মায় আপন মন করিলা সংযোগ । পদ্মনেত্র নিমিলিয়া কৈলা ধ্যান যোগ ॥

। ৫ । লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলং ।

যোগধারণয়াগ্রেয়া দক্ষা ধামাবিশং স্বকং ॥

যোগবলে ধরিলেন আগ্র্যেয়ী ধারণা । তাহেদক্ষ নহে তহু দেখে সৰ্ব্বজনা ॥
লোক অভিরাম তহু না করে দাহন । স্বধাম প্রবেশ কৈলা শুনহ রাজন ॥

। ৬ । দিবি দুন্দুভয়োনেদুঃ পেভুঃ স্তমনসশ্চ খাত্ ।

সত্যং ধৰ্ম্মোদৃতিভূমেঃ কীর্ত্তিঃ শ্রীষ্টানু তং যযুঃ ॥

আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্পবৃষ্টি হয় । ত্রৈলোক্য পুরিয়াশব্দ হৈল জয়জয় ॥
সত্য ধৰ্ম্ম ধৃতি কীর্ত্তি ভূমে যেই ছিল । কৃষ্ণের গম্ভাৎ শোভা সকলি
চলিল ॥

। ৭ । দেবাদয়োব্রহ্মহুত্যা ন বিশস্তং স্বধামনি ।

অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিন্দিতাঃ ॥

স্বধাম চলিলা কৃষ্ণ ভ্যজি ভূমণ্ডল । বুঝিতে নারিলা তাহা দেবাদি সকল ॥
বুঝিতে নারিলা সবে দেখিতে না পাইলা । দেব আদি সবে অতি বিস্মিত
হইলা ॥ কিন্তু ব্রহ্মা রুদ্র আদি কোন দেবগণ । তাঁরাই ঈশ্বর গতিপান
দরশন ॥

। ৮ । সৌদামিন্যাকাশে যান্ত্র্যাহিহ্মাজমতলং ।

গতিনলক্ষ্যতে মর্ত্যেস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ ।

ব্রহ্মরুদ্রাদয়ন্তে তু দধ্যার্থীগগতিং হরেঃ ।

বিম্বিতান্তাং প্রশংসন্তঃ স্বং স্বং লোকং যযুস্তদা ।

যেমত আকাশে গতি বিদ্যাতের হয় । মনুষ্যেরা কদাচিত্তে বুঝিতে নারয় ॥
তেন সে কৃষ্ণের গতি দেবেরা না জানে । আবির্ভাব তিরোভাব কল্পে
অনুমানে ॥ ব্রহ্ম রুদ্র আদি করি কোন দেবগণ । কৃষ্ণ গতি চিন্তে সবে
বিম্বিত বদন ॥ কৃষ্ণের সে গতি সবে প্রশংসা করিল । নিজ নিজ স্থানে সবে
তখন চলিল ॥

। ৯ । রাজন্ পরস্য তনুভৃক্ষননাপ্যয়েহা মায়াবিভৃক্ষনমবেহি যথানটস্য ।

হৃষ্টান্মনেদমবিশ্য বিকৃত্য চাস্তে সংকৃত্য চাক্রমহিনোপরতঃ সআন্তে ॥

বলেন বাদরায়ণি শুন পরীক্ষিত । নটের সমান জান কৃষ্ণের চরিত ॥
যাদব কুলেতে যেই জনম লইয়া । তাহাতে বিবিধ লীলা আপনি করিল ॥
অন্তর্ধান হৈলা প্রভু প্রাকৃতের প্রায় । মায়া বিভৃক্ষন এই বলিহু তোমায়ে ॥
আপনি আপনি বিশ্ব করেন সৃজন । প্রবেশিয়া তাহাতে করেন বিহরণ ॥
অন্তেতে এ বিশ্ব পুনঃ করিয়া সংহারা সুখেতে থাকেন নিজ মহিমা অপার ॥

। ১০ । মর্ত্যেন যৌত্তরুস্তুতং সমলোকিনীতং ত্রাকানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্কন্ধঃ ।

দ্বিগেয়স্তকাস্তকমপীশমগাবনীশঃ কিং স্বাবনেস্বরনয়ন্যুগয়ং সদেহং ॥

যেই কৃষ্ণগুরুপুত্রে যম লৈয়াছিল । সেই শরীরেতে পুনঃ তারে আনি দিল ॥
তাঁহার চরণে যেই লয়ত শরণ । অবশ্য তাহারে তিনি করেন রক্ষণ ॥
যখন আছিলে তুমি জননী জঠরে । ব্রহ্ম অস্ত্রে দক্ষ করেছিল হে তোমাগারে ॥
কাহ্নরে তোমার মাতা করিলা স্মরণ । গর্ত্রেতে তোমাগারে তবে করিলা রক্ষণ ॥
অন্তকের অন্তকারী যেই মহেশ্বর । বাণ যুদ্ধে তাঁহারে জিনিলা দামোদর ॥
সদেহেতে যুগযুগে স্বর্ণপুরে লৈলা । স্বরক্ষা করণে কিসে সমর্থ নহিলা ॥

। ১১ । তথাপ্যশেষবহ্নিসত্ত্বাপ্যয়েষনন্যাহেতুর্দশেষশক্তিধক ।

নৈচ্ছং প্রণেতুং বপুর্নত শোষিতং মর্ত্যেন কিং স্বহৃগতিং প্রদর্শয়ন্ ॥

ধরেন অশেষ শক্তি সেই নারায়ণ । বিশ্বোদ্ভবাদি তেঁহ অন্তোন্ত কারণ ॥
অবশিষ্ট নিজ দেহ এখানে রাখিতে । অনিচ্ছা হইল লৈলা আপন ॥

লোকেতে ॥ অসুখান করাইলা সকল যাদবে । যাদব বিহীনে মর্ত্যে কি
কার্য্যহইবে ॥ আত্মনিষ্ঠ জনে দিব্য গতি দেখাইলা । মর্ত্যালোক তেয়া-
গিয়া বৈকুণ্ঠে চলিল ॥

। ১২ । যএতাং প্রাতরুখ্যায় কৃষ্ণস্য পদবীং নরঃ ।

প্রযতঃ কীর্ত্তয়েন্তু ক্ত্যা তামেবাশ্রোত্যনুভবাং ।

যেইত কৃষ্ণের গতি করিহু বর্ণন । প্রভাতে উঠিয়া ইহা যে করে কীর্ত্তন ॥
ভক্তিযুক্ত হইয়া ইহা যেই নর করে । ত্রিতাপ না ঘটে তার সংসার
ভিতরে ॥ অবশ্য বৈকুণ্ঠ গতি সে জন লভয় । ইথে পরীক্ষিৎ নাহি করিহ
সংশয় ॥ সেইত উত্তমা গতি সে জন লভয় । সেবানন্দে মগ্নহইয়া নিত্য
বিহরয় ॥

। ১৩ । দারুকৌদারকামেত্য বসুদৈবোঽগ্রসেনয়োঃ ।

পতিত্বা চরণাবশ্রৈন্যধিকং কৃষ্ণবিচ্যুতঃ ॥

কথ্যামাস নিধনং কৃষ্ণীনাং কৃষ্ণশৌনপ ।

তচ্ছ্রোত্বাশ্রিত্বদয়াজনাঃ শোকবিস্মৃচ্ছিতাঃ ॥

তত্রাস্মদ্রিতাজগুঃ কৃষ্ণ বিশেষবিস্বলাঃ ।

ব্যসবঃ শেরতে যত্র জ্ঞাতয়োব্রহ্ম আননং ॥

কাতরেতে দারুক দ্বারকা প্রবেশিল । উগ্রসেন বসুদেব অগ্রে দাণ্ডাইলা ॥
চরণে পড়িয়া স্রুত কান্দিতে লাগিল । যদুবংশ নিধন কৃষ্ণস্নেহে জানাইলা ॥
কৃষ্ণ ত্যক্ত সেই স্রুত নয়নের জলে । উগ্রসেন বসুদেব চরণ সিঞ্চিলে ॥
ইহা শুনি সকলে উদ্ভিন্ন চিত্ত হইলা । শোকেতে মুচ্ছিত হইয়া সকলে
পড়িল ॥ অহে নৃপ গমন করিল । সবে শুনে । করাঘাত করে সবে
আপন আননে ॥ কৃষ্ণের বিচ্ছেদে সবে হইলা কাতর । ভুয়ায় সকলে
গেল । যেখানে সমর ॥ যেখানে পড়িয়া আছে যদুবীর গণ । দেখিয়া
কাতরে কান্দে কৃষ্ণবন্ধু জন ॥

। ১৪ । দেবকী রোহিণী টৈব বসুদেবসুখাস্রুভৌ ।

কৃষ্ণরামাবপশ্যন্তঃ শোকাক্তা বিজহঃ স্মৃতিং ।

প্রাণাংশ্চ বিজহন্তত্র ভগবদ্বিরহাভুরাঃ ।

উপগুহ্য গভীংস্তাত চিত্তমারুরুহঃ ক্ষিয়ঃ ।

কাতরেতে বসুদেব দেবকী রোহিণী । রাম কৃষ্ণ না দেখিয়া লোটায় ধরণী ॥

কৃষ্ণের বিরহে সবে অচেতন হৈলা । কৃষ্ণের বিরহাতুরে প্রাণ তেয়াগিলা ॥
নারীগণ নিজপতি ক্রোড়ে তেলিয়া । চিত্ত আরোহণ কৈলা কৃষ্ণ দেখাইয়া ॥
অহে তাত পরীক্ষিৎ এসব বৃত্তান্ত । শুনিয়া বুঝহ যেই হয় সুসিদ্ধান্ত ॥

। ১৫ । অর্জুনঃ প্রেয়সঃ সখ্যাঃ কৃষ্ণস্য বিরহাতুরঃ ।

আত্মানং সাত্বয়ামাস কৃষ্ণগীতৈঃ সদুক্তিভিঃ ॥

কৃষ্ণের বিরহে পার্থ হইলা কাতর । যেই কৃষ্ণ অর্জুনের সখা প্রিয়বর ॥
তাঁহার বিরহাতুর পার্থ মধুর্ধর । আপনারে শান্তি কৈল জ্ঞানে করি ভর ॥
কৃষ্ণচন্দ্র যেই জ্ঞান তাঁরে দিয়াছিল । সেই জ্ঞান হৈতে তেঁহ ধৈর্য ধরিল ॥

। ১৬ । বন্ধুনাং নষ্টগোত্রাণামর্জুনঃ সাম্প্রায়িকং ।

হতানাং কারয়ামাস যথাবদনুপূর্ক্শশঃ ॥

দ্বারকাং হরিণাং ত্যক্তাং সমুদ্রোহমা বদৎ স্কণাৎ ।

বজ্রগিদ্ভা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ং ॥

নিত্যং সমিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ।

স্বত্যাশেষাশুভহরং সর্বমঙ্গলমঙ্গলং ॥

স্বীকৃত্বান্দায় হতশেষান্ ধনঞ্জয়ঃ ।

ইন্দ্রপ্রস্থং সমাবেশ্য বজ্রং তত্রাত্যবেচয়ৎ ॥

ঋত্বা সুরাধিপং রাজমর্জুনাতে পিতামহাঃ ।

স্বাস্তবংশধরং কৃত্বা জয়ুঃ সর্বৈ মহাপথং ॥

নষ্টগোত্র হতবন্ধু আর যত ছিল । অর্জুন তা সবার দাহন করিল ॥
আনুপূর্ক্শে দাহাদি সে করিল সবার । যে রূপে করিতে হয় নির্ঝাঁহ
তাহার ॥ যেইকণে পৃথিবী ত্যজিলা নারায়ণ । সমুদ্র দ্বারকা পুরী করিলা
প্লাবন ॥ কেবল কৃষ্ণের নিজ মন্দির রহিল । অবশেষ পুরী সব সমুদ্রে
ডুবিলা ॥ শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণ হরি ভগবান । সেই পুরে হয় তাঁর নিত্য সমিধান ॥
অতএব সে পুরী না লজ্জিলা উদয়ান । ডুবায়েনা দিল তেঁহী লা সাবধান ॥
যে পুরী স্মরণ কৈলে সর্বাসুভ হরে । সমস্ত মঙ্গল ভদ্র যা তাতে বিহরে ॥
হেন পুরী অবশেষ রহিল ডুবনে । অশেষ পাতক হরে দ্বার । স্মরণে ॥
হতশেষ বাল বৃদ্ধ যুবতী যে ছিল । অর্জুন সবারে লৈয়া ইন্দ্রপ্রস্থ গেল ॥
বজ্রে নৃপতি কৈল পুরী মথুরায় । ইন্দ্রপ্রস্থ গেল পার্থ বড়ই রায় ॥

অহে পরীক্ষিৎ তব পিতামহ গণ। পার্থ মুখে শুনিলেন সুহৃদ নিধন ॥
তোমায়ে সে করি রাজা হস্তিনা নগরে। মহাপথে গেলাসবে কৃষ্ণ চিন্তা করয়ে ॥

। ১৭। যএতদেবদেবস্য বিষ্ণোঃ কৰ্ম্মাণি জন্মত।

কীৰ্ত্তয়েচ্ছ্রীযশোমত্যঃ সৰ্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

অন্তঃপর শুন রাজা স্থির করি মন। যাহা আচরিলে হয় সংসার মোচন ॥
দেব দেব সেই কৃষ্ণ বিষ্ণু ভগবান। তাঁর জন্ম কৰ্ম্ম যেই মর্ত্য করে গান ॥
শ্রবণ করয়ে কিম্বা শ্রবণ করায়। সকল পাতক হৈতে সেই মুক্তি পায় ॥

। ১৮। ইখং হরেভগবতো রুচিরাবতার বীৰ্য্যানি বাল্যরচিতানিচ শত্ৰুহানি।

অন্যত্র চেহচ শ্রুতানি গুণান্মনুষ্যো ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ লভেত ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে মৌষলঃ নামৈকত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

এইরূপে কৃষ্ণের রুচির অবতার। যেই প্রভু ভগবান শ্রীহরি আকার ॥
ইহাতে যতেক কৈলা বাল্যাদি ব্যাপার। অসংখ্যক বীৰ্য্য তাঁর কেবা
পায় পার ॥ অন্যত্র ইহবা যত করিলা শ্রবণ। এসব চরিত্র হে মঙ্গলরূপ
হন ॥ ইহা যে মনুষ্য দেখ করয়ে গায়ন। কীৰ্ত্তনের এক ফল করিহে বর্ণন ॥
কৃষ্ণেতে পরমভক্তি সেই নর পায়। সন্দেহ না কর ইথে কহিমু তোমায়ে ॥
একাদশ স্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়। সন - বিরচিত প্রাকৃত ভাষায় ॥
শ্রীল শ্রীভাগবত মহাপুরাণেতে। পরম হংস সংহিতা ব্যাস বিরচিত ॥

সমাপ্তশ্চায়মেকাদশ স্কন্ধঃ ॥

এতদ্রূপে প্রকাশকৌ শ্রীলালচাঁদ বিখ্যাস।

